نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

নাসরুল বারী
(৪)
শরহে
বুখারী

রচনায়.........

হযরতুল আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ উসমান গণী সাহেব
শায়খুল হাদীস, মাযাহিরুল উলূম (ওয়াক্ফ) সাহারানপুর, ভারত

অনুবাদ.........

মাওলানা আব্দুর রহমান শরীফপুরী
মুহাদ্দিস, জামিয়া লুৎফিয়া আনওয়ারুল উলূম হামিদনগর বরুণা
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

সহযোগিতা.........

মাওলানা হাসান মাহমূদ (সিঙ্গাপুর প্রবাসী)
ফাযিল, দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী
মাওলানা আব্দুর রহিম (সৌদি আরব প্রবাসী)
মুহাম্মদ সাঈদ বিন সুফী হবিগঞ্জী

নাসরুল বারী চতুর্থ খন্ড (বাংলা)

শরহে
বুখারী

রচনায়...

হযরতুল আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ উসমান গণী সাহেব
শায়খুল হাদীস, মাযাহিরুল উলূম (ওয়াক্ফ) সাহারানপুর, ভারত

অনুবাদ...

মাওলানা আব্দুর রহমান শরীফপুরী
মুহাদ্দিস, জামিয়া লুৎফিয়া আনওয়ারুল উলূম হামিদনগর বরুণা
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

সহযোগিতা...

মাওলানা হাসান মাহমূদ (সিঙ্গাপুর প্রবাসী)
ফাযিল, দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী
মাওলানা আব্দুর রহিম (সৌদি আরব প্রবাসী)
মুহাম্মদ সাঈদ বিন সুফী হবিগঞ্জী

প্রকাশকাল...

মুহাররাম- ১৪৩৫ হিজরী
নভেম্বর- ২০১৩ ইং

মূল্য...

৫৫০/- (পাঁচ শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

.................................প্রকাশনায়.................................

রহমানিয়া লাইব্রেরী

বরুণা, চৌমুহনা, শাহজালাল মার্কেট
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
মোবা: ০১৭৩২-৪৫১৪০২, ০১৭৪৮-০০৪০৬২

জামিউল কামালাত, উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন, ওলীয়ে কামিল, আধ্যাতিক জগতের শ্রেষ্ঠ রাহবর, আমীরে হেফাজতে ইসলাম, জামেয়া লুৎফিয়া আনওয়ারুল উলূম হামিদনগর বরুণা মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ও প্রিন্সিপাল
হযরতুল আল্লাম হযরত মাওঃ শায়খ খলীলুর রহমান হামীদী সাহেবের

দোয়া ও বাণী

الحمد لاهله والصلوة لاهلها اما بعد

জামেয়া লুৎফিয়া আনওয়ারুল উলূম হামিদনগর বরুণা মাদ্রাসার মুহাদ্দিস আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা আব্দুর রহমান কিতাবুল্লাহের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব 'বুখারী শরীফ' এর অন্যতম উর্দু শরাহ 'নাসরুল বারী' এর অনুবাদ করেছেন দেখে আমি অতি আনন্দিত। এর দ্বারা বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষক ও ছাত্ররা বেশ উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা যেন লেখককে আরও খেদমত করার তাওফীক দান করেন। আর উক্ত শরাহকে সর্বস্তরের জনসাধারণ ও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে আম মকবূলিয়্যাত দান করেন। আমীন।।

আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁর এ খেদমতকে কবূল করে পরজগতে নাজাতের ওসীলা করে দেন। আমীন। ছুম্মা আমীন।।

আহকর
খলীলুর রহমান হামীদী

....

উসতাযুল মুহাদ্দিসীন, ওলীয়ে কামিল, আধ্যাতিক জগতের শ্রেষ্ট রাহবর, ওলী ইবনে ওলী, নায়েবে আমীরে হেফাজতে ইসলাম, জামেয়া লুৎফিয়া আনওয়ারুল উলূম হামিদনগর বরুণা মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ও ভাইস প্রিন্সিপাল ও জামেয়া মাদানীয়া শেখ বাড়ী মাদ্রাসার মুহতামিম
হযরতুল আল্লাম মুফতী মুহাঃ রশীদুর রহমান ফারুক হামীদী সাহেবের

দোয়া ও বাণী

نحمده ونصلي علي رسوله الكريم اما بعد

আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআন শরীফের পর পৃথিবীতে সবচেয়ে বিশুদ্ধতম কিতাব "সহীহ বুখারী শরীফ"। আসমানের নিচে যমীনের উপরে সর্বাধিক বিশুদ্ধতম এ কিতাবটির গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা কারো অজানা নয়। তন্মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে, যে কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি কিতাবটি খতম করে দোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে বিপদমুক্ত বানিয়ে দেন। এর আরবী ও উর্দূ ভাষায় বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে। যার অন্যতম একটি উর্দু শরাহ 'নাসরুল বারী' এর অনুবাদ করেছেন আমার স্নেহাস্পদ বরুণা মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওঃ আব্দুর রহমান। যা দেখে আমি বেশ খুশী ও আনন্দিত।

দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা যেন লেখককে আরও বেশী বেশী খেদমত করার তাওফীক দান করেন। আর উক্ত শ্রমকে সর্বস্তরের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং জনসাধারণের কাছে আম মাকবূলিয়্যাত দান করেন। আমীন।

আহকর
রশীদুর রহমান হামীদী

উসতাযুল আসাতেযা, জামিউল মা'কূলাত ওয়াল মনকূলাত, বাংলার ঐতিহ্যবাহি প্রতিষ্ঠান জামেয়া কাসিমুল উলূম, দরগাহে হযরত শাহ জালাল রহ. সিলেট এর স্বনামধন্য মুহতামিম
হযরতুল আল্লাম মুফতী আবুল কালাম যাকারিয়া সাহেবের

দোয়া ও বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

স্নেহের মাওলানা আব্দুর রহমান শরীফপুরী, ফাযিল জামেয়া কাসিমুল উলূম, দরগাহে হযরত শাহ জালাল রহ. সিলেট ও মুহাদ্দিস জামেয়া লুৎফিয়া আনওয়ারুল উলূম হামিদ নগর বরুণা, 'সহীহ বুখারী' এর উর্দূ ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'নাসরুল বারী' এর চতুর্থ খন্ডের বাংলা অনুবাদ করেছেন দেখে সত্যিই আনন্দবোধ করছি। পান্ডুলিপির কিছু কিছু স্থানে নজরও ফেলেছি।

দোয়া করি যেন মহান রাব্বুল আলামীন আনুবাদককে আরো বেশী করে ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে লেখালেখির ময়দানে কাজ করার তাওফীক দান করেন।

দোয়া প্রার্থী
আবুল কালাম যাকারিয়া
১৭-০৫-১৪৩৪ হিজরী

খেদমতে খালক্ব তথা মানব সেবার মূর্ত প্রতিক একেইসিসি ইউকের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আল-খলীল কুরআন শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ এর সভাপতি, ঐতিহ্যবাহী বরুণা মাদ্‌রাসার স্বনামধন্য এসিস্টন্ট প্রিন্সিপাল, হযরত শায়খে বর্ণভী রহ.'র সুযোগ্য দৌহিত্র খ্যাতিমান মুফাসসিরে কুরআন আলহাজ্ব **হযরত মাওলানা শেখ বদরুল আলম হামিদী সাহেবের**

বাণী

نحمد الله العلي العظيم ونصلي علي نبيه الكريم اما بعد

মেধার ক্ষেত্রে প্রখর, লিখনীর দিক দিয়ে একজন ক্ষুরধার লিখক, তরুণ আলেম বরুণা মাদ্‌রাসার অন্যতম মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান শরিফপুরী সাহেব ইতিপূর্বেও আরো বহু আরবী কিতাবের শরাহ লিখেছেন। اصح الكتب بعد كتاب الله الصحيح للبخاري কুরআন শরীফের পরই যে কিতাবের মর্যাদা সহীহ বুখারী শরীফের সমাদৃত উর্দু শরাহ نصر الباري এর বাংলা অনুবাদ করেছেন। এতে আমি আনন্দিত ও মুগ্ধ হয়েছি। ইলমে ওহীর জ্ঞান পিপাসুদের জ্ঞান লাভের অপূর্ব সুযোগ লাভের পথ সুগম হবে বলে আমি আশা করছি।

হাদীসে রাসূলের সা. জ্ঞান ও তথ্য উদঘাটনে সবসময়ই মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। হযরত ইমাম বুখারী রহ.'র সহীহ বুখারী শরীফ তার জলন্ত প্রমাণ। যিনি রাওযা আতহারের সামনে হাদীসের অনেক তথ্য হল করেছেন। আমি নিজেও দেখেছি এখনও বিশ্বের স্বনামধন্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম রওযায়ে আতহারের সম্মুখে বসে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদীর হল করেন।

দোয়া করি আল্লাহপাক তরুণ আলেমের এই মেহনতকে যেন পরকালের নাজাতের জরীয়া হিসেবে কবূল করেন। আমিন। وما توفيقي الا بالله - ان الله لا يضيع اجر المحسنين

(শেখ বদরুল আলম হামিদী)
তারিখ : ২০ রমযানুল মুবারক ৩৪ হিঃ

অনুবাদকের আরয

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين وبعد

ইসলামী জীবন-দর্শনের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল-কুরআন ও আল-হাদীস। কুরআন মানব জীবনের মৌলিক নীতিমালা উপস্থাপন করেছে। আর হাদীস সেই নীতিমালার আলোকে উহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রয়োগ ও রূপায়ন করেছে। তাই হাদীস হলো কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, কুরআনের বাহক বিশ্বনবীর পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ তথা তাঁর কথা, কাজ, হেদায়াত ও উপদেশাবলীর বিস্তৃত উপস্থাপনা। অতএব, ইসলামী জীবন-দর্শনে কুরআনের সাথে সাথেই এর অপরিসীম গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবিত অবস্থায় অধিকাংশ হাদীস সাহাবীগণের স্মৃতিতে এবং কিছু হাদীস লিখার দ্বারা সংরক্ষিত হয়। তবে সব হাদীস লিখিত হয় নি। মহানবীর জীবদ্দশায় মুসলমানরা কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে তারা তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশেই উক্ত সমস্যার সমাধান করতে পারতেন। তবে তাঁর ওফাতের পর তাঁরা এ সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়ে যান। অধিকন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের তৎপরতাকে ত্বরান্বিত করে তোলে। বিধায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর অসংখ্য হাদীস বিশারদগণ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ ইমাম বুখারী রহ. 'সহীহ বুখারী শরীফ' রচনা করেন। তিনি অসংখ্য হাদীস হতে সাত হাজার হাদীস বাঁচাই করে এটি সংকলন করেন। কিতাবটি রচনার পর তার অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে সবার কাছে সমাদৃত ও সাড়া জাগানো ব্যাখ্যাগ্রন্থ হল আলামা উছমান গণী সাহেব কর্তৃক স্বরচিত গ্রন্থ 'নাসরুল বারী'। কিতাবটি উর্দু ভাষায় হওয়ায় বাংলা ভাষাভাষী পাঠক ও ছাত্ররা এ থেকে উপকৃত হতে দু:সাধ্য হয়ে উঠেছে। তাই আমি অধম ও নালায়েক তাদের কথা বিবেচনা করে শরাহটির অনুবাদের কাজে হাত দেয়ার প্রয়াস পাই।

যেহেতু আমি কোন ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক নই, তাই অনুবাদ করতে ভূল-ত্রুটি হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই বিনীত নিবেদন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে ভূল-ভ্রান্তিগুলো ধরিয়ে দিলে চির কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আগামীতে সংশোধন করে নেব। ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার নিকট আকুল আর্তি, তিনি যেন দয়া করে এ কিঞ্চিত খেদমতটুকু কবূল মনজুর করে আখেরাতে একে আমাদের সকলের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন। আমীন!!

আহকর
আব্দুর রহমান
বেরী গাঁও, তেলীবিল
কুলাউড়া, মৌলভীবাজার
তারিখ : ২ মুহাররাম ১৪৩৫ হিঃ
মোবাইল: ০১৭৩২-৪৫১৪০২

بـــاب فـــضْلِ السُّـــجُـــود

৫১৯ . পরিচ্ছেদ ঃ সেজদার ফযীলত

٧٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَة قَالَ هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَة فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هَذه الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمْ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمْ اللَّهُ عز وجل فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَدْعُوهُمْ و يُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّته وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئذ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئذ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْك السَّعْدَان هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَان قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْك السَّعْدَان غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَله وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُود وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُود فَيَخْرُجُونَ مِنْ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُود فَيَخْرُجُونَ مِنْ النَّارِ قَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاة فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنْ الْقَضَاء بَيْنَ الْعِبَاد وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّة وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ مُقْبِلًا بِوَجْهه قِبَلَ النَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنْ النَّارِ فَقَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَيَقُولُ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي اللَّهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ

فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ فَيَقُولُ فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنْ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ و مَا أَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ فَيَضْحَكُ اللَّهُ مِنْهُ ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ و قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عز وجل لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ أَحْفَظْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَوْلَهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ

সরল অনুবাদ ঃ আবুল ইয়ামান রহ. ....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাবো? তিনি বললেন, মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ কর? তাঁরা বললেন, জী না ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে? সবাই বললেন, জী না। তখন তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে তোমরাও আল্লাহকে অনুরূপভাবে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যে যার উপাসনা করত সে যেন তার অনুসরণ করে। তাই তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করবে, কেউ চন্দ্রের অনুসরণ করবে, কেউ তাগুতের অনুসরণ করবে। আর অবশিষ্ট থাকবে শুধুমাত্র এ উম্মাহ, তবে তাদের সাথে মুনাফিকরাও থাকবে। তাদের মাঝে এ সময় আল্লাহ তা'আলা শুভাগমন করবেন এবং বলবেন, "আমি তোমাদের রব।" তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রবের শুভাগমন না হবে, ততক্ষণ আমরা এখানেই থাকবো। আর যখন তার শুভাগমন হবে তখন আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারবো। তখন তাদের মাঝে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা আসবেন ও বলবেন "আমি তোমাদের রব"। তারা বলবে, হ্যাঁ আপনিই আমাদের রব। আল্লাহ তা'লা তাদের ডাকবেন। আর জাহান্নামের উপর একটি সেতুপথ (পুলসিরাত) স্থাপন করা হবে। রাসূলগণের মধ্যে আমিই সবার আগে আমার উম্মাত নিয়ে এ পথ অতিক্রম করব। সেদিন রাসূলগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলবে না। আর রাসূলগণের কথা হবে, اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ইয়া আল্লাহ, রক্ষা

করুন, রক্ষা করুন। আর জাহান্নামে বাঁকা লোহার বহু শলাকা থাকবে; সেগুলো হবে সা'দান কাঁটার মতো। তোমরা কি সা'দান কাঁটা দেখেছ? তারা বলবে হ্যাঁ, দেখেছি। তিনি বলবেন, সেগুলো দেখতে সা'দান কাঁটার মতোই। তবে সেগুলো কত বড় হবে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। সে কাঁটা লোকের আমল অনুযায়ী তাদের তড়িৎ গতিতে ধরবে। তাদের কিছু লোক ধ্বংস হবে আমলের কারণে। আর কারো পায়ে যখম হবে, কিছু লোক কাঁটায় আক্রান্ত হবে, তারপর মুক্তি পেয়ে যাবে। জাহান্নামীদের থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ পাক রহমত করতে ইচ্ছা করবেন, তাদের ব্যাপারে ফিরিশতাগণকে হুকুম দেবেন যে, যারা আল্লাহর উপাসনা করত, তাদের যেন দোযখ হতে বের করে আনা হয়। ফিরিশতারা তাদের বের করে আনবেন এবং সিজদার চিহ্ন দেখে তাঁরা তাদের চিনতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ তা'লা জাহান্নামের জন্য সিজদার চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেয়া হারাম করে দিয়েছেন। বিধায় তাদের দোযখ থেকে বের করে আনা হবে। তাই সিজদার চিহ্ন ব্যতিত আগুন বনী আদমের সব কিছুই গ্রাস করে নেবে। অবশেষে, তাদেরকে আঙ্গারে পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের উপর 'আবে-হায়াত' ঢেলে দেয়া হবে ফলে তারা স্রোতে বহিত ফেনার উপর গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মতো সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। অত:পর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের বিচার কাজ শেষ করবেন। তবে একজন লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যখানে রয়ে যাবে। তার মুখমন্ডল তখনও জাহান্নামের দিকে ফেরানো থাকবে। জাহান্নামবাসীদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী সেই শেষ ব্যক্তি। সে তখন আবেদন করবে, হে আমার রব! জাহান্নামের দিক থেকে আমার মুখ ফিরিয়ে দিন। এর দূষিত হাওয়া আমাকে বিষিয়ে তুলছে, এর লেলিহান শিখা আমাকে যন্ত্রনা দিচ্ছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার আর্তি গ্রহণ করা হলে, তুমি এ ছাড়া আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, জি না, আপনার ইজ্জতের কসম! সে তার ইচ্ছামত আল্লাহ তা'আলাকে অঙ্গিকার ও ওয়াদা দেবে। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দিবেন। তারপর সে যখন জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে, তখন সে জান্নাতের অপরুপ সৌন্দর্যতা দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা সে নিরব বসে থাকবে। তারপর সে বলবে, হে আমার রব! আপনি জান্নাতের দরজার কাছে পৌছে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে লক্ষ্য করে বলবেন, তুমি আগে যা আবেদন করেছিলে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না বলে তুমি কি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দাওনি? তখন সে বলবে, হে আমার রব! তোমার সৃষ্টির সবচাইতে হতভাগ্য আমি হতে চাই না। আল্লাহ তাতক্ষণিক বলবেন, তোমার এটি পুরণ করা হলে তুমি এ ছাড়া আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, না, আপনার ইজ্জতের শপথ! এ ছাড়া আমি আর কিছুই চাইবো না। এ ব্যাপারে তার ইচ্ছানুযায়ী অঙ্গিকার ও ওয়াদা দেবে। সে যখন জান্নাতের দরজায় পৌছবে তখন জান্নাতের অপরুপ সৌন্দর্য ও তার অভ্যন্তরীণ সুখ-শান্তি ও আনন্দময় পরিবেশ দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন, সে চুপ করে থাকবে। এরপর সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান. কি আশ্চর্য! তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্গিকার করনি এবং ওয়াদা দাওনি যে, তোমাকে যা দেয়া হয়েছে, তা ছাড়া আর কিছুই চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আপনার সৃষ্টির মধ্য হতে আমাকে সবচাইতে হতভাগা করবেন না। এতে আল্লাহ হেসে দেবেন। এরপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেবেন এবং বলবেন, চাও। সে তখন চাইবে, এমন কি তার চাওয়ার আকাংখা ফুরিয়ে যাবে। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলবেন, এটা চাও, ওটা চাও। এভাবে তার রব তাকে স্বরণ করিয়ে দিতে থাকবেন। অবশেষে যখন তার আকাংখা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এ সবই তোমার, তার সাথে আরো এর সমপরিমাণ (তোমাকে দেয়া হল) আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) আবূ হুরায়রা (রা.) কে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এ সবই তোমার, তার সাথে আরও দশগুণ (তোমাকে দেয়া হল)। আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুধু এ কথাটি স্বরণ রেখেছি যে, এ সবই তোমার এবং এর সাথে আরো এর সমপরিমাণ। আবূ সাঈদ (রা.) বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, এসব তোমার এবং এর সাথে আরও দশগুণ।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ 'حرم الله على النار ان تاكل اثر السجود' বাক্য হতে তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে ১১১-১১২ পৃ., ৯৭২-৯৭৩ পৃ., ১১০৬-১১০৭ পৃ., আবার ঃ ১১০৭, তাছাড়া মুসলিম কিতাবুল ইমান ঃ ১০০-১০১।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য কি তা তো একেবারে সুস্পষ্ট। যেহেতু সেজদা একটি আলাদা রুকন ও ইবাদত উদাহরণস্বরূপ সেজদায়ে তেলাওয়াত ও সেজদায়ে শুকুর। তাই ইমাম বুখারী (র.) একটি পৃথক বাব স্থাপন করে তার অধীনে সুদীর্ঘ হাদীস এনে সেজদার ফযীলত বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য হাদীস দ্বারা সেজদার ফযীলত পরিপূর্ণভাবে সাবেত হয়েছে। কেননা, এর দ্বারা জানা গেল যে, সিজদার চিহ্ন ব্যতিত আগুন বনী আদমের সব কিছুই গ্রাস করে নেবে। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সেজদার অনেক অনেক ফযীলত রয়েছে। তা ছাড়া এ সেজদারই চিহ্ন দিয়ে ফিরিশতাগণ মুমিনদেরকে চেনে জাহান্নাম হতে বের করে আনবেন।

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ هَلْ نَرِي رَبَّنَا : বাক্যটিতে هَلْ نَرِي অর্থ هَلْ نُبْصِرُ। কেননা, نَرِي শব্দটি যদি ইলিমের অর্থবোধক হতো তাহলে আরেকটি مفعول এর প্রয়োজন হতো। তখন يَوْمَ الْقِيَامَةِ কয়েদ লাগানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। (عمدہ)

هَلْ تُمَارُوْنَ : تَا এবং رَا তে পেশ হবে। বাবে مفاعلة এর مُمَارَاةٌ মাসদার হতে নির্গত। (عمدہ) অর্থ : পরস্পর ঝগড়া ও কলহ-বিবাদ করা, তর্ক করা, বাদানুবাদ করা। মূল বর্ণ مري । অর্থ : সন্দেহ। এখন مُمَارَاةٌ অর্থ : হবে সংশয়জনক বিষয়ে আলোচনা বা তর্ক করা, যে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে তা নিয়ে ঝগড়া করা। هَلْ تُمَارُوْنَ فِي الْقَمَرِ চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ কর? তোমরা কি চন্দ্র ও সূর্য দেখতে পরস্পর ঝগড়া করো? যে, ভাই আমাকে দেখার সুযোগ দিন। এখানে مرية অর্থ : সন্দেহ হতে নির্গত। কোরআন শরীফে রয়েছে- فَلَاتَكُ فِيْ مِرْيَةٍ منه (সূরায়ে হুদ, আয়াত নং ১৭) أَصِيْلِيْ এর রেওয়ায়তে تَمَارُوْنَ তা এর উপর যবর দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। বাবে تفاعل হতে। একটি تَا সহজকরণার্থে বিলুপ্ত করা হয়েছে। যেরূপ نَارًا تَلَظّي এর মধ্যে। মূলতঃ تَتَمَارُوْنَ ছিল। تَمَارِي মাসদার হতে।

طَوَاغِيْتَ : ইহা طَاغُوْتَ এর বহুবচন। অর্থ : প্রত্যেক ঐ বস্তু যার আল্লাহ তা'আলা ছাড়া উপাসনা করা হয়। চাই গণক বা যাদুকর, গাছ অথবা পাথর হোক। এখানে মূর্তি উদ্দেশ্য। طَاغُوْتَ শব্দটি মুযাক্কার, মুয়ান্নাছ, ওয়াহিদ ও জমার ক্ষেত্রে সমানভাবে ব্যবহৃত হয়।

كَلَالِيْبَ : كَلُّوْبَ এর বহুবচন। كلف এর উপর যবর এবং লামের উপর তাশদীদ ও পেশ হবে। অর্থ : আঁকড়া, বাঁশীর ন্যায় অগ্রভাগ বাঁকান লোহার শলাকা।

سَعْدَانَ : সীনে যবর ও আইনে সাকিন হবে। কাঁটাদার উদ্ভিদ বিশেষ, কাঁটাদার ঘাস। যা নজদ নামী এলাকায় পাওয়া যায়। ইহা উটের প্রিয় খাদ্য।

تَخْطَفُ النَّاسَ : বাবে سمع হতে। মাসদার خطف অর্থ : ছোঁ মেরে নেয়া, কোন বস্তুকে ছিনিয়ে নেয়া। কোরআন শরীফে আছে- يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ (সূরায়ে বাক্বারা আয়াত নং ২০) বাবে ضرب হতে এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

مِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ : কিছু লোককে টুকরা টুকরা করে দেয়া হবে। خَرْدَلَ اللَّحْمَ ছোট ছোট টুকরা করে কর্তন করা। উদ্দেশ্য হলো, পুলসিরাতের কড়া জাহান্নামে চলতে থাকবে ও কিছু লোকের মন্দ কর্মের কারণে তাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে টুকরা টুকরা করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবে।

اِمْتَحَشُوْا অর্থ : اِحْتَرَقُوْا মূল বর্ণ م . ح . ش অর্থ- আগুনে চামড়া এভাবে জলে যাওয়া যে, হাড় দেখা যায়। জলে ভীষণ কালো হওয়া।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী রাহ. নামাযের অংশাবলী হতে কেবলমাত্র সেজদার ফযীলত সম্পর্কে বাব স্থাপন করেছেন। অন্যান্য অংশাবলী যেমন রুকু', ক্বিয়াম, ক্বেরাআত ও উভয় সেজদার মাঝে জলসার ফযীলত সম্পর্কে কোন বাব স্থাপন করলেন না কেন?

এর দুটি কারণ হতে পারে-

১. সেজদা নামাযের বাহিরেও বৈধ। যেমন সবার ঐক্যমতে সেজদায়ে তেলাওয়াত ও মতবিরোধ সাপেক্ষে সেজদায়ে শুকর। এর বিপরীত রুকূ' ও ক্বিয়াম ইত্যাদি। তাই অন্যান্য অংশ হতে সেজদার আলাদা বৈশিষ্ট রয়েছে। বিধায় ইমাম বুখারী রাহ. بَابُ فَضْلِ السُّجُوْدِ স্থাপন করেছেন।

২. তোমার এ কথা জানা আছে, ইমাম বুখারী রহ. যে সকল রেওয়ায়ত তার শর্ত মোতাবেক হয় না সেগুলোর দিকে ইশারা করে একে প্রত্যাখ্যান বা সুদৃঢ় করে থাকেন। এখানে তিনি আবূ দাউদ শরীফের একটি রেওয়ায়তের দিকে ইশারা করে একে দৃঢ় করেছেন। রেওয়ায়তটি নিম্নরূপ-

اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهٖ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ (ابوداود صـ١٢٧)

এটি এমন রেওয়ায়ত যা জনসাধারণের কথা- 'সেজদায় দো'আ কবূল হওয়ার বেশ আশা করা যায়' এর উৎপত্তিস্থল। (তাক্বরীরে বুখারী জ. ৩, পৃ: ৪৪৩)

هَلْ نَرٰى رَبَّنَا الخ : আমরা ক্বিয়ামত দিবসে স্বীয় পালনকর্তাকে কি দেখতে পাবো? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব এটাই। তবে মু'তাযিলা ও খাওয়ারিজগণ এর বিপরীত মতামত পোষণ করে থাকে।

তাদের নকলী দলীল- আল্লাহ তা'আলার বাণী - لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ - لَنْ تَرَانِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَي الْجَبَلِ -

আক্বলী দলীল- দর্শনের জন্য জরুরী হলো, দর্শক ও দৃশ্যমান বস্তু সামনাসামনি হওয়া। তো আল্লাহ তা'আলা দৃশ্যমান ও তাঁর শরীর থাকা আবশ্যক হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দীদার বৈধ বললে তাঁর সত্তা দৃশ্যমান হবে। যা দর্শকের সামনাসামনি হওয়ায় শরীর থাকাকে আবশ্যক করে। আর আল্লাহ তো দেহবিশিষ্ট হওয়া থেকে একেবারে পূত-পবিত্র।

জবাব ঃ আয়াতের মধ্যে ادراك অর্থাৎ দর্শনীয় বস্তুর সব দিক পরিবেষ্টন করার নফী করা হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতও احاطة তথা সব দিক পরিবেষ্টনজনিত দর্শনের প্রবক্তা নন। এর দ্বারা তো মূল দর্শনের নফী হয় না।

আক্বলী দলীলের ক্ষেত্রে এ উত্তরই যথেষ্ট যে, এটি তো যৌক্তিক কোন দলীল নয় বরং অযৌক্তি দলীল। হাযিরের ক্বানূন গায়রে হাযিরের উপর, নিম্নতর আইন উচ্চতর আইনের ক্ষেত্রে, পার্থিব উসূলকে পরকালীন উসূলের উপর প্রয়োগ করা কোন ধরনের ইলিম ও বিজ্ঞতা?

ع برين عقل ودانش ببايد گريست

خرد كا نام جنوں ركه ديا جنوں كا خرد - جو چاهے اپ كي طبعے كرشمه ساز كرے

আল্লাহ তা'আলার দীদার ঃ সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীন ও মুহাদ্দিসীন এ ব্যাপারে একমত যে, আখেরাতে জান্নাতবাসী মুমিনদের আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ হবে। কেননা, উক্ত মাসআলা ক্বোরআন শরীফের আয়াত ও আহাদীসে নববী দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلٰي رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (قيامه)

অর্থাৎ সে দিন কিছু সংখ্যক চেহারা উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। উক্ত আয়াত দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ হবে। তবে মুশরিক ও কাফিররা উক্ত দীদারে এলাহী থেকে বঞ্চিত থাকবে।

যথা- আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوْبُوْنَ অর্থাৎ মুশরিক ও কাফিররা ঐ দিন (ক্বিয়ামতের দিন) স্বীয় রবের দীদার থেকে বঞ্চিত থাকবে।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتّٰي تَمُوْتُوْا (فتح جـ٣ ص٤٩٣)

উল্লেখিত হাদীসে মোটামোটি এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত্যুর পর অর্থাৎ আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ হবে। (নাসরুল মুনঈম পৃঃ ২১১)

بَاب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُود

৫২০. পরিচ্ছেদ ঃ সেজদার সময় দু'বাহু পার্শ্ব দেশ থেকে আলাদা রাখা

٧٧٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ

সরল অনুবাদ ঃ ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর (র.) ....আব্দুল্লাহ ইবনে মালিক (র.) যিনি ইবনে বুহাইনা রাযি. তাঁর থেকে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায আদায় করতেন, তখন উভয় হাত এরূপ করতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে যেত। লাইস রহ. বলেন, জা'ফর ইবনে রাবী'আ রহ. আমার কাছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

উক্ত বাব ও এর অধীনে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী ২৬৭ নং বাব ও ৩৮২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

এতটুকু জেনে রাখা আবশ্যক যে, এই বাবের আসল স্থান এটিই। বুখারী ৫৬ নং পৃং উক্ত বাবের উল্লেখকরণ হয়তো লেখকের পক্ষ থেকে ভুলবশতঃ হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এ বিধান পুরুষদের জন্য। বিস্তারিত জানার জন্য ৩৮২ নং হাদীস দেখা যেতে পারে।

بَاب يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَهُ أَبُو حُمَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৫২১. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযে উভয় পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী রাখা। আবু হুমাইদ রাযি. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ বাবটিও বুখারী শরীফের ৫৬ নং পৃং বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ اَبُوحُمَيْدِ الخ এ রেওয়ায়তকে ইমাম বুখারী রহ. পৃং নং ১১৪ তে بَابُ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ এর মধ্যে موصولا উল্লেখ করবেন।

এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেজদাকারী নিজ পা সোজা রাখবে। যেন সহজে আঙ্গুলগুলোকে ক্বিবলামুখী করতে পারে।

بَاب إِذَا لَمْ يُتِمَّ سُجُودَهُ

৫২৩. পরিচ্ছেদ ঃ পূর্ণভাবে সিজদা না করলে।

٧٧٧ – حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সরল অনুবাদ ঃ সালত ইবনে মুহাম্মদ রাহ. হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি একদা এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে রুকূ' ও সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করছে না। সে যখন তার নামায শেষ করল, তখন হুযায়ফা রাযি. তাকে বললেন, তুমি তো নামায আদায় করনি । আবূ ওয়াইল রহ. বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এও বলেছিলেন যে, এভাবে নামায আদায় করে তুমি যদি মারা যাও, তাহলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকা থেকে বিচ্যুত হয়ে মারা যাবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله لايتم ركوعه ولاسجوده. অংশ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে ঃ ১১২ পৃ., ৫৬ পৃ., ১০৯।

হাদীসটির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী হাদীস নং ৩৮১ বাব নং ২৬৬ দ্রষ্টব্য।

بَاب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

৫২৩. পরিচ্ছেদ ঃ সাত অঙ্গ দ্বারা সিজদা করা।

٧٧٨ – حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ

সরল অনুবাদ ঃ কাবীসা র. ....ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজদা করতেন এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। (অঙ্গ সাতটি হল) কপাল, দু' হাত, দু' হাঁটু ও দু' পা।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله . امر النبي صلي الله عليه وسلم ان يسجد علي سبعة اعضاء . দ্বারা হাদীসটির তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে।

তাছাড়া আগত রেওয়ায়তগুলোর মতনে হাদীসের শব্দও علي سبعة اعظم ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে ঃ ১১২ পৃ., আবার ঃ ১১২ পৃ., ১১৩, আবার ঃ ১১৩, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ১৯৩, আবূ দাউদ ঃ বাবু আ'যায়েস সুজূদ ১২৯, তিরমিযী শরীফ প্রথম খন্ড ঃ ৩৭, ইবনে মাজাহ ঃ ৬৩ বাবুস সুজূদ এ, নাসায়ীও সালাতে।

٧٧٩ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا نَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا

সরল অনুবাদ ঃ মুসলিম ইবনে ইবরাহীম র. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমরা সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজদা করতে এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله . امرنا علي ان نسجد علي سبعة اعظم . বাক্য দ্বারা হাদীসটির তরজমাতুল বাবের সাথে সংযুক্তি হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি ১১২ পৃ., পেছনে ঃ ১১২ পৃ., সামনে ঃ ১১৩, ১১৩, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ১৯৩, আবূ দাউদ ঃ ১২৯, তিরমিযী ঃ ৩৭, ইবনে মাজাহ ঃ ৬৩, নাসায়ী ঃ সালাত।

٧٨٠ – حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ

সরল অনুবাদ ঃ আদম র. ......বারাআ ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত। যিনি অবশ্যই মিথ্যাবাদী নন। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে নামায আদায় করতাম। তিনি سمع الله لمن حمده বলার পর যতক্ষণ না কপাল মাটিতে স্থাপন করতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কেউ সিজদার জন্য পিঠ ঝুঁকাত না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله . حتي يضع النبيُّ صلي الله عليه وسلم جبهته علي الارض . অংশ দ্বারা হাদীসটি তরজমাতুল বাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

কেননা, কপাল মাটিতে স্থাপন করা একেবারে শেষে হবে। যখন কপাল যমীনে চলে আসল তখন বাকী অংশসমূহ এমনিতেই চলে আসবে। বিশেষ করে হাঁটু ও পা কে যমীনে রাখা ছাড়া কপাল যমীনে রাখা কিভাবে সম্ভব?

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি ১১২ পৃ., পেছনে ঃ ৯৬ পৃ., ১০৩, অবশিষ্টাংশের জন্য নাসরুল বারী ৬৬৩ নং হাদীস ৪৪৩ নং বাব দ্রষ্টব্য।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, সেজদার সম্পর্ক সাতটি অঙ্গের সাথে। উক্ত সাতটি অঙ্গের উপর সেজদা করা ছাড়া সেজদা আদায় হবে না। আল্লামা আইনী রহ. বলেন-

• احتج به احمد واسحق علي انه لا يجزيه من ترك السجود علي شئ من الاعضاء السبعة وهو الاصح من قولي الشافعي فيما رجحه المتاخرون وكان البخاري مال إلي هذا القول - (عمده جـ٦ صـ٩٠ . پاكستاني)

ইমামদের মাযহাব ঃ ১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রহ. এর মতে, সাতটি অঙ্গ দ্বারা সেজদা করা ফরয। যেরূপ আল্লামা আইনী রহ. এর উপরোক্ত মতামত দ্বারা বুঝা যায়। পাশাপাশী ইমাম নববী রহ.ও বলেন, ইমাম শাফেয়ী রহ. এর সহীহ অভিমত হচ্ছে, সাত অঙ্গ দ্বারা সেজদা করা ওয়াজিব। فلو اخل بعضن منها لم تصح صلاته (শরহে মুসলিম পৃঃ ১৯৩)

বুঝা গেল, ইমাম শাফেয়ী রহ. এর সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত ও ইমাম আহমদের রায় এটাই যে, হাদীসে উল্লেখিত সাতটি অঙ্গকে যমীনে রাখা ফরয।

২. ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও সাহেবাইন রহ. এর মতে, শুধু কপাল দ্বারা সেজদা করা ফরয এবং বাকী অঙ্গগুলো দ্বারা সেজদা করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

শুধু নাক দ্বারা সেজদা করা ঃ কপাল ব্যতিরেখে কেবলমাত্র নাক দ্বারা সিজদা করলে সিজদা আদায় হবে কি না?

১. ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে, শুধু নাক দিয়ে সিজদা করা জায়েয। তবে মাকরুহে তাহরীমী হবে।

২. জমহুর তথা তিন ইমাম ও সাহেবাইনের মতে, কোন উযর ব্যতিত শুধু নাক দিয়ে সেজদা করা বৈধ নয়। এ বিষয়টি বর্ণনার জন্য আলাদা একটি বাব আসতেছে- بَابُ السُّجُوْدِ عَلَي الْانْفِ

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ সমস্ত ফুকাহাদের মতে, বাকী ছয় অঙ্গকে সেজদার সময় যমীনে রাখা ফরয নয়। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, হাঁটু ও উভয় পা যমীনে না রাখা হলে মূল সেজদা অর্থাৎ যমীনে কপাল রাখাও তো অসম্ভব। এ জন্য কাওকাবুদ দুররীতে লেখেছেন, মূলতঃ সেজদা হলো কপাল যমীনে রাখার নাম। তবে যে সকল অঙ্গ ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয় সেগুলোকেও এর সাথে যমীনে রাখা ফরয বলতে হবে।

তাই আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. এর অভিমত হলো, সকল অঙ্গ দ্বারা সিজদা করা ওয়াজিব। وَاللهُ اَعْلَمُ

لَمْ يَحْنِ : এ সূরত তখনই দেখা দিয়েছে যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীর ভারী হয়ে গিয়েছিল। এ আশংকা ছিল যে, মুক্তাদী যাতে তাঁর আগে সিজদায় চলে না যায়। অথচ প্রত্যেকটি রুকন আদায়কালে ইমামের আগে যাওয়া নিষিদ্ধ। বিধায় সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়টির প্রতি বেশ খেয়াল রাখতেন।

আর এ কারণেই মাসআলা আছে যে, মুক্তাদী একজন হলে, ইমামের কিছু পিছনে দাঁড়াবে। যেন ইমামের আগে চলে যাওয়ার কোন আশংকা না থাকে। কেননা, আগে চলে গেলে মুক্তাদীর নামায ফাসেদ হয়ে যায়। - والله اعلم

بَاب السُّجُود عَلَى الْأَنْف
৫২৪. পরিচ্ছেদ ঃ নাক দ্বারা সিজদা করা।

٧٨١ – حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَد قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَة أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَة وَأَشَارَ بِيَده عَلَى أَنْفه وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَاف الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ

সরল অনুবাদ ঃ মু'য়াল্লা ইবনে আসাদ রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজদা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। কপাল দ্বারা এবং তিনি হাত দিয়ে নাকের প্রতি ইঙ্গিত করে এর অন্তর্ভূক্ত করেন, আর দু' হাত, দু' হাঁটু এবং দু' পায়ের আঙ্গুলসমূহ দ্বারা। আর আমরা যেন চুল ও কাপড় না গুটাই।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ . واشار بيده على انفه . قوله অংশ দ্বারা হাদিসটি তরজমাতুল বাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে ঃ ১১২ পৃ.।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. তুজমাতুল বাবে কোন ধরনের বিধান আরোপ না করে তা অস্পষ্ট রেখে দিয়েছেন। এ জন্য কেউ কেউ বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য এ কথার উপর সতর্ক করা যে, সেজদার সুন্নত তরীকা হলো, কপালের সাথে নাকও যমীনে রাখা। এরকম নয় যে, কপালের কিছু অংশ যমীনে রাখবে নাক ছাড়া। অর্থাৎ উপরের অংশ। নিচের অংশ উঠানো থাকবে। বিধায় কপালের সাথে নাকও রাখা জরুরী। তবে নাকে যখম হলে উযর হেতু শুধু কপাল রাখা জায়েয আছে।

শায়খুল হাদীস বলেন-

غرضُ المُؤلف عِنْدِيْ بيانُ جوَازِ الِاكْتِفاءِ بِالْانفِ فِي السُّجُوْدِ كما هُوَ مَذهَبُ ابِيْ حنِيفة وقال صاحِباه يَجُوْزُ ان كَانَ يعْذر الخ (تقرير بخاري)

بَاب السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ فِي الطِّينِ

৫২৫. পরিচ্ছেদ ঃ নাক দ্বারা কাদামাটির উপর সিজদা করা।

٧٨٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقُلْتُ أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثُ فَخَرَجَ قَالَ قُلْتُ حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأُوَلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا فَجَاءَتْ قَزْعَةٌ فَأُمْطِرْنَا فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ

সরল অনুবাদ : মূসা র. ......আবূ সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সায়ীদ রাযি. এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমাদের সাথে খেজুর বাগানে চলুন, (হাদীস সংক্রান্ত) আলাপ আলোচনা করব। তিনি বেরিয়ে আসলেন। আবূ সালামা রাযি. বলেন, আমি তাকে বললাম, 'লাইলাতুল কাদর' সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছেন, তা আমার কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযানের প্রথম দশ দিন ইতিকাফ করলেন। আমরাও তাঁর সাথে ইতিকাফ করলাম। জিবরাঈল আ. এসে বললেন, আপনি যা তালাশ করছেন, তা আপনার সামনে রয়েছে। এরপর তিনি মধ্যবর্তী দশ দিন ইতিকাফ করলেন, আমরাও তাঁর সাথে ইতিকাফ করলাম। পুনরায় জিবরাঈল আ. এসে বললেন, আপনি যা তালাশ করছেন, তা আপনার সামনে রয়েছে। তারপর রামাযানের বিশ তারিখ সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন, যারা আল্লাহর নবীর সাথে ইতিকাফ করেছেন, তারা যেন ফিরে আসেন (আবার ইতিকাফ করেন) কেননা, আমাকে স্বপ্নে 'লাইলাতুল কাদর' অবগত করানো হয়েছে। তবে আমাকে তা (নির্ধরিত তারিখটি) ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে তা শেষ দশ দিনের কোন এক বেজোড় তারিখে। স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি কাদা ও পানির উপর সিজদা করছি। তখন মসজিদের ছাদ খেজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত ছিল। আমরা আকাশে কোন কিছুই (মেঘ) দেখিনি, এক খন্ড হালকা মেঘ আসল এবং আমাদের উপর (বৃষ্টি) বর্ষিত হল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। এমনকি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কপাল ও নাকের অগ্রভাগে পানি ও কাঁদার চিহ্ন দেখতে পেলাম। এভাবেই তাঁর স্বপ্ন সত্য পরিণত হলো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله . حتي رأيتُ اثرَ الطين والماء علي جَبْهَةِ رَسُوْل الله صلي الله عليه وسلم وارنبته . অংশ দ্বারা হাদীসটির তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি ১১২ পৃ., ৯২ পৃ., ১১৫ পৃ., ২৭০ পৃ., ২৭১ পৃ., ২৭২., ২৭৩., তাছাড়া মুসলিম শরীফের কিতাবুস সাওম ৩৬৯ পৃ হতে ৩৭০ পৃ., আবূ দাউদ ১ম খন্ড ১৯৬ পৃ., ইবনে মাজাহ ১২৭ পৃ এসেছে।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ হাফিয ইবনে হাজর রহ. বলেন, এ তরজমাতুল বাবটি পূর্বোক্ত তরজমাতুল বাব হতে খাস। (ফাতহুল বারী)

শায়খুল মাশায়েখ হযরত মুহাদ্দিছে দেহলভী রহ. বলেন, উক্ত বাব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, নাক দ্বারা সিজদা করার দৃঢ়তা বর্ণনা করা। (শরহে তারাজেম)

অর্থাৎ নাক দিয়ে সিজদা করার গুরুত্ব বুঝানো উদ্দেশ্য। নাকের উপর সিজদা করার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাদামাটিবিশিষ্ট যমীনেও নাক দ্বারা সিজদা করেছেন। যদি নাক যমীনে রাখা আবশ্যক না হতো তাহলে উপরোক্ত অবস্থায় তিনি তা পরিহার করতেন। والله اعلم -

بَاب عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

৫২৬. পরিচ্ছেদ ঃ কাপড়ে গিরা লাগানো ও তা বেঁধে নেওয়া এবং সতর প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকায় কাপড় জড়িয়ে নেওয়া।

৭৮৩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عَاقِدُوا أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ. ...... সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামায আদায় করতেন। কিন্তু ইযার বা লুঙ্গী ছোট হওয়ার কারণে তা গলার সাথে বেঁধে নিতেন। আর মহিলাগণকে বলে দেয়া হয়েছিল, তোমরা সিজদা থেকে মাথা উঠাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষগণ ঠিকমত না বসবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله . يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عَاقِدُوا أُزْرِهِمْ . বাক্যাংশ দ্বারা হাদীসটি তরজমাতুল বাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে ১১৩ পৃ., পেছনে ঃ ৫২ পৃ., তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ১৮২ পৃ., আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ৯২ পৃ., নাসায়ী প্রথম খন্ড ঃ ৮৮ সালাত ফিল ইযারে।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

فكَانَ الْبُخَارِيْ اشَارَ بِهٰذَا اِلَي اَنَّ النَّهْيَ الْوَارِدَ عَنْ كَفِّ الثِّيَابِ فِي الصَّلٰوةِ مَحْمُوْلٌ علي حَالَةِ غَيْرِ الْاِضْطِرَارِ (عمده)

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. একটি সন্দেহের অবসান করতে চাচ্ছেন যে, ১১২ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর রেওয়ায়তে কাপড় একত্র করার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা তো অপারগতার সময় প্রযোজ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ সেজদা দেয়ার সময় যখন সতর খুলে যাওয়ার আশংকা হবে তখন কাপড় একত্র করা জায়েয আছে। কেননা, সতর ঢেকে রাখা ফরয। তো ইমাম বুখারী রহ. বলে দিলেন যে, এরকম সূরতে কাপড় টেনে ধরা জায়েয। যেমন উক্ত বাব দ্বারা এ কথাই বুঝা যাচ্ছে। তবে যদি এ পরিমাণ কাপড় হয় যে, সতর প্রকাশ পাওয়ার আশংকা না থাকে তাহলে কাপড় টেনে ধরা মাকরূহ হবে।

শয়খুল মাশায়েখ হযরত শাহ ওলী উল্লাহ রহ. ইহাই বলতেন যে, জরুরত ছাড়া কাপড় গিরা লাগানো মাকরূহ। যেমন ইতিপূর্বে (বুখারী ১১২ পৃ.) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর এরশাদ " لَايَكُفُّ شعرًا ولَا ثَوْبًا " বর্ণিত হয়েছে।

بَاب لَا يَكُفُّ شَعَرًا

৫২৭. পরিচ্ছেদ ঃ (নামাযের মধ্যে মাথার চুল) একত্র করবে না

٧٨٤ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرَهُ وَلَا ثَوْبَهُ

সরল অনুবাদ : আবূ নু'মান রহ. ....ইবনে আব্বআস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি অঙ্গের সাহায্যে সিজদা করতে এবং নামাযের মধ্যে চুল একত্র না করতে এবং কাপড় টেনে না ধরতে আদিষ্ট হয়েছিলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ . لَايَكُفُّ شَعْرَه. قوله দ্বারা হাদীসের শিরোণামের সাথে মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি ১১৩ পৃ., ১১২ পৃ. এসেছে। অবশিষ্টাংশের জন্য ৫২৩ নং বাবের ৭৭৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. -এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, নামাযী ব্যক্তির চুলও যেহেতু তার সাথে সেজদা করে। আগত বাব দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাযীর কাপড়ও সেজদা করে। তাই নামায আদায়কালে চুল ও কাপড় একত্র করা হতে বারণ করা হয়েছে। কেননা, তা একত্র করতে গেলে নামাযের একাগ্রতায় বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে।

بَاب لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَوة

৫২৮. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কাপড় টেনে না ধরা।

٧٨٥ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ لَا أَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا

সরল অনুবাদ : মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. .....ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি সাত অঙ্গে সিজদা করার, নামাযের মধ্যে চুল একত্র না করার এবং কাপড় টেনে না ধরার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ . لا اكُفُّ شَعْرًا ولا ثَوْبًا . قوله দ্বারা হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি ১১৩ পৃ., ১১২ পৃ.। তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ১৯২, আবু দাউদ ঃ ১২৯, তিরমযী ঃ ৩৭, নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহও বর্ণনা করেছেন।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাধারণত: কাপড় একত্র করে নামায আদায় করা মাকরূহ। চাই তা নামাযের ভিতর হোক বা কাপড় একত্র করে নামায শুরু করুক। আল্লামা দাউদী রহ. এর মতে, নামাযের ভিতর কাপড় টেনে ধরা নিষিদ্ধ। তবে নামায শুরু করার আগে কাপড় একত্র করাতে কোন অসুবিধা নেই। এদিকে জমহুর উলামাদের মতে, সর্বাবস্থায় কাপড় একত্র করা মাকরূহ। তবে তা মাকরূহে তানযীহী হবে। ثُمَّ ذَهَبَ الْجُمْهُوْرُ اَنَّ النَّهْيَ مُطْلَقًا لِمَنْ صَلّي كَذٰلِكَ سَوَاءٌ تَعَمَّدَه لِلصَّلٰوةِ اَمْ كَانَ قَبْلَهَا كَذٰلِكَ لَا لَهَا بَلْ لِمَعْنًي اٰخَرَ وَقَالَ الدَّاوُدِيُ يَخْتَصُّ النَّهْيُ بِمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ لِلصَّلٰوةِ وَالْمُخْتَارُ الصَّحِيْحُ هُوَ الْاَوَّلُ - (شرح مسلم صـ١٩٣) ইমাম বুখারী রহ. জমহুর উলামাদের অভিমতকে সুদৃঢ় করেছেন যে, সর্বাবস্থায় কাপড় একত্র করে নামায আদায় করা মাকরূহ। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর উপরোক্ত রেওয়ায়ত দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়।

কেবলমাত্র নামাযের মধ্যে কাপড় টেনে ধরা মাকরূহ। এ জন্যই তো ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে " فِي الصلٰوة কথাটি বাড়িয়েছেন।

بَاب التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُود

৫২৯. পরিচ্ছেদ ঃ সেজদায় তসবীহ ও দু'আ পাঠ করা।

٧٨٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকূ ও সেজদায় অধিক পরিমাণে سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي " হে আল্লাহ ! হে আমাদের রব! আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন" পাঠ করতেন। তিনি পবিত্র কুরআনের নির্দেশ পালন করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله . كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ فِي رُكُوعه وسُجُوده الي اخره . বাক্য দ্বারা হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি ১১৩ পৃ., ১০৯ পৃ. মাগাযী ঃ ৬১৫ পৃ. তাফসীর ঃ ৭৪২ পৃ. এসেছে। তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ১৯২, আবু দাউদ ঃ ১২৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তো স্পষ্ট যে, ১. সেজদায় তাসবীহ ও দোয়া উভয়টিই পাঠ করবে। সেজদায় সর্বসম্মতিক্রমে উভয়টি বৈধ।

২. ইমাম বুখারী রহ. হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত রেওয়ায়তের দিকে ইশারা করতে চেয়েছেন। যাতে " وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ " রয়েছে। যার ভাবার্থ হলো, সেজদায় বেশী বেশী করে দোয়া করো। (مسلم اول صـ ١٩١)

يَتَاوَّلُ الْقُرْاٰن অর্থ : তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বোরআন শরীফের তাফসীর করতেন। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ ও সেজদায় বেশী বেশী তাসবীহ পাঠ করতেন। কেননা, আল্লাহ তা'লা বলেছেন, " فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ "।

বিস্তারিত আলোচনার জন্য নাসরুল বারী ৯ম খন্ড সূরায়ে নাসর এর তাফসীর ৭৮২ নং পৃ. মুতালা'আ করে নেয়া উচিত।

بَاب الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

৫৩০. পরিচ্ছেদ ঃ দু' সেজদার মাঝে অপেক্ষা করা

٧٨٧- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلٰوةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلٰوةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هٰذَا قَالَ أَيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ اوِالرَّابِعَةِ قَالَ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهَالِيكُمْ صَلُّوا صَلٰوةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا صَلُّوا صَلٰوةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

সরল অনুবাদ : আবূ নু'মান রহ. ......আবূ কিলাবা রহ. থেকে বর্ণিত যে, মালিক ইবনে হুয়াইরিস রাযি. তাঁর সাথীদের বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায সম্পর্কে আমি কি তোমাদের অবহিত করব না? (রাবী) আবূ কিলাবা রহ. বলেন, এ ছিল নামাযের সময় ছাড়া অন্য সময়। তারপর তিনি (নামাযে) দাঁড়ালেন, এরপর রুকূ' করলেন, এবং তাকবীর বলে মাথা উঠালেন আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সেজদায় গেলেন এবং সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ বসে পুনরায় সিজদা করলেন। এরপর মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। এভাবে তিনি আমাদের এ শায়খ আমর ইবনে সালিমার নামাযের মত নামায আদায় করলেন। আইয়ূব রহ. বলেন, আমর ইবনে সালিমা রহ. এমন কিছু করতেন যা অন্যদের করতে দেখিনি। তা হলো, তিনি তৃতীয় বা চতুর্থ রাকাআতে বসতেন। মালিক ইবনে হুয়াইরিস রাযি. বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে কিছু দিন অবস্থান করলাম। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনদের মধ্যে ফিরে যাওয়ার পর অমুক নামায অমুক সময়, অমুক নামায অমুক সময় আদায় করবে। সময় হলে তোমাদের একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমামতি করবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " قوله " ثُمَّ سجد ثم رفع رأسه هُنَيَّةً বাক্য দ্বারা হাদীসটি তরজমাতুল বাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি ১১৩ পৃ., ৯৩ পৃ. ১১০ পৃ. ১১৪ পৃ. এসেছে। তাছাড়া আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১২২।

٧٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রাহীম রহ. ......বারাআ রাহ. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিজদা ও রুকূ এবং দু'সিজদার মধ্যে বসা প্রায় সমান হতো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য " وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. قوله" বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি ১১৩ পৃ., ১০৯ পৃ. ১১০ পৃ. তাছাড়া আবূ দাউদ ১২৪ পৃ. এসেছে।

٧٨٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتٌ كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ

সরল অনুবাদ : সুলাইমান ইবনে হারব রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম কে যেভাবে আমাদের নিয়ে নামায আদায় করতে দেখেছি, কম-বেশী না করে আমি তোমাদের সেভাবেই নামায আদায় করে দেখাব। সাবিত রহ. বলেন, আনাস ইবনে মালিক রাযি. এমন কিছু করতেন যা তোমাদের করতে দেখিনা। তিনি রুকূ' হতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এত বিলম্ব করতেন যে, কেউ বলত, তিনি (সিজদার কথা) ভূলে গেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "وبين السجدتين الى اخره." قوله তে তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি ১১৩ পৃ., ১১০ পৃ. ১১০ পৃ. মুসলিম ১/১৮৯ পৃ. এসেছে।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উভয় সেজদার মাঝে জালসা সাবেত করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ দুই সেজদার মাঝে ধীরস্থিরতা বর্ণনা করতে চাচ্ছেন যে, উভয় সেজদার মাঝখানে বসে একবার رب اغفرلي অথবা اللّهمّ اغفرلي বলবে।

উভয় সেজদার মাঝে দোয়া পাঠ করা নিয়ে ইমামদের মাযহাব ঃ আবূ দাউদ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় সেজদার মাঝে নিম্নবর্ণিত দোয়া পড়তেন-

اللّهمّ اغفرلي وارحمني وعافني واهدني وارزقني - (ابوداود جلد اول ص١٢٣)

১. শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব মতে, উভয় সেজদার মাঝে ফরয ও নফল নামাযে উপরোক্ত দোয়া পাঠ করা জায়েয।

ইমাম তিরমিযী বলেন-

وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع (ترمذي صـ٣٨)

২. হানাফী ও মালেকী মাযহাবের উলামাদের মতে, ফরয নামাযে এরূপ দোয়া করা সুন্নত নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে তাঁরা নফল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মন্তব্য করেন।

তবে যদি কেউ ইহাকে ফরয নামাযে পাঠ করে নেয় তাহলে মাকরূহ হবে না। কাযী ছানাউল্লাহ পানী পতী রহ. তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ 'মালাবুদ্দহ মিনহু' এর মধ্যে একেই উত্তম বলেছেন। মতবিরোধ নিরসনের লক্ষ্যে পড়ে নেয়াই ভাল।

ব্যাখ্যা ঃ বাবের প্রথম রেওয়ায়তে " كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ او الرَّابِعَةِ " রয়েছে। রাবীর এ ব্যাপারে সংশয় রয়েছে যে, তৃতীয় রাক'আতের শেষে বসেছেন না চতুর্থ রাক'আতের শুরুতে? মতলব একই। কেননা, চতুর্থ রাক'আতের শেষে তো জালসায়ে তাশাহহুদ।

بَاب لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا

৫৩১. পরিচ্ছেদ ঃ সিজদায় কনুই বিছিয়ে না দেয়া। আবূ হুমাইদ রাযি. বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করেছেন এবং তাঁর দু'হাত রেখেছেন, কিন্তু বিছিয়েও দেননি আবার তা গুটিয়েও রাখেননি।

٧٩٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সিজদায় (অঙ্গ প্রত্যঙ্গের) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর এবং তোমাদের মধ্যে যেন কেউ দু'হাত বিছিয়ে না দেয় যেমন কুকুর বিছিয়ে দেয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সম্পর্ক অর্থের দিক দিয়ে। কেননা, হাদীসের শব্দ 'ولايبسط' অর্থ : ولايفترش।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি ১১৩ পৃ., তাছাড়া মুসলিম ১ম খন্ড ১৯৩ পৃ. আবূ দাউদ ১৩০ পৃ. তিরমিযী ৩৭ পৃ. বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য, এ কথার প্রতি সতর্ক করা যে, সেজদা করার সময় কনুই যমীনে রাখা সুন্নত পরিপন্থী। সুন্নত তরীকা হলো, কনুই যমীন থেকে উঠিয়ে রাখবে। কেননা, এরকম যমীনে বিছিয়ে দেয়া অলসতা ও শৈতিল্যতার বহি:প্রকাশ। তবে দীর্ঘ সেজদায় কষ্ট অনুভব করলে যমীনে না রেখে টাখনুর সাথে মিলিয়ে নেবে : والله اعلم -

بَاب مَنْ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِه ثُمَّ نَهَضَ

৫৩২. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের বেজোড় রাকাআতে সিজদা থেকে উঠে বসার পর দাঁড়ানো

٧٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَوتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ রহ. ......মালিক ইবনে হুয়াইরিস লাইসী রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম কে নামায আদায় করতে দেখেছেন। তিনি তাঁর নামাযের বেজোড় রাকাআতে (সিজদা থেকে) উঠে না বসে দাঁড়াতেন না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " فَإِذَا كَانَ فِيْ وِتْرٍ مِنْ صَلوتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَي يَسْتَوِي قَاعِدًا." قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে ১১৩ পৃ., ইতিপূর্বে ৯৩ পৃ. ১১০ পৃ. পরে ১১৪ পৃ. তাছাড়া আবূ দাউদ ১২২, তিরমিযী প্রথম খন্ড ৩৮ পৃষ্টায় বর্ণিত হয়েছে।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ শায়খুল মাশায়েখ শাহ ওলী উল্লাহ রহ. বলেন,

اَلْمَقْصُوْدُ مِنَ الْبَابِ اِصَالَةُ اِثْبَاتِ جِلْسَةِ الْاِسْتِرَاحَةِ - .

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা বিশ্রাম-বৈঠকের প্রবক্তা তাদের আসল দলীল উপরোক্ত বাবের হাদীস। ইমাম শাফেয়ী রহ. প্রথম ও তৃতীয় রাক'আতে সেজদা হতে ফারিগ হওয়ার পর বিশ্রাম-বৈঠক সুন্নত বলে অভিমত পোষণ করেন।

ইমামদের মাযহাব ঃ ১. ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ রহ. -এর এক রেওয়ায়ত মতে, প্রত্যেক বেজোড় রাক'আতে অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় রাক'আতে দু সেজদার পর বিশ্রাম-বৈঠক সুন্নত। ইমাম বুখারী রহ. এর মতামত এদিকেই ধাবিত বলে বুঝা যায়।

২. ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ হতে বর্ণিত এক রেওয়ায়ত অনুযায়ী, ইমাম আওযায়ী, ইবরাহীম নাখয়ী ও জমহুর উলামাদের মতে, বিশ্রামের জন্য বসা সুন্নত নয়, বরং এর পরিবর্তে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়াই উত্তম।

সুন্নত প্রবক্তাদের দলীল ঃ ইমাম শাফেয়ী রহ. মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রহ. এর আলোচ্য হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাক'আত বের করে দেয়ার পর এ কথা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, এ হুকুম প্রথম ও তৃতীয় রাক'আতের সাথেই সম্পৃক্ত।

জমহুর, হানাফী ও মালেকী যারা বিশ্রাম-বৈঠক সুন্নত নয় বলে থাকেন তাদের দলীল ঃ ১. হযরত আবূ হুরায়রা হতে বর্ণিত নিম্নের হাদীস-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنْهَضُ فِي الصَّلوةِ عَلي صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ (ترمذي اول ص٣٨)

২. দ্বিতীয় প্রমাণ হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত সেই হাদীস যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাল্লাদ ইবনে রাফে' রাযি.-কে নামাযের সহীহ তরীকা শিক্ষা দিতে গিয়ে সেজদার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার পর বলেছিলেন- ' ثُمَّ ارفع حَتي تَسْتوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افعلْ ذلِكَ فِي صلوتِكَ كُلّها ' (বুখারী পৃ. ৯৮৬) উক্ত হাদীসে রাসূল নামাযের প্রতিটি রাক'আতে দ্বিতীয় সেজদার পর সোজা খাড়া হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বসার ব্যাপারে তো কোন কিছু বলেন নি।

মালিক ইবনে হুওয়াইরিছ রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ওজরের উপর প্রযোজ্য। যেহেতু মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. দশম হিজরীতে তাশরীফ এনেছিলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীর ভারী হয়ে গিয়েছিল। তাই বিশ্রামের পর দাঁড়াতেন।

সারাংশ হলো, হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিসের রেওয়ায়ত সম্পর্কে বলা যায় যে, রাসূল এরকম করেছেন জায়েয বুঝানোর জন্য অথবা কোন ওজরবশত: করেছেন। (মুহাম্মদ উসমান গনী)

بَاب كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَة

৫৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ রাকাআত শেষে কিভাবে জমিতে ভর করে দাঁড়াবে

٧٩٢ – حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَد قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَال جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِث فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَال أَيُّوبُ فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلوتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلوةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَس وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ

সরল অনুবাদ : মু'আল্লা ইবনে আসাদ রহ. ......আবূ কিলাবা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে হুয়াইরিস রাযি. এসে আমাদের এ মসজিদে আমাদের নিয়ে নামায আদায় করেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের নিয়ে নামায আদায় করবো। এখন আমার নামায আদায়ের কোন ইচ্ছা ছিল না, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি তা তোমাদের দেখাতে চাই। আইয়ূব রহ. বলেন, আমি আবূ কিলাবা রহ. কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর (মালিক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. এর) নামায কিরূপ ছিল? তিনি (আবূ কিলাবা রহ.) বলেন, আমাদের এ শায়েখ অর্থাৎ আমর ইবনে সালিমা রাযি. এর নামাযের মতো। আইয়ূব রহ. বললেন, শায়েখ তাকবীর পূর্ণ বলতেন এবং যখন দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন বসতেন, তারপর মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "واعتمد علي الارض" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী এখানে ১১৪ পৃ., ইতিপূর্বে ৯৩ পৃ. ১১০ পৃ. ১১৩ পৃ. তাছাড়া আবূ দাউদ বাবুন নুহুয ১/১২২, পৃষ্টায় হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ

وَغَرضُ التَّرْجَمَةِ اِثْبَاتُ الاِعْتِمَادِ عَلي الْاَرْض عِنْدَ النُّهُوْض الخ (الابواب والتراجم جـ٢ صـ٢٩٨)

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.-এর দ্বারা সেজদা থেকে উঠার সময় মাটিতে ভর দেয়া সাবেত করা উদ্দেশ্য। ইমাম শাফেয়ী রহ. যেরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন ঃ মুছান্নিফ রহ. তরজমাতুল বাব স্থাপন করেছেন জমিতে কিভাবে ভর দিবে সে সম্পর্কে। অর্থাৎ ভর দেয়ার পদ্ধতিকে বর্ণনা করেছেন। অথচ বাবের অধীনে হাদীস এনে ভর দেয়াকে প্রমাণিত করেছেন। অর্থাৎ কিভাবে ভর দেবে এ নিয়ে কোন আলোচনা করলেন না?

উত্তর ঃ ১. আল্লামা কিরমানী রহ. জবাব দেন, কিভাবে ভর দেবে তা তো হাদীসের শেষ অংশ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে। তা হচ্ছে- " جَلسَ وَاعْتَمَدَ عَلي الْاَرْض ثُمَّ قَامَ " অর্থাৎ মুসল্লী নামায আদায়কালে বসবে এরপর জমীনে হাত দ্বারা ভর দিয়ে দাঁড়াবে।

২. কিভাবে ভর দেবে, তা তো اِعْتِمَاد শব্দ (اعتمد علي الارض) দ্বারাই বুঝা যাচ্ছে। কেননা, এর অর্থ হলো, ভর দেয়া। এ থেকেই ভর দেয়ার পদ্ধতি জানা গেল যে, জমিতে হাত দ্বারা ভর দিয়ে দাঁড়াবে। অবশিষ্ট ব্যাখ্যার জন্য পূর্ববর্তী বাবের সংশ্লিষ্ট আলোচনা দ্রষ্টব্য।

بَاب يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِن السَّجْدَتَيْنِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِه

৫৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ দু'সিজদার শেষে উঠার সময় তাকবীর বলবে। ইবনে যুবায়ের রাযি. উঠার সময় তাকবীর বলতেন।

٧٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِن السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِن الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সরল অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইবনে সালিহ রহ. ...... সায়ীদ ইবনে হারিস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবূ সায়ীদ রাযি. নামাযে আমাদের ইমামতী করেন। তিনি প্রথম সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময়, দ্বিতীয় সিজদা করার সময়, দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় এবং দু'রাকআত শেষে (তাশাহহুদের বৈঠকের পর) দাঁড়ানোর সময় স্ব-শব্দে তাকবীর বলেন। তিনি বলেন, আমি এভাবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (নামায আদায় করতে) দেখেছি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "وَحِيْنَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ." قوله তে তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল পাওয়া যাচ্ছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৪ পৃ.। এ হাদীসটি শুধু ইমাম বুখারী রেওয়ায়ত করেছেন। (আইনী)

٧٩٤ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بن الْحُصَيْنِ صَلَوةً خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِن الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সরল অনুবাদ : সুলাইমান ইবনে হারব রহ. ......মুতাররিফ রাযি. থেকে বলেন, তিনি বলেন, আমি ও ইমরান রাযি. একবার আলী ইবনে আবূ তালিব রাযি. এর পিছনে নামায আদায় করি। তিনি সেজদা করার সময় তাকবীর বলেছেন। উঠার সময় তাকবীর বলেন এবং দু'রাকাআত শেষে দাঁড়ানোর সময়ও তাকবীর বলেছেন। সালাম ফিরানোর পর ইমরান রহ. আমার হাত ধরে বললেন, ইনি তো (আলী) আমাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায স্বরণ করিয়ে দিলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ" দ্বারা হাদীসটি তরজমাতুল বাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৪ পৃ., ১০৮ পৃ.।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মালেকীদের মত খন্ডন করা। যারা বলে থাকেন, দু'রাক'আতের পর তৃতীয় রাক'আত আদায়ের জন্য উঠার সাথে সাথে তাকবীর বলবে না। বরং সোজা খাড়া হওয়ার পর তাকবীর বলবে।

জমহুরের মতে, এটি স্থানান্তর-তাকবীর। তাই উঠার সাথে সাথে তাকবীর বলবে। অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. জমহুরের অভিমতকে সুদৃঢ় করতে চাচ্ছেন।

প্রশ্ন : উক্ত বাবের সারাংশ হলো, উভয় সেজদা হতে ফারিগ হয়ে উঠার সাথে সাথে তাকবীর বলবে। ইতিপূর্বে একটি বাব " بَابُ التَّكْبِيرِ إذَا قَامَ مِنَ السُّجُوْدِ " বর্ণিত হয়েছে। এ কথা পরিষ্কার, সেজদা হতে দাঁড়ানো উভয় সেজদা আদায়ের পরই হবে। এক সেজদার পর তো হবে না। উল্লেখিত দু'বাবে কোন পার্থক্য বোধগম্য হচ্ছে না। তাই বাবের পুনরাবৃত্তি হয়ে গেল।

জবাব : উভয় বাবের উদ্দেশ্য আলাদা। ১০৮ নং পৃষ্টায় বর্ণিত বাব দ্বারা শুধু তাকবীরের বিবরণ দেয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সেজদা থেকে উঠার সময় তাকবীর সাবেত করা। মতলব হলো, যখন মুসল্লী ব্যক্তি এক রুকন হতে আরেক রুকনের দিকে যাবে তখন ঐ স্থানান্তরজনিত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার যিকির করে বরকত অর্জন করবে।

এই বাব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, দু'রাক'আতের পর তৃতীয় রাক'আতের জন্য যে তাকবীর বলা হয় তার স্থান বর্ণনা করা যে, এ তাকবীরটি উঠার (সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর) পর বলতে হবে। যেরুপ মালেকীরা বলে থাকেন। অথবা উঠার সাথে সাথে বলবে। যেমন জমহুর উলামায়ে কেরাম এ মতই পোষণ করে থাকেন। ইমাম বুখারী রহ. জমহুরের বক্তব্যকে দৃঢ় করেছেন যে, তৃতীয় রাক'আত আদায়ের জন্য উঠার সাথে সাথে তাকবীর বলবে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী রহ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর আছর উল্লেখ করে বাবের অধীনে বর্ণিত উভয় হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন। যেহেতু বাবের দুনো হাদীস দ্বারা এ কথা জানা গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠার সাথে সাথেই তাকবীর বলতেন। وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ

তরজমাতুল বাবের দ্বিতীয় রেওয়ায়ত ' إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ' দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. বাবে উল্লেখিত 'سَجْدَتَيْنِ ' দ্বারা ' رَكْعَتَيْنِ ' উদ্দেশ্য এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

بَاب سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلوتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيهَةً

৫৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ তাশাহহুদে বসার পদ্ধতি। উম্মুদ দারদা রাযি. তাঁর নামাযে পুরুষের মত বসতেন, তিনি ছিলেন দীন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানী।

٧٩٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذ حَدِيثُ السِّنِّ فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى فَقُلْتُ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي

সরল অনুবাদ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. .....আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. কে নামাযে পিড়ি করে বসতে দেখেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, আমি সে সময় অল্প বয়স্ক ছিলাম। আমিও সেরুপ করলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. আমাকে নিষেধ করলেন এবং তিনি বললেন, নামাযে (বসার) সুন্নাত তরীকা হলো, তুমি ডান পা খাড়া করবে এবং বাঁ পা বিছিয়ে রাখবে। তখন আমি বললাম, আপনি এরুপ বরেন? তিনি বললেন, আমার দু' পা আমার ভার গ্রহণ করতে পারে না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلوةِ أَنْ تَنْصِبَ الخ." قوله অংশ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটির মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এটি ইমাম বুখারী রহ. ১১৪ নং পৃষ্টায় বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ ও নাসায়ী রহ.ও বর্ণনা করেছেন।

٧٩٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِد عَنْ سَعِيد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ح قال وَحَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ

جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ و إِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَسَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنْ ابْنِ عَطَاءٍ و قَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنْ اللَّيْثِ كُلُّ فَقَارٍ مكانه وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بن حلحلة حَدَّثَهُ كُلُّ فَقَارٍ

সরল অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর এবং লায়স রহ. .....মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একদল সাহাবীর সাথে বসা ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন আবূ হুমাইদ সায়ীদী রাযি. বলেন, আমিই তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায সম্পর্কে বেশী স্বরণ রেখেছি। আমি তাঁ দেখেছি (নামায শুরু করার সময়) তিনি তাকবীর বলে দু' হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর যখন রুকূ করতেন তখন দু' হাত দিয়ে হাঁটু শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠ সমান করে রাখতেন। এরপর রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন যাতে মেরুদন্ডের হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে ফিরে আসে। তারপর যখন সেজদা করতেন তখন দু' হাত সম্পূর্ণভাবে মাটির উপর বিছিয়ে দিতেন না, আবার গুটিয়েও রাখতেন না। এবং তাঁর উভয় পায়ের আঙ্গুলির মাথা কেবলামুখী করে দিতেন এবং যখন শেষ রাকাআতে বসতেন তখন বাঁ পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসতেন।

লায়েস রহ. .....ইবনে আতা রহ. থেকে হাদীসটি শুনেছেন। আবূ সালেহ রহ. লায়েস রহ. থেকে كل فقار مكانه বলেছেন। আর ইবনে মুবারক রহ. ......মুহাম্মদ ইবনে আমর রহ. থেকে শুধু 'كل فقار ' বর্ণনা করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসটির ভাষ্য " قوله "إذا جلس في الرَّكْعَتَيْنِ الي اخره দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ১১৪ পৃ., তাছাড়া আবূ দাউদ, সালাত ঃ ১৩৮ পৃ. তিরমিযী বাবু মা জাআ ফী ওয়াসফিস সালাত ঃ ১/৪০ পৃ.।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা তাশাহহুদে বসার তরীকা বর্ণনা করেছেন। আত্তাহিয়্যাতু এর মধ্যে বসার সুন্নত তরীকাটা কি?

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ কায়দা তথা তাশাহহুদে বসার দুটি পদ্ধতি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ১. افتراش অর্থাৎ বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া করে রাখা।

২. تورك অর্থাৎ নিতম্বকে জমিনে রাখা এবং উভয় পাকে বিছিয়ে ডান দিকে বের করে দেয়া। হানাফী মহিলারা যেভাবে বসে থাকে।

ইমামদের মাযহাব ঃ ১. ইমাম আবূ হানীফা, সাহেবাইন ও সুফিয়ান ছাওরী প্রমুখের মতে, প্রথম বৈঠক ও শেষ বৈঠক উভয়টিতে পুরুষের জন্য ইফতেরাশ উত্তম।

২. ইমাম মালেকের মতে, উভয় বৈঠকে تورك উত্তম।

৩. ইমাম শাফেয়ী রহ. -এর মতে, শুধু শেষ বৈঠক অর্থাৎ যে কায়দার পর সালাম হবে তাতে তাওয়াররুক ও যে বৈঠকগুলোর পর সালাম ফিরাবে না সেগুলোতে ইফতেরাশ উত্তম।

৪. ইমাম আহমদ রহ. -এর মতে, দু'রাকআত বিশিষ্ট নামাযে ইফতেরাশ উত্তম এবং চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযে শুধু শেষ বৈঠকে তাওয়াররুক উত্তম।

আরেকটি মাসআলা ঃ এখানে আরেকটি মাসআলা হলো, পুরুষ ও মাহিলার তাশাহহুদের কোন ব্যবধান আছে কি না? হানাফী ও হাম্বলীদের নিকট পার্থক্য আছে। অর্থাৎ মহিলার জন্য উত্তম তরীকা হলো তাওয়াররুক। মালেকী ও শাফেয়ীরা এর বিপরীত মতামত ব্যক্ত করে থাকেন। কেননা, তাঁরা উভয়ের তাশাহহুদে কোন পার্থক্য নেই বলে অভিমত পোষণ করেন। (আল আবওয়াব ওয়াত তরাজিম, দ্বিতীয় খন্ড-২০০ পৃষ্টা)

তাবেয়ী উম্মুদ দারদা (যার নাম হুজায়মা) এর আছর হতে যা স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে ইমাম বুখারী রহ. -এর সে দিকেই ঝোঁক বুঝা যায়।

হানাফীদের প্রমাণাদী ঃ ১. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস-

وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَه الْيُسْرِي وَيَنْصَبُ رِجْلَه الْيُمْني (مسلم شريف اول صـ ١٩٤ ـ ١٩٥)

অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বাম পা বিছিয়ে দিতেন (বিছিয়ে এর উপর বসতেন) এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন। ইহাই হলো ইফতেরাশ। গবেষণার বিষয় হলো, হাদীস শরীফে ফে'লে মুযারের আগে كان শব্দটি প্রবিষ্ট হয়েছে। যা ইসতেমরার -এর ফায়দা দিচ্ছে। অর্থাৎ তাঁর বৈঠকের সাধারণ নিয়ম এটাই ছিল।

২. হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর -এর রেওয়ায়ত-

ثُمَّ جَلَسَ (صلي الله عليه وسلم) فَافْتَرَشَ رِجْلَه الْيُسْرِي (ابوداود جـ١ صـ١٣٨ في باب كيف الجلوس في التَشهد ـ نسائي صـ ١٤١)

تورك প্রবক্তাদের জবাব ঃ তাদের দলীল হযরত আবূ হুমায়েদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। এর সহীহ জবাব হচ্ছে, এভাবে বসা অপারগতাবশঃ হতে পারে, না হয় অনুমতি প্রদানের জন্য।

তাছাড়া এখানে এখতেলাফ শুধু উত্তম ও অনুত্তমের ক্ষেত্রে। তাই জায়েয বর্ণনার্থে করা দূরবর্তী কোন বিষয় নয়। তবে মহিলাদের জন্য তাওয়াররুক উত্তম সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা, এতে তাদের জন্য এভাবে পর্দা বেশী হয়। - والله اعلم

بَاب مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَاجِبًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِن الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ

৫৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ যারা প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ ওয়াজিব নয় বলে মনে করেন। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকাআত শেষে (তাশাহহুদ না পড়ে) দাঁড়ালেন এবং আর (বসার জন্য) ফিরেন নি।

٧٩٧ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ مَرَّةً مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ قال وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ

সরল অনুবাদ : আবুল ইয়ামান রহ. ......বনূ আব্দুল মুত্তালিবের আযাদকৃত দাস এবং রাবী কোন সময় বলেছেন রাবীয়া ইবনে হারিসের আযাদকৃত দাস. আব্দর রাহমান ইবনে হুরমুয রাযি. থেকে বর্ণিত যে, বনূ আবদ মানাফের বন্ধু গোত্র আযদ সানআর লোক আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনা রাযি. যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণের অন্যতম। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের নিয়ে যুহরের নামায আদায় করলেন। তিনি প্রথম দু' রাকাআত পড়ার পর না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুক্তাদীগণ তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। এভাবে নামাযের শেষভাগে মুক্তাদীগণ সালামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসাবস্থায় তাকবীর বললেন এবং সালাম ফিরানোর আগে দু'বার সেজদা করলেন, পরে সালাম ফিরালেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের "قوله " فقامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيينِ لَمْ يَجْلِسْ অংশটি শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ ইমাম বুখারী রহ. এখানে ১১৪ পৃষ্টা হতে ১১৫, ১১৫, ১৬৩, ১৬৪, ৯৮৬ পৃষ্টায় হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও ইমাম মুসলিম রহ. ২১১, ইমাম আবূ দাউদ রহ. ১৪৮ ও ইমাম তিরমিযী তিরমিযী শরীফ প্রথম খন্ড ৫১ নং পৃষ্টায় বর্ণনা করেছেন।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ তাশাহহুদ এর উপর ইমাম বুখারী রহ. তিনটি বাব কায়েম করেছেন। তন্মধ্যে এটি হলো প্রথম বাব। এ বাব এনে তাঁর উদ্দেশ্য, তাশাহহুদ নামাযের রুকন বা ফরয নয়। যা পরিহার করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। হ্যাঁ তবে ওয়াজিব আদায় হলো না। বিধায় সেজদায়ে সাহু আবশ্যক হবে। ইমাম বুখারী রহ. قوله لَمْ يَرْجِعْ দ্বারা এও বলেছেন, যদি তাশাহহুদ ফরয বা রুকন হতো তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরও তা আদায়ের জন্য আবার ফিরে আসতেন। যেমন শেষ বৈঠক ভূলবশতঃ না করলে তা আদায়ের জন্য আবার ফিরে আসা জরুরী। কেননা, এটি ফরয।

ইমামদের মযহব ঃ ১. ইমাম আবূ হানীফা রহ. -এর মতে, প্রথম ও শেষ বৈঠক উভয়টিতে তাশাহহুদ পাঠ করা ওয়াজিব।

২. ইমাম মালেকের নিকট উভয়টিতে সুন্নত।

৩. ইমাম শাফেয়ী রহ. -এর মতে, প্রথম বৈঠকে সুন্নত ও শেষ বৈঠকে ফরয।

৪. ইমাম আহমদ রহ. -এর মতে, প্রথম কায়দায় ওয়াজিব। তবে দ্বিতীয় কায়দায় ফরয।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাব কায়েম করেছেন- مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الْاَوَّلَ وَاجِبًا الخ এখানে ওয়াজিব দ্বারা ফরয উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ ফরয নয়, তবে ওয়াজিব। কেননা, ওয়াজিব না হলে তো সেজদায়ে সাহু কেন করতেন। আহনাফ এমতেরই প্রবক্তা। হানাফীদের মতে, সুন্নত হতে উর্দ্ধে ও ফরযের নিচে আরেকটি স্তর রয়েছে যাকে ওয়াজিব বলে।

بَاب التَّشَهُّد فِي الْأُولى

৫৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করা।

৭৯৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

সরল অনুবাদ : কুতাইবা ইবনে সায়ীদ রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে মালিক রাযি. যিনি ইবনে বুহাইনা, তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে যুহরের নামায আদায় করলেন। দু' রাকাআত পড়ার পর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন অথচ তাঁর বসা জরুরী ছিল। তারপর নামাযের শেষভাগে বসে তিনি দু'টো সেজদা করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ. اي جلسة التَّشَهُّدِ الْاَوَّلِ" অর্থাৎ জুলূস দ্বারা তাশাহহুদ উদ্দেশ্য। এর দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৫ পৃ., পেছনে ঃ ১১৪ পৃ., ১৬৩ পৃ., ১৬৪ পৃ., ৯৮৬ পৃ., তাছাড়া মুসলিম ১/২১১ পৃ.।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এই বাব কায়েম করে বর্ণনা করতে চাচ্ছেন, ১. প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের হুকুম কি? আগের বাবে তিনি বলেছিলেন, প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ এরূপ ওয়াজিব বা ফরয নয় যা পাঠ না করলে নামাযই হবে না। এখন উক্ত বাব কায়েম করে বলতে চাচ্ছেন, প্রথম বৈঠকে তামাহহুদ পড়া ওয়াজিব। ভূলবশতঃ না পড়লে সেজদায়ে সাহু দিতে হবে। যেমন উপরোক্ত হাদীস দ্বারা এ কথাই বুঝা যাচ্ছে।

২. এও হতে পারে, কয়েকটি ওয়াজিব ছুটে গেলেও একটি সেজদায়ে সাহু দিলে যথেষ্ট হবে। কেননা, এখানে প্রথম বৈঠক যেরূপ ওয়াজিব ছিল ঠিক তদ্রুপ তাশাহহুদও। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটি ওয়াজিব ছুটে গিয়েছিল। ১. প্রথম বৈঠক। ২. তাশাহহুদ। অথচ একটিই সাহু সেজদা করেছেন। এটাই জমহুরের অভিমত। والله اعلم

بَاب التَّشَهُّد فِي الْآخِرَة

৫৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া।

৭৯৯ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

সরল অনুবাদ : আবূ নু'আইম রহ. .....শাকীক ইবনে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাযি. বলেন, আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেছনে নামায আদায় করতাম, তখন আমরা বলতাম, "আসসালামু আলা জিবরীল ওয়া মিকাইল এবং আসসলামু আলা ফুলান ওয়া ফুলান।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহ নিজেই তো সালাম, তাই যখন তোমরা কেউ সালাত আদায় করবে, তখন সে যেন বলে- التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين কেননা, যখন তোমরা এ বলবে তখন আসমান ও যমীনে আল্লাহর সকল নেক বান্দার কাছে তা পৌছে যাবে। এর সাথে- اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ও পড়বে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " قوله " فَإِذَا صَلَّي.اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الخ হতে তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ এখানে ১১৫ পৃ., বাবু মা ইয়াতাখাইয়ারু মিনাদ দোয়া বা'দাত তাশাহহুদ ঃ ১১৫, ১৬০, ৯২০-৯২১, ৯২৬, ৯৩৬-৯৩৭, ১০৯৮, তাছাড়া মুসলিম ১/১৭৩, আবূ দাউদ ঃ ১৩৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. -এর উদ্দেশ্য, উভয় তাশাহহুদের হুকুম নিয়ে যে মতবিরোধ রয়েছে সে দিকে ইশারা করা। প্রথম ও শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের হুকুম কি? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যা باب من لم ير التشهد الاول এর মধ্যে 'মাযাহিবে আয়েম্মা' শিরোনামের অধীনে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাব কায়েম করেছেন- تَشَهُّدَ فِي الْاٰخِرَةِ। অথচ হাদীসে تَشَهُّدَ فِي الْاٰخِرَةِ এর কোন উল্লেখ নেই?

জবাব ঃ ইমাম বুখারী রহ. রেওয়ায়তের ব্যাপকতা থেকে বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। যেহেতু হাদীসে প্রথম ও শেষ বৈঠকের কোন কয়েদ লাগানো হয়নি সেহেতু اخرة তথা শেষ বৈঠকেরও এতে সম্ভাবনা রয়েছে। আর এর উপর দলীল আছে। তা হলো, অচিরেই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসই আসছে। যার শেষে - ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهُ اِلَيْهِ (এরপর যে দোয়া তার পছন্দ হয় তা বেছে নেবে) রয়েছে।

বলাবাহুল্য, দোয়া শেষ বৈঠকেই হয়। বিধায়, এর দ্বারা শেষ বৈঠকই উদ্দেশ্য হবে। - والله اعلم

ব্যাখ্যা ঃ اَلتَّحِيَّاتُ ঃ এটি تَحِيَّةٌ এর বহুবচন। আল্লামা আইনী বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, শান্তি। কেউ কেউ বলেন, স্থায়িত্বতা। আর কেহ কেহ বলেছেন, বড়ত্ব। আবার কারো কারো মতে, বিপদাপদ ও দোষ-ত্রুটিমুক্ত থাকা। (উমদা)

আল্লামা খাত্তাবী রহ. বলেন, প্রত্যেক যমানার রাজা-বাদশাহদের সালাম ও আদাবের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট শব্দাবলী ছিল। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার শানের সাথে তাদের কোন তুলনা হতে পারে না। কেননা, তিনি হলেন রাজাদিরাজ। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টিজগতের পালনকর্তার দরবারে সালাম পেশ করার জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন- التحيات لله অর্থাৎ সমূহ সম্মান-ইজ্জত একমাত্র আল্লাহ তা'আল্লার জন্য নির্দিষ্ট।

وَالصَّلَوَاتُ ঃ هِيَ الصَّلَوَاتُ الْمَعْرُوْفَةُ وَهِيَ الْخَمْسَةُ الخ (উমদা) অর্থাৎ ১. এর দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায উদ্দেশ্য ২. অথবা যে কোন নামায চাই তা ফরয হোক বা নফল। ৩. কিংবা সমূহ ইবাদাত উদ্দেশ্য।

وَالطَّيِّبَاتُ ঃ اَيْ مَا طَابَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ অর্থাৎ যে কোন উত্তম কথা ও আমল উদ্দেশ্য।

السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الخ ঃ অধীকাংশ রেওয়ায়তে উক্ত বাক্যটি অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মুসন্নফে ইবনে আবু শায়বা এর এক বর্ণনাতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. তাশাহহুদ -এর আলোচনা করার পর বলেন- وَهُوَ (اَيْ هٰذَا التَّشَهُّدَ حِيْنَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَيْنَ ظَهْرَانِيْنَا فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَي النَّبِيِّ এ কারণেই কোন কোন আহলে যাহির বলেছেন, খেতাবের সীগাহ ব্যবহার করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর রহিত হয়ে গেছে। তবে মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামরা তাদের মত খন্ডন করেছেন। তাই আলোচ্য রেওয়ায়ত সহীহ হলেও ঐ সংখ্যাধিক্য রেওয়ায়তগুলোর মোকাবেলায় গ্রহণযোগ্য হবে না যেগুলোতে খেতাবের সীগাহ বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরামের আমলও সীগায়ে খেতাবের উপর ছিল। কাজেই খবরে ওয়াহিদের উপর ভিত্তি করে মুতাওয়াতিরকে পরিত্যাগ করা যাবে না।

এও হতে পারে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হয়তো কোন সময় জায়েয বুঝানোর লক্ষ্যে গায়েব-এর সীগাহ ব্যবহার করেছেন।

মোটকথা হলো, তাশাহহুদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি খেতাবের সীগাহ দ্বারা সালাম প্রেরণ করা হয়তো মে'রাজের ঘটনা স্বরণকরণার্থে অথবা তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বৈশিষ্টসমূহ হতে একটি বৈশিষ্ট। والله اعلم ۔

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الي اخره ঃ উলামায়ে কেরাম লেখেছেন, যখন মে'রাজ রজনীতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বস্রষ্টা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে বলে উঠলেন- 'التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ' তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে জবাব আসলো, السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه (এ সময়ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম স্বীয় উম্মতকে ভূলেন নি তাই) তিনি এতদশ্রবণে বলে উঠলেন, السَّلَامُ عَلَيْنَا الخ। এদিকে হযরত জিবরাইল আ.ও চুপ থাকলেন না; বরং তিনিও তা শুনে বলে উঠলেন- اَشْهَدُ اَن لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الي اخره।

بَاب الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ

৫৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ সালামের আগে দু'আ করা।

٨٠٠ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنْ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ واذا وَعَدَ اخلف وقال محمد بن يوسف سمعت خلف بن عامر يقول في الْمَسِيح

وَالْمَسِيْحِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وهُمَا وَاحِدٌ اَحَدُهُمَا عِيْسَي عَلَيْهِ السَّلَام وَالْاخَرُ الدَّجَّالُ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

সরল অনুবাদ : আবুল ইয়ামান রহ. ......উরওয়া যুবাইর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনী আয়িশা রাযি. তাঁকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম নামাযে এ বলে দু'আ করতেন- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ " হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের আযাব থেকে, মাসীহে দাজ্জালের ফিতনা হতে এবং জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! গুনাহ ও ঋণগ্রস্ততা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি কতই না ঋণগ্রস্তা হতে পানাহ চান। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লম বললেন, যখন কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন কথা বলার সময় মিথ্যা বলে এবং প্রতিজ্ঞা করলে তা ভঙ্গ করে। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ. বলেন, খালফ ইবনে আমির রহ. কে বলতে আমি শুনেছি যে مَسِيْحٌ ও مَسِّيْحٌ এর মাঝে কোনরকম ব্যবধান নেই। উভয় শব্দই সমার্থবোধক তবে একজন হলেন ঈসা আ. এবং অপর ব্যক্তি হলো, দাজ্জাল। যুহরী রহ. বলেছেন, উরওয়া ইবনে যুবাইর রহ. আয়িশা রাযি. থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা রাযি. বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নামাযের মধ্যে দাজ্জালের ফিতনা হতে (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল " اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَدْعُوْ فِي الصَّلٰوةِ" উক্তিতে। অর্থাৎ নামাযের শেষভাগে তাশাহহুদের পর সালামের আগমুহূর্তে। যেমন ইবনে মাজার রেওয়ায়ত-

وَاِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْاَخِيْرِ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ اَرْبَعِ الحديث (عمده)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১১৫, ৩২২, বাবুত তাআউয মিনাল মা'ছামে ওয়াল মাগরামি : ৯৪২, বাবুল ইসতেআযা মিন আরযলিল উমুর : ৯৪৩, বাবুল ইসতেআযা মিন ফিতনাতিল গেনা : ৯৪৩, বাবুত তাআউয মিন ফিতনাতিল ফাকরি : ৯৪৩-৯৪৪ ও ১০৫৫-১০৫৬।

٨٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

সরল অনুবাদ : কুতাইবা ইবনে সায়ীদ রহ. .....আবূ বকর সিদ্দীক রহ. থেকে বর্ণিত। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম এর কাছে আরয করলেন, আমাকে নামাযে পড়ার জন্য একটি দু'আ শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, এ দু'আটি বলবে- اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

" فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " ইয়া আল্লাহ! আমি নিজের উপর অধিক যুলুম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনার পক্ষ থেকে আমাকে তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে হাদীছের প্রথম অংশে। আর তা হচ্ছে- "عَلِّمْنِيْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِه فِيْ صَلٰوتِيْ." ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৫, ৯৩৬, ১০৯৯, তাছাড়া মুসলিম ২য় খন্ড ঃ ৩৪৭, তিরমিযী দ্বিতীয় খন্ড ঃ ১৯১।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ উক্ত বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. -এর উদ্দেশ্য হলো, দোয়ার সময় বর্ণনা করা। কেননা, উভয় হাদীসে নামাযে দোয়া করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম রেওয়ায়তে- كَانَ يَدْعُوْ فِي الصَّلٰوةِ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম নামাযে দোয়া করতেন) রয়েছে। আর দ্বিতীয় রেওয়ায়তে - عَلِّمْنِيْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِه فِي صَلٰوتِيْ এসেছে। কিন্তু কোন সময় দোয়া করবে, কোন রেওয়ায়তে এ কথার উল্লেখ নেই। তাই ইমাম বুখারী রহ. 'تشهد في الاخرة ' এর পর 'بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ ' এনে দোয়া করার সময় বলে দিয়েছেন। তা হলো, শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর সালামের আগে দোয়া পাঠ করবে।

দোয়ার হুকুম ঃ নামাযে তাশাহহুদ ও দুরুদের পর দোয়া ফরয এবং ওয়াজিব নয়। বরং সুন্নত ও মুস্তাহাব একটি বিষয়। জমহুর ইমামদের অভিমত এটাই। পক্ষান্তরে আহলে যাওয়াহির ও ইবনে হযমের মতে, দোয়া পাঠ করা ওয়াজিব। আল্লামা ইবনে হযম তো প্রথম বৈঠকেও দোয়া ওয়াজিব বলে অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন।

হানাফীদের মতে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যে সকল দোয়া বর্ণিত হয়েছে তা সবই নামাযে জায়েয আছে। তবে পার্থিব বিষয়াদির নিবেদন সংক্রান্ত দোয়া যা মানুষের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব এরকম দোয়া আহনাফের নিকট নাজায়েয। দলীল ঃ মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ২০৩ পৃষ্টা- ' بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلٰوةِ' এর মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী-' إِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَئٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ الخ ' অর্থাৎ তিনি বলেছেন- "এই নামাযে মানুষের কথাবার্তাজনিত কোন বিষয় দুরুস্ত নহে। এতে শুধু তাসবীহ, তাকবীর ও কোরআন শরীফের তেলাওয়াত করা যেতে পারে।

শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে, নামাযে সব ধরনের দোয়া বৈধ। - والله اعلم

তাশাহহুদের পর দুরুদ শরীফ ও ইমাম বুখারী রহ. -এর দৃষ্টিভঙ্গি ঃ হযরত শাহ সাহেব (কাশমীরী রহ.) বলেন, আমার তো আশ্চর্য লাগে, ইমাম বুখারী রহ. তাশাহহুদের পর দোয়াসম্বলিত বাবগুলো আরম্ভ করে দিলেন অথচ দুরুদ শরীফের আলোচনা পরিহার করে দিলেন। না এর উপর কোন বাব কায়েম করেছেন না এর হুকুম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। অথচ এ সংক্রান্ত সহীহ হাদীস তার শর্তানুযায়ী বিদ্যমান ছিল। যাকে তিনি কিতাবুদ দা'আওয়াত এর মধ্যে উল্লেখ করবেন। এবং ' بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَي النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ' এই হাদীস বুখারী দ্বিতীয় খন্ড ৯৪০ পৃষ্টায় আলোচিত হবে।

হযরত বলেছেন, নামাযের ভিতর শেষ বৈঠকের পর দুরুদ শরীফ পাঠ করা ইমাম শাফেয়ী রহ. -এর মতে, ফরয। পক্ষান্তরে জমহুরের মতে, সুন্নত। তাই কোনভাবেই তো এর চেয়ে নিম্নস্তরে আসবে না।

যদি বলা হয়, ইমাম শাফেয়ী রহ. -এর মত খন্ডন করতে গিয়ে ইমাম বুখারী রহ. এরকম করেছেন। তাহলেও একেবারে পরিহার করা উচিত ছিল না। আজ পর্যন্ত আমার বোধগম্য হয়নি, ইমাম বুখারী রহ. -এর পক্ষে তা পরিত্যাগ করার তাওজীহ কি হতে পরে? যদি তিনি দুরুদ শরীফকে কেবলমাত্র দোয়া মনে করে নামাযে তা প্রবিষ্ট নয় ধারণা করেন, তাহলে তো এর মোকাবেলায় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস রয়েছে। যাতে নামাযের ভিতর

দুরুদ পাঠ করা নিয়ে সাহাবী ও হুযূর সাল্লাল্লা আলাইহ ওয়াসল্লাম এর মাঝে প্রশ্নোত্তর পরিলক্ষিত হয়। উক্ত হাদীসটি মুহাদ্দিছে বায়হাকী, হাকীম, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযায়মা ও দারে কুতনী রেওয়ায়ত করে সবাই এটি সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। বিধায়, নামাযে দুরুদ পড়ার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল। (এ'লাউস সুনান ৩/১৫৩, আনওয়ারুল বারী)

মুহাদ্দিছীনে কেরামের তরীকা ঃ ইমাম তিরমিযী রহ. -এর বর্ণনা পদ্ধতিও বেশ আশ্চর্যজনক। তিনি তিরমিযী প্রথম খন্ড ৩৮-৩৯ পৃষ্টা পর্যন্ত তাশাহহুদ সম্পর্কে বিভিন্ন বাব স্থাপন করে 'বাবু মা জাআ ফিল ইশারাতে' এর পর 'বাবু মা জাআ ফিত তাসলিম ফিস সালাত' এনেছেন। অথচ দুরুদ সংক্রান্ত কোন বাব আনেন নি। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য আনওয়ারুল বারী চতুর্থ খন্ড ২০০ নং পৃষ্টা দেখা যেতে পারে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ প্রশ্ন ঃ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাবে দুটি রেওয়ায়ত উল্লেখ করেছেন। রেওয়ায়তদ্বয় দ্বারা কেবল নামাযে দোয়া করার বিষয় বুঝা যায়। এখন প্রশ্ন হলো, তিনি কাবলাস সালাম সংক্রান্ত বাব কোথা হতে গ্রহণ করলেন?

উত্তর ঃ ১. হাদীস দ্বারা এ কথা তো বোধগম্য হয়েছে যে, দোয়ায়ে মাছূরা নামাযে পড়া যাবে। তাই নামাযে যেখানেই দোয়া পাঠ করবে সেখানেই কাবলাস সালাম কথাটি প্রযোজ্য হবে এবং দোয়া সালামের আগে হওয়াটা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

২. ইতিপূর্বে তাশাহহুদ বর্ণনার ধারা চলছিল। এখন দোয়ার আলোচনা করতেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, দোয়া তাশাহহুদের পরেই হবে।

كَانَ يَدْعُوْ فِي الصَّلٰوةِ ঃ এতে আলোচ্য বিষয়গুলো থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয় প্রার্থনা স্বীয় উম্মতের ১. শিক্ষা দানের লক্ষ্যেই ছিল। ২. দাসত্ব প্রকাশের জন্য।

بَاب مَا يُتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

৫৪০. পরিচ্ছেদ ঃ তাশাহহুদের পর যে দু'আটি বেছে নেয়া হয়, অথচ তা ওয়াজিব নয়।

٨٠٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْأَعْمَشِ قال حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের অবস্থা এ ছিল যে, যখন আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামাযে থকতাম, তখন আমরা বলতাম, বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহর প্রতি সালাম। সালাম অমুকের প্রতি. সালাম অমুকের প্রতি। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর প্রতি সালাম, তোমরা এরূপ বল না। কারণ আল্লাহ নিজেই

তো সালাম। বরং তোমরা বল- التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ "সমস্ত মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি।" তোমরা যখন তা বলবে তখন আসমান বা আসমান ও যমীনের মাঝে আল্লাহর প্রত্যেক বান্দার কাছে তা পৌছে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।" তারপর যে দু'আ তার পছন্দ হয় তা বেছে নিবে এবং পড়বে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য ৫৩৮ নং বাবের ৭৯৯ নং হাদীস দৃষ্টব্য।

فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ الخ ঃ তোমরা যখন তা বলবে আসমানে অবস্থানরত আল্লাহর সকল বান্দাদের কাছে তা পৌছে যাবে। অথবা (বলেছেন যে,) আসমান ও যমীনের মাঝে (প্রত্যেক বান্দাদের কাছে পৌছবে)। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মুবূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। এরপর দোয়াগুলো হতে যে দোয়া তার পছন্দ হয় তা বেছে নেবে।

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "ثم ليتخير من الدعاء." বাক্যে তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৫, ইতিপূর্বে ১১৫, ১৬০, ৯২০-৯২১, ৯২৬, ৯৩৬-৯৩৭, ১০৯৮, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ১৭৩, আবূ দাউদ ঃ ১৩৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. -এর উক্ত বাব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদিও لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ বাহ্যত আমরের সীগাহ। কিন্তু এই আমর উজূবের বিধান সাবেত করার জন্য নয়। সুতরাং ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে এ বিষয়টি 'وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ' দ্বারা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

সালাম ফেরানোর পর দোয়া করা ঃ উম্মুল ম'মিনীন হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিয়ে তবে - اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি। আর শান্তি তোমার পক্ষ থেকেই। তুমি তো বেশ বরকত ওয়ালা, সম্মানী ও বুযুর্গী ওয়ালা সত্ত্বা। (তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ باب ما يقول اذا سلم পৃষ্ঠা নং ৩৯) দোয়াটি পড়া পরিমাণ বসতেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. আসিম আল আহওয়াল রহ. এর বরাতে অনুরুপ একটি রেওয়ায়ত বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তার বর্ণনায়- تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ উল্লেখ করেছেন। (পৃষ্টা ৩৯)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, সালাম ফেরানোর পর তিনি-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَه لَه الْمُلْكُ وله الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلي كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

দোয়াটি পড়তেন। (অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। সাম্রাজ্য এবং প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতার অধিকারী। হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা থেকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। আপনি যা দেন না তা দেওয়ার মতো কেউ নেই এবং নেক আমল ছাড়া কোন ধনবানের ধনই আপনার কাছে উপকারে আসবে না।)

আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন-

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَي المُرْسَلِيْنَ وَالحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ - (ترمذي اول صــ٣٩)

(তোমার প্রতিপালক তারা যা আরোপ করে তা থেকে পবিত্র ও মহান এবং সকল ক্ষমতার অধিকারী। শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। প্রশংসা কেবল সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।)

ইমাম বুখারী রহ. কিতাবুদ দাআওয়াতে পৃথম একটি তরজমাতুল বাব কায়েম করেছেন। তা হলো-

بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ (بخاري صــ ٩٣٧)

হাফেয ইবনে হাজর আসক্বালানী রহ. বলেন, অর্থাৎ ফরয নামাযের পর দোয়া। (ফতহুল বারী ১১/১১১)

হাফেয আসক্বালানী রহ. বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন, " اَخْرَجَ الطَّبَرِي مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ قَالَ الدُّعَاءُ بَعْدَ المَكْتُوْبَةِ اَفْضَلُ بَعْدَ النَّافِلَةِ كَفَضْلِ المَكْتُوْبَةِ عَلَي النَّافِلَةِ الخ " (ফাতহুল বারী-১১/১১২) সারগর্ব আলোচনার জন্য ফাতহুল বারী মোতালা'আ করে নেয়া উচিত।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম রহ. এর সালামের পর দোয়াকে মুতলাকভাবে অস্বীকার করা অথবা শরীয়তসম্মত নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করা গ্রহণযোগ্য নয়।

দোয়া করার পর হাত উঠানো ঃ হযরত ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেবল ইসতেসকার নামাযে হাত উঠাবে। অপর কোন স্থানে উঠাবে না। তবে জমহুরের মতে, সকল স্থানে হাত উঠানো এবং তা মুখে বুলানো উত্তম। কেননা, মানুষ হাত উঠালে তার উপর আল্লাহ তা'লার নিয়ামত বর্ষিত হয়। কাজেই হাত মুখে বুলানোই বাঞ্চনীয়। এ ব্যাপারে হযরত সালমান রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِه اذا رَفَعَ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا

(رواه ابوداود - وابن ماجه والترمذي وحسنه وقال الحافظ في الفتح سنده جيد (اثار السنن ١٢٧/١)

بَاب مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه رَأَيْتُ الْحُمَيْدِيَّ يَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيث أَنْ لَا يَمْسَحَ الْجَبْهَةَ فِي الصَّلَاة

৫৪১. পরিচ্ছেদ ঃ নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত যিনি কপাল ও নাকের ধূলাবালি মোছেন নি। আবূ আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, আমি হুমায়দী রহ. কে দেখেছি যে, নামায শেষ হওয়ার আগে কপাল না মুছার ব্যাপারে এ হাদীস দিয়ে দলিল পেশ করতেন।

٨٠٣ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيَّ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِه

সরল অনুবাদ : মুসলিম ইবনে ইব্রাহীম রহ. ......আবূ সালাম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সায়ীদ খুদরী রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পানি ও কাদার মধ্যে সেজদা করতে দেখেছি। এমনকি তাঁর (মুবারক) কপালে কাদামাটির চিহ্ন লেগে থাকতে দেখেছি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "حَتَّي رَأَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ فِيْ جَبْهَتِهِ." قوله হাদীসাংশ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে। অর্থাৎ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম এর কপালে কাদামাটির চিহ্ন লেগে থাকতে দেখেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, তিনি সা. কপাল ও নাক থেকে মাটি মুছতেন না।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৫, ৯২, ১১২, ২৭০, ২৭১, ২৭২-২৭৩, আবার ২৭৩, বাব ঃ ৫২৫, হাদীস ঃ ৭৮২।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তো একেবারে স্পষ্ট যে, নামাযী সেজদা ইত্যাদিতে স্বীয় কপাল মুছবে না। অর্থাৎ কপাল ও নাকে কাদামাটি লেগে থাকলে তা মুছে ফেলার চেষ্টা করবে না।

তবে না মুছার উপরোক্ত হুকুম তখন হবে যখন কাদামাটিসহ সেজদা করতে অসুবিধা হবে না। অন্যথায় হালকাভাবে এক হাত দ্বারা মুছে ফেলার অনুমতি রয়েছে। মুছে ফেলা নিষিদ্ধ, কেননা, তা বিনয়-নম্রতার আলামত।

প্রশ্ন ঃ ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় শায়েখ হুমায়দী রহ. এর দলীল গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ তরজমাতুল বাবে মুছে ফেলা জায়েয কি না এ ব্যাপারে তিনি নিজে কোন ফায়সালা কেন দেন নি?

উত্তর ঃ যেহেতু রেওয়ায়তে শুধু "رَأَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ فِيْ جَبْهَتِهِ" রয়েছে। এর দ্বারা না মুছার ব্যাপারে সুনিশ্চিত ফায়সালা দেয়া দু:সাধ্য ব্যাপার। কেননা, হাদীসটি বিভিন্ন ভাবার্থের সম্ভাবনা রাখে। ১. রাসূল হয়তো মুছে ফেলেছেন ঠিকই তবে এর চিহ্ন অবশিষ্ট রয়ে গেছে। ২. অথবা তিনি মুছার কথা ভূলে গেছেন। ৩. বা অনুমতি প্রদানের লক্ষ্যে অনুরুপ করেছেন। ৪. কিংবা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম উত্তম পদ্ধতিটি বেছে নিয়েছেন। মোটকথা, নাজায়েযের ফায়সালা দেয়া মুশকিল ছিল। বিধায়, ইমাম বুখারী রহ. নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত দেন নি। সুতরাং উলামায়ে কেরাম থেকে 'মকরুহ ও মকরুহ নয়' উভয় অভিমত বর্ণিত হয়েছে। - والله اعلم

بَاب التَّسْلِيم

৫৪২. পরিচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানো।

٨٠٤ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ

সরল অনুবাদ : মূসা ইবনে ইসমায়ীল রহ. .....উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ফিরাতেন, তখন সালাম শেষ হলেই মহিলাগণ দাঁড়িয়ে পড়তেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ানোর আগে কিছুক্ষণ বসে অপেক্ষা করতেন। ইবনে শিহাব রহ. বলেন, আমার মনে হয়, তাঁর এ অপেক্ষা এ কারণে যাতে মুসাল্লীগণ থেকে যে সব পুরুষ ফিরে যান তাদের আগেই মহিলাগণ নিজ অবস্থানে পৌঁছে যান।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " قوله " إذا سلم দ্বারা হাদীসটি তরজমাতুল বাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২০, তাছাড়া ইমাম আবূ দাউদ রহ. বাবু ইনসেরাফিন নিসা কাবলার রিজাল ঃ ১/১৪৯ পৃষ্টায় বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. সালাম ফেরানো ফরয না ওয়াজিব? এ বিষয়ে নিজে কোন হুকুম বর্ণনা করেননি। সম্ভবতঃ রেওয়ায়তগুলোর ভিন্নতা এবং ইমামদের মতপার্থক্যের কারণেই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। - والله اعلم

ইমামদের মতামত ঃ ১. ইমামত্রয়ের মতে, নামায থেকে বের হওয়ার জন্য اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলা ফরয।

إِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هذَا فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِي وَاَحْمَدُ وَاَصْحَابُهُمْ إِذَا انْصَرَفَ الْمُصَلِّي مِنْ صَلوتِهِ بِغَيْرِ لَفْظِ التَّسْلِيْمِ فَصَلَاتُه بَاطِلَةٌ (عمده ١٢١/٦)

তাঁদের দলীল ঃ ক. বাবের আলোচ্য হাদীস- كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম সর্বদা ' اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ' বলে নামায শেষ করতেন। এবং এরপর বলতেন- ' صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ ' প্রমাণিত হলো যে, তা ফরয।

খ. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম এর এরশাদ-

وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ (ترمذي - ابوداود)

হাদীসটিতে খবর আলিফ লাম দ্বারা মা'রেফা হয়েছে। যা সীমাবদ্ধতার ফায়দা দেয়। অর্থ হলো, নামায থেকে হালাল হওয়ার মাধ্যম, তাসলীম। অর্থাৎ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার সাথে নির্দিষ্ট।

২. আতা ইবনে আবূ রেবাহ, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, ইবরাহীম, কাতাদাহ, ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, ইবনে জারীর তাবারী রহ. এর মতে, সালাম ফেরানো ফরয নয়। তা পরিত্যাগ করাতে নামায বাতিল হবে না। (উমদাতুল ক্বারী ৬/১২১)

আহনাফ ও অন্যান্যদের দলীল ঃ ১. বাবের হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ। এর দ্বারা বেশ তো বেশ ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়, ফরয নয়।

২. দ্বিতীয় দলীল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত হাদীস। যাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম তাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছিলেন-

إِذَا قُلْتَ هذَا أَوْ قَضَيْتَ هذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ - (ابوداود - ١٣٩/١)

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর ফরয বলতে কোন কিছু নেই। তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের ধারাবাহিক আমল ও হাদীসুল বাবের শব্দাবলী দ্বারা অবশ্য উজূব সাবেত হয়। তাই হানফী আলেমগণ السلام عليكم বলে নামায শেষ করা ওয়াজিব বলে অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন। অর্থাৎ সালাম ফেরানোর মাধ্যমে শেষ না করলে নামায দোহরানো ওয়াজিব। কেননা, সালাম হচ্ছে, ওয়াজিব। আর কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে নামায মাকরুহে তাহরীমী হয়ে যায়। আর নামাযে মাকরুহে তাহরীমীজনিত কোন কাজ করলে তাকে পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।

بَاب يُسَلِّمُ حِيْنَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ

৫৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুক্তাদীগণও সালাম ফিরাবে। ইবনে উমর রাযি. ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুক্তাদীগণের সালাম ফিরানো মুস্তাহাব মনে করতেন।

٨٠٥ – حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودٍ هو ابْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ

সরল অনুবাদ : হিব্বান ইবনে মূসা রহ. ....ইতবান ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামায আদায় করেছি। তিনি যখন সালাম ফিরান তখন আমরাও সালাম ফিরাই।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فسلمنا حين سلم" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৬, ৬০, ৬০-৬১, ৯২, ৯৫, ১৫৮, ৫৭২, ৮১৩, ৯৫০, ১০২৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ উক্ত বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য, সালাম ফেরানোর ক্ষেত্রে মুক্তাদী ইমামের সাথে সালাম ফেরাতে পারবে। অর্থাৎ ইমামের সালাম ফেরানোর সাথে সাথে মুক্তাদী সালাম ফেরানো বৈধ।

আলোচ্য হাদীসটিতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। سلمنا حين سلم ১. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাম ফেরানোর সাথে সাথেই আমরা সালাম ফেরালাম। একেই مقارنت ومعيت বলে।

২. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাম ফেরানোর পর আমরা সালাম ফিরাই। অর্থাৎ এ ব্যাপারে তাঁর মুতাবা'আত করেছি।

বুখারী রহ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এর আছর পেশ করে নিজের মাসলাক বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, ইমাম সালাম ফেরানোর সাথে সাথেই মুক্তাদীও সালাম ফেরাবে। ইমাম সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদী সালাম ফেরানো জরুরী কোন বিষয় নয়। বরং সাথে সাথেই ফেরাতে পারবে।

بَاب مَنْ لَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ عَلَى الْإِمَامِ وَاكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ

৫৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ যারা ইমামের সালামের জবাব দেয়া প্রয়োজন মনে করেন না এবং নামাযের সালামকেই যথেষ্ট মনে করেন।

٨٠٦ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِي دَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ

مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ

সরল অনুবাদ : আবদান রহ. .....মাহমূদ ইবনে রাবী' রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, যে তাঁদের বাড়ীতে রাখা বালতির (পানি নিয়ে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুল্লি করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ইতবান ইবনে মালিক আনসারী রাযি.যিনি বনূ সালিম গোত্রের একজন, তাঁকে বলতে শুনেছি, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গিয়ে বললাম, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে এবং আমার বাড়ী থেকে আমার কাওমের মসজিদ পর্যন্ত পানি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আমার একান্ত ইচ্ছা আপনি আমার বাড়ীতে এসে এক জায়গায় নামায আদায় করবেন সে জায়গাটুকু আমি নামায আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট করে নিব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইনশাআল্লাহ, আমি তা করবো। পরদিন রোদের তেজ বৃদ্ধি পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বকর রা. আমার বাড়ীতে এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি না বসেই বললেন, তোমার ঘরের কোন স্থানে তুমি আমার নামায আদায় পছন্দ করো? তিনি পছন্দ মতো একটি স্থান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইশারা করে দেখালেন। তারপর তিনি দাঁড়ালেন আমরাও তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলাম। অবশেষে তিনি সালাম ফিরালেন, আমরাও তাঁর সালামের সময় সালাম ফিরালাম।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৬, ইতিপূর্বে ঃ ১১৬, ৬০, ৬০-৬১, ৯২, ৯৫, ১৫৮, ৫৭২, ৮১৩, ৯৫০, ১০২৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ যারা মুক্তাদীর জন্য তিন সালামের প্রবক্তা তাদের মত খন্ডন করাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য। এটাই মালিকীদের অভিমত। তাদের মতে, মুক্তাদী তিন সালাম ফিরাবে। এক সালাম বামে ও একটি ডানে এবং তৃতীয়টি ইমামের সালামের জবাবে।

জমহুর আয়েম্মা হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে, ডানে বামে শুধু দুই সালাম করবে। ইমাম বুখারী রহ. জমহুর ইমামদের সমর্থন ব্যক্ত করে মালেকীদের মত খন্ডন করেছেন।

মালেকীদের প্রমাণ আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ১৪৩ নং পৃষ্টা, হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়ত। قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَرُدَّ عَلَي الْاِمَامِ وَاَنْ نَتَحَابَّ الخ -

ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাব কায়েম করে এ কথা প্রমাণিত করেছেন যে, হাদীসে তৃতীয় সালামের কোন উল্লেখ নেই। তাই নামযের সালামই যথেষ্ট।

জমহুর আবূ দাউদ শরীফের রেওয়ায়তের তাবীল করেন, ইমামের প্রতি সালামের নিয়ত করবে। যেরুপ মুহাফিয ফেরেশতাদের প্রতি সালামের নিয়ত করবে। والله اعلم -

بَاب الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

৫৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের পর যিকর।

٨٠٧ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ

সরল অনুবাদ : ইসহাক ইবনে নাসর র. ......থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় মুসল্লীগণ ফরয নামায শেষ হলে উচ্চস্বরে যিকর করতেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি এরূপ শুনে বুঝলাম, মুসল্লীগণ নামায শেষ করে ফিরছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসাংশ " قوله " كُنْتُ اَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوْا بِذَٰلِكَ إِذَا سَمِعْتُه দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৬, মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২১৭, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৪৪।

٨٠٨ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ قَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ كَانَ أَبُو مَعْبَدٍ أَصْدَقَ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَلِيٌّ وَاسْمُهُ نَافِذٌ

সরল অনুবাদ : আলী ইবনে আব্দুল্লাহ র. .....ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাকবীর শুনে আমি বুঝতে পারতাম নামায শেষ হয়েছে। আলী রা. বলেন, সুফিয়ান র. সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ মা'বাদ র. ইবনে আব্বাস রা. এর আযাদকৃত দাসসমূহের মধ্যে অধিক সত্যবাদী দাস ছিলেন। আলী র. বলেন, তার নাম ছিল নাফিয।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হলো, " كُنْتُ اَعْرِفُ اِنْقِضَاءَ قوله "صَلٰوةِ النَّبِيِّ صَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالتَّكْبِيْرِ. দ্বারা। প্রথম হাদীসে 'بِالذِّكْرِ' শব্দ ছিল এবং উক্ত হাদীসে 'بِالتَّكْبِيْرِ' রয়েছে। জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, 'ذِكْر' শব্দটি আম এবং 'تَكْبِيْر' শব্দটি খাস। তো এখানে ذكر শব্দটির ব্যাখ্যা تكبير শব্দ দ্বারা করেছেন- إلي هذا قَالَ الكِرْمَانِيْ بِالتَّكْبِيْرِ اَيْ بِذِكْرِ الله

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৬, ইতিপূর্বে ১১৬, অবশিষ্টের জন্য উপরোক্ত হাদীস নং ৮০৭।

٨٠٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ

الدُّثُور مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ فَقَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِمَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর র. .....আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দরিদ্রলোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের দ্বারা উচ্চমর্যাদা ও স্থায়ী আবাস লাভ করছেন, তাঁরা আমাদের মতো নামায আদায় করছেন আমাদের মতো রোযা পালন করছেন এবং অর্থের দ্বারা হজ্জ, উমরা, জিহাদ ও সাদাকা করার মর্যাদাও লাভ করছেন। এ শুনে তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের এমন কিছু কাজের কথা বলব, যা তোমরা করলে, যারা নেক কাজে তোমাদের চাইতে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে, তাদের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে। তবে যারা পুনরায় এ ধরণের কাজ করবে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশ বার করে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ) এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে। (এ বিষয়টি নিয়ে) আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। কেউ বলল, আমরা তেত্রিশ বার তাসবীহ পড়বো। তেত্রিশ বার তাহমীদ আর চৌত্রিশ বার তাকবীর পড়বো। এরপর আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, سبحان الله والحمد لله والله اكبر বলবে, যাতে সবগুলোই তেত্রিশবার করে হয়ে যায়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : قوله "تُسَبِّحُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ خَلْفَ كُلِّ صَلوةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১১৬, ৯৩৭, মুসলিম প্রথম : ২১৯।

٨١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهَذَا وَقال الحسن جد غني و عَنْ الْحَكَمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ وَرَّادٍ بِهَذَا ـ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ র. ......মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. এর কাতিব ওয়াররাদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন. মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. আমাকে দিয়ে মু'আবিয়া রাযি. কে (এ মর্মে) একখানা পত্র লিখালেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর বলতেন, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ "এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। ইয়া আল্লাহ! আপনি যা প্রদান করতে চান তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রোধ করেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আপনার কাছে (সৎকাজ ভিন্ন) কোন সম্পদশালীর সম্পদ উপকারে আসে না।" শু'বা র. আব্দুল মালিক র. থেকে অনুরূপ বলেছেন, আপনার কাছে (সৎ কাজ ছাড়া) এবং হাসান র. বলেন, جد অর্থ সম্পদ এবং শু'বা র. ... ওয়াররাদ র. থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৬-১১৭, ৯৩৭, ৯৫৮, ৯৭৯, ১০৮৩, মুসলিম প্রথম ঃ ২১৮, আবূ দাউদ বাবু মা ইয়াকূলুর রাজুলু ইযা সাল্লামা ঃ ২১১।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ১. নামাযের পর কোন সুনির্দিষ্ট যিকর লক্ষ্য নয়। বরং সবধরনের যিকরের অনুমতি রয়েছে। যেরূপ বাবের অধীনে বর্ণিত রেওয়ায়তগুলো এ ব্যাপকতাই বুঝাচ্ছে। ২. শায়খুল হাদীস রহ. বলেন, আমার মতে, ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, সে সমস্ত লোকদের মত খন্ডন করা যারা ফারাইয ও ফারাইযের পর সুন্নতের মধ্যখানে মাসনূন যিকর দ্বারা ফারাক সৃষ্টি করাকে মাকরূহ সাব্যস্ত করে থাকেন। আর তাঁরা রেওয়ায়তগুলোকে মাহমূল করেন, 'ফারাইয আদায়ের পর সুন্নত থেকে ফারেগ হয়ে মাসনূন দোয়াসমূহ পাঠ করা হবে' এর উপর। ৩. হয়তো তাঁদের মত খন্ডন করা উদ্দেশ্য যারা সালাম ফেরানোর আগে মাসনূন দোয়াগুলো পাঠ করার কথা বলে থাকেন।

ব্যাখ্যা ঃ ৮০৭ নং হাদীস ঃ ابو مَعْبَد : মীমে যবর, আইন সাকিন, বা এ যবর এবং শেষে দাল হবে। তাঁর নাম নাফিয। নূন ও ফা এ যের এবং শেষে যাল হবে।

মোটকথা, উক্ত মাসআলায় উলামাদের এখতেলাফ রয়েছে যে, ফরয নামাযের পর সুন্নতের আগে মাসনূন দোয়াগুলো পড়া জায়েয কি না? শামসুল আয়েম্মা হুলওয়ানী রহ. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَابَأْسَ بِه অর্থাৎ কোন দোষ নেই। (নূরুল ঈযাহ)

وَعَنْ شَمْسِ الْاَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيْ لَابَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْاَوْرَادِ بَيْنَ الْفَرِيْضَةِ وَالسُّنَّةِ الخ (نور الايضاح فصل في الاذكار الواردة)

অধিকাংশ আহনাফের মতে, বেশী ব্যবধান সৃষ্টি করা মাকরূহ। হ্যাঁ তবে, " اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ " পড়া সমপরিমাণ দেরী করা।

যেমন হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ اِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ الي اخره -

হানাফী ফকীহদের ভাষ্যমতে, মাসনূন তরীকা হচ্ছে, যে সকল নামাযের পর সুন্নত রয়েছে সেগুলোতে ফরযের সালাম ফেরানোর সাথে সাথে সংক্ষিপ্ত দোয়া করে সুন্নত শুরু করে দেবে। আর সুন্নত আদায়ের পর প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব কাজ সম্পাদনে লেগে যাবে। আর যে ফরযসমূহের পর সুন্নত নেই তাতে সালাম ফিরিয়ে ইমাম সাহেব ডান অথবা বাম দিকে ঘুরে মুসনূন দোয়াসমূহ পড়বে। এরপর সকল মুসল্লী নিয়ে দোয়া করবে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য ফাতহুল কাদীর মোতালা'আ করা যেতে পারে।

بَاب يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

৫৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদীগণের দিকে ফিরবে

٨١١ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ

সরল অনুবাদ : মূসা ইবনে ইসমাঈল র. .....সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করতেন, তখন আমাদের দিকে মুখ ফিরাতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "إذا صلي صلوة اقبل علينا بوجهه." কেননা, তাদের দিকে মুখ ফেরানোই হচ্ছে, 'إستقبال' ইস্তেকবাল। এর দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৭, জানাইয ঃ ১৮৫, মুসলিম দ্বিতীয় খন্ড ঃ ২৪৫, তিরমিযী দ্বিতীয় খন্ড ঃ ৫৩।

٨١٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ عز وجل قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مطرنا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা র. .....যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী র. থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে বৃষ্টি হওয়ার পর হুদায়বিয়াতে আমাদের নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা কি জান, তোমাদের পরাক্রমশালী ও মহিমাময় প্রতিপালক কি বলেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই উত্তম জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (রব) বলেন, আমার বান্দাদের মধ্য হতে কেউ আমার প্রতি মু'মিন হয়ে গেল এবং কেউ কাফির। যে বলেছে, আল্লাহর করুণা ও রহমতে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে হলো আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়েছে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে " فلمّا انصرف اقبل علي النّاس " তে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৭, ১৪১, মাগাযী ঃ ৫৯৭, তাওহীদ ঃ ১১১৭, মুসলিম প্রথম কিতাবুল ইমান ঃ ৫৯, আবূ দাউদ ছানী ঃ ৫৪৫।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ حُدَيْبِيَة ঃ হার উপর পেশ, দালের উপর যবর, ইয়াতে সাকিন, বাতে যের এবং ইয়ার উপর যবর হবে। কারো কারো মতে, উক্ত ইয়া তাশদীদবিহীন হবে। তবে অধিকাংশের মতে, তাশদীদযুক্ত হবে। (উমদা)

হুদাইবিয়্যা একটি কূপের নাম। যার সন্নিকটে জনবসতিপূর্ণ একটি গ্রাম রয়েছে। যে গ্রামটি এ নামেই প্রসিদ্ধ। এ গ্রামটি মক্কার পশ্চিম দিকে পনের কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এর কিছু অংশ হেরেমের ও কিছু অংশ হিলের অন্তর্ভূক্ত। হুদাইবিয়্যার যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে নাসরুল বারী অষ্টম খন্ড অর্থাৎ কিতাবুল মাগাযী ২২০ নং পৃষ্টা অধ্যায়ন করা যেতে পারে।

عَلَى اَثَرِ سَمَاء ঃ প্রসিদ্ধ অভিমতানুযায়ী, হামযাতে যের এবং ছা হরফটির উপর সাকিন হবে। আরেক বর্ণনামতে, اَثَرِ سماء হামযাতে যবর এবং ছাতেও যবর । তা হচ্ছে, যা কোন বস্তুর পরে হয়। আর سماء দ্বারা বৃষ্টি উদ্দেশ্য। (উমদাতুল ক্বারী)

তারকারাজির প্রভাবে বৃষ্টিপাত হওয়ার ধারণা করা কুফরী ঃ بَيَانُه اَنَّ ثَمَانِيَةً وَّعِشْرِيْنَ نَجْمًا مَعْرُوْفَةَ المَطَالِعِ الخ (قس) অর্থাৎ ২৮ টি তারকার উদয়স্থল প্রসিদ্ধ। এগুলো হতে একটি পশ্চিম দিকে অস্ত গেলে আরেকটি এর মোকাবেলায় তখনই পূর্বদিকে উদিত হয়। তো যখন একটি অস্তমিত হয়ে এর মোকাবেলায় অপরটি উদিত হতো তখন জাহেলী যুগে আরবরা বলতো, এখন বৃষ্টিপাত হবেই। বলাবাহুল্য যে, বৃষ্টিপাত তারকার প্রভাবেই হওয়ার বিশ্বাস রাখা কুফরী। ইহা হকীকী কুফর। যা ইমানের বিপরীত। আর যদি এ আকীদা থাকে যে, বৃষ্টিপাত তো আল্লাহর নির্দেশে হয়, তারকার উদয়-অস্ত এর আলামতস্বরূপ। তাহলে এরূপ আকীদা পোষণ করা জায়েয। যদিও তা হতে বিরত থাকাই উত্তম। সারকথা হলো, 'অমুক তারকার প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়েছে' বলা নাজায়েয। আর 'অমুক তারকা অস্ত বা উদয়কালে বৃষ্টিপাত হয়েছে' বলা জায়েয।

٨١٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মুনীর র. .... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্ধরাত পর্যন্ত নামায বিলম্ব করলেন। এরপর তিনি আমাদের সামনে বের হয়ে এলেন। নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, লোকেরা নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের অপেক্ষায় থাকবে ততক্ষণ তোমরা যেন নামায রত থাকবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে- " فَلَمَّا صَلَّى اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِه " বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৭, ইতিপূর্বে ৮১, ৮৪, ৯১, সামনে ৮৭২,তাছাড়া মুসলিম প্রথম ঃ ২২৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. যখন আবওয়াবে সালাত হতে ফারেগ হলেন। যেমন তরজমাতুল বাব দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, যখন ইমাম সালাম ফিরিয়ে নেবে। অর্থাৎ নামায আদায় করে নেবে, তখন ইমাম সাহেব কি করবেন? এ ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়ত বিদ্যমান থাকায় বুখারী রহ. ধারাবাহিকভাবে চারটি বাব কায়েম করে বাতলে দিয়েছেন, ইমাম সাহেব উল্লেখিত সমূহ কাজ-কর্ম করতে পারবেন। ইমামের জন্য এ সব কিছু করার অনুমতি রয়েছে। প্রথম বাব استقبال ماموين অর্থাৎ যদি ইমাম সাহেব নামায শেষ করে মুক্তাদীদেরকে তা'লীম ও নসীহতের জন্য বসেন তাহলে তিনি মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসবেন।

আল্লামা আইনি ও হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী রহ. মুক্তাদীর দিকে মুখ করে বসার দুটি হিকমত বর্ণনা করেছেন-

১. যেন ইমাম সাহেব মুক্তদীগণকে কিছু তা'লীম দেন ও নসীহত করেন। ২. দ্বিতীয় হিকমত হচ্ছে, আগত মুসল্লীরা যাতে নামাযে থাকার ধারণা করে ধোকায় না পড়ে। 'কিবলার দিকে মুখ করা' যা নামাযের জন্য শর্ত তা পরিহার করে যখন মুক্তাদীর দিকে মুখ ফিরাবে তখন মুক্তাদীরা আর ধোকায় পড়বে না।

بَاب مُكْثِ الْإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلَامِ

৫৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ সালামের পরে ইমাম মুসল্লায় বসে থাকা।

٨١٤ ـــ وَقَالَ لَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لَا يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي مَكَانِهِ وَلَمْ يَصِحَّ

সরল অনুবাদ : নাফি' রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইবনে উমর রাযি. যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ফরয নামায আদায় করতেন সেখানে দাঁড়িয়ে অন্য নামায আদায় করতেন। এরূপ কাসিম র. আমল করেছেন। আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে মারফূ হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, ইমাম তাঁর জায়গায় দাঁড়িয়ে নফল নামায আদায় করবেন না। ইমাম বুখারী র. বলেন, এ হাদীসটি মারফূ' হিসেবে রিওয়ায়ত করা ঠিক নয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "يُصَلِّيْ فِيْ مَكَانِهِ الَّذِيْ صَلي فِيْهِ الفَرِيْضَةَ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

٨١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هشام بن عبد الملك قال حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قال حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِكَيْ يَنْفُذَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حدثني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ قَالَ حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا قَالَتْ كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ الْفِرَاسِيَّةُ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قال حَدَّثَتْنِي هِنْدُ القرشية وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ هِنْدَ ابنة الْحَارِثِ الْقُرَشِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ بْنِ الْمِقْدَادِ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَتْنِي هِنْدُ الْقُرَشِيَّةُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ الْفِرَاسِيَّةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সরল অনুবাদ : আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক র. ....উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরানোর পর নিজ জায়গায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। ইবনে শিহাব র. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বসে থাকার কারণ আমার মনে হয় নামাযের পর মহিলাগণ যাতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পান। তবে আল্লাহই এ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। ইবনে আবূ মারইয়াম র. .... হিন্দ হতে হারিস ফিরাসিয়াহ রাযি. যিনি উম্মে সালামা রাযি. এর বান্ধবী তাঁর সূত্রে নবী পত্নী উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফিরবার আগেই। ইবনে ওয়াহাব র. ইউনুস রহ. সূত্রে শিহাব রহ. থেকে বলেন যে, আমাকে হিন্দ ফিরাসিয়াহ রাযি. বর্ণনা করেছেন এবং উসমান ইবনে উমর রহ. বলেন, আমাকে ইউনুস রহ. যুহরী রহ. থেকে বলেন যে, আমাকে হিন্দ ফিরাসিয়াহ রাযি. বর্ণনা করেছেন, আর যুবাইদী রহ. বলেন, আমাকে যুহরী রহ. বর্ণনা করেছেন যে, হিন্দ বিনতে হারিস কুরাশিয়াহ রাযি. তাকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি মা'বাদ ইবনে মিকদাদ রহ. এর স্ত্রী। আর মা'বাদ বনূ যুহরার সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন এবং তিনি (হিন্দ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনীগণের নিকট যাতায়াত করতেন। শু'আইব র. যুহরী র. থেকে বলেন যে, আমাকে হিন্দ কুরাশিয়াহ রহ. বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে আবূ আতীক রহ. যুহরী রহ. সূত্রে হিন্দ ফিরাসিয়াহ রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। রাইস রহ. ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ রহ. সূত্রে ইবনে শিহাব রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশের এক মহিলা তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " كَانَ اِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِيْ مَكَانِهٖ يَسِيْرًا " قوله হাদীসাংশ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৭, ইতিপূর্বে ১১৬, সামনে ঃ ১১৯-১২০, আবার ঃ ১২০, আবূ দাউদ ঃ ১৪৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন যে, ইমাম সালাম ফিরিয়ে মুসল্লিদের দিকে মুখ করার পর স্বস্থানে বসতে পারবেন। অর্থাৎ বসে থাকা জায়েয আছে। বরং ইবনে উমর রাযি. এর আমল দ্বারা তো বাতলে দিয়েছেন, চাইলে নামাযও পড়তে পারবে।

প্রশ্ন ঃ ইমাম সাহেবের বসা জায়েয হওয়া সত্ত্বেও বুখারী রহ. 'لَايَتَطَوَّعُ الْاِمَامُ فِيْ مَكَانِهٖ' এর মাসআলা কেন বর্ণনা করলেন?

উত্তর ঃ ১. এখানে বসে থাকা কোন নির্দিষ্ট যিকিরের সাথে মুকাইয়্যাদ নয়। তাই বুখারী রহ. ইমামের নফল পড়ার মাসআলা বর্ণনা করে দিয়েছেন। যার ফলাফল হলো, ফেরা ওয়াজিব কোন বিধান নয়। ইমাম বুখারী রহ. উভয় রকম মাসআলা উল্লেখ করে ইমামদের মতপার্থক্যের দিকে ইশারা করেছেন। উলামাদের মাঝে এ নিয়ে মতবিরোধ থাকার কারণে।কোন সুস্পষ্ট সমাধান দেন নি যে, তা মুস্তাহাব না মাকরুহ?

২. এও লক্ষ্য হতে পারে, প্রথম বাবে যে ইস্তেকবালের উল্লেখ করা হয়েছে তা ওয়াজিব হিসেবে ছিল না তা বুঝানো।

মাসআলা ঃ জমহুরের মতে, ইমাম স্বস্থানে নফল নামায পড়তে পারবে না। যেন আগন্তুক মুসল্লী সন্দেহে লিপ্ত হয়ে জামা'আত হচ্ছে ধারণা করে ইক্তেদা না করে বসে। তাই ইমাম সাহেব নিজ জায়গা ত্যাগ করে সুন্নত নামায আদায় করা বাঞ্ছনীয়।

দলীল প্রমাণ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ - (ابوداود صـ١٤٤)

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ কি সামনে বা পেছনে যেতে অক্ষম।

এতে অনুরূপ করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ রহ. এর উপর তরজমাতুল বাব কায়েম করেছেন-

بَابُ فِيْ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِيْ مَكَانِهِ الَّذِيْ صَلَّي فِيْهِ الْمَكْتُوْبَةَ

উক্ত বাব দ্বারা যেহেতু ফরয-ওয়াজিব হওয়ার সন্দেহ হয়। আর এটি روايت بالمعني । তাই ইমাম বুখারী রহ. একেই বর্ণনা করে তার উপর বিধান আরোপ করে বলেছেন- "لَمْ يَصِحَّ " অর্থাৎ এটি মারফু হিসেবে রেওয়ায়ত করা সহীহ নয়।

১. কেননা, তার সনদে ইযতেরাব রয়েছে।

২. এর সনদে লায়েছ ইবনে আবূ সুলাইম একজন যঈফ বা দূর্বল রাবী। আবূ দাউদ শরীফের উক্ত বাবের অধীনে হযরত আবূ রামছা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত একটি রেওয়ায়ত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফেরানোর পর- إِنْفَتَلَ كَإِنْفِتَالِ اَبِيْ رِمْثَةَ আবূ রামছাহ যেভাবে সরে গিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই সরে গেলেন।

উক্ত রেওয়ায়তে একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যে, একদা এক লোক যে স্থানে ফরয আদায় করেছে ঠিক ঐ জায়গায় নফল নামায শুরু করে দিল। তা দেখে হযরত উমর রাযি. তাকে ভর্ৎসনা করে বসিয়ে দিয়েছেন।

কোন কোন সহীহ রেওয়ায়তে আছে- "مِنَ السُّنَّةِ اَنْ لَايَتَطَوَّعَ الْاِمَامُ حَتّي يَتَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ" মোটকথা, জমহুর ইমামদের নিকট, ইমাম সাহেব ফরয আদায়স্থলে সুন্নত বা নফল নামায পড়া মাকরূহ। স্থান পরিবর্তনে উল্লেখিত হিকমত ছাড়াও আরেকটি হিকমত রয়েছে। আর তা হলো, সাক্ষ্যদাতার সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ।

قَالَ لَنَا اٰدَمُ ঃ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত রেওয়ায়তকে মোযাকেরা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বিধায় 'حَدَّثَنَا' অথবা 'اَخْبَرَنَا' বলেন নি। والله اعلم -

عَنْ اِمْرَاةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ঃ যেহেতু হিন্দার গুণে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তিনি কুরাশিয়্যাহ না ফারাসিয়্যাহ? কেউ কেউ বলেন, তিনি কুরাশিয়্যাহ। আবার কারো কারো মতে, তিনি ফারাসিয়্যাহ। আর কেউ এরকম ধারণা করার সুযোগ ছিল যে, মূলত শব্দটি ফারাসিয়্যাহ। তাসহীফ হয়ে কুরাশিয়্যাহ হয়েছে। এ জন্যে ইমাম বুখারী রহ. উভয় ধরণের হাদীস এনে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, দুনোটিতে কোন বৈপরিত্ব নেই। কেননা, বনূ ফারাস কুরায়েশেরই একটি গুত্রের নাম।

حَدَّثَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ঃ এটি মুরসাল হাদীস। কেননা, হিন্দা সাহাবীয়াহ নয়। বরং তাবেইয়্যাহ।।

بَاب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

৫৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ মুসল্লীদের নিয়ে নামায আদায়ের পর কোন প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়লে তাদের ডিঙ্গিয়ে যাওয়া।

٨١٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে উবাইদ র. ......উকবা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে আসরের নামায আদায় করলাম। সালাম ফিরানোর পর তিনি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যান এবং মুসল্লীগণকে ডিঙ্গিয়ে তাঁর সহধর্মিনীগণের একজনের কক্ষে গেলেন। তাঁর এই দ্রুততায় মুসল্লীগণ ঘাবড়িয়ে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কাছে ফিরে এলেন এবং দেখলেন যে, তাঁর দ্রুততার কারণে তারা বিস্মিত হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি বললেন, আমাদের কাছে রক্ষিত কিছু স্বর্ণের কথা মনে পড়ে যায়। তা আমার প্রতিবন্ধক হোক, তা আমি পছন্দ করি না। তাই তা বন্টন করার নির্দেশ দিয়ে দিলাম।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فَتَخَطَّي رِقَابَ النَّاسِ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৭-১১৮, সামনে ঃ ১৬৩, যাকাত ঃ ১৯২, ৯২৮, ইমাম নাসায়ীও সালাতে বর্ণনা করেছেন।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, ১. কোন জরুরত না থাকলে ইমাম সাহেব বসবেন। তবে কোন প্রয়োজন থাকলে চলে যেতে পারেন। ২. কেহ কেহ বলেন, ইমাম বুখারী রহ. تخطي رقاب এর মাসআলা আলোচনা করতে চেয়েছেন। এর উপর ধমকী এসেছে প্রয়োজন না থাকার সূরতে। হ্যাঁ তবে জরুরতবশতঃ تخطي رقاب করার ইজাযত রয়েছে। প্রথম তাওজীহটি অগ্রগণ্য। - والله اعلم

بَاب الِانْفِتَالِ وَالِانْصِرَافِ عَنْ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ وَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى أَوْ مَنْ يَعْمِدُ الِانْفِتَالَ عَنْ يَمِينِهِ

৫৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ নামায শেষে ডান ও বাঁম দিকে ফিরে যাওয়া। আনাস ইবনে মালিক রাযি. কখনো ডান দিকে এবং কখনো বাঁম দিকে ফিরে যেতেন। নির্দিষ্ট করে ডান দিকে ফিরে যাওয়া দোষণীয় মনে করতেন

٨١٧ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ

সরল অনুবাদ : আবুল ওয়ালীদ র. ....আসওয়াদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাযি. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার নামাযের কোন কিছু শয়তানের জন্য না করে। তা হলো, শুধুমাত্র ডান দিকে ফিরানো জরুরী মনে করা। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অধিকাংশ সময়ই বাম দিকে ফিরতে দেখেছি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসটি তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে এভাবে যে, তা নামাযের উভয় দিকে সালামের পর ফিরে যাওয়া জায়েয হওয়া বুঝাচ্ছে। হয়তো বাম দিকে। যা হাদীস থেকে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে। অথবা ডান দিকে। যা "لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إلي اخره" দ্বারা বুঝা যাচ্ছে। (উমদা)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৮, তাছাড়া মুসলিম প্রথম, সালাত ঃ ২৪৭, আবূ দাউদ বাবু কাইফাল ইনসেরাফু মিনাস সালাত ঃ ১৪৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত বাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ কথা বলা যে, ইনফেতাল ব' ইনসেরাফ অথবা ইস্তেকবাল হতে কোনটিই ইমামের জন্য আবশ্যক-ওয়াজিব নয়। প্রত্যেকটির একই বিধান।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ إِنْفِتَال ঃ এর অর্থ : স্বীয় চেহারা ফিরিয়ে নেয়া, মোড়ে যাওয়া। **إِنْصِرَاف** ঃ অর্থ : প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে যাওয়া। **إِسْتِقْبَال** ঃ এর মতলব হলো, ইমাম সাহেব মুক্তাদীর দিকে মুখ করে বসা।

সারকথা হলো, إِنْفِتَال এর অর্থ হচ্ছে, ইমাম সালাম ফিরিয়ে স্বস্থানে মোড়ে বসবে। চাই ডান দিকে হোক বা বাম দিকে? যেমন রেওয়ায়তে আছে- ثُمَّ إِنْفَتَلَ كَإِنْفِتَال أَبِي رِمْثَة এবং আবূ রামছা অনুরূপ মোড়ে বসেছিলেন।

إِنْصِرَاف দ্বারা উদ্দেশ্য, প্রয়োজনবশতঃ চলে যাবে। ইমাম বুখারী উভয় পদ্ধতি উল্লেখ করে ইশারা করেছেন, ডান হোক অথবা বাম দিক। কোন দিকই নির্দিষ্ট নয়। এতে কোন মতবিরোধও নেই। মতানৈক্য কেবল উত্তম-অনুত্তম নিয়ে। কোন একটি পদ্ধতিকে আবশ্যক মনে করা সঠিক নয়। সুতরাং হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. এর আছর- كَانَ يَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى أَوْ مَنْ يَعْمِدُ ' এটি রাবীর সংশয়। দুনোটির অর্থ তো একই। এর দ্বারা সে সমস্ত লোকদের মত খন্ডন করা হয়েছে যারা ডান দিককে ওয়াজিব মনে করতো। অন্যথায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো প্রায়শঃ ডান দিকেই মোড়তেন-"لِأَنَّهُ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ " - والله اعلم

بَاب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاث وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوْ الْبَصَلَ مِنْ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

৫৫০. পরিচ্ছেদ ঃ কাচা রসুন, পিয়াজ ও দুর্গন্ধযুক্ত মশলা বা তরকারী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী- ক্ষুধা বা অন্য কোন কারণে কেউ যেন রসুন বা পিয়াজ খেয়ে অবশ্যই আমাদের মসজিদের কাছে না আসে।

٨١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ الثُّومَ فَلَا يَغْشَانَا فِي مَسَجِدِنَا قُلْتُ مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مَا أُرَاهُ يَعْنِي إِلَّا نِيئَهُ وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا نَتْنَهُ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ র. .....জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি এ জাতীয় গাছ থেকে খায়, তিনি এর দ্বারা রসুন বুঝিয়েছেন, সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে। (রাবী আতা র. বলেন) আমি জাবির রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বারা কি বুঝিয়েছেন (জাবির রাযি.) বলেন, আমার ধারণা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বারা কাঁচা রসুন বুঝিয়েছেন এবং মাখলাদ ইবনে ইয়াযীদ র. ইবনে জুরায়জ র. থেকে দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيْدُ الثُّوْمَ فَلَا يَغْشَانَا فِيْ مَسْجِدِنَا" قَوْلُه দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৮, সামনে ঃ ১১৮, তাছাড়া মুসলিম প্রথম, সালাত ঃ ২০৯, তিরমিযী, আতইমাহ ঃ ৩।

٨١٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ র. .....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের যুদ্ধের সময় বলেন, যে ব্যক্তি এই জাতীয় বৃক্ষ থেকে অর্থাৎ কাঁচা রসুন ভক্ষণ করবে সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের কাছে না আসে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : " مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يعني الثُّوْمَ فَلَايَقْرَبَنَّ مَسْجِدِنَا " قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১১৮, মাগাযী : ৬০৬, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড : ২০৯, আবূ দাউদ, আতইমাহ : ৫৩৫।

٨٢٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنْ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا فَقَالَ كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أُتِيَ بِبَدْرٍ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ

সরল অনুবাদ : সায়ীদ ইবনে উফাইর র. .....জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রসুন অথবা পিয়াজ খায় সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে অথবা বলেছেন, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে আর নিজ ঘরে বসে থাকে। (উক্ত সনদে আরো বর্ণিত আছে যে,) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একটি পাত্র যার মধ্যে শাক-সব্জী ছিল আনা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গন্ধ পেলেন এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তাকে সে পাত্রে রক্ষিত শাক-সব্জী সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন একজন সাহাবী (আবূ আইয়ূব রাযি. কে উদ্দেশ্য করে বললেন, তাঁর কাছে এগুলো পৌঁছিয়ে দাও। কিন্তু তিনি তা খেতে অপছন্দ মনে করলেন, এ দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি খাও। আমি যাঁর সাথে গোপনে আলাপ করি তাঁর সাথে তুমি আলাপ কর না (ফিরিশতার সাথে আমার আলাপ হয় তাঁরা দুর্গন্ধকে অপছন্দ করেন) আহমাদ ইবনে সালিহ র. .....ইবনে ওয়াহাব র. থেকে

বলেছেন, اني ببدر ইবনে ওয়াহব এর অর্থ বলেছেন, খাঞ্চা যার মধ্যে শাক-সব্জী ছিল। আর লায়েছ ও আবূ সাফওয়ান র. ইউনুস রহ. থেকে রিওয়ায়ত বর্ণনায় قدر এর ঘটনা উল্লেখ করেন নি। (ইমাম বুখারী র. বলেন) قدر এর বর্ণনা যুহরী র. এর উক্তি, না হাদীসের অংশ তা আমি বলতে পারছি না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসটির মিল হয়েছে " مَنْ اكَلَ ثُوْمًا اَوْ قوله "بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৮, ইতিপূর্বে ঃ ১১৮, সামনে ঃ ৮২০, ইতিসাম ঃ ১০৭৪, মুসলিম ২০৯, আবূ দাউদ ঃ ৫৩৫।

٨٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثُّومِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا أَوْ لَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا

সরল অনুবাদ : আবূ মা'মার র. .....আব্দুল আযীয রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আনাস ইবনে মালিক রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রসুন খাওয়া সম্পর্কে কি বলতে শুনেছেন? তখন আনাস রাযি. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা বলেছেন, যে ব্যক্তি এ জাতীয় গাছ থেকে খায় সে যেন, অবশ্যই আমাদের কাছে না আসে এবং আমাদের সাথে নামায আদায় না করে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " مَنْ اكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الي اخره " قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৮, আতইমা ঃ ৮১৯-৮২০, মুসলিম ঃ সালাত-২০৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ উক্ত বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে হাদীস ও রেওয়ায়তগুলোতে রসুন এবং পিয়াজ খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা এসেছে এর সম্পর্ক কাচা রসুন ও পিয়াজের সাথে। যেমন তিনি তরজমাতুল বাবে "فِي الثُّوْمِ النَّيِّ وَالْبَصَلِ " বৃদ্ধি করে এদিকে ইশারা করেছেন যে, বাবের অধীনে বর্ণিত হাদীসগুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাচা রসুন ও পিয়াজ খাওয়া থেকে বারণ করেছেন।

রসুন ইত্যাদির শরয়ী বিধান ঃ জমহুর উলামাদের মতে, রসুন এবং পিয়াজ খাওয়া জায়েয আছে। চাই তা রান্নাকৃত হোক বা কাচা হোক। তবে রসুন ও পিয়াজ খেয়ে দুর্গন্ধ দূরিভূত না করে মসজিদে প্রবিষ্ট হওয়া মাকরুহে তাহরীমী।

ইমাম নববী বলেন,-

هذا النَّهْيُ اِنَّمَا هُوَ عَنْ حُضُوْرِ الْمَسْجِدِ لَا عَنْ اَكْلِ الثُّوْمِ وَالْبَصَلِ وَنَحْوِهِمَا فَهذِهِ الْبُقُوْلُ حَلَالٌ بِاِجْمَاعِ مَنْ يَعْتَدُّ بِه (شرح مسلم ١ / ٢٠٩)

আল্লামা আইনী রহ. লেখেন-

وشذ اهل الظاهر فحرموا هذه الاشياء الخ (عمده ٦ / ١٤٦)

অর্থাৎ আহলে যাহিরদের মতে, আলোচ্য সকল দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু হারাম।

যাহিরিয়্যাহদের দলীল-প্রমাণ ঃ যেহেতু তাদের নিকট জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা ফরযে আইন; আর আহাদীসে বাব দ্বারা অনুধাবন হলো, পিয়াজ, রসুন খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করা নাজায়েয। আর যে জিনিষ ফরযে আইনের পরিহার করার কারণ তা অবশ্যই পরিত্যাগযোগ্য এবং হারাম হবে। এ জন্য পিয়াজ এবং রসুন ইত্যাদি আহার করা হারাম ।

জমহুর উলামাদের প্রমাণাদী ঃ ১. বাবের তিন নং হাদীস। অর্থাৎ ৮২০ নং হাদীসে আছে- " فلمّا رَاه كَرِهَ اكْلها فقال كُلْ الخ " অর্থাৎ যখন রাসূল দেখলেন, সাহাবী এ সব তরকারী খেতে অপছন্দ করছেন (কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ পাত্র হতে আহার করেন নি) তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি খেয়ে নাও। " فَإِنِّي اُنَاجِيْ مَنْ لَا تُنَاجِيْ الخ " কেননা, আমি যার সাথে গোপনে আলাপ করি তুমি তার সাথে আলাপ করো না। (উক্ত হাদীসকে ইমাম মুসলিম রহ.ও বর্ণনা করেছেন, মুসলিম ১/২০৯)

সাহীহাইনের উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, রসুন প্রভৃতি জিনিষ খাওয়া হালাল এবং জায়েয। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে হারাম বস্তু আহারের নির্দেশ দিতে পারেন না।

২. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়ত। যখন সাহাবায়ে কেরাম রসুনের প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেরাহত ও অপছন্দনীয়তা লক্ষ্য করলেন তখন রসুন খাওয়া হারাম সন্দেহ পোষণ করে বলাবলী শুরু করলেন, حَرُمَتْ حَرُمَتْ (রসুন খাওয়া তো হারাম হয়ে গেছে, রসুন হারাম হয়ে গেছে) এ সংবাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌছলে তিনি বললেন, " اَيُّهَا النَّاسُ انَّه لَيْسَ بِيْ تَحْرِيْمُ مَا اَحَلَّ اللهُ لِيْ وَلٰكِنَّهَا شَجَرَةٌ اَكْرَهُ رِيْحَهَا " (মুসলিম ১ম খন্ড- ২০৯) অর্থাৎ যে জিনিষ আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন আমার জন্য তা হারাম করা বৈধ নয়। তবে আমার কাছে এর গন্ধটা অপছন্দনীয়।

উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে, রসুন খাওয়া হারাম নয়। কাচা রসুন এবং পিয়াজ খাওয়া জায়েয আছে। তবে মাকরুহে তানযীহী। কারণ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে অপছন্দ করেছেন বলে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। হ্যাঁ তবে তা আহার করে মসজিদে গমণ করা, হাদীসের দারস ও তাদরীসে বসা, ওয়ায-নসীহতের মজলিসে যাওয়া মাকরুহে তাহরীমী। আর এ বিধান সকল দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুতে প্রযোজ্য হবে। যথা বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি পান করে মসজিদে গমণ করা নি:সন্দেহে মাকরুহে তাহরীমী। হারামের কাছাকাছি। পক্ষান্তরে এ সকল জিনিষ কেবল ঘরে ব্যবহার করা হারাম নয়। বরং মাকরুহ।

بَاب وُضُوءِ الصِّبْيَانِ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْغُسْلُ وَالطُّهُورُ وَحُضُورِهِمْ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ وَصُفُوفِهِمْ

৫৫১. পরিচ্ছেদ ঃ শিশুদের উযূ করা, কখন তাদের উপর গোসল ও পবিত্রতা অর্জন ওয়াজিব হয় এবং নামাযের জামা'আতে, দু' ঈদে এবং জানাযায় তাদের হাযির হওয়া এবং কাতারবন্দী হওয়া।

٨٢٢ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না র. .....শা'বী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক ব্যক্তি আমাকে খবর দিয়েছেন, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে একটি পৃথক কবরের কাছে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে লোকদের ইমামতি করেন। লোকজন কাতারবন্দী হয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ আমর! কে আপনাকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, ইবনে আব্বাস রাযি.।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : হাদীসটির তরজমাতুল বাবের সাথে সামঞ্জস্যতা সম্পর্কে আল্লামা আইনী রহ. বলেন- হাদীসটি তরজমাতুল বাবের প্রথম অংশ- " وضوء الصِّبْيَان " (শিশুদের উযূ করা) এবং তৃতীয় অংশ- " حُضُوْرُهُمُ الْجَمَاعَةَ " (জামা'আতে হাযির হওয়া) এবং ষষ্ঠ অংশ- " وَصُفُوْفِهِمْ " (কাতারবন্দী হওয়া) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। কেননা, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. তখন ছোট শিশু ছিলেন। অথচ জামা'আতে হাযির হলেন এবং তাদের সাথে কাতারবন্দী হয়ে নামায আদায় করলেন। তিনি উযূ করেই নামায আদায় করেছিলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১১৮, ১৬৭, ১৭৬, বাবু সুন্নতিস সালাতে আলাল জানাইযি : ১৭৬, বাবু সালাতেস সিবইয়ান মাআন নাসি : ১৭৭, বাবুস সালাতে আলাল কাবারে বাদা মা উদফানো : ১৭৮, বাবুদ দাফনে বিল লাইল : তাছাড়া ১৭৮, মুসলিম : ১/৩০৯, আবূ দাউদ : ২/৪৫৬, তিরমিযী : বাবু মা জাআ ফিস সালাত আলাল কাবারি : ১২৩, ইবনে মাজাহ : ১/১১১।

٨٢٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

সরল অনুবাদ : আলী ইবনে আব্দুল্লাহ র. .....আবূ সায়ীদ খুদরী রাযি. সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমুআর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক (মুসলমানের) গোসল করা কর্তব্য।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : হাদীসটির তরজমাতুল বাবের দ্বিতায়াংশ " وَمَتَي يَجِبُ عَلَيْهِم الْغسْل" قوله এর সাথে মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১১৮, ১২১, ১২৩, ৩৬৬, মুসলিম প্রথম খন্ড কিতাবুল জুমুআ : ২৮০, আবূ দাউদ তাহারত : ৪৯।

٨٢٤ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءً خَفِيفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ

صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ فَأَتَاهُ الْمُنَادِي يَأْذَنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرٍو إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ إِنَّ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ثُمَّ قَرَأَ { إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ

সরল অনুবাদ : আলী ইবনে আব্দুল্লাহ র. .....ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক রাতে আমার খালা (উম্মুল মু'মিনীন) মাইমূনা রাযি. এর কাছে রাত্র কাটালাম। সে রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেখানে ঘুমিয়ে যান। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে তিনি উঠলেন এবং একটি ঝুলন্ত মশক থেকে পানি নিয়ে হালকা উযূ করলেন। আমর (বর্ণনাকারী) এটাকে হালকা এবং অতি কম বুঝলেন। এরপর তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমি উঠে তাঁর মতই সংক্ষিপ্ত উযূ করলাম, তারপর এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বামপাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডানপাশে করে দিলেন। এরপর যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা নামায আদায় করলেন, তারপর বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ হতে লাগল, এরপর মুয়াযযিন এসে নামাযের কথা জানালে তিনি উঠে তাঁর নামাযের জন্য চলে গেলেন এবং নামায আদায় করলেন। কিন্তু (নতুন) উযূ করলেন না। সুফিয়ান র. বলেন, আমি আমর র. কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, লোকজন বলে থাকেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চোখ নিদ্রায় যেত তবে তাঁর কালব (অন্তর) জাগ্রত থাকত। আমর র. বললেন, উবাইদ ইবনে উমাইর র. কে আমি বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই নবীগণের স্বপ্ন অহী। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, اِنِّيْ اَرىٰ فِي الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ (ইবরাহীম আ. ইসমাইল আ. কে বললেন) আমি স্বপ্নে দেখলাম, তোমাকে কুরবানী করছি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের প্রথম অংশের সাথে হাদীসাংশ " فَتَوَضَّأْتُ قوله "نحوًا مِمَّا تَوَضَّأَ. অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. উযূ করে তাদের সাথে নামাযে শরীক হয়ে গেলেন। অথচ তিনি নাবালেগ শিশু ছিলেন। এর দ্বারা মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৮-১১৯, ইতিপূর্বে ২২, ২৫, ৩০, ৯৭, ১০০, ১০১, সামনে ঃ ১৩৫, ১৫৯, ৬৫৭, ৮৭৭, ৯১৮, ৯৩৪-৯৩৫, ১১১০।

٨٢٥ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ بِكُمْ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْيَتِيمُ مَعِي وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ

সরল অনুবাদ : ইসমাঈল র. .....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, ইসহাক র. এর দাদী মুলাইকা রাযি. খাদ্য তৈরী করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দাওয়াত করলেন। তিনি তার তৈরী খাবার খেলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা উঠে দাঁড়াও, আমি তোমাদের নিয়ে নামায আদায় করবো।

আনাস রাযি. বলেন, আমি একটি চাটাইয়ে দাঁড়ালাম যা অধিক ব্যবহারের কারণে কালো হয়ে গিয়েছিল। আমি এতে পানি ছিটিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়ালেন, আমার সাথে একটি ইয়াতিম বাচ্চাও দাঁড়ালো এবং বৃদ্ধা আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন। আমাদের নিয়ে তিনি দু'রাকআত নামায আদায় করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله " وَالْيَتِيْمُ مَعِيْ " দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে। কেননা, এখানে 'يَتِيْم' অর্থ হচ্ছে, শিশু। মতলব হলো, একটি নাবালেগ শিশু আমাদের সাথে নামাযে শরীক হয়েছে। কারণ, বালেগকে ইয়াতীম বলা হয় না।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৯, ইতিপূর্বে ঃ ৫৫, ১০১, আগে ঃ ১২০, ১৫৬, তাছাড়া মুসলিম ১ম ঃ ২৩৪, নাসরুল বারী ২/৪০৪।

٨٢٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা র. .....আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি গাধার উপর আরোহণ করে অগ্রসর হলাম। তখন আমি প্রায় সাবালক। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় প্রাচীর ছাড়া অন্য কিছু সামনে রেখে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। আমি কোন এক কাতারের সম্মুখ দিয়ে অগ্রসর হয়ে এক জায়গায় নেমে পড়লাম এবং গাধাটি চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দিলাম। এরপর আমি কাতারে প্রবেশ করলাম। আমার এ কাজে কেউ আপত্তি জানালো না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসটি তরজমাতুল বাবের তৃতীয়াংশ "حُضُوْرِهِمِ الْجَمَاعَةَ" এবং ষষ্টাংশ "وَصُفُوْفِهِمْ" এর সাথে মোতাবেক হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৯, আগে ঃ ১৭, ১৭, সামনে ঃ ২৫০, ৬৩৩।

٨٢٧ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ قالت فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُصَلِّي هٰذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

সরল অনুবাদ : আবুল ইয়ামান ও আইয়াশ র. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায আদায় করতে অনেক দেরী করলেন। অবশেষে উমর রাযি. তাঁকে আহ্বান করে বললেন, নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। আয়িশা রাযি. বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে বললেন, তোমরা ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ এ নামায আদায় করে না। (রাবী বলেন,) মদীনাবাসী ব্যতীত আর কেউ সে সময় নামায আদায় করতেন না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসটির তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে " قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ" قوله তে। এর দ্বারা পরিষ্কার জানা গেল, বাচ্চা ও মহিলারা নামায আদায়ের জন্য মসজিদে আসতেন। কারণ, হযরত উমর রাযি. তো আরয করেছেন, মহিলা এবং শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৯, ইতিপূর্বে ৮০, ৮১।

৮২৮ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلَالٍ ثُمَّ أَتَى هُوَ وَبِلَالٌ الْبَيْتَ

সরল অনুবাদ : আমর ইবনে আলী র. .....ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, এক লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কখনো ঈদের মাঠে গিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, গিয়েছি। তবে তাঁর কাছে আমার যে মর্যাদা ছিল তা না থাকলে আমি অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে সেখানে যেতে পারতাম না। তিনি কাসীর ইবনে সালতের বাড়ীর কাছে যে নিশানা ছিল সেখানে আসলেন (নামাযান্তে) পরে খুতবা দিলেন। তারপর মহিলাদের কাছে গিয়ে তিনি তাদের ওয়ায-নসীহত করেন। আর তাদের সাদাকা করতে আদেশ দেন। ফলে মহিলারা তাঁদের হাতের আংটি খুলে বিলাল রাযি. এর কাপড়ের মধ্যে ফেলতে শুরু করলেন। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিলাল রাযি. বাড়ী চলে এলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের প্রথম অংশ এর সাথে " مَا شَهِدْتُهُ يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ" قوله (উমদা) হাদীসাংশ দ্বারা মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৯, ২০, ১৩১, ১৩৩, ১৩৫, ১৯২, ১৯৫, ৭২৭, ৭৮৯, ৮৭৩, ৮৭৪, ১০৮৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি বোধসম্পন্ন হয় এবং অপবিত্র হওয়ার আশংকা না থাকে তাহলে বাবে উল্লেখিত ছয়টি কাজ তার জন্য সম্পাদন করা সহীহ এবং বৈধ। অর্থাৎ এরূপ শিশুর গোসল, উযূ, জামা'আতে হাযির হওয়া, উভয় ঈদের নামাযে, জানাযার নামাযে হাযির হওয়া দুরুস্ত আছে। তবে উযূ এবং গোসল ইত্যাদি বালেগ হওয়ার পর ওয়াজিব হয়। এর উপর ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত রেওয়ায়ত- "جنبوا مساجدكم الصبيان الخ " দ্বারা যে প্রশ্ন আরোপিত হয় তার জবাব হচ্ছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এরূপ ছোট শিশু বিবেকসম্পন্ন নয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা আইনী রহ. বলেন, উল্লেখিত তরজমাতুল বাব ছয়টি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাবে ছয়টি মাসাআলা আলোচনা করেছেন।

হযরত শায়খুল হাদীস বলেন, তরজমাতুল বাবের ছয়টি অংশ বলা তখনই সহীহ হবে যখন গোসল ও পবিত্রতা অর্জনকে একই ধরা হবে। অন্যথায় বাবের সাতটি অংশ হবে।

তবে একটি সম্ভাবনা রয়েছে যে, "بَابُ وُضُوْءِ الصِّبْيَانِ " হলো, ইজমাল। পরে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তখন তরজমাতুল বাবের ছয়টি অংশই থেকে যায়। (যেরূপ আল্লামা আইনী রহ. উমদাতুল ক্বারীতে উল্লেখ করেছেন)

তরজমাতুল বাবের অংশাবলী ঃ ১. গোসল। ২. উযূ। ৩. জামা'আতে হাযির হওয়া। ৪. উভয় ঈদে উপস্থিতি। ৫. জানাযার নামাযে শরীক হওয়া। ৬. কাতারবন্দী হওয়া।

বুখারী রহ. উক্ত বাবের অধীনে সাতটি হাদীস এনেছেন। তা হতে কোন কোন হাদীসের সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা আগে আলোচিত হয়েছে। যেমন বাবের তৃতীয় হাদীস ৮২৪ এর ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী ১ নং খন্ড, ৫০৩ নং পৃষ্টা, ১১৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

বাবের চতুর্থ হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী ২/৪০৩-৪০৫ দ্রষ্টব্য।

উক্ত বাবের পাঁচ নং হাদীসের জন্য নাসরুল বারী প্রথম খন্ড ৪০৮-৪১০ নং পৃষ্টা দেখা যেতে পারে।

৬ নং হাদীসের জন্য নাসরুল বারী তৃতীয় খন্ড ৩৭১ নং বাবের ৫৪৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ঃ ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাব মুতলাক রেখে দিলেন। কোন হুকুম বর্ণনা করলেন না? যে তা ওয়াজিব না মুস্তাহাব?

উত্তর ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর কেবল এ কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, বালকের উযূ করা শরীয়তসম্মত-বৈধ। কেননা, মুস্তাহাব বললে উযূ ছাড়াও নামায আদায় করার বৈধতা লাযেম হতো। অথচ উযূ ছাড়া নামায পড়া জায়েয নেই। আর ওয়াজিব বললে বাচ্চা মুকাল্লাফ হওয়া আবশ্যক হতো। অথচ বাচ্চা কোন হুকুমের মুকাল্লাফ নয়। কাজেই ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবকে ব্যাপক রেখেছেন। নামায আদায় করলে উযূ করে আদায় করতে হবে। যেমন ৮২৪ নং হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, "تَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ " অর্থাৎ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ উযূ করে নামাযে শরীক হয়ে গেলাম।

কেউ কেউ বলেন, বাচ্চা দশ বছর বয়সে উপনীত হলে তার উপর নামায পড়া ফরয। এ জন্য তার উপর উযূ করাও আবশ্যক হবে। তবে জমহুর উলামাদের মতে, শিশুর বয়স দশ বছর হলে শিক্ষাদানার্থে তাকে নামাযের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নামায তো তার উপর ফরয হবে কেবল বালেগ হওয়ার পর পরই।

بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ

৫৫২. পরিচ্ছেদ ঃ রাতে ও অন্ধকারে মহিলাগণের মসজিদের দিকে বের হওয়া।

٨٢٩ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ

সরল অনুবাদ : আবুল ইয়ামান র. .....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায আদায় করতে অনেক বিলম্ব করলেন। ফলে উমর রাযি. তাঁকে আহ্বান করে বললেন, মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে বললেন, এ নামাযের জন্য দুনিয়াতে আর কেউ অপেক্ষারত নয়। সে সময় মদীনাবাসী ছাড়া অন্য কোথায় নামায আদায় করা হত না। মদীনাবাসীরা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশের লালিমা অদৃশ্য হওয়ার সময় থেকে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এশার নামায আদায় করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : হাদীসটির তরজমাতুল বাবের সাথে قوله " نَامَ النِّسَاءُ." দ্বারা মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১১৯, ৮০, ৮১।

٨٣٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সরল অনুবাদ : উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা র. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তোমাদের স্ত্রীগণ রাতে মসজিদে আসার জন্য তোমাদের কাছে অনুমতি চায়, তাহলে তাদের অনুমতি দেবে। শু'বা র. .....ইবনে উমর রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনায় উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা র. এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : قوله "إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاءكُمْ بِاللَّيْلِ الي الْمَسْجِدِ فَائْذَنُوْا لَهُنَّ." দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১১৯, ১২০, জুমু'আ : ১২৩, নিকাহ : ৭৮৮।

٨٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قال أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ র. .....হিন্দ বিনতে হারিস র. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী সালামা রাযি. তাঁকে জানিয়েছেন, মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে উঠে যেতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে নামায আদায়কারী পুরুষগণ, আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছা করেন, (তথায়) অবস্থান করতেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ উঠতেন, তখন পুরুষগণও উঠে যেতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা ঃ "كُنَّ اِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১১৯-১২০, ১১৬-১১৭।

٨٣٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা ও আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ র. ....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের নামায শেষ করতেন তখন মহিলাগণ চাদরে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে ঘরে ফিরতেন। আঁধারের কারণে তখন তাঁদেরকে চিনা যেতো না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল " لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ الخ" قوله বাক্যে। বুঝা গেল, মহিলারা অন্ধকারে মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হতেন। যেহেতু, তারা চাদরে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে ঘরে ফিরতেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২০, ৫৪, ৮২,তাছাড়া মুসলিম ঃ ২৩০, আবূ দাউদ ঃ ৬১, তিরমিযী ঃ ২২, নাসায়ী প্রথম ঃ ৬৪।

٨٣٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قال أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قال حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে মিসকীন র. .....আবূ কাতাদা আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি নামাযে দাঁড়িয়ে তা দীর্ঘায়িত করব বলে ইচ্ছা করি, তারপর শিশুর কান্না শুনতে পেয়ে আমি নামায সংক্ষিপ্ত করি এ আশংকায় যে, তার মায়ের কষ্ট হবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে সম্পর্ক বুঝা যাচ্ছে " كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمِّه" قوله বাক্য দ্বারা। কেননা, তা মহিলাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিতবহ হচ্ছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২০, ৯৮।

٨٣٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَمُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ র. ....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, মহিলারা কি অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তাহলে বনী ইসরাঈলের মহিলাদের যেমন নিষেধ করা হয়েছিল, তেমনি এদেরকেও মসজিদে আসা বারণ করে দিতেন। (রাবী) ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ র. বলেন,) আমি আমরাহ রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাদের কি নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ إِسْرَاءِيْلَ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২০,তাছাড়া মুসলিম ঃ ১/১৮৩, আবূ দাউদ ঃ ১/৮৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ হওয়ায়, ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে সুস্পষ্ট কোন হুকুম বর্ণনা করেন নি। বুখারী রহ. উদ্দেশ্য হলো, মহিলাদের বের হওয়ার বৈধতা প্রদান। যেহেতু তিনি মহিলাদের বের হওয়াকে দু'শর্তে শর্তযুক্ত করেছেন। তাই এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, উক্ত শর্তসাপেক্ষে তাদের বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ বুখারী রহ. বাবের অধীনে ছয়টি রেওয়ায়ত উল্লেখ করেছেন। এগুলোর কোনটি মুতলাক। আর কোনটি মুকাইয়্যাদ। তবে মুতলাক রেওয়ায়তগুলো মুকাইয়্যাদ রেওয়াতগুলোর উপর মাহমূল।

হযরত গাঙ্গুহী রহ. বলেন, جَوَازُ خُرُوْجِهِنَّ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الْفِتْنَةِ الخ

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. দুটি কায়েদ লাগিয়েছেন। এর দ্বারা মাসআলা নির্গত হয় যে, আধার এবং রাতে ফিতনার আশংকা না থাকলে মহিলাদের বের হওয়া জায়েয। হ্যাঁ তবে যদি অন্ধকার এবং রাতের বেলা হেতু ফিতনার আশংকা থাকে তাহলে বের হওয়া জায়েয নয়। বর্তমান যুগে উলামায়ে কেরাম ফিতনার কারণে মুতলাকভাবে মহিলাদের বের হওয়া নিষেধ করেছেন। যেমন হযরত আয়েশা রাযি. এর রেওয়ায়ত হতে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে।

بَاب صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

৫৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষগণের পিছনে মহিলাগণের নামায।

٨٣٥ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ تَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مِنْ الرِّجَالِ

সরল অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইবনে কাযাআ' র. .....উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ফিরাতেন, তখন মহিলাগণ তাঁর সালাম শেষ করার পর উঠে যেত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ানোর আগে স্বীয় জায়গায় কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। রাবী (যুহরী র.) বলেন, আমাদের মনে হয়, তা এজন্য যে, অবশ্য আল্লাহ ভাল জানেন, যাতে মহিলাগণ চলে যেতে পারেন, পুরুষগণ তাদের যাওয়ার আগেই।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قَبْلَ اَنْ يُدْرِكَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়।

আর ইহা তখনই সম্ভব যখন মহিলাদের কাতার পুরুষদের পিছনে হবে। মহিলাদের কাতার আগে অথবা মধ্যখানে হলে তো মুসল্লীদেরকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়। যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। পাশাপাশি হানাফীদের মতে তো নামাযও ফাসেদ হয়ে যাবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২০, ১১৬, ১১৭, ১১৯।

٨٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

সরল অনুবাদ : আবূ নু'আইম র. .....আনাস (ইবনে মালিক) রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সুলাইম রাযি. এর ঘরে নামায আদায় করেন। আমি এবং একটি ইয়াতীম তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম আর উম্মে সুলাইম রাযি. আমদের পিছনে দাঁড়ালেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "وَاُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২০, ৫৫, ১০১, ১১৯, ১৫৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ উক্ত বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. জামা'আতে নামায আদায়কালে মহিলারা কোথায় দাঁড়াবে? তা বর্ণনা করতে চেয়েছেন। মহিলারা সর্বদা পুরুষদের পিছনে সফবন্দী হবে। পুরুষদের বরাবর দাঁড়াবে না। আর এর দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত রেওয়ায়ত- "اَخِّرُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَخَّرَهُنَّ اللّٰهُ" এর দিকে ইশারা করেছেন।

بَاب سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ

৫৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ ফজরের নামায শেষে মহিলাগণের তাড়াতাড়ী চলে যাওয়া এবং মসজিদে তাদের কিছু সময় অবস্থান করা।

٨٣٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قال حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قال حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا

সরল অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইবনে মূসা র. .....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায আদায় করতেন। তারপর মু'মিনদের স্ত্রীগণ চলে যেতেন, আঁধারের কারণে তাদের চেনা যেত না অথবা বলেছেন, অন্ধকারের কারণে তাঁরা একজন অপরজনকে চিনতেন না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে। যেহেতু নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মহিলারা মসজিদ হতে বের হয়ে যেতেন সেহেতু তাদের ফিরার সময়ও এতটুকু আধার থাকতো যে, অন্ধকারের কারণে একজন অপরজনকে চিনতেন না। সমস্ত শরীর চাঁদর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকার কারণে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়ত অতিক্রান্ত হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২০, ৫৪, ৮২।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উদ্দেশ্য হলো, মহিলারা মসজিদে অল্পক্ষণ অবস্থান করা উচিত। মসজিদ হতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যাওয়াই বাঞ্চনীয়।

হাদীসটি দুইবার বর্ণিত হয়েছে।

بَاب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ

৫৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে যাওয়ার জন্য স্বামীর কাছে মহিলার অনুমতি চাওয়া।

٨٣٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعْهَا

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ র. ..... আব্দুল্লাহ রাযি. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের কারো স্ত্রী যদি (নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার) অনুমতি চায় তাহলে স্বামী যেন তাকে বাঁধা না দেয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "إِذَا اسْتَأْذَنَتْ إِمْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعْهَا" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটির মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২০, ১১৯, ১২৩, ৭৮৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিয়ে বের হওয়া উচিত। কেননা, স্বামী তার প্রয়োজন সম্পর্কে অত্যধিক অবহিত। বরং স্বামীর কাছ থেকে ইজাযত গ্রহণ জরুরী।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ হাদীসুল বাবে মসজিদের কোন উল্লেখ নেই। এ জন্য অসুস্থ আত্মীয়-স্বজনকে দেখতে এবং মাতা-পিতার সাক্ষাত ইত্যাদির জন্যেও যেতে হলে স্বামীর অনুমতি নেয়া অত্যাবশ্যক। والله اعلم -

বারাআতে ইখতেতাম ঃ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, "بِالْخُرُوْجِ الي الْمَسْجِدِ" দ্বারা বারাআতে ইখতেতামের দিকে ইশারা হয়েছে যে, এই অধ্যায় শেষ হচ্ছে। এখন পরবর্তী অধ্যায়ের (কিতাবুল জুমু'আ) জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

হযরত শায়েখ রহ. বলেন, "بِالْخُرُوْجِ إِلي الْمَسْجِدِ" দ্বারা আল্লাহর ঘরের দিকে বের হওয়া অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে নির্জনে আলাপচারিতায় যাওয়া এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। আর তা মাওতের উপর প্রযোজ্য হবে।

সারকথা হলো, প্রথমে স্ত্রী ইজাযত গ্রহণকরা এবং স্বামীর ইজাযত প্রদান অনুরুপ কবরে মুনকার নাকীরের প্রশ্নোত্তরের দিকে মনুযোগ দাও। والله اعلم بالصواب -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

অধ্যায় ঃ জুমু'আ

هذَا كِتَابٌ فِيْ بَيَانِ اَحْكَامِ الْجُمُعَةِ الخ (عمده)

অর্থাৎ এ অধ্যায় জুমু'আর বিধি-বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে। (উমদাতুল ক্বারী)

ইমাম বুখারী রহ. দৈনন্দিন কাজ-কর্মের আলোচনা থেকে ফারিগ হয়ে সাপ্তাহিক আমলসমূহের বিবরণ শুরু করেছেন।

جُمُعَة ঃ আল্লামা আইনী রহ. বলেন, প্রসিদ্ধ লুগাতনুযায়ী মীম হরফটির উপর পেশ হবে। (উমদাহ) আর এটাই অধিক ফসীহ। যেমন ক্বোরআন শরীফে রয়েছে। এক রেওয়ায়তে মীমের উপর সাকিন দ্বারা এসেছে। কোন কোন রেওয়ায়তে যবর এবং যের উভয়টিই বর্ণিত হয়েছে। আর আল্লামা যামাখশারী রহ. বলেন, "وَقُرِئَ بِهِنَّ جَمِيْعًا" অর্থাৎ উল্লেখিত সমূহ লুগাতে পড়া যাবে। (কাশ্শাফ সূরায়ে জুমু'আ)

পূর্বের সাথে সম্পর্ক ঃ এ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং তদসংশ্লিষ্ট মাসাইল ও হুকুম-আহকাম নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। এখান থেকে ইমাম বুখারী রহ. সুনির্দিষ্ট নামায মিছালস্বরূপ জুমু'আ, সালাতুল খাওফ, দুনো ঈদ এবং বিতির ইত্যাদির বিবরণ সম্পর্কে আলোকপাত করছেন।

জুমু'আকে জুমু'আ বলে নামকরণের কারণ ঃ ১. যেহেতু এই দিন প্রত্যেক মুসলমান নামায আদায়ের জন্য এক জায়গা (জামে মসজিদে) একত্রিত হয়ে থাকেন তাই একে জুমু'আ বলে নাম রাখা হয়েছে।

سُمِّيَتْ جُمُعَةً لِاِجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيْهَا (شرح نووي صـ ٢٧٩)

২. এর নামকরণের ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত- "اِنَّ فِيْهِ جُمِعَتْ طِيْنَةُ اَبِيْكُمْ اٰدَمَ" অর্থাৎ এই দিন তোমাদের পিতা আদম আ. এর মাটি (সৃষ্টির মূল উপাদান) ভূভাগের উপরের বিভিন্ন স্থান হতে একত্র করা হয়েছে। ৩. বর্ণিত আছে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান রাযি. কে জিজ্ঞেস করলেন, "يَا سَلْمَانُ ! مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ" হে সালমান! জুমু'আর দিন কি? (অর্থাৎ এর নামকরণের কারণ ও হাকীকত কি?) তিনি বললেন, "اَللهُ وَرَسُوْلُه اَعْلَمُ" তখন রাসূল সা. বললেন, এটি এমন একটি দিন যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাতা-পিতা (আদম ও হাওয়া আ.) কে একত্র করেছিলেন। বিস্তারিত ব্যাখ্যা হাদীস শরীফের অধীনে আলোচিত হবে।

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে সহীহ সনদে মুহাম্মদ ইবনে সীরীন হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বাইআতে আকাবায়ে ছানীয়ার পর যখন মদীনায় ইসলামের প্রচার-প্রসার হলো তখন) একদা আনসাররা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনয়ন এবং জুমু'আর বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে একত্রিত হয়ে একটি পরামর্শ সভা কায়েম করলেন। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল, ইয়াহুদীদের সপ্তাহে সুনির্দিষ্ট একটি দিন রয়েছে যাতে তারা জমা হয়ে ইবাদত-বান্দেগী করে থাকে। খৃষ্টানরাও প্রতি সপ্তাহে একটি সুনির্দিষ্ট দিনে উপাসনা করে। আমরাও সপ্তাহে একদিন ধার্য করে নেয়া উচিত। যাতে সবাই একত্র হয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী করবো, নামায পড়বো, তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতগুলোর স্বরণে তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে থাকবো। তো সবার পরামর্শক্রমে এর জন্য 'يَوْمُ الْعَرُوْبَةِ' অর্থাৎ জুমু'আবার ধার্য হলো। সকল আনসারী একত্রিত হয়ে আস'আদ ইবনে যারারাহ রাযি. এর কাছে গেলেন। তিনি সবাইকে নিয়ে জুমুআর নামায আদায় করলেন। এরপর আয়াত নাযিল হলো- "اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الخ" উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা জানা গেল, অন্ধযুগে অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের পূর্বে এই দিনের নাম 'يوم العروبة' ছিল। কবি বলেন- نَفْسِيْ الْفِدَاءُ لِاَقْوَامٍ خَلَطُوْا * يَوْمَ الْعَرُوْبَةِ اَزْوَادًا بِاَزْوَادٍ ৪. কেহ কেহ বলেছেন, কা'ব ইবনে লুওয়াই এই দিন মানুষদেরকে একত্র করে ওয়ায-নসীহত করতো এ জন্য তার নাম 'জুমু'আ' রাখা হয়েছে। - والله اعلم

প্রশ্ন ঃ جُمُعَة শব্দটি يوم এর সিফত হওয়া সত্ত্বেও এর শেষে তায়ে তানীস বর্ধিত হওয়ার কারণ কি?

উত্তর ঃ ১. جُمُعَة এর শেষে যে তা যুক্ত হয়েছে এটি তানীসের জন্য নয়। বরং মোবালাগাহ বুঝানোর জন্য এসেছে। ২. একান্ত তানীস ধরে নিলেও এটি ساعت এর সিফত হবে। - والله اعلم

بَاب فَرْضِ الْجُمُعَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

{ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } فاسعو فامضو

৫৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ জুমা'আ ফরয হওয়া। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'লার বাণী- যখন জুমু'আর দিন নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন আল্লাহর যিকিরের উদ্দেশ্যে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি করো। فاسعو অর্থ : ধাবিত হও।

জুমু'আ কোথায় ফরয হয়েছে? ঃ এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যে, জুমু'আ কোথায় ফরয হয়েছে? মক্কায় না মদীনায়?

হানফীদের মতে, জুমু'আ মক্কায় ফরয হয়েছে-

لِاَنَّ الْجُمعَةَ فُرِضَتْ بِمَكَّةَ قَبْلَ نُزُوْلِ سُوْرَةِ الْجُمعَةِ عَلي مَا قَالَهُ الشَّيْخُ اَبُوْحامِدِ وَالعَلَّامَةُ السُّيُوْطِي فِي الاِتْقَان وَرِسَالَته ضوء الشمعه وَالشَّيْخُ ابْنُ حَجرِ المَكِّيْ فِي شَرْحِ المِنْهَاجِ وَالشَّوْكَانِي فِي النَّيْلِ وَهُوَ الاَصَحُّ خِلَافًا لِلحَافِظِ ابْنِ حَجر وَلَمْ يَتَمَكَّنِ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم مِنْ اِقَامَتِهَا هُنَاكَ الخ (اثار السنن للعلامة النيموي رح)

সারনির্যাস হচ্ছে, জুমু'আর নামায সূরায়ে জুমু'আ অবতীর্ণ হওয়ার আগে মক্কা মুয়াযযামায় ফরয হয়েছিল। আবূ হামিদ অর্থাৎ ইমাম গাযালী রহ. অনুরূপই বলেছেন। আল্লামা সুয়ূতী রহ. ইতকান নামক গ্রন্থে এবং স্বীয় রিসালা ضوء الشمعة তে এর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। আর শায়েখ ইবনে হাজার মাক্কী রহ. শরহে মিনহাজে এবং আল্লামা শাওকানী নায়লুল আওতারে বলেছেন, এটিই সহীহ। যদিও হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. একে সমর্থ করেন নি। সুতরাং তিনি বলেন, "فَالاَكْثَرُ عَلي اَنَّهَا (اي الجُمعَة) فُرِضَتْ بِالمَدِيْنَةِ الخ (فتح الباري)"

মোটকথা হলো, বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, নামাযে জুমু'আ মক্কা মুকাররামায় ফরয হয়েছে। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তথায় জুমু'আ কায়েম করার মতো শক্তি-সামর্থ ছিলনা। কেননা, তখন মক্কা মুকাররামা দারুল হারব এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের দারুল কুফর বলে বিবেচিত ছিল। তাই মক্কায় জুমু'আর নামায আদায় করা যায় নি। والله اعلم

٨٣٩ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ له فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ

সরল অনুবাদ : আবূ ইয়ামান র. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, আমরা পৃথিবীতে (আগমনের দিক দিয়ে) সর্বশেষ, তবে কিয়ামতের দিন আমরা মর্যাদার দিক দিয়ে সবার আগে। পার্থক্য শুধু এই যে, তাদের কিতাব দেয়া হয়েছে আমাদের আগে। এরপর তাদের সে দিন যে দিন তাদের জন্য ইবাদত ফরয করা হয়েছিল তারা এ বিষয়ে মতানৈক্য করেছে। কিন্তু সে বিষয়ে আল্লাহ আমাদের হিদায়াত করেছেন। তাই এ ব্যাপারে লোকেরা আমাদের পশ্চাৎবর্তী। ইয়াহুদীদের (সম্মানিত দিন হলো) আগামী কাল (শনিবার) এবং খৃষ্টানদের আগামী পরশু (রোববার)।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "هذا يَوْمُهُمُ الَّذِيْ فُرِضَ عَلَيْهِمْ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২০, ১২৩, ৪৯৫-৪৯৬, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড- ২৮২, নাসায়ীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর স্বরচিত গ্রন্থ কিতাবুল উম্ম ঃ ১/১৬৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা নামাযে জুমু'আর ফারযিয়্যাতকে প্রমাণিত করা উদ্দেশ্য। আর স্বীয় অভ্যাসনুযায়ী কিতাবুল জুমু'আর সূচনাও বরকত লাভের লক্ষ্যে এবং প্রমাণ উপস্থাপন করতে ক্বোরআন শরীফের আয়াত দ্বারা করেছেন। আর لقول الله تعالي অর্থাৎ লামে তা'লীলিয়্যাহ দ্বারা দলীল দিয়ে সে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

জুমু'আর নামাযের ফরযিয়্যাত ঃ আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

ثُمَّ فَرْضِيَّةُ الْجُمعَةِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْاِجْمَاعِ الخ (عمده)

অর্থাৎ নামাযে জুমু'আর ফরযিয়্যাত ক্বোরআন মজীদ, হাদীস শরীফ, ইজমায়ে উম্মত এবং ক্বিয়াস দ্বারা প্রমাণিত।

وَالدَّلِيْلُ عَلي فَرْضِيَّةِ الْجُمْعَةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةَ وَاِجْمَاعِ الْاُمَّةِ (بدائع الصنائع)

ক্বোরআন মজীদ ঃ ১. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمعَةِ فَاسْعَوْا اِلي ذِكْرِ اللهِ وذَرُوا الْبَيْعَ (باره ٢٨ ـ سوره جمعه)

অর্থাৎ যখন জুমু'আর দিন নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন আল্লাহর যিকিরের উদ্দেশ্যে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো। আয়াতে 'فاسعوا' আমরের সীগাহ। এতে সাঈ এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমর তো উজূব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। আর ذكر الله দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খুতবা। আর যখন খুতবার দিকে ধাবিত হওয়া ফরয হলো যা নামাযের শর্ত তাহলে মূল নামায অর্থাৎ নামাযে জুমু'আ যা মশরুত তা আদায়ের জন্য ধাবিত হওয়া আরো সঙ্গত কারণে ফরয হওয়ার কথা। এরপর আরো দৃঢ় করতে বলেছেন-"ذروا البيع" (বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো) অর্থাৎ জুমু'আর আযানের পর কেনা-কাটা করা জায়েয নয়। আর এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার যে, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ও মুবাহজনিত বিষয়াদী থেকে কেবল ফরযের প্রতি লক্ষ্য করেই নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে। (উমদাহ)

২. আল্লাহ তা'আলার বাণী-(سوره بروج) - وَشَاهِدٍ وَمَشْهُوْدٍ

রেওয়ায়তগুলোতে এসেছে, 'شاهد' দ্বারা জুমু'আর দিন এবং 'مشهود' দ্বারা আরাফার দিন উদ্দেশ্য। (কিতাবুল উম্ম- ১/ ১৬৭)

হাদীস ঃ ১. হযরত জাবির এবং আবূ সাইদ রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَلٰوةَ الْجُمعَةِ رواه البيهقي (عمده)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اَلْجُمعةُ عَلي كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ (ابوداود ١ / ١٥١)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আযান শুনবে তার উপর জুমু'আর নামায পড়া ফরয।

৩. হযরত জাবির রাযি. হতে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে। তা হলো-

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمعَةَ فِي مَقَامِيْ هٰذَا فِيْ يَوْمِيْ هٰذَا فِيْ شَهْرِيْ هٰذَا مِنْ عَامِيْ هٰذَا اِلي يَوْمِ الْقِيَامَةِ الخ (ابن ماجه ـ باب فرض الجمعة ـ ٧٧)

৪. উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসাহ রাযি. হতে রেওয়ায়ত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

رَوَاحُ الْجُمعَةِ وَاجِبٌ عَلي كُلِّ مُحْتَلِمٍ (نسائي جلد اول في التشديد في التخلف عن الجمعة صـ ١٥٤)

অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য জুমু'আর নামায আদায়ের জন্য গমণ করা ওয়াজিব।

৫. হযরত ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত-

وَرُوِيَ عَنْ ابن عُمَرَ رضيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ الله صلي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم انه قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهَاوِنا طَبَعَ اللهُ عَلي قلبه ـ وَمِثْلُ هذا الوَعِيْدِ لايَلْحَقُ إلَّا بِتَرْكِ الفَرْضِ وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الأُمَّة ـ (بدائع الصنائع)

অর্থাৎ যে কেবল অলসতাবশত: তিন জুমু'আ ছেড়ে দিল আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মহরাঙ্কিত করে দেন। শুধুমাত্র ফরয পরিহার করা ব্যতিরেকে অনুরূপ ধমকী হতে পারে না। আর এর উপরই উলামাদের ইজমা।

ইজমা ঃ فَإنَّ الأُمَّةَ قَدِ اجْتَمَعَتْ مِنْ لَدُنْ رَسُوْلِ الله صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلي يَوْمِنَا هذا عَلي فَرْضِيَّتِهَا مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ (عمدة القاري) অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানা থেকে আজ পর্যন্ত কোন মুসলমান জুমু'আর নামায ফরয হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন নি।

জুমু'আর নামায প্রত্যেক বিবেকবান বালেগ মুসলমানের উপর ফরযে আইন। একে অস্বিকারকারী কাফির।

صَلوةُ الجُمعَةِ فرِيْضَةٌ مُحْكَمَةٌ جَاحِدُهَا كَافِرٌ بِالْإجْمَاعِ (عمده)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ نَحْنُ الْاخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ : এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য নাসরুল বারী ২ / ১৮০-১৮১, বাবুল বাওল ফিল মায়িদ দায়িমি-বাব ঃ ১৬৬, হাদীস ঃ ২৩৬ দ্রষ্টব্য।

السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : অর্থ : আমরা কালের দিক দিয়ে পরে এলেও আমাদের এই যমানাগত পশ্চাদগমণ আমাদের মর্যাদাগত অগ্রগণ্য হওয়ার বেলায় প্রতিবন্ধক নয়। مَعْنَاهُ الاخِرُوْنَ فِي الزَّمَانِ وَالْوُجُوْدِ السَّابِقُوْنَ بِالفَضْلِ وَدُخُوْلِ الجَنَّةِ (শরহে নববী আলা সহীহে মুসলিম- ১ / ২৮২)

তাহকীক ঃ بَيْدَ : বার উপর যবর এবং ইয়ার উপর সাকিন হবে। وَهُوَ مِثْلُ غَيْرِ وَزْنًا وَمَعْنَي وَإعْرَابًا (عمده) অর্থাৎ بَيْدَ শব্দটি غَيْرِ এর ওযনে, তার সমার্থবোধক ও সমএ'রাববোধক। অর্থাৎ ইস্তেনছার কারণে মানসূব হবে। যেরুপ 'جَاءَنِي الْقَوْمُ إلَّا حِمَارًا'

وَقَالَ الدَّاوُدِيْ هِيَ بِمَعْنَي عَلي أوْ مَعَ (فتح)

আল্লামা দাউদী রহ. বলেন, এটি علي এবং مع এর অর্থবোধক। তখন ظرفيت এর ভিত্তিতে মানসূব হবে।

اَنَّهُمْ اُوْتُوْا الْكِتَابَ ঃ এখানে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য তাওরাত এবং ইঞ্জিল। বিধায় এর আলিফ লাম আহদে খারেজী হবে। (উমদাতুল ক্বারী)

ثُمَّ هذَا يَوْمُهُمُ الَّذِيْ فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللهُ لَه ঃ এরপর তাদের সে দিন (জুমু'আর দিন) যে দিন তাদের জন্য (ইবাদত) ফরয করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এ (দিনের) বিষয়ে মতানৈক্য করেছে। তাই সে বিষয়ে আল্লাহ আমাদের হিদায়াত করেছেন। আর সকল মানুষ এ বিষয়ে আমাদের পশ্চাদগামী।

هذَا ঃ এর দ্বারা জুমু'আর দিনের দিকে ইশারা করা হয়েছে। (উমদাতুল ক্বারী, ফাতহুল বারী)

জ্ঞাতব্য বিষয় যে, তাদের উপরই জুমু'আর দিন ফরয করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এখতেলাফ করে আবেদন করতে লাগলো হে মূসা! আল্লাহ তা'আলা তো শনিবারে কোন জিনিষ সৃজন করেন নি। একেই আমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিন। যেন আমরাও সমূহ ব্যস্ততা থেকে ফারিগ হয়ে তার ইবাদত-উপাসনায় লেগে থাকতে পারি। এতদশ্রবণে হযরত মূসা আ. তাদের ইবাদতের জন্য শনিবার দিন ধার্য করলেন।

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত হুযায়ফা রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "اضل الله عن الجمعة من كان قبلنا (মুসলিম প্রথম-২৮২)

ইমাম নববী বলেন- وَيُمْكِنُ اَنْ يَكُوْنُوْا اُمِرُوْا بِه صَرِيْحًا وَنُصَّ عَلي عَيْنِه فَاخْتَلَفُوْا فِيْه هَلْ يَلْزَمُ تَعْيِيْنُه اَمْ لَهُمْ اِبْدَالُه وَاَبْدَلُوْه وَغَلطُوْا فِي اِبْدَالِه (شرح نووي علي صحيح مسلم اول صـ ٢٨٢)

وَلَيْسَ ذلِكَ بِعَجِيْبٍ مِنْ مخَالَفَتِهِمْ وَكَيْفَ لا وَهُمُ الْقَائِلُوْنَ "سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا" (بقرة)

কেউ কেউ বলেন, সম্ভবত: তাদের উপর সুনির্দিষ্ট করে জুমু'আর দিন ফরয করা হয় নি। বরং সপ্তাহে যে কোন একদিন ধার্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর কোন দিন ধার্য করা হবে এটি তাদের মতামতের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। ইয়াহুদীরা শনিবারকে বেছে নিয়েছে। আর খৃষ্টানরা রবিবারকে। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু ঐ দিনে সমস্ত মাখলুকাতকে সৃষ্টির সূচনা করেছেন সেহেতু আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতাবশত: তাঁর ইবাদত-বন্দেগীতে সে দিন লিপ্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। - والله اعلم

بَاب فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ

৫৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন গোসল করার ফযীলত। শিশু অথবা মহিলাদের জুমু'আর দিনে (নামাযের জন্য) হাযির হওয়া কি জরুরী?

٨٤٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ র. ......আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ জুমু'আর নামায আদায়ের জন্য আসলে সে যেন গোসল করে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের শিরোণামের সাথে মিল " إذا جَاءَ احدكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" قوله বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২০, ১২২-১২৩, ১২৫, তাছাড়া মুসলিম ১ / ২৭৯, তিরমিযী ১ / ৬৫, নাসায়ী ১ / ১৫৫, ইবনে মাজাহ ১ / ৮৭।

٨٤١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حدثنا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ قَالَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আসমা র. .....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. জুমু'আর দিন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রথম যুগের একজন মুহাজির সাহাবী এলেন। উমর রাযি. তাঁকে ডেকে বললেন, এখন সময় কত? তিনি বললেন, আমি ব্যস্ত ছিলাম, তাই ঘরে ফিরে আসতে পারিনি। এমন সময় আযান শুনতে পেয়ে শুধু উযূ করে নিলাম। উমর রাযি. বললেন, কেবল উযূই? অথচ আপনি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসলের আদেশ দিতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "وَالْوُضُوْءُ اَيْضًا" قوله হতে তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল বোধগম্য হয়। কেননা, এর অর্থ হচ্ছে, গোসলের মর্যাদা পরিহার করে উযূর উপর যথেষ্টতা অর্জন করেছি। (আল্লামা আইনী)

লক্ষ্য এটিও হতে পারে যে, 'وَالْوُضُوْءُ اَيْضًا' হতে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ পর্যন্ত। তো সামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে বিন্দুপরিমাণও সংশয় ও আপত্তি থাকবে না। — والله اعلم

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২০, ১২১, তাছাড়া তিরমিযী প্রথম ঃ ৬৫, মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৮০।

٨٤٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ র. .....আবূ সায়ীদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুম'আর দিন প্রত্যেক বালিগের জন্য গোসল করা কর্তব্য।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের দ্বিতীয়াংশের সাথে মিল হয়েছে। এভাবে যে, তা এ কথার প্রতি ইঙ্গিতবহ হচ্ছে যে, হাদীসাংশ "عَلٰي كُلِّ مُحْتَلِمٍ" দ্বারা শিশু বের হয়ে গিয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২০-১২১, ১১৮, ১২১, ১২৩, ৩৬৬, মুসলিম ১ / ২৮০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, আহলে যাহিরের মত খন্ডন করা। যারা জুমু'আর দিন গোসল ওয়াজিব বলে অভিমত ব্যক্ত করে থাকে। বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে 'فضل' শব্দ বাড়িয়ে বাতলে দিয়েছেন, জুমু'আর দিন গোসল করার বেশ ফযীলত রয়েছে। এই দিন গোসল করা সুন্নত ও মুস্তাহাব বটে তবে ফরয-ওয়াজিব নয়।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য বাবের তিনটি অংশ রয়েছে। ১. জুমু'আর দিনে গোসলা করার ফযীলত। ২. শিশুদের জুমু'আর দিনে হাযির হওয়া। ৩. মহিলাদের উপস্থিত হওয়া।

ইমাম বুখারী রহ. বাবের অধীনে তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। বাহ্যত সবকটি হাদীসের সম্পর্ক শিরোণামের প্রথম অংশের সাথে।

প্রশ্ন ঃ যদি বক্তব্যটির উপর এ বলে প্রশ্ন করা হয়, প্রথম হাদীসে "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ" এর উমূমে শিশু এবং মহিলারাও তো এতে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে? ('সব হাদীসের সম্পৃক্ততা কেবল বাবের প্রথমাংশের সাথে' কথাটি কতটুকু যথাযথ হলো)

জবাব ঃ বাবের তৃতীয় হাদীসে-"وَاجِبٌ عَلٰي كُلِّ مُحْتَلِمٍ" রয়েছে। যার দ্বারা শিশু বের হয়ে যায়। আর ইতিপূর্বে ৫৫২ নং বাবের ৮৩০ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- "إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاءُكُمْ بِاللَّيْلِ الخ" অর্থাৎ মহিলারা তোমাদের থেকে রাতে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তোমরা যেন তাদেরকে গমণের ইজাযত দাও।

এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, মহিলাদের মসজিদে গমণের ইজাযত কেবল রাতের সাথে নির্দিষ্ট। বিধায় তাও নির্গত হয়ে গেল। অতএব প্রমাণিত হলো, মহিলাদের উপর জুমু'আর নামায নেই। আর হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস- " غسل يوم الجمعة واجب علي كل محتلم " দ্বারা প্রতিভাত হচ্ছে যে, শিশুদের জুমু'আর নামাযে হাযির হওয়া জরুরী নয়।

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ঃ এর অর্থ- إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (তোমাদের কেউ জুমু'আর নামায পড়তে চাইলে সে যেন গোসল করে।) এর দলীল হচ্ছে ক্বোরআন শরীফের আয়াত- " إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ " এর অর্থ- إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ (তুমি ক্বোআন শরীফ তেলাওয়াত করতে চাইলে ইস্তেআযা পড়)

ইমামদের মতামত ঃ ১. ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও জমহুর ফকীহদের মতে, জুমু'আর দিন গোসল করা সুন্নত।

২. ইমাম আহমদের মতে, এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা রয়েছে। মজদুর এবং যারা কাজ-কর্ম করে তাদের জন্যে তো ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যারা মজদুর নয় তাদের জন্য সুন্নত।

তাঁদের দলীল-প্রমাণ ঃ তাদের প্রমাণ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর রেওয়ায়ত যে, লোকেরা মেহনত-মজদুরী করতো। যে কাপড় পরে মেহনত-মজদুরী করতো সে কাপড় নিয়েই জুমু'আর নামায আদায়ের জন্য চলে আসতো। মসজিদ নববী ছিল ছোট। শরীর হতে নির্গত ঘাম ইত্যাদির দুর্গন্ধে মুসল্লীদের কষ্ট হতো। এ জন্যেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, গোসলের হুকুম কোন কারণবশতঃ ছিল। সঙ্গত কারণ শেষ হওয়ায় উজূবী হুকুমও নিঃশেষ হয়ে গেছে। এর দ্বারা স্পষ্ট হলো, ইমাম আহমদের মতেও গোসল করা সুন্নত। অধিকন্তু যাহিরিয়্যাহ ওয়াজিব এর প্রবক্তা।

ওয়াজিব প্রবক্তাদের প্রমাণাদী ঃ ১. বাবের শেষ হাদীস। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তা হলো-

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ علي كُلِّ مُحْتَلِمٍ - (بخاري اول صـ ١٢٠ — ١٢١ - مسلم اول صـ ٢٨٠)

২. বাবের প্রথম হাদীস। হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত-

إذَا جَاءَ احدُكُمُ الْجُمُعَة فَلْيَغْتَسِلْ (بخاري صـ ١٢٠ - مسلم اول صـ ٢٧٩ - ترمذي اول صـ ٦٥ - ايضا نسائي - ابن ماجه)

জমহুরের দলীল-প্রমাণ ঃ ১. হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব রাযি. হতে বর্ণিত-

قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنَعِمَتْ وَمن اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ افضَلُ وَقَالَ اَبُوْ عِيْسي حَدِيْثُ سَمُرَةَ حَدِيْثٌ حسَنٌ (ترمذي اول - باب في الوضوء يوم الجمعة صـ ٦٥ -٦٦)

উক্ত হাদীসে 'فالغسل افضل ' দ্বারা পরিস্কারভাবে উজূব এর নফী হয়েছে।

২. বাবের দ্বিতীয় হাদীস। অর্থাৎ ৮৪১ নং হাদীসে হযরত উমর রাযি. এর খুতবা দেয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর খুতবাদানকালে যে বুযুর্গ এসেছিলেন তিনি হচ্ছেন হযরত উছমান রাযি.। হযরত উমর রাযি. বিলম্বে আগমণের কারণে তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। তবে গোসলের নির্দেশ দেন নি। যদি জুমু'আর দিন গোসল করা আবশ্যক হতো তাহলে উছমান রাযি. কখনো গোসল পরিহার করতেন না এবং হযরত উমরও তাকে ফিরে গিয়ে গোসল করে আবার আসার নির্দেশ দিতেন। إذ لَيْسَ فَلَيْسَ-

৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. প্রমূখ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নির্দেশের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। যখন সেই ইল্লত নেই তাহলে ওয়াজিব হওয়ার বিধান কিভাবে বিদ্যমান থাকবে?

ওয়াজিব প্রবক্তাদের দলীলের জবাব ঃ ১. প্রথমে গোসল ওয়াজিব হওয়ার বিধান আরোপিত হয়েছিল সঙ্গত কারণে। কারণ নিঃশেষ হওয়াতে হুকুমও রহিত হয়ে গেছে।

২. যে সব হাদীসে আমরের সীগাহ ব্যবহৃত হয়েছে হাদীস সমূহের মাঝে দ্বন্দ্ব দূরীভূত করণার্থে তথায় অপরাপর হাদীসগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে আমর ইস্তেহবাবের উপর প্রযোজ্য হবে। - والله اعلم

بَاب الطِّيب لِلْجُمُعَة

৫৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা।

٨٤٣ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ اخبرنا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيد قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرٌو أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَأَمَّا الاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ تعالي أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيث قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه هُوَ

أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَكَذَا رَوَي عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ وَعِدَّةٌ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ

সরল অনুবাদ : আলী ইবনে আব্দুল্লাহ র. .....আমর ইবনে সুলাইমান আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সায়ীদ খুদরী রাযি. বলেন, আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুমু'আর দিন প্রত্যেক বালিগের জন্য গোসল করা কর্তব্য। আর মিসওয়াক করবে এবং সুগন্ধি পাওয়া গেলে তা ব্যবহার করবে। আমর (ইবনে সুলাইম) রহ. বলেন, গোসল সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তা কর্তব্য। কিন্তু মিসওয়াক ও সুগন্ধি কর্তব্য কি না তা আল্লাহই ভাল জানেন। তবে হাদীসে এরূপই আছে। আবূ আব্দুল্লাহ বুখারী রহ. বলেন, আবূ বকর ইবনে মুনকাদির হলেন মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রহ. এর ভাই। তবে তিনি আবূ বকর হিসাবেই পরিচিত নন। বুকাইর ইবনে আশাজ্জ, সায়ীদ ইবনে আবূ হিলাল সহ অনেকে তাঁর থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রহ. এর কুনিয়াত (উপনাম) ছিল আবূ বকর ও আবূ আব্দুল্লাহ।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২১, ১১৮, ১২৩, ৩৬৬,তাছাড়া মুসলিম কিতাবুল জুমু'আ ঃ ২৮০, আবূ দাউদ প্রথম, তাহারাত অধ্যায়ে বাবুন ফিল গোসলি লিল জুমুআতি ঃ ৪৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে কোন হুকুম বর্ণনা করেন নি। আর কায়দা আছে, আতফের দ্বারা 'تَشْرِيكٌ فِي الذِّكْرِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ تَشْرِيكٌ فِي الْحُكْمِ ' কে আবশ্যক করে না। তাই সুগন্ধির ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ. এর মসলকও জমহুর ইমামদের মোতাবেক। সুগন্ধি ব্যবহার করা ওয়াজিব নয়। সুতরাং বাবের হাদীসে 'أَنْ يَمَسَّ طِيبًا ' এর সাথে 'ان وجد ' এর কয়েদ বাতলে দিচ্ছে যে, সুগন্ধি ব্যবহার করা আবশ্যক নয়। সামর্থ থাকলে ব্যবহার করা উত্তম এবং ছওয়াব প্রাপ্তির মাধ্যম।

ইমাম চতুষ্টয় এই মাসআলায় ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, সুগন্ধি ব্যবহার করা ওয়াজিব নয়। বরং মুস্তাহাব। والله اعلم -

بَاب فَضْلِ الْجُمُعَةِ

৫৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর ফযীলত।

٨٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন জানাবাত গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং নামাযের জন্য আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। যে চতুর্থ পর্যায়ে আসলো সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আসলো সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। পরে ইমাম যখন খুতবা প্রদানের জন্য বের হন তখন ফিরিশ্তাগণ যিকির শোনার জন্য হাযির হন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসটির এ দিক দিয়ে মিল রয়েছে, যে জুমু'আর নামায আদায়ের জন্য উপস্থিত হয়, যা শারিরীক ইবাদত সে ইবাদতে মালী সহও আসছে বলে গণ্য হবে। যেন সে দুটি ইবাদত একত্রে সম্পাদন করলো- ১. শারিরীক ইবাদত। ২. মালী ইবাদত। আর এ বৈশিষ্ট শুধুমাত্র জুমু'আর নামাযের। অন্যান্য নামাযের নয়। ইহা জুমু'আর নামাযের ফযীলতের প্রতি ইঙ্গিতবহ হচ্ছে। ফলে জুমু'আর ফযীলত বর্ণনার্থে তরজমাতুল বাব কায়েম করা সঙ্গত হলো। (উমদাতুল ক্বারী)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২১, ১২৭, ৪৫৬, তাছাড়া মুসলিম ঃ ২৮২, ২৮৩, তিরমিযী-বাবু মা জাআ ফিত তাকবীরি ইলাল জুমু'আতি ঃ ৬৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. নামাযে জুমু'আর ফযীলত বর্ণনা করতে চেয়েছেন। তরজমাতুল বাবের শব্দাবলী দ্বারা এটাই বুঝা যাচ্ছে। অথবা জুমু'আর নামাযে গমণের মর্যাদা বর্ণনা করতে চাচ্ছেন।

কোন কোন রেওয়ায়ত দ্বারা জুমু'আর দিনের ফযীলত বোধগম্য হয়। যেমন ইমাম তিরমিযী স্বরচিত গ্রন্থ তিরমিযী শরীফে "بَابُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ " তরজমাতুল বাব কায়েম করে হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. এর রেওয়ায়ত উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ الخ (প্রথম খন্ড-৬৪)

জুমু'আর দিন উত্তম না আরাফার দিন উত্তম? ১. হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে, জুমু'আর দিন অপেক্ষা আরাফার দিন উত্তম।

২. ইমাম আহমদ ও ইবনে আরাবী রহ. এর মতে, জুমু'আর দিন উত্তম।

وَثَمرةُ الخِلَافِ تَظْهَرُ فِيْ النَّذرِ فِيْ افضل مِنَ السَّنَةِ او الطَّلَاقِ وَالعِتَاقِ الخ -

বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য 'আল কাওকাবুদ দুররী প্রথম খন্ড দ্রষ্টব্য।

তাতবীকের সূরত এও হতে পারে, সপ্তাহের মধ্যে জুমু'আবার উত্তম। পূর্ণ বছরে আরাফার দিন উত্তম। - والله اعلم

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ঃ জার বিলুপ্তির কারণে নসববিশিষ্ট হয়েছে। ১. অর্থ হচ্ছে, كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ (জানাবত গোসলের ন্যায় ভালভাবে গোসলা করবে। এহতিয়াত হলো, পরিপূর্ণভাবে ঘষা মাজা করে গোসল করা। অনুরূপ গোসল করে যে মসজিদে যাবে সে যেন আল্লাহ তা'আলার দরবারে একটি উট কুরবানী করলো। وَعَلي هذَا الْقِيَاس

২. দ্বিতীয় অর্থ হলো, জুমু'আর দিন জানাবতের গোসল করবে। অর্থাৎ নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে গোসল করবে। হযরত শায়খুল হাদীস রহ. বলেন, আল্লামা নববী বলেছেন, এ অর্থটি নিতান্তই ভূল।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, এ অর্থটিকে একেবারে ভূল বলা যাবে না। এটিই আমার রায়। এর কারণ হলো, যেহেতু জুমু'আর দিন সবাই একত্রিত হওয়ার দিন। বাজার অতিক্রম করে যেতে হয়। তখন কোন মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত ও বদনযর পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু যখন সহবাস করে জানাবতের গোসল থেকে ফারিগ হবে তখন তো মন তৃপ্ত থাকবে। তাই মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিপাত ও বদনযর হতে মুক্ত থাকবে।

আর জমহুরের নিকট উক্ত গোসলে জানাবত জুমু'আর গোসলের জন্য যথেষ্ট। কেননা, উদ্দেশ্য তো ঘামের দূর্গন্ধ দূরীভূত করা।

بَابٌ

৫৬০. পরিচ্ছেদ

هذَا (بَابٌ) بِالتَّنْوِيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجَمَةٍ وَهُوَ كَالْفَصْلِ مِنَ الْبَابِ السَّابِقِ (قس)

٨٤٥ — حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ بن الخطاب بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

সরল অনুবাদ : আবূ নু'আইম রহ. ....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। জুমু'আর দিন উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক লোক মসজিদে প্রবেশ করেন। উমর রাযি. তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, নামাযে সময় মতো আসতে তোমরা কেন বাধাগ্রস্ত হও? তিনি বললেন, আযান শোনার সাথে সাথেই তো আমি অযূ করেছি। তখন উমর রাযি. বললেন, তোমরা কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শোননি যে, যখন তোমাদের কেউ জুমুআর নামাযে রওয়ানা হয়, তখন সে যেন গোসল করে নেয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা সম্পর্কে ১. আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

وَجْهُ مُطَابَقَةِ دُخُولِه فِيْ بَابِ فَضْلِ الْجُمُعَةِ مِنْ حَيْثُ إِنْكَار عُمَرَ عَلي هذَا الدَّاخِلِ وَهُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الخ

অর্থাৎ উক্ত হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল এভাবে যে, হযরত উমর রাযি. এর মতো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীর প্রতি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার বহি:প্রকাশ ঘটালেন। তো জুমু'আর নামায মর্যাদাসম্পন্ন না হলে রাগান্বিত হওয়ার কি দরকার ছিল। অতএব জুমু'আর নামাযের ফযীলত প্রমাণিত হলো।

২. অন্যান্য নামাযের ব্যাপারে কোরআন শরীফে এই নির্দেশ আরোপিত হয়েছে- " إِذَا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ الاية অর্থাৎ উযূ করো। আর জুমু'আর নামাযের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, জুমু'আর নামাযের মর্যাদা অপরাপর নামায হতে উর্দ্ধে। অর্থাৎ অন্যান্য নামায হতে এর ফযীলত প্রমাণিত হলো। আর এটাই হচ্ছে তরজমাতুল বাব।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২১, ১২০,তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৮০, তিরমিযী ঃ ৬৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ১. ইমাম বুখরী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো জুমু'আর নামাযের ফযীলত সাবেত করা।

২. পক্ষান্তরে হাফেজ ইবনে হাজার আসাকালানী রহ. এর রায় হচ্ছে, মালেকীদের মত খন্ডন করা উদ্দেশ্য। যারা তাবকীরের প্রবক্তা।

তাশরীহের জন্য ৫৫৭ নং বাবের হাদীস দ্রষ্টব্য।

بَاب الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ

৫৬১. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর জন্য তেল ব্যবহার করা।

٨٤٦ – حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

সরল অনুবাদ : আদম রহ. .....সালমান ফারসী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক জুমু'আর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তেল থেকে ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে অত:পর বের হয় এবং দু'জন লোকের মাঝে ফাঁক না করে, তারপর তার নির্ধারিত নামায আদায় করে এবং ইমামের খুতবা দেয়ার সময় নিরব থাকে, তাহলে তার সে জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল "وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ" তে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ১২১, ১২৪।

٨٤٧ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ طَاوُسٌ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وَأَصِيبُوا مِنْ الطِّيبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي

সরল অনুবাদ : আবুল ইয়ামান রহ. ...তাউস রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রাযি. কে বললাম, সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুমু'আর দিন গোসল কর এবং মাথা ধুয়ে ফেল যদিও তোমরা জুনুবী না হয়ে থাকো এবং সুগন্ধি ব্যবহার করো। ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, গোসল সম্পর্কে নির্দেশ ঠিকই আছে, তবে সুগন্ধি সম্পর্কে আমার জানা নেই।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল সম্পর্কে ১. আল্লামা আইনী রহ. বলেন, لَيْسَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ ذِكْرُ الدُّهْنِ لِيُطَابِقَ التَّرْجَمَةَ وَلٰكِنْ تَأْتِي الْمُطَابَقَةُ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ وَهُوَ اِلَي الْعَادَةِ اِسْتِعْمَالُ الدُّهْنِ بَعْدَ غُسْلِ الرَّأْسِ فَكَانَ هٰذَا اَشْعَرَ بِهٖ — অর্থাৎ লোকেরা গোসল বা মাথা ধৌত করে সাধারণত: তেল ব্যবহার করে। আর উপরোক্ত হাদীসে গোসলের কথা উল্লেখিত হয়েছে। যেন এর দ্বারা ওদিকে ইশারা হয়েছে। ২. ইমাম বুখারী রহ. এক হাদীস এনে অন্য হাদীসের দিকে ইশারা করে থাকেন। সামনের ইব্রাহীম ইবনে মায়সারা আত তাউস কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তেলের আলোচনা রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২১, ১২১।

৮৪৮ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا أَعْلَمُهُ

সরল অনুবাদ : ইব্রাহীম ইবনে মূসা রহ. .....তাউস রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যখন জুমু'আর দিন গোসল সংক্রান্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী উল্লেখ করেন তখন আমি ইবনে আব্বাস রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পরিবারবর্গের সাথে অবস্থান করতেন তখনও কি তিনি সুগন্ধি বা তেল ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, আমি তা জানি না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "أو دُهْنًا." দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।
হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২১, ১২১, মুসলিম প্রথম খন্ড- কিতাবুল জুমু'আ ঃ ২৮০।
তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. লক্ষ্য হচ্ছে, জুমু'আর নামাযের গুরুত্ব ও সম্মানার্থে তেল এবং সুগন্ধি ব্যবহার করাতে ছওয়াব ও আজর নিহিত রয়েছে। আর তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

بَاب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ

৫৬২. পরিচ্ছেদ ঃ যা আছে তার মধ্য থেকে উত্তম কাপড় পরিধান করবে।

৮৪৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. মসজিদে নববীর দরজার নিকটে এক জোড়া রেশমী পোষাক (বিক্রি হতে) দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐদিন এটি আপনি খরীদ করতেন আর জুমু'আর দিন এবং যখন আপনার কাছে প্রতিনিধি দল আসে তখন আপনি তা পরতেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তো সে ব্যক্তিই পরিধান করে, আখিরাতে যার (মঙ্গলের) কোন অংশ নেই। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ ধরনের কয়েক জোড়া পোষাক আসে, তখন তার এক জোড়া তিনি উমর রাযি.-কে প্রদান করেন। উমর রাযি. আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এটি পরিধান করতে দিলেন অথচ আপনি উতারিদের (রেশম) পোষাক সম্পর্কে যা বলার তা তো বলেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে এটি নিজের পরিধানের জন্য দেইনি। উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. তখন এটি মক্কায় তাঁর এক ভাইকে দিয়ে দেন, যে তখন মুশরিক ছিল।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فليلبسها يوم الجمعة." قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সম্পর্ক খুজে পাওয়া যায়।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

مُطَابِقَة لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ انّه يَدُلُّ عَلي اِسْتِحْبَابِ التَّجَمُّل يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالتَّجَمُّلُ يَكُوْنُ بِاحْسَنِ الثِّيَابِ وَاِنْكَاره صَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلي عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ لَمْ يَكُنْ لِاجْلِ التَّجَمُّلِ بِاحْسَنِ الثِّيَابِ (عمده)

(শিরোণামের সাথে এভাবে মিল হয়েছে যে, তা ইঙ্গিতবহ হচ্ছে, জুমু'আর দিন সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা মুস্তাহাব। আর সৌন্দর্যতা অবলম্বন উত্তম কাপড় দ্বারা হয়ে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রাযি. এর প্রতি অস্বীকৃতি প্রদর্শন উত্তম কাপড় দ্বারা সৌন্দর্যতা গ্রহণ করার কারণে নয়।)

সারকথা হলো, হযরত উমর রাযি. যে আবেদন করেছিলেন তাতে দুটি জিনিষ ছিল। ১. জুমু'আর দিন উত্তম পোষাক পরিধান। ২. উতারিদের রেশমী কাপড়ের জোড়া সৌন্দর্যতার জন্য কেনা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়টি অস্বীকার করেছেন। কেননা, পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় পরা নাজায়েয। বাকী জুমু'আর দিন সৌন্দর্যতার ক্ষেত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরবতা পালন করেছেন। তাই ইহা যে মুস্তাহাব তা প্রমাণিত হলো। — والله اعلم

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২১-১২২, কিতাবুল ইদাইন ঃ ১৩০, কিতাবুল বুয়ূ' ঃ ২৮৩, কিতাবুল হিবাহ ঃ ৩৫৬, ৩৫৭, ৪২৯, ৮৬৮, ৮৮৫, ৮৯৮, তাছাড়া মুসলিম দ্বিতীয় খন্ড ঃ ১৮৯, আবূ দাউদ- কিতাবুস সালাতের বাবুল লুবসে লিল জুমু'আতে ঃ ১৫৪, নাসায়ীও।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, জুমু'আর দিন উত্তম থেকে উত্তম কাপড় পরিধান করা দুরুস্ত আছে। বরং তা মুস্তাহাব।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ حُلَّة ঃ এক প্রকারের দুটি কাপড়কে বলে। ১. চাঁদর। ২. তেহবন্দ। বর্তমান যুগে ইহাকে সূট বলা হয়। যখন কুরতা (জামা) এবং পায়জামা একই কাপড়ের তৈরী হবে।

سِيَرًا ঃ সীনে যের এবং ইয়ার উপর যবর হবে। নিখূত রেশম।

عُطَارِد ঃ আইনে পেশ, তাশদীদবিহীন তোয়া, রা এর নিচে যের এবং শেষ হরফ দাল। এক ব্যক্তির নাম। হযরত উমর রাযি. এই জোড়াটি তাঁর ভাই উছমান ইবনে হেকীমকে দিয়েছিলেন। তিনি হযরত উমর রাযি. এর আখইয়াফি বা দুধ ভাই ছিলেন। যদিও এ ব্যাপারে মতপার্থ্যক্য রয়েছে, তিনি মুসলমান কি না? তবে অগ্রাধিকারী অভিমত হলো, তিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যান। (উমদাতুল ক্বারী)

بَاب السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ

৫৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন মিসওয়াক করা। আবূ সায়ীদ খুদরী রাযি. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মিসওয়াক করতেন।

٨٥٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ لو لا ان اشق عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতের জন্য বা তিনি বলেছেন, লোকদের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক নামাযের সাথে তাদের মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلوةٍ" قوله দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২২, ১০৭৫, বাবুস সাওয়াক আর রুতাব ওয়াল ইয়াবিস লিস সায়িম ঃ ২৫৯, وَفِيْهِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ ।

৮৫১ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ

সরল অনুবাদ : আবূ মা'মার রহ. ....আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মিসওয়াক সম্পর্কে তোমাদের অনেক বলেছি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে " أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ" قوله বাক্যে। إِكْثَار فِي السِّوَاك । অর্থাৎ প্রত্যেক নামাযের জন্য মেসওয়াকের তাকীদ করেছেন। তো জুমু'আর নামাযের জন্য আরো সঙ্গত কারণে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কথা। যেহেতু জুমু'আর নামাযে বেশী মানুষের সমাগম হয়, বিধায় এই দিন দাঁত মেজে মুখের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও বেশ জরুরী হয়ে পড়ে। যেন কোন মুসলমান ভাইয়ের কষ্ট না হয়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২২, নাসায়ী-তাহারাত ঃ ৩।

৮৫২ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ. .....হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে নামাযের জন্য উঠতেন তখন দাঁত মেজে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য যেহেতু মিসওয়াক করা সাবেত হলো তাই জুমু'আর নামাযের জন্য আরো সঙ্গত কারণে মিসওয়াক করা শরীয়ত সম্মত হবে। কেননা, জুমু'আর নামাযে মুসল্লীদের ভীড় ছাড়াও ফেরেশতাদের শুভাগমণের কথা প্রতীয়মান হয়। তাই সে দিন মুখ পরিষ্কার রাখা আরো সঙ্গত কারণে লক্ষ্যণীয় হবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২২, ৩৮, ১৫৩, তাছাড়া মুসলিম ঃ ১২৮, আবূ দাউদ ঃ ৮, নাসায়ী ঃ ২, ১৮৪, ইবনে মাজাহ ঃ ২৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন কোন যাহিরিয়্যাহদের মত খন্ডন করা। যারা জুমু'আর দিন মিসওয়াক করা ওয়াজিব বলে থাকেন। পক্ষান্তরে জমহুর উলামাদের মতে, জুমু'আর দিন মিসওয়াক করা সুন্নত। ইমাম বুখারী রহ. জমহুরের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে থাকেন।

মিসওয়াক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে নাসরুল বারী দ্বিতীয় খন্ড ১৯১ নং পৃষ্ঠা ২৪২ নং হাদীসের ব্যাখ্যা দেখা যেতে পারে।

بَاب مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

৫৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ আরেকজনের মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করা।

٨٥٣ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْطَانِيهِ فَقَصَمْتُهُ ثُمَّ مَضَغْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَسْنِدٌ إِلَى صَدْرِي

সরল অনুবাদ : ইসমায়ীল রহ. .....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর রাযি. একটি মিসওয়াক হাতে নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আব্দুর রহমান! মিসওয়াকটি আমাকে দাও। সে তা আমাকে দিল। আমি ব্যবহৃত অংশ ভেঙ্গে ফেললাম এবং তা চিবিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দিলাম। তিনি আমার বুকে হেলান দিয়ে তা দিয়ে মিসওয়াক করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল তো একেবারে স্পষ্ট। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুর রহমান রাযি. এর মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করেছেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২২, ৪৩৭, মাগাযী ঃ ৬৩৮, ৬৪০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ১. ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মিসওয়াক একটি অত্যাবশ্যকীয় সুন্নত। একে পরিহার করা উচিত নয়। আরেকজনের কাছে চাওয়ায় হেয়প্রতিপন্নতা থাকা সত্ত্বেও অন্যের কাছ থেকে চেয়ে এনে মিসওয়াক করা জায়েয আছে।

২. কেউ কেউ বলেন, ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত বাব দ্বারা লক্ষ্য হলো, সে সকল লোকদের মত খন্ডন করা যারা এ অভিমত ব্যক্ত করে থাকে যে, প্রত্যেক মানুষের মুখের ঝুটা ও লালা তার বেলায় পবিত্র। তবে অন্যের জন্য নাপাক।

হযরত শায়খুল হাদীস বলেন, আমার মতে, দ্বিতীয় রায়টি ভূল। কেননা, যদি তাঁর উদ্দেশ্য এটাই হতো তাহলে أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ এর মধ্যে যেথায় ঝুটার আলোচনা হয়েছিল সেথায় উপরোক্ত বাবটি উল্লেখ করতেন। রেওয়ায়তটি মরযুল ওয়াফাতকালের। (তাকরীরে বুখারী)

بَاب مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন ফজরের নামাযে কী পড়তে হবে?

٨٥٤ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يوم الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ

সরল অনুবাদ : আবূ নু'আইম রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিন ফজরের নামাযে (কোন সময়) الم تنزيل السجدة এবং هل اتي علي الانسان এ দু'টি সূরা তিলাওয়াত করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সম্পর্ক একেবারে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১২২, ১৪৬,তাছাড়া মুসলিম-সালাত : ২৮৮, ইবনে মাজাহ ৫৯, নাসায়ী : ১১১, তিরমিযী : ৬৮, আবূ দাউদ প্রথম : ১৫৩-১৫৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এর লক্ষ্য, তাদের মত খন্ডন করা যারা বলে, ফরয নামাযসমূহে ইমামের জন্য সেজদাবিশিষ্ট সূরা পাঠ করা মাকরূহ। এদিকে ইমামত্রয় এবং জমহূরের মতে, মকরূহবিহীন জায়েয।

بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَالْمُدُنِ

৫৬৬. পরিচ্ছেদ : গ্রামে ও শহরে জুমু'আর নামায আদায় করা।

٨٥٥ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. . ....ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে জুমু'আর নামায অনুষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম জুমু'আর নামায অনুষ্ঠিত হয় বাহরাইন জুওয়াসা নামক স্থানে অবস্থিত আব্দুল কায়স গোত্রের মসজিদে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটির মিল স্পষ্ট। অর্থাৎ হাদীসের ভাবার্থ দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। جُوَاثي গ্রাম ধর্তব্য হলে তরজমাতুল বাবের প্রথমাংশ "اَلْجُمُعَةُ فِي القري " এর সাথে মিল হবে। আর جواثي কে শহর ধরা হলে তরজমার দ্বিতায়ংশ "اَلْجُمُعَةُ فِي الْمُدُنِ " এর সাথে সম্পর্ক হবে। এর ব্যাখ্যা অচিরেই বর্ণিত হবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১২২, মাগাযী : ৬২৭, আবূ দাউদ প্রথম : ১৫৩।

٨٥٦ – حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّعَ وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنْ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ

وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

সরল অনুবাদ : বিশর ইবনে মুহাম্মদ রহ. .....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সকলেই রক্ষণাবেক্ষণকারী। লাইস (ইবনে সা'দ রাযি.) আরো অতিরিক্ত বলেন, (পরবর্তী রাবী) ইউনুস রহ. বলেছেন, আমি একদিন ইবনে শিহাব রহ.-এর সাথে ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে ছিলাম। তখন রুযাইক (ইবনে হুকায়ম রহ.) ইবনে শিহাব রহ.-এর নিকট লিখলেন, আপনি কি মনে করেন, আমি কি (এখানে) জুমু'আর নামায আদায় করবো? রুযাইক রহ. তখন সেখানে তাঁর জমির কৃষি কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। সেখানে একদল সুদানী ও অন্যান্য লোক বাস করতো। রুযাইক রহ. সে সময় আইলা শহরের (আমীর) ছিলেন। ইবনে শিহাব রহ. তাঁকে জুমু'আ কায়িম করার নির্দেশ দিয়ে লিখেছিলেন এবং আমি তাকে এ নির্দেশ দিতে শুনলাম। সালিম রহ. তার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সকলেই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তোমাদের প্রত্যেককেই অধীনস্থদের (দায়িত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইমাম একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাঁকে তাঁর অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের অভিভাবক, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামী-গৃহের পরিচালিকা, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদেম তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক, তাকেও তার মনিবের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইবনে উমর রাযি. বলেন, আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, পুত্র তার পিতার ধন-সম্পদের রক্ষক এবং এগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা সবাই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সবাইকে তাদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ مُطَابَقَةُ الْحَدِيْثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ اَنَّ رُزَيْقَ بْنَ حَكِيْمٍ لَمَّا كَانَ عَامِلًا عَلَي طَائِفَةٍ كَانَ عَلَيْهِ اَنْ يُرَاعِيَ حُقُوْقَهُمْ وَمِنْ جُمْلَتِهَا اِقَامَةُ الْجُمُعَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ اِقَامَتُهَا وَاِنْ كَانَتْ فِي قَرْيَةٍ هٰكَذَا قَرَّرَهُ الْكِرْمَانِي قُلْتُ اِنَّمَا تَتَّجِهُ الْمُطَابَقَةُ لِلْجُزْءِ الثَّانِي لِلتَّرْجَمَةِ لِاَنَّ الْقَرْيَةَ اِذَا كَانَ فِيْهَا نَائِبٌ مِنْ جِهَةِ الْاِمَامِ يُقِيْمُ الْحُدُوْدَ يَكُوْنُ حُكْمُهَا حُكْمَ الْاَمْصَارِ وَالْمُدُنِ الخ (عمده)

অর্থ ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সথে মিল এভাবে যে, রুযাইক ইবনে হাকীম একটি দলের আমীর ছিলেন। তিনি তাদের তত্ত্বাবধান করতেন। এর একটি ছিল জুমু'আর নামায কায়েম করা। তাই গ্রামে থাকা সত্ত্বেও তাঁর উপর জুমু'আর নামায কায়েম করা জরুরী ছিল। অনুরূপই আল্লামা কিরমানী রহ. বর্ণনা করেছেন। আমার মতে,

হাদীসের তরজমাতুল বাবের দ্বিতীয়াংশের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, কোন গ্রামে ইমামের পক্ষ থেকে নিযুক্ত খলীফা বিধি-বিধান কায়েম করে থাকলে উক্ত গ্রাম শহরের হুকুমভূক্ত হয়ে যায়। (উমদাতুল ক্বারী)

সারকথা হলো, তরজমাতুল বাবের দুটি অংশ রয়েছে- ১. جُمُعَة فِي الْقُرى। ২. جُمُعَه فِي الْمُدُن ।

শহরে জুমু'আর বৈধতা নিয়ে তো কোন মতবিরোধ নেই।

গ্রামে জুমু'আ আদায় করার বিবরণ হচ্ছে, রুযাইক ইবনে হাকীমকে তৎকালীন সময়ে ইমামের পক্ষ থেকে নায়েব নিযুক্ত করা হলে মানুষের হকসমূহ দেখাশুনা করার দায়িত্ব তার উপর ন্যাস্ত হয়ে গেল। এদিকে জুমু'আর নামায কায়েম করাও মুসলমানদের একটি হক। বলাবাহুল্য, যখন কোন গ্রামে হাকিম বা নায়েবে হাকিম থাকেন তখন তা শহরের হুকুমভূক্ত হয়ে যায়। অতএব গ্রামে জুমু'আর নামায আদায়ের ক্ষেত্রে আর কোন আপত্তি রইল না। — والله اعلم

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২২, ৩২৪, ৩৪৭, অনুরূপ ঃ ৩৪৭, ৩৮৪, ৭৭৯, ৭৮৩, ১০৫৭, মুসলিম দ্বিতীয় খন্ড ঃ ১২২।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ তরজমাতুল বাবের দুটি অংশ রয়েছে- ১. جُمُعَة فِي الْقُرى। ২. جُمُعَه فِي الْمُدُن ।

ইমাম বুখারী রহ. কোন স্পষ্ট বিধান বর্ণনা করেন নি। কেননা, মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ। তবে তিনি যে তরজমাতুল বাব কায়েম করেছেন এর দ্বারা এদিকে সুস্পষ্ট ইশারা পাওয়া যায় যে, ইমাম বুখারী উক্ত মাসআলায় হাম্বলী ও যাহিরীয়্যাহদের সমর্থন করেছেন।

গ্রামাঞ্চলে জুমু'আর নামায ঃ গ্রামে জুমু'আ প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরাম বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ কুতবে আলম হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর স্বরচিত রেসালা-"اَوْثَقُ الْعُرى فِي الْجُمُعَةِ فِي الْقُرى" মোতালাআ করা যেতে পারে। আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং সকল ফুকাহায়ে ইসলাম এ ব্যাপারে একমত যে, যে কোন স্থানে জুমু'আর নামায কায়েম করা যাবে না। বরং এর জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তী ও আবাদী হওয়া শর্ত। বন-জঙ্গল, ঝর্ণা যেথায় গ্রাম্য লোক কয়েকদিনের জন্য মুকীম হয় সেথায় জুমু'আর নামায কায়েম করা সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ নয়।

এ মাসআলায়ও সবাই একমত, শহর এবং বড় বড় গ্রামের অধিবাসীদের জন্য জুমু'আর নামায পড়া ওয়াজিব।

এ মাসআলায় আমাদের যুগের কতেক গায়রে মুকাল্লিদ সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ী করেন। তারা শুধু গ্রামে নয় বরং এরূপ গ্রামেও জুমু'আর নামায আদায়ের পক্ষে যেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক বাস করে থাকে।

ইমামদের রায় ঃ ১. ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন প্রমূখের মতে, জুমু'আর নামায সহীহ হওয়ার জন্য জামে শহর, উপশহর অথবা বড় গ্রাম হওয়া শর্ত।

মিসরের সংজ্ঞায় হানাফী উলামাদের মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যা নিম্নরূপ-

জামে' শহর ঃ এমন লোকালয় যেখানে শাসক এবং বিচারক রয়েছেন, যিনি শরীয়তের বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করতে এবং হদসমূহ কার্যকর করতে পারেন। (হেদায়া)

কেহ কেহ বলেন, ঐ উপত্যকা যার সবচেয়ে বড় মসজিদে যদি তারা সমবেত হয়, তাহলে সেখানে তাদের স্থান সংকুলান হয় না তাকে মিসরে জামে বলে।

আবার কারো কারো মতে, জামে শহর হলো, যেখানে বাজার, হাট বাজার থাকে।

কোন কোন মাশায়েখ হতে বর্ণিত। তাদের মতে, সর্বনিম্ন তিন হাজার মানুষের জনবসতীপূর্ণ উপত্যকাকে জামে শহর বলে। চাই তারা মুসলিম হোক বা অমুসলিম।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, শহরের সামগ্রীক কোন পরিপূর্ণ সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়, বরং এর ভিত্তি হলো প্রচলিত পরিভাষার উপর। (অর্থাৎ যদি পরিভাষায় কোন গ্রামকে শহর বা উপশহর ধরা হয় তাহলে সেখানে নামায বৈধ, অন্যথায় বৈধ হবে না।) বড় বড় ফিকাহবিদরা নিজ যমানার প্রতি লক্ষ্য করে শহরের পরিচয় দিয়েছেন। তৎকালীন সময়ে বড় বড় গ্রামে একেকজন হাকিম থাকতেন। যার হাতে মুকাদ্দামাগুলোর সুরাহা এবং দূষিদের শাস্তি প্রদানের

ক্ষমতা থাকতো। কারণ, তখনকার যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু বর্তমানে রেলগাড়ী, জাহাজ এবং মোটর প্রভৃতি যাতায়াত মাধ্যম রয়েছে। পাশাপাশি টেলিফোন এবং ওয়ায়েরলেসের (মোবাইল) ন্যায় সহজে সংবাদ আদান-প্রদান মাধ্যম থাকায় প্রতিটি বড় বড় বস্তীতে বিচারকের প্রয়োজনীয়তা নেই। অতএব আজ-কাল যে উপত্যকায় কতেকটি দোকান পাট থাকে, যার দ্বারা দৈনন্দিন জরুরত সমাধা করা যায় এবং মুসলিম, অমুসলিম মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার মানুষের বাস সেথায় জুমু'আর নামায আদায় করা বৈধ। — والله اعلم

২. ইমাম মালেক ও মদীনাবাসীদের নিকট যে সকল বস্তীতে হাট বাজার এবং মসজিদ রয়েছে তথায় জুমু'আর নামায পড়া ওয়াজিব।

৩. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ এবং দাউদ যাহেরী প্রমুখের মতে, জুমু'আর জন্য শহর হওয়া শর্ত নয়। বরং যে সমস্ত গ্রামে কাচা-পাকা ঘর-বাড়ী থাকে এবং চল্লিশজন আকিল বালিগ জুমু'আর নামাযে শরীক হতে পারে সে সকল গ্রামে জুমু'আর নামায কায়েম করা বৈধ।

জায়েয প্রবক্তাদের দলীল ঃ ১. তাদের প্রথম দলীল কোরআন শরীফের নিম্ন বর্ণিত আয়াত-

اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَي ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ (سوره جمعه)

এখানে فاسعوا এর ব্যাপকতা দ্বারা দলীল পেশ করেন। কেননা, যার মধ্যে শহর বা গ্রামের কোন বিশ্লেষণ করা হয় নি।

কিন্তু হুজ্জাতুল্লাহিল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী রহ. উপরোক্ত আয়াত দ্বারাই আহনাফের মসলক সাবেত করেছেন। অতএব যখন হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর পুস্তিকা "اَوْثَقُ الْعُرِي فِي الْجُمُعَةِ فِي الْقُرِي" তার খেদমতে পেশ করা হলো, তখন তিনি বলে উঠলেন, ভাই! আমি তো তেমন বেশ কিছু জানি না। তবে এতটুকু বলতে পারি যে, গ্রামে জুমু'আ জায়েয না হওয়া ক্বোরআন শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। দেখো, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَي ذِكْرِ اللهِ —

উক্ত আয়াতে জুমু'আর নামায আদায়ের জন্য 'সাঈ' (দ্রুত যাওয়ার) এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যার অর্থ : দৌড়ে যাওয়া, দ্রুত চলা। এটার সুযোগ সেখানেই আসে, যেখানে দীর্ঘ পথ দৌড়ে যাওয়া যায় গ্রামে এরূপ পথ হয় না।

অত:পর বলা হয়েছে-"وذروا البيع" অর্থাৎ বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো। এর দ্বারা প্রতিভাত হয়, জুমু'আর নামাযের হুকুম সে স্থানের জন্যই যেখানে কোন বড় বাজার বা মার্কেট রয়েছে। আর লোকেরা সেখানে বেচাকেনা লেনদেনে বেশ ব্যস্ত থাকে। গ্রামে অনুরূপ সরগরম বাজার কোথায় আছে? একটু দেখান তো?

সামনে বলা হয়েছে-

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ —

অর্থাৎ নামায আদায়ের পর ভূপৃষ্টে ছড়িয়ে পড়ো। আয়-রোজগার আমদানীর উপকরণে এবং অন্যান্য ব্যস্ততায় লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর দ্বারাও বুঝা যাচ্ছে, অনুরূপ স্থানে এরকম ব্যস্ততা প্রচুর পরিমাণে ব্যাপক বিস্তৃত থাকা চাই। (দরসে তিরমিযী)

২. তাদের দ্বিতীয় দলীল হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর রেওয়ায়ত-

قَالَ اِنَّ اَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ فِي الْاِسْلَامِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ صلي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِعَتْ بِجِوَاثِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَي الْبَحْرَيْنِ — (ابوداود اول صــــ ١٥٣)

এখানে 'جواثي' কে গ্রাম বলা হয়েছে। বুঝা গেল গ্রামে জুমু'আ আদায় করা যায়।

জবাব ঃ ১. উক্ত রেওয়ায়তে 'قرية' শব্দটি রাবীর পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা স্বরূপ বলা হয়েছে। কেননা, এ রেওয়ায়তটিই বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। অথচ তাতে 'قرية' শব্দটি নেই। যেমন উক্ত বাবের প্রথম হাদীসে রয়েছে। ৮৫৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

২. দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে, 'قَرِيَةٌ' শব্দটি আরবী ভাষায় কখনো শহর বুঝাতে ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন ক্বোরআন শরীফে রয়েছে-

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا (سورة نساء ٧٥)

উল্লেখিত আয়াতে 'قَرِيَةٌ' দ্বারা মক্কা মুকাররামা উদ্দেশ্য। (অথচ সর্বসম্মতিক্রমে এটিকে শহর বলা হয়ে থাকে) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে-

وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا — (سوره يوسف ايت ٨٢)

এখানে 'قَرِيَةٌ' দ্বারা শহর উদ্দেশ্য।

আরেকটি আয়াতে রয়েছে-

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰي رَجُلٍ مِن الْقَرِيَتَيْنِ عظيم (سورة الزخرف ايت ٣١)

উপরোক্ত আয়াতে 'قَرِيتَيْن' দ্বারা মক্কা-তায়েফ বুঝানো হয়েছে। যা সর্বসম্মতিক্রমে দুটি শহর।

অনুরূপ আবু দাউদ শরীফ সহ অন্যান্য কিতাবাদীর রেওয়ায়তে 'قَرِيَةٌ' দ্বারা শহর বুঝানো হয়েছে। যার প্রমাণ হলো, جواثي সম্পর্কে ইমাম জওহরী সিহাহ নামী লুগাত গ্রন্থে এবং আল্লামা জমখশরী কিতাবুল বুলদানে লেখেন, لن جواثي اسم حصن بالبحرين لعبد القيس' যেন কিল্লার নামের উপর ঐ এলাকার নাম ছড়ে পড়লো। আর কিল্লা তো ছোট গ্রামে হয় না। বরং বড় বড় শহরগুলোতে হয়ে থাকে। আর বাস্তবতা হচ্ছে, جواثي একটি বড় শহর ছিল।

আল্লামা নীমভী বলেন,

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيْ فِيْ عُمْدَةِ الْقَارِيْ حَتّٰي قِيْلَ كَانَ يسْكُنُ فِيْهَا فَوْقَ اَرْبَعَةِ الافِ نَفْسٍ وَالْقَرْيَةُ لَا تَكُنُ كذٰلكَ اِنْتَهٰي كَلَامُه (التعليق الحسن علي اثار السنن في الجزء الثاني صــ٨٠)

আল্লামা নিমভী এখানে তাহকীকী বক্তব্য দিয়েছেন। আর গ্রহণযোগ্য কিতাবাদীর সূত্রে এ কথা সাবেত করেছেন যে, جواثي একটি বড় শহর এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বড় মারকায ছিল।

৩. তাদের তৃতীয় দলীল হচ্ছে, আবূ দাউদ শরীফের নিম্ন বর্ণিত রেওয়ায়ত-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدُ اَبِيْهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُه عَنْ اَبِيْهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّه كَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِاَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ الخ (ابوداود جــ١ ــ ١٥٣ــ في باب الجمعة في القري)

অর্থাৎ আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালিক রাযি. নিজ পিতা হযরত কা'ব ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। আর আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব তার পিতা কা'ব ইবনে মালিকের নেতা (অর্থাৎ প্রয়োজনের সময় হাত ধরে নিয়ে যেতেন)। আব্দুর রহমান পিতা কা'ব ইবনে মালিক সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যখনই আমার পিতা কা'ব জুমু'আর আযান শুনতেন তখন আস'আদ ইবনে যারারাহ এর জন্য দোয়া করতেন। তিনি বলেন, একদা পিতাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আযান শুনামাত্র আস'আদ ইবনে যারারার জন্য দোয়া করেন কেন? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, "لِاَنَّه اَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِيْ هَزْمِ النَّبِيْتِ" কারণ, আসআ'দ ইবনে যারারাই সর্বপ্রথম হাযমুন নাবীতে জুমু'আর নামাযের ইমামতি করেছেন। (হাযমুন নাবীত মদীনা মুনাওয়ারার একটি গ্রামের নাম)

তাদের দলীলের উত্তর ঃ ১. প্রথমত হাযমুন নাবীত তো কোন বস্তী ছিল না। বরং মদীনার আশ পাশ এলাকাগুলো হতে একটি ছিল। এর মতলব হলো, হাযমুন নাবীত উপশহর অর্থাৎ মদীনার আশ পাশের এলাকা হওয়ায় তথায় জুমু'আর নামায পড়া ঠিক আছে। বিধায় আর কোন আপত্তি রইল না। ২. তাঁরা আলোচ্য জুমু'আর নামায নিজ ইজতিহাদে জুমু'আ ফরয হওয়ার আগেই আদায় করেছিলেন। যেহেতু তখন জুমু'আর কোন হুকুম-আহকাম নাযিল হয় নি। এ জন্য উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা দলীল দেয়া ঠিক হবে না।

নাজায়েয প্রবক্তাদের দলীল-প্রমাণ ঃ ১. বিশুদ্ধ রেওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, বিদায় হজ্জের সময় উকূফে আরাফা জুমু'আর দিন সংঘটিত হয়েছিল। এ বিষয়েও সকল রেওয়ায়তের ভাষ্য এক ও অভিন্ন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম সে দিন আরাফার ময়দানে জুমু'আর নামায আদায় করেন নি। বরং যুহরের নামায পড়েছিলেন। যেমন মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ডের একটি সুদীর্ঘ হাদীসের ৩৯৭ নং পৃষ্ঠার শেষ লাইনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে- ثُمَّ اذَّنَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّي الظُّهْرَ الخ এর কারণ এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, জুমু'আর জন্য শহর হওয়া শর্ত ?

কোন কোন শাফেয়ীদের মতে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফির থাকায় জুমু'আর নামায আদায় করেন নি।

এ জবাব এ জন্য অবাস্তব যে, তাঁর সাথে মুকীমদের এক বিশাল জামা'আত ছিল। কেননা, তখন মক্কাবাসী সবাই মুকীম ছিল। যাদের উপর জুমু'আ আদায় করা ওয়াজিব। বিধায় এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তিনি তাঁদের জন্য কেন জুমু'আর নামাযের ব্যবস্থা করলেন না? এদিকে মুসাফিরের জন্য জুমু'আর নামায আদায় আবশ্যক না হলেও সে জুমু'আ নামায পড়া নাজায়েয তো নয়। ফলে তিনি এখানে জুমু'আ আদায় করলে তার নামায তো আদায় বলে গণ্য হতো এবং সমস্ত মুকীমদেরও। এ সত্ত্বেও না তিনি জুমু'আর নামায পড়লেন না মুকীমদেরকে তা আদায়ের নির্দেশ দিলেন। অথচ তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবাও দিয়েছেন বলে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আ না পড়ার কারণ একটিই যে, ওখানে জুমু'আর নামায আদায় করা জায়েয ছিল না।

২. নাজায়েয হওয়ার দ্বিতীয় দলীল, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. এর প্রসিদ্ধ হাদীস-

قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالعَوَالِي الخ (بخاري اول صـــ ١٢٣ ـــ ايضا مسلم صـــ ٢٨٠) .

কোন কোন সাহাবী মদীনা মুনাওয়ারার আশ পাশের বস্তী থেকে পালাক্রমে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে জুমু'আয় শরীক হতেন। ছোট ছোট বস্তীতে জুমু'আ জায়েয হলে তাঁরা এর জন্য পালাক্রমে মদীনায় আসার কোন জরুরত ছিল না।

এর দ্বারা বুঝা গেল, গ্রামে জুমু'আর নামায কায়েম করা জায়েয নয়।

৩. তৃতীয় দলীল-

عَنْ عَلِيٍّ لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ اِلَّا فِيْ مِصْرٍ جَامِعٍ ـــ (رواه البيهقي وابن ابي شيبة)

উক্ত মাওকূফ হাদীসটি বিভিন্ন সনদে হাদীসের কিতাবাদীতে বর্ণিত হয়েছে। রেওয়ায়তটি মাওকূফ হলেও ক্বিয়াস দ্বারা অনুভূত না হওয়ায় মারফূ এর হুকুমভূক্ত। কিন্তু আল্লামা নববী এর উপর আপত্তি করে বসেন যে, হাদীসটির সনদ দূর্বল।

তবে বাস্তবতা হলো, এই আছর বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। তা হতে হাজ্জাজ ইবনে আরতাত এর বর্ণনা সূত্র নি:সন্দেহে যাঈফ (দূর্বল)। কিন্তু মুসান্নাফে ইবনে আবূ শায়বা এবং মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক প্রভৃতি গ্রন্থে এ হাদীসটিই আবূ আব্দুর রহমান সুলামী এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যা নি:সন্দেহে সহীহ। সুতরাং হাফেজ ইবনে হাজার রহ. "الدِّرَايَةُ فِي تَخْرِيْجِ احَادِيْثِ الْهِدَايَةِ" তে মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকের সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর মন্তব্য করেন-'وَإِسْنَادُه صَحِيْحٌ'

৪. চতুর্থ দলীল, হিজরতকালীন সময়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৪ অথবা ২৪ দিন পর্যন্ত কুবায় অবস্থান করেছেন। যেরূপ বুখারী শরীফের রেওয়ায়তে বর্ণিত হয়েছে। তবে কোন কিতাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর নামায পড়েছেন বলে উল্লেখ নেই। অথচ জুমু'আ হিজরতের আগে মক্কা মুয়াযযামায় গোপন ওহীর দ্বারা ফরয হয়েছিল। এরপরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রামাঞ্চল হওয়ার কারণেই সেখানে জুমু'আর নামায আদায় করেন নি। এ ছাড়াও আরো বহু প্রমাণাদি রয়েছে। সমূহ দলীল এখানে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য হযরত গাঙ্গুহী রহ. কর্তৃক রচিত রেসালা " اَوْثَقُ الْعُرِي فِيْ تَحْقِيْقِ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرِي " এবং হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. এর রেসালা "التحقيق في اشتراط المصر للتجميع" প্রভৃতি কিতাব মোতালা'আ করা যেতে পারে।

بَاب هَلْ عَلَى مَنْ لا يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

৫৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলা, বালক-বালিকা এবং অন্য যারা জুমু'আয় হাযির হয় না, তাদের কি গোসল করা প্রয়োজন? ইবনে উমর রাযি. বলেছেন, যাদের উপর জুমু'আর নামায ওয়াজিব, শুধু তাদের গোসল করা জরুরী।

٨٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

সরল অনুবাদ : আবুল ইয়ামান রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযে আসবে সে যেন গোসল করে।"

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের ভাবার্থগত মিল রয়েছে। অর্থাৎ যারা জুমু'আ আদায় করতে আসবে তাদের জন্য হাদীসে গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল যারা জুমু'আ পড়ে না তাদের জন্য গোসলের বিধান নয়।

ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে 'هل' শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করে স্তব্ধ হয়ে গেছেন। স্পষ্ট কোন হুকুম বর্ণনা করেন নি। তবে বাবের অধীনে হযরত ইবনে উমরের যে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসুল বাব দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী রহ. এর মতে, গোসল কেবল তাদের উপর যারা জুমু'আ আদায় করতে আসবে। — والله اعلم

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২২-১২৩, ৮৪০।

٨٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. .....আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য জুমু'আর দিন গোসল করা কর্তব্য।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ مُطَابَقَةُ الْحَدِيْثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَفْهُوْمِ لِاَنَّ مَفْهُوْمَه عَدَمُ وُجُوْبِ الْغُسْلِ عَلَى كُلِّ مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَمَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ مِمَّنْ لَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ (عمده) অর্থাৎ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ভাবার্থের দিক দিয়ে। তার ভাবার্থ হলো, নাবালেগের উপর গোসল ওয়াজিব নয়। কেননা, নাবালেগের জন্য জুমু'আর নামাযে হাযির হওয়া জরুরী নয়। (উমদাতুল ক্বারী)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৩, ১১৮, ১২১, ৩৬৬, ৮২৩।

٨٥٩ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بين انهم أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ له فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا

সরল অনুবাদ : মুসলিম ইবনে ইব্রাহীম রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমরা দুনিয়ায় (আগমনের দিক দিয়ে) সর্বশেষ। তবে কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সবার আগে। তবে তাদের কিতাব প্রদান করা হয়েছে আমাদের আগে এবং আমাদের তা দেয়া হয়েছে তাদের পরে। তারপর এই দিন (শুক্রবার নির্ধারণ) সম্বন্ধে তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। আল্লাহ আমাদের এ শুক্রবার সম্পর্কে হিদায়াত দান করেছেন। পরের দিন (শনিবার) ইয়াহূদীদের এবং তারপরের দিন (রোববার) নাসারাদের। এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর হক রয়েছে যে, প্রতি সাত দিনের এক দিন সে গোসল করবে, তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে। আবান ইবনে সালিহ রহ. আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর আল্লাহর হক রয়েছে, প্রতি সাত দিনে এক দিন সে যেন গোসল করে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ

مُطابَقَةُ الحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ تُوْخَذُ مِنْ قَوْلِه كُلِّ مُسلِمٍ لِاَنَّ المُرَادَ مِنْ كُلِّ مُسلِمِ المُسلِمُ المُحْتَلِمُ لِاَنَّ الاَحادِيثَ الوَارِدَةَ فِي هذا البَابِ يُفَسِّرُ بَعْضَهَا بَعْضٌ وَقَدْ مَرَّ فِي الحَدِيثِ السَّابِقِ عَلي كُلِّ مُحْتَلِمِ الخ (عمده)

১. অর্থাৎ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে সম্পর্ক "كُلِّ مُسلِمٍ" দ্বারা। কেননা, كل مسلم দ্বারা বালেগ মুসলমান উদ্দেশ্য। কারণ, এই বাবের হাদীসগুলো একটি আরেকটির ব্যাখ্যাস্বরূপ। আর আগের হাদীসে 'علي كُلِّ مُحتَلِمٍ' রয়েছে। (উমদাতুল ক্বারী)

২. কেউ কেউ সামঞ্জস্যতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, মহানবীর বাণী- 'علي كُلِّ مُسلِمٍ' এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, مسلم শব্দ দ্বারা মুসলমান বালেগ পুরুষ উদ্দেশ্য। কেননা, مسلم মুযাক্কার এর সীগাহ। এর দ্বারা বুঝা গেল মহিলার উপর গোসল আবশ্যক নয়। আর محتلم দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, শিশুদের উপর গোসল লাযেম নয়। — والله اعلم

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২০, ৪৯৫, ৩৭, কিতাবুল জিহাদ ঃ ৪১৫, ৯৮০, ১০১৭, ১০৪২, ১১১৬, ৪৯৬।

সারগর্ব আলোচনার জন্য নাসরুল বারী দ্বিতীয় খন্ড ১৮০ নং পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে।

٨٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. .....ইবনে উমর রাযি. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা মহিলাগণকে রাতে (নামাযের জন্য) মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য :

مُطابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ انَّه يَخْرُجِ الْجُمُعَةَ فِي حَقِّهِنَّ فَلَا يَلْزَمهِنَّ شُهُوْدَهَا وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْغُسلُ ـ (عمده)

অর্থাৎ মহিলাদেরকে রাতে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তাহলে জুমু'আর নামাযে কিভাবে শরীক হতে পারবে। এতে বুঝা যাচ্ছে, মহিলাদের উপর গোসল করা আবশ্যক নয়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১২৩, ১১৯, ১২০, ৭৮৮।

٨٦١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

সরল অনুবাদ : ইউসুফ ইবনে মূসা রহ. .....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর রাযি.-এর স্ত্রী (আতিকাহ বিনতে যায়িদ) ফজর ও ইশার নামাযের জামা'আতে মসজিদে হাযির হতেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি কেন (নামাযের জন্য) বের হন? অথচ আপনি জানেন যে, উমর রাযি. তা অপছন্দ করেন এবং মর্যাদা হানিকর মনে করেন। তিনি জবাব দিলেন, তাহলে এমন কি বাধা রয়েছে যে, উমর রাযি. স্বয়ং আমাকে বারণ করছেন না? বলা হলো তাঁকে বাধা দেয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী- আল্লাহর দাসীদের আল্লাহর মসজিদে যেতে নিষেধ করো না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা সম্পর্কে আল্লামা আইনী রহ. বলেন-

هذا الْحَدِيثُ مُطلَقٌ وَالَّذِيْ قَبْلَه مُقَيَّدٌ فَكَانَ الْبُخَارِيْ حَمَلَ هذا الْمُطْلَقَ عَلي ذَاكَ الْمُقَيَّدِ فَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ يَكُوْنُ الْمَعْنِي لَا تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ بِاللَّيْلِ وَالْجُمُعَة تَخرُجُ عَنْهُ لِانَّهَا نَهَارِيَّةٌ فَحِينَئِذٍ لَاتَشْهَدُهَا وَمَنْ لَا يَشْهَدُهَا لَيسَ عَلَيْه غُسلٌ (عمده)

অর্থাৎ এই হাদীসটি মুতলাক। আগের হাদীস মুকাইয়্যাদ। অতএব ইমাম বুখারী রহ. এই মুতলাক হাদীসকে ঐ মুকাইয়্যাদ হাদীসের উপর মাহমূল করেছেন। যখন বিষয়টি এরকম তাহলে 'لاتمنعوا اماء الله مساجد' এর অর্থ হবে তোমরা আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে রাতে যেতে নিষেধ করো না। তাই এর দ্বারা জুমু'আর

নামায বের হয়ে গেল। কেননা, তা দিনে আদায় করতে হয়। বিধায় তারা জুমু'আর নামাযে হাযির হবে না। আর যাদের জুমু'আয় উপস্থিতির প্রয়োজন নেই তাদের জন্য সে দিনের গোসল জরুরী নয়।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ এই হাদীসটি (৮৬১ নং হাদীস) মুতলাক। আর পূর্বের হাদীস (৮৬০ নং হাদীস) মুকাইয়্যাদ। যাতে ليل তথা রাতের কয়েদ রয়েছে। তো ইমাম বুখারী রহ. মুতলাক হাদীসকে মুকাইয়্যাদের উপর প্রয়োগ করে বলতে চাচ্ছেন, হযরত উমর রাযি. এর স্ত্রী হযরত আতিকাহ জামা'আতে নামায আদায়ে বেশ আগ্রহী ছিলেন। এতদসত্ত্বেও জুমু'আয় শরীক হতেন না। কারণ, মসজিদে গমণের ইজাযত রাতের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অত্রএব জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে, জুমু'আর দিন মহিলারা মসজিদে যাওয়ার কোন অনুমতি নেই। আর গোসল তাদের উপর যারা জুমু'আর নামায আদায়ের জন্য মসজিদে হাযির হবে। - والله اعلم

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর সচরাচর নিয়ম হচ্ছে, যেথায় বিভিন্ন রেওয়ায়ত অথবা ইমামদের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় সেখানে কোন সুরাহা না দিয়ে 'هل ' বৃদ্ধি করে মতানৈক্যের প্রতি ইশারা করার প্রয়াস পান।

জুমু'আর দিন গোসল করার ব্যাপারে দু'ধরণের রেওয়ায়ত বিদ্যমান-

১. "غَسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَي كُلِّ مُحْتَلِمٍ " (হাদীসুল বাবের ৮৫৮ নং হাদীসে এবং ৮৪২ নং হাদীসে রয়েছে) এর দ্বারা বুঝা যায়, জুমু'আর দিন প্রত্যেক বালেগের উপর গোসল করা ওয়াজিব। চাই সে নামায আদায় করুক বা নাই করুক। এ জন্যে উক্ত হাদীসে নামায পড়া না পড়া নিয়ে কোন কিছু বলা হয় নি।

২. দ্বিতীয় রেওয়ায়তে "مَنْ جَاءَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ " রয়েছে। (বাবের ৮৫৭ নং হাদীস) এর দ্বারা সাবেত হয়, শুধু মুসল্লী জুমু'আর দিন গোসল করতে হবে।

যেহেতু উভয় হাদীসে পরস্পর দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। তাই ইমাম বুখারী রহ. এখতেলাফের প্রতি ইশারা করে দিলেন। আর আলোচ্য হাদীসদ্বয়ের ভিন্নতায় উলামায়ে কেরামদের মাঝে এ বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, এ গোসল জুমু'আর নামাযের জন্য না জুমু'আর দিনের জন্য? জমহুরের মতে, এটি সালাতুল জুমু'আর গোসল। আর এটাই হানফীদের মযহব। তাদের দলীল-"مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ"। আর অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, লোকজন তাদের বাড়ী ও উচু এলাকা থেকেও জুমু'আর নামাযের জন্য পালাক্রমে আসতেন। আর যেহেতু তারা ধূলো-বালির মধ্য দিয়ে আগমণ করতেন, তাই তারা ধূলি মলিন ও ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন। তাদের দেহ থেকে ঘাম বের হতো। একদিন তাদের একজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন, "لَوْ اَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هٰذَا" (বুখারী ১ / ১২৩) অনুরূপ "اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" (৮৪০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

আর যারা উক্ত দিনকে 'يَوْمَ الْجُمُعَةِ' বলে গণ্য করেন তাদের দলীল " غَسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَي كُلِّ مُحْتَلِمٍ " (৮৫৮ নং হাদীস)

তারা বলেন, যেরূপ অন্যান্য বরকতময় দিন উদাহরণস্বরূপ উভয় ঈদ অথবা বরকতময় জায়গা যথা মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করার সময় গোসল জরুরী ঠিক তদ্রূপ জুমু'আর দিনের কারণে গোসল।

অতএব যদি কেউ জুমু'আর দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় নামাযে জুমু'আর আগে গোসল করে তাহলে তা উভয়ের জন্য যথেষ্ট হবে। ইমাম বুখারী রহ. অভিমত হলো, এটি নামাযে জুমু'আর গোসল বলে ধর্তব্য হবে। - والله اعلم

يَمْنَعُه قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ঃ হযরত উমর রাযি. এর স্ত্রী এবং অপরাপর মহিলাদের ঘর থেকে নির্গমণ অপছন্দনীয় বিষয় হওয়া সত্ত্বেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন নি। কেবল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী-"لَاتَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ " এর প্রতি লক্ষ্য করে।

আসল কথা হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য স্বীয় জান-মাল উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকতেন। চূড়ান্ত শিষ্টাচারের অধিকারী ছিলেন। হযরত আবূ বকর রাযি. অত্যধিক শিষ্টাচার হেতু নামাযের ইমামতি করার অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও পিছনে চলে আসেন। শুধু হযরত উমর রাযি.ই

মহিলাদের মসজিদে গমণ অপছন্দ করতেন তা নয়। বরং অন্যান্য সাহাবারাও একে ভাল চোখে দেখতেন না। অতএব হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত- "لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مَنَعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ"

হযরত যুবা্ইর রাযি.ও ইহাকে মাকরুহ মনে করতেন। হযরত উমর রাযি. এর ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রী হযরত যুবাইর রাযি. এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে পূর্বের আমলনুযায়ী মসজিদে যাওয়ার ধারা অব্যাহত রাখলেন। এ আমল হযরত যুবাইর রাযি. এর বেশ অপছন্দ হলো। একদা তিনি মসজিদে যেতে বের হলে হযরত যুবাইর রাযি. দ্রুতবেগে সামনে গিয়ে রাস্তায় তাঁর সাথে মিলে তাঁর নিতম্বে একটি চপেটাঘাত করে চলে গেলেন। অন্ধকার থাকায় যুবা্ইরকে চিনতে পারেন নি। উক্ত ঘটনায় এখান থেকেই বাড়ীতে ফিরে এলেন। পরের দিন থেকে মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। হযরত যুবাইর রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, হে আতিকাহ! নামায পড়তে যাওনা কেন? প্রত্যুত্তরে বললেন, সে ফিতনামুক্ত যুগ শেষ হয়ে গেছে।

বলাবাহুল্য, خير القرون এ সাহাবায়ে কেরাম মহিলাদের এই আসা-যাওয়াকে ভাল চোখে দেখতেন না। তো বর্তমান ফিতনা ও ফাসাদের যামানায় মসজিদে গমণ বেশ অবাঞ্ছনীয় হওয়ারই কথা। (তাক্বরীরে বুখারী)

بَاب الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ

৫৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির কারণে জুমু'আর নামাযে হাযির না হওয়ার অবকাশ।

٨٦٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. .....ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর মুআযযিনকে এক বর্ষণমুখর দিনে বললেন, যখন তুমি (আযানে) 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলবে, তখন 'হাইয়া আলাস সালাহ' বলবে না, বলবে, "সাল্লূ ফী বুয়ূতিকুম" তোমরা নিজ নিজ বাসগৃহে নামায আদায় করো। তা লোকেরা অপছন্দ করলো। তখন তিনি বললেন, আমার চাইতে উত্তম ব্যক্তিই (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা করেছেন। জুমু'আ নিঃসন্দেহে জরুরী। আমি অপছন্দ করি যে, তোমাদেরকে মাটি ও কাদার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করার অসুবিধায় ফেলি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِيْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ اِلَي اخره" **দ্বারা** তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৩, ৮৬, ৯২, মুসলিম প্রথম ঃ ২৪৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ক্ষতিকর ও মুশলধারে বৃষ্টির কারণে কাপড় ও শরীর কাদাযুক্ত হবেই। তা এমন উযর বলে পরিগণিত হবে যার কারণে জুমু'আর নামায এবং জামা'আতে নামায পরিত্যাগ করা যায়। তবে এমন বৃষ্টি যা ক্ষতিকারক নয় তার কারণে জুমু'আর নামায পরিহার করা জায়েয নেই। এটাই জমহুর উলামাদের মযহব। ইমাম মালেক রহ. এর মতে, বৃষ্টির কারণে জামা'আতে নামায ছাড়া যাবে না। (ফাতহুল বারী)

بَاب مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالي

{ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ }

وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ وَكَانَ أَنَسٌ فِي قَصْرِهِ أَحْيَانًا يُجَمِّعُ وَأَحْيَانًا لَا يُجَمِّعُ وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ

৫৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ কতুদূর থেকে জুমু'আর নামাযে আসবে এবং জুমু'আ কার উপর ওয়াজিব? কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, জুমু'আর দিন যখন নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়, (তখন) আল্লাহর যিকরের দিকে দৌড়িয়ে যাও। আতা রহ. বলেছেন, যখন তুমি কোন বড় শহরে বাস করো, জুমু'আর দিন নামাযের জন্য আযান দেয়া হলে, তা তুমি শুনতে পাও বা না পাও, তোমাকে অবশ্যই জামাআতে হাযির হতে হবে। আনাস রাযি. যখন (বসরা থেকে) দু'ফারসাখ (ছয় মাইল) দূরে অবস্থিত জাবিয়া নামক স্থানে তাঁর বাড়ীতে অবস্থান করতেন, তখন কখনো জুমু'আ পড়তেন, কখনো পড়তেন না।

٨٦٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيِّ فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ يُصِيبُهُمْ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا

সরল অনুবাদ : আহমাদ ইবনে সালিহ রহ. ....নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনী আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন তাদের বাড়ী ও উচু এলাকা থেকেও জুমু'আর নামাযের জন্য পালাক্রমে আসতেন। আর যেহেতু তারা ধূলো-বালির মধ্য দিয়ে আগমণ করতেন, তাই তারা ধূলি মলিন ও ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন। তাদের দেহ থেকে ঘাম বের হতো। একদিন তাদের একজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন, যদি তোমরা এ দিনটিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট " كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيِّ " তে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৩, মুসলিম প্রথম-কিতাবুল জুমু'আ ঃ ২৮০, আবূ দাউদ প্রথম-আবওয়াবু তাফরীয়িল জুমু'আ ঃ ১৫১।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ তরজমাতুল বাবের দুটি অংশ রয়েছে। অর্থাৎ তরজমাতুল বাব দুটি মাসআলাকে শামিল রাখে। ইমাম বুখারী রহ. কোন সুস্পষ্ট বিধান বর্ণনা করেন নি। মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ হওয়ায় তিনি 'اين ' ইস্তেফহামের শব্দ দিয়ে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাবের অধীনে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, তাঁর উদ্দেশ্য হলো, গ্রামবাসীদের উপর জুমু'আর নামায আদায় করা ওয়াজিব। তা না হলে উঁচু এলাকা থেকে জুমু'আর নামায আদায় করতে মদীনায় কেন আসতেন? তরজমার প্রথম অংশ "مِنْ اَيْنَ تُؤْتِي الْجُمُعَةَ " অর্থাৎ কত দূর থেকে জুমু'আর নামায পড়তে শহরে আসা চাই। ইহা মূলত জুমু'আ কায়েম করার স্থানজনিত মাসআলা। অর্থাৎ কোথায় জুমু'আ কায়েম করা জায়েয? আর কোথায় জায়েয নেই।

এর মূল সম্পৃক্ততা ফেনায়ে মিসরওয়ালাদের সাথে। অর্থাৎ শহরের আশপাশে বাসকারী লোকজন। তারা আযান শুনতে পেলে শহরে এসে জুমু'আর নামায পড়বে। অন্যথায় তাদের উপর জুমু'আ ওয়াজিব নয়।

হাদীসুল বাবের ব্যাখ্যা ঃ (فتح) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِيْهِ رَدٌّ عَلَي الْكُوْفِيِّيْنَ الخ অর্থাৎ আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, এই হাদীসটি হানাফীদের বিরুদ্ধে। কেননা, আহনাফের মতে, গ্রামবাসীদের উপর জুমু'আ ওয়াজিব নয়। হাফেজ আসক্বালানী উক্ত মতকে খন্ডন করে বলেন, "فِيْه نَظَرٌ لِاَنَّه لَوْ كَانَ وَاجِبًا عَلَي اَهْلِ الْعَوَالِي مَا تَنَاوَبُوْا الخ " অর্থাৎ এই হাদীস হানাফীদের মযহবের উল্টো নয়। বরং এর দ্বারা তো সাবেত হচ্ছে, গ্রামের অধিবাসীদের উপর জুমু'আ ওয়াজিব নয়। কারণ, ওয়াজিব হলে পালাক্রমে জুমু'আয় না এসে সবাই উপস্থিত হতেন। واللہ اعلم -

بَاب وَقْت الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَذَلِكَ يذكر عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالنُّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْث

৫৭০. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্য হেলে গেলে জুমু'আর ওয়াক্ত হয়। উমর, আলী, নু'মান ইবনে বাশীর এবং আমর ইবনে হুরাইস রাযি. থেকেও অনুরূপ উল্লেখ হয়েছে।

٨٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنْ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ

সরল অনুবাদ : আবদান রহ.....ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি আমরাহ রহ. কে জুমু'আর দিনে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। আমরাহ রহ. বলেন, আয়িশা রাযি. বলেছেন, লোকজন নিজেদের কাজকর্ম নিজেরাই করতেন। যখন তারা দুপুরের পরে জুমু'আর জন্য যেতেন তখন সে অবস্থায়ই চলে যেতেন। তাই তাঁদের বলা হলো, যদি তোমরা গোসল করে নিতে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল وَكَانُوْا اِذَا رَاحُوْا اِلَي الْجُمُعَةِ رَاحُوْا " তে। অর্থাৎ رواح এর অর্থ আরবী ভাষায় যাওয়াল এর পর (সূর্য ঢলে যাওয়ার পর) চলাকে বলে। বিধায় ইমাম বুখারী রহ. راحوا শব্দ দ্বারা সাবেত করেছেন যে, জুমু'আর নামাযের ওয়াক্ত সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার সাথে সাথে শুরু হয়। যোহরের নামাযের ওয়াক্তের মতো।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৩, ২৭৮, মুসলিম কিতাবুল জুমু'আ ঃ ২৮০।

٨٦٥ – حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

সরল অনুবাদ : সুরাইজ ইবনে নু'মান রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর নামায আদায় করতেন, যখন সূর্য হেলে যেতো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল " كَانَ يُصَلِّيْ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ " বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৩,তাছাড়া আবূ দাউদ প্রথম ঃ ১৫৫, তিরমিযী প্রথম ঃ ৬৬।

٨٦٦ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

সরল অনুবাদ : আবদান রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রথম ওয়াক্তেই জুমু'আর নামাযে যেতাম এবং জুমু'আর পরে কাইলুলা (দুপুরের বিশ্রাম) করতাম।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়।

এ মিল তখন দুরুস্ত হবে যখন نُبَكِّرُ অর্থ : প্রথম ওয়াক্ত। অর্থাৎ ভোরে যেতাম। আর জমহুর হানাফী, শাফেয়ী এবং মালেকী মাযহাব মতে এটাই উদ্দেশ্য। তবে ' نبكر ' অর্থ : ভোরে পড়ার জন্য যেতাম' নিলে দুটি আপত্তি আবশ্যক হয়। ১. জমহুর ইমামদের মতের বিরোধীতা। ২. বড় যে আপত্তিটা আসে তা হচ্ছে, হযরত আনাস ইবনে মালিকের পূর্ব বর্ণিত হাদীসের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি। যদিও ' تَبْكِير ' শব্দে উভয় অর্থের সুযোগ রয়েছে। তবে প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত তো হবে না এবং জমহুরের মতামতের বিরোধীতাও হবে না। — والله اعلم بالصواب

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে, যাওয়াল তথা সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার আগেও জুমু'আর নামায আদায় করা জায়েয আছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৩-১২৪, ১২৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, জুমু'আর নামাযের ওয়াক্ত যাওয়াল তথা সূর্য ঢলে যাওয়ার পর শুরু হয়। যুহরের নামাযের মতো। এটাই ইমামত্রয় (ইমাম আযম, ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফেয়ী রহ.) এবং জমহুর উলামাদের মযহব। যেন ইমাম বুখারী রহ. জমহুরের পক্ষাবলম্বন করেছেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাবে তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. এর। বাহ্যত উভয়টিতে দ্বন্দ্ব বুঝা যাচ্ছিল। তৃতীয় হাদীসে দুটি অর্থের সম্ভাবনা ছিল। বুখারী রহ. হযরত আনাস রাযি. এর সুস্পষ্ট হাদীসকে প্রথমে বর্ণনা করে দ্বিতীয় হাদীসের ভাবার্থকে তরজমাতুল বাব দ্বারা নির্দিষ্ট করে দ্বন্দ্বের নিরসন করেছেন। যেহেতু ইমাম আহমদ প্রমূখের মতে, জুমু'আর নামায যাওয়াল তথা সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার আগেও বৈধ। অর্থাৎ যদি কেউ সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার আগেও জুমু'আর সালাত আদায় করে নেয় তবে তাকে আর তা পুনরায় আদায় করতে হবে না। ইমাম তিরমিযী বলেন,

اَجْمَعَ عَلَيْهِ اَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ وَقْتَ الْجُمُعَةِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كَوَقْتِ الظُّهْرِ .وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ وَرَاٰي بَعْضُهُمْ اَنَّ صَلٰوةَ الْجُمُعَةِ اِذَا صُلِّيَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ اَنَّهَا تَجُوْزُ اَيْضًا وَقَالَ اَحْمَدُ وَمَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ فَاِنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ اِعَادَةً ـ (ترمذي اول في باب ماجاء في وقت الجمعة ٦٦)

অর্থাৎ এই বিষয়ে অধিকাংশ আলিম একমত যে, যোহরের ওয়াক্তের মতো সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর হলো জুমু'আর ওয়াক্ত। এ হলো ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর অভিমত। কোন কোন আলিম মনে করেন, যাওয়াল বা পশ্চিমে সূর্য হেলে পড়ার আগেও যদি জুমুআর নামায পড়া হয় তবে তা আদায় বলে ধর্তব্য হবে। ইমাম আহমদ বলেন, যাওয়াল বা পশ্চিমে সূর্য হেলে পড়ার আগেও জুমু'আর সালাত আদায় করে নেয় তবে তাকে আর তা পুনরায় আদায় করতে হবে না।

بَاب إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৭১. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন যখন সূর্যের তাপ প্রখর হয়।

٨٦٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك رضي الله عنه يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ و قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةَ فَقَالَ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْجُمُعَةَ وَقَالَ بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ صَلَّى بِنَا أَمِيرٌ الْجُمُعَةَ ثُمَّ قَالَ لِأَنَسٍ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর মুকাদ্দামী রহ. .....আনাস ইবনে মালিক রাযি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচন্ড শীতের সময় প্রথম ওয়াক্তেই নামায আদায় করতেন। আর প্রখর গরমের সময় ঠান্ডা করে (বিলম্ব করে) নামায আদায় করতেন। অর্থাৎ জুমু'আর নামায। ইউনুস ইবনে বুকাইর রহ. আমাদের বলেছেন, আর তিনি নামায শব্দের উল্লেখ করেছেন, জুমু'আ শব্দের উল্লেখ করেন নি। আর বিশর ইবনে সাবিত রহ. বলেন, আমাদের কাছে আবূ খালদা রহ. বর্ণনা করেছেন যে, জুমু'আর ইমাম আমাদের নিয়ে নামায আদায় করেন। এরপর তিনি আনাস রাযি.- কে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায কিভাবে আদায় করতেন?

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " قوله "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর ঝোঁক বুঝা যাচ্ছে, প্রখর গরমের সময় যেরূপ যুহরকে ঠান্ডা করে (বিলম্ব করে) আদায় করা অর্থাৎ দেরীতে আদায় করা উত্তম ঠিক তদ্রূপ জুমু'আর নামাযও প্রখর গরমের সময় শীতল করে তথা বিলম্ব করে আদায় করা উত্তম। তবে নিশ্চিত কোন ফায়সালা দেন নি। এর কারণ হলো, উক্ত বাবের হাদীসে "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ" রয়েছে। এটি সম্ভাব্য বিষয়ের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ "يعني الجمعة" ইহা আবূ খালদা তাবেয়ী অথবা পরের কোন ছাত্রের উক্তি। বলাবাহুল্য, اِذَا جَاءَ الْاِحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِدْلَالُ এই সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়ায় দলীল হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ উক্ত তরজমাতুল বাব এবং তার অধীনস্থ হাদীস " اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ " দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, ইমাম বুখারী রহ. উক্ত মাসআলায়ও হানাফীদের মাযহাব সমর্থন করেছেন যে, প্রখর গরম হলে যোহরের মতো জুমু'আর নামায শীতল করে আদায় করবে। কিন্তু মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা হওয়ায় ইমাম বুখারী রহ. নিশ্চিত কোন হুকুম লাগান নি।

بَاب الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ عز و جَلَّ { فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ }وَمَنْ قَالَ السَّعْيُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا } وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ وَقَالَ عَطَاءٌ تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ

৫৭২. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর জন্য পায়ে হেঁটে চলা এবং আল্লাহর বাণী- فاسعوا الي ذكر الله "তোমরা আল্লাহর যিকরের জন্য দৌড়িয়ে আস"। যিনি বলেন, سعي 'সাঈ' এর অর্থ কাজ করা, গমণ করা। কেননা, আল্লাহর বাণী- "سعي لها سعيها " এর অন্তর্গত 'সাঈ' এর অর্থ হলো কাজ করা। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, তখন (জুমু'আর আযানের পর) যাবতীয় বেচা-কেনা হারাম হয়ে যায়। আতা রহ. বলেন, শিল্প-কারিগরীর যাবতীয় কাজই তখন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ইবরাহীম ইবনে সা'দ রহ. যুহরী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, জুমু'আর দিন যখন মুআযযিন আযান দেয় তখন মুসাফিরের জন্য জুমু'আর নামাযে হাযির হওয়া উচিত।

٨٦٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

সরল অনুবাদ : আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ......আবায়া ইবনে রিফা'আ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুমু'আর নামাযে যাওয়ার সময় আবূ আবস রাযি.-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, যার দু'পা আল্লাহর পথে ধূলি ধূসরিত হয়, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "اذْهَبُ اِلي الجُمُعَةِ الخ." قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, হাদীসের শিরোণামের সাথে মিল এভাবে যে, জুমু'আ আল্লাহ তা'আলার বাণী-" فِيْ سَبِيْلِ اللهِ " এর মধ্যে প্রবিষ্ট। কেননা, 'سبيل ' শব্দটি ইসমে জিনস মুযাফ হওয়ায় ব্যাপকতার ফায়দা দিচ্ছে (ফলে জুমু'আর নামাযকে শামিল রাখছে)। কারণ, আবূ আবস জুমু'আর নামায আদায়ের জন্য সাঈ এর হুকুমকে জিহাদের হুকুমভূক্ত করেছেন। (উমদাতুল ক্বারী)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৪, ৩৯৪,তাছাড়া তিরমিযী প্রথম- কিতাবুল জিহাদ ঃ ১৯৬, নাসায়ীও জিহাদে, মুসনদে আহমদ তৃতীয় খন্ড ঃ ৪৭৯।

٨٦٩ – حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

সরল অনুবাদ : আদাম ও আবুল ইয়ামান রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যখন নামায শুরু হয়, তখন দৌড়িয়ে গিয়ে নামাযে যোগদান করবে না, বরং হেঁটে হেঁটে গিয়ে নামাযে যোগদান করবে। নামাযে ধীর-স্থিরভাবে যাওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কাজেই জামা'আতের সাথে নামায যতটুকু পাও আদায় করো, আর যা ফাওত হয়ে গেছে, পরে তা পুরো করে নাও।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : "وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১২৪, ৮৮।

٨٧٠– حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ

সরল অনুবাদ : আমর ইবনে আলী রহ. ......আবূ কাতাদাহ রাযি. সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত নামাযে দাঁড়াবে না। তোমাদের জন্য ধীর-স্থির থাকা অপরিহার্য।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : "وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ" قوله দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১২৪, ৮৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : ১. হযরত গাঙ্গুহী রহ. বলেন, উক্ত বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, জুমু'আয় সওয়ারী অবস্থায় না এসে হেঁটে হেঁটে আসার ফযীলত বর্ণনা করা।

২. হযরত শায়খুল হাদীস রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাব দ্বারা দুটি বিষয় প্রমাণিত করতে চেয়েছেন- ক. পায়ে হেঁটে আসার ফযীলত। খ. 'سعي' এর অর্থ নির্দিষ্ট করা।

কেননা, কোরআন শরীফে আছে "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ" (অর্থাৎ যখন জুমু'আর দিন আযান হবে তখন জুমু'আর দিকে 'سعي' করো। (দৌড়ে আসবে) আর سعي এর অর্থ দৌড়া।

আর হাদীস শরীফে- "لَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ" (নামাযের দিকে দৌড়ে আসবে না) রয়েছে। উভয় হাদীসে বাহ্যত দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিধায়, ইমাম বুখারী রহ. উক্ত দ্বন্দ্ব নিরসন করতে গিয়ে বলছেন, আয়াতে কারীমায় 'سعي' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কাজ করা, গমণ করা। কারণ, সাঈ শব্দটি আমল অর্থে ব্যবহৃত হয়। বুখারী রহ. কোরআন পাক দ্বারা সাবেত করে দিয়েছেন যে, কোরআন শরীফে "وَسَعي لَهَا سَعْيَهَا" রয়েছে। এখানে 'سعي' আমল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অদ্রুপ এখানেও অর্থ হলো, আযান হওয়ার সাথে সাথে সবধরণের লেনদেন পরিহার করে জুমু'আর নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

বাবের দ্বিতীয় হাদীস দ্বারাও এর দৃঢ়তা অর্জন হয়। হাদীসটি হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এরশাদ-"إِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَاتَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ"-

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ وَيحرمُ الْبَيْعُ حِيْنَئِذٍ ঃ এর 'وَذَرُوا الْبَيْعَ' এর সাথে সম্পর্ক। ইমাম বুখারী রহ. দুটি উক্তি উল্লেখ করেছেন।

১. ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, তখন (জুমু'আর আযানের পর) যাবতীয় বেচা-কেনা হারাম হয়ে যায়। বাহ্যত এ হুকুমটি ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে খাস।

২. আতা রহ. বলেন, تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا (শিল্প-কারিগরীর যাবতীয় কাজই তখন নিষিদ্ধ হয়ে যায়।) এর মতলব হলো, ইহা কেবল বেচা-কেনার কোন বৈশিষ্ট নয়। বরং যাবতীয় লেনদেন এবং দুনিয়াবী কাজ-কর্ম সব কিছুই এ হুকুমেরই অন্তর্ভূক্ত। এটাই ইমাম আযম এবং জমহুরের মাযহাব। - والله اعلم

بَاب لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَة

৫৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন নামাযে দু'জনের মধ্যে ফাঁক না করা।

٨٧١ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ انا ابْنُ أَبِي ذِئْب عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ ابْنِ وَدِيعَةَ عن سَلْمَان الْفَارِسِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَة وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيب ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَة الْأُخْرى

সরল অনুবাদ : আবদান ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ....সালমান ফারসী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে এবং যথাসম্ভব উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, এরপর তেল মেখে নেয় অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করে, তারপর (মসজিদে) যায়, আর দু'জনের মধ্যে ফাঁক করে না এবং তার ভাগ্যে নির্ধারিত পরিমাণ নামায আদায় করে। আর ইমাম যখন (খুতবার জন্য) বের হন তখন চুপ থাকে। তার এ জুমু'আ এবং পরবর্তী জুমু'আর মধ্যবর্তী যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اِثْنَيْنِ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৪, ১২১।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, জুমু'আর দিন দুজনের মাঝে ফাঁক রাখা মকরূহ। শায়খুল মাশায়েখ হযরত শাহ সাহেব তারাজিমুল আবওয়াব নামক গ্রন্থে বলেন, قد فسر التفريق بين الاثنين بوجهين الخ সারকথা হলো, দুজনের মাঝে ফাঁক করার দুটি সূরত হতে পারে- ১. আগন্তুক মুসল্লীদের ঘাড় টপকিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া। ২. মিলে-মিশে বসে থাকা দুজন বন্ধুর মাঝে ঢুকে বসার চেষ্টা করা। তাফরীক তথা ফাঁক করার উভয় সূরতই মাকরূহ। কেননা, উভয়টি কষ্টদায়ক এবং একরামুল মুসলিমীন বিরোধী। তবে কোন কোন সূরত আছে যা কেরাহত হতে মুস্তাছনা। উদাহরণস্বরূপ সামনের কাতারে খালী জায়গা থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় কাতার ভরে নিলে সামনের কাতারের ফাঁক জায়গাটা পূর্ণ করার লক্ষ্যে ঘাড় টপকিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া দুরুস্ত আছে। মাকরূহ নয়। কিন্তু ইমাম, সে সকল আকাবির এবং উস্তাদবৃন্দ যাদের সামনে অগ্রসর হওয়াতে মানুষ কষ্টানুভব করে না তারা এ হুকুমভূক্ত নয়। বরং তাদের সামনে অগ্রসর হওয়াকে লোকেরা বরকত লাভের মাধ্যম মনে করে থাকে। - والله اعلم

কঠোর ধমকী ঃ হযরত মা'য ইবনে আনস জুহানী রাযি হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَخَطَّي رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِتَّخَذَ جِسْرًا اِلي جَهَنَّمَ (ترمذي اول ص٦٧ -٦٨)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন মানুষের ঘাড় টপকিয়ে সামনে অগ্রসর হবে তাকে জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পুল বানিয়ে দেয়া হবে। (মানুষ তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে) এই অর্থ তখন হবে যখন 'اتخذ' ফেলে মাজহুল ধরা হবে। আর ফেলে মারুফ হলে অর্থ হবে, সে যেন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য পুল বানিয়ে নিল। 'রাস্তা পরিস্কার করে নিল' অর্থাৎ তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করা হবে। - اللّهمّ احفظنا

بَاب لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِه

৫৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন কোন ব্যক্তি তার ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসবে না।

٨٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قال سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِه وَيَجْلِسَ فِيهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ الْجُمُعَةَ قَالَ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে সাল্লাম রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, যেন কেউ তার ভাইকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সে জায়গায় না বসে। ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন, আমি নাফি' রহ. কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি শুধু জুমু'আর ব্যাপারে? তিনি বললেন, জুমু'আ ও অন্যান্য (নামাযের) ব্যাপারেও (এ নির্দেশ প্রযোজ্য)।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

শিক্ষণীয় ঘটনা ঃ মসজিদ আল্লাহর ঘর। কারো বাপ-দাদা তথা পূর্বপুরুষের বানানো ঘর নয়। যে মুসল্লী মসজিদে আগে এসে কোন স্থানে বসে পড়বে সে ঐ স্থানের হকদার। এখন কোন বাদশাহ বা মন্ত্রী এসেও তাকে উঠানোর মতো অধিকার রাখেন না। কথিত রয়েছে, হযরত মাখদূম আলী আহমদ সাবির রহ. সর্বপ্রথম মসজিদে আসতেন। এরপর গ্রামের নেতৃস্থানীয় লোক আসতো। তাকে গরীব মনে করে স্বস্থান থেকে উঠাতে উঠাতে মসজিদের বাহিরে নিয়ে আসতো। কয়েকবার অনুরূপ ঘটনা সত্ত্বেও তিনি নিরব থাকলেন। পরিশেষে ধারাবাহিক এ বেআদবীমূলক আচরণে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। একদা তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। অভিজাত ব্যক্তিবর্গরা ভিতরে রয়ে গেলেন। একপর্যায়ে তিনি মসজিদকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, (হে

মসজিদ!) সবাই সেজদা করতেছে। তুমি কেন সেজদা করো না? সাথে সাথে মসজিদ বিধ্বস্ত হয়ে অহংকারীরা ওখানে পিষ্ট হয়ে মারা গেল। (তাইসিরুল বারী তরজমাহ ও শরহে বুখারী দ্বিতীয় খন্ড)

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُقِيْمَ الرَّجُلُ اَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيْهِ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সংযুগ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৪, ৯২৭, আবার ঃ ৯২৭-৯২৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, যেরূপ দুজন মানুষের মধ্যখানে ঢুকে বসার চেষ্টা করা অনুচিত ঠিক তদ্রূপ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন আগে এসে কোন স্থানে বসে গেল তাকে স্বস্থান হতে উঠিয়ে বসার অপচেষ্টা করাও একরামে মুসলিম বিরোধী। বরং তা কষ্টদায়ক এবং নিষিদ্ধ কাজ বলে গণ্য হবে। চাই তা কথার দ্বারা হোক বা বাহ্যিক অবস্থার দ্বারা হোক।

প্রশ্ন ঃ হাদীসুল বাবে 'জুমু'আর' তো কোন কয়েদ নেই। অথচ তরজমাতুল বাবে উক্ত কয়েদ আনা হয়েছে?

উত্তর ঃ এটি ইমাম বুখারী রহ. এর সাধারণ নিয়ম হতে একটি। তিনি কোন কোন সময় ব্যাপক দলীল দ্বারা স্বীয় খাস তরজমাকে সাবেত করার প্রচেষ্টা করে থাকেন। কেননা, আমের মধ্যে খাস তো আছেই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এর মাওলা নাফে' এর দ্বারা সামনের মাসআলা 'এই বর্ধিত জুমুআ'আ গায়রে জুমু'আ সব দিনের জন্য প্রযোজ্য' এর উপর ইস্তেদলাল করেছেন। অতএব ইমাম বুখারী রহ. এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। - والله اعلم

بَاب الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনের আযান।

٨٧٣ – حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ الزَّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ

সরল অনুবাদ : আদম রহ. .....সায়িব ইবনে ইয়াযীদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর রাযি. এবং উমর রাযি.-এর সময় জুমু'আর দিন ইমাম যখন মিম্বরের উপর বসতেন, তখন প্রথম আযান দেয়া হতো। পরে যখন উসমান রাযি. খলীফা হলেন এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি 'যাওরা' থেকে তৃতীয় আযান বৃদ্ধি করেন। আবূ আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী) রহ. বলেন, 'যাওরা' হলো মদীনার অদূরে বাজারের একটি স্থান।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوَّلُه" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৪, আবার ঃ ১২৪, ১২৫,তাছাড়া আবূ দাউদ ঃ ১৫৫ বাবুন নিদা ইয়াওমাল জুমু'আতে, তিরমিযী প্রথম ঃ ৬৮, ইবনে মাজাহ প্রথম খন্ড ঃ ৮০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, জুমু'আর দিন দুটি আযান হবে। ১. প্রথম আযান জুমু'আর ওয়াক্ত শুরুকালে। যেন আযান শুনেই লোকেরা জুমু'আর নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। ২. দ্বিতীয় আযান ইমাম সাহেব খুতবা দেয়ার জন্য মিম্বরে তাশরীফ নিলে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ একজন কম বয়সী সাহাবী ছিলেন। হাফেজ আসকালানী রহ. বলেন, "له ولابيه صحبة" (তাহযীব তৃতীয় খন্ড-৪৫০) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ حَجَّ أَبِي مَعَ " النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ" (তাহযীবুত তাহযীব তৃতীয় খন্ড-৪৫০)। আর দু' জাহানের সরদার হুযূর আকদস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্ত হজ্জ দশম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে সংঘটিত হয়েছিল। যার মাত্র তিন মাস পর ১১ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল। এর দ্বারা বুঝা গেল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের সময় সায়েব ইবনে ইয়াযিদ রাযি. এর বয়স মাত্র সাত বছর ছিল।

সায়েব ইবনে ইয়াযীদ বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং শায়খাইন রাযি. এর যমানায় জুমু'আর নামাযের জন্য একটি আযান দেয়া হতো। আর এই আযান ইমাম সাহেব খুতবা দেয়ার জন্য মিম্বরে উঠার পর দেয়া হতো। পরে হযরত উছমান ইবনে আফফান রাযি. তাঁর রাজত্বকালে ত্রিশ হিজরীতে তৃতীয় আযানের সূচনা করলেন। যার কারণ হাদীস শরীফেই উল্লেখ করা হয়েছে-'كثر الناس' অর্থাৎ জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। মদীনার আবাদী বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই তৃতীয় আযান কিন্তু কার্যত প্রথম আযান। অর্থাৎ আযানে খুতবার আগে যে আযান (মদীনার বাজারে যাওরা নামী স্থানে) দেয়া হতো। এই যাওরা মসজিদে নববীর কিছু দূরে একটি উঁচু স্থানের নাম। উক্ত আযানকে হাদীসে তৃতীয় আযান বলা হয়েছে। আর কোন কোন রেওয়ায়তে প্রথম আযান বলা হয়েছে। এতে কোনরকম বৈপরিত্ব নেই। যিনি হুযূর আকদ্দস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং শায়খাইনের যুগকে লক্ষ্য করেছেন তিনি আযানে উছমানকে তৃতীয় আযান বলেছেন। আর তৃতীয় আযান تغليبا বলা হয়েছে। কেননা, ইকামতকেও উভয় আযানে শামিল করা হয়েছে। আর যিনি জুমু'আর দিন বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করেছেন তিনি আযানে উছমানকে প্রথম আযান বলেছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত উছমান রাযি. এর উক্ত আমলকে বেদআত বলা যাবে না। কেননা, ইহা খুলাফায়ে রাশিদীন হতে একজনের ইজতেহাদ। যা ইজমায়ে সাহাবা দ্বারা সুদৃঢ় হয়েছে। আল্লামা শাতিবী রহ. আল ই'তেসাম নামী কিতাবে লেখেন, খুলাফায়ে রাশিদীনের কোন আমলই বেদআত হতে পারে না। চাই কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নতে রাসূলে উক্ত আমল সম্পর্কে কোন নস নাই থাকুক। দলীল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ (ابن ماجه ص٥)

অর্থাৎ যে সব হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সুন্নত পালনের হুকুম দিয়েছেন সেগুলোতে খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নতকেও অবশ্য পালনীয় বলেছেন। অতএব এর উপরই সকল উলামায়ে কেরামদের আমলের ধারা অব্যাহত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

بَاب الْمُؤَذِّن الْوَاحِد يَوْمَ الْجُمُعَة

৫৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন এক মুয়াযযিনের আযান দেয়া।

٨٧٤ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَة عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَة وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِد وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَة حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ

সরল অনুবাদ : আবূ না'আইম রহ. ......সায়িব ইবনে ইয়াযীদ রাযি. থেকে বর্ণিত। মদীনার অধিবাসীদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেল, তখন জুমু'আর দিন তৃতীয় আযান যিনি বৃদ্ধি করলেন, তিনি হলেন, উসমান ইবনে আফফান রাযি.। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় (জুমু'আর জন্য) একজন ছাড়া মুআযযিন ছিল না এবং জুমু'আর দিন আযান দেয়া হতো যখন ইমাম বসতেন অর্থাৎ মিম্বরের উপর খুতবার আগে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " قوله "وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنٌ غَيْرُ وَاحِدٍ হাদীসাংশ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৪, ১২৪, ১২৫, ৮৭৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ উক্ত বাবে ইমাম বুখারী রহ. এর সে সকল লোকদের মত খন্ডন করা উদ্দেশ্য যারা বলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তিনজন মুয়াযযিন ছিলেন। যখন তিনি মিম্বরে যেতেন তখন একজনের পর আরেকজন আযান দিতেন। বুখারী রহ. তাদের মত খন্ডন করেছেন।

بَاب يُجِيبُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ

৫৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম মিম্বরের উপর বসে জবাব দিবেন, যখন আযানের আওয়ায শুনবেন।

٨٧٥ – حَدَّثَنَا بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فقَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِينَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مَقَالَتِي

সরল অনুবাদ : ইবনে মুকাতিল রহ. .....মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি মিম্বরে বসা অবস্থায় মুয়াযযিন আযান দিলেন। মুয়াযযিন বললেন, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার" মু'আবিয়া রাযি. বললেন, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।" মুয়াযযিন বললেন, "আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তিনি বললেন এবং আমিও (বলছি "আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু)। মুয়াযযিন বললেন, " আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" তিনি বললেন, এবং আমিও (বলছি.....)। যখন (মুয়াযযিন) আযান শেষ করলেন, তখন মু'আবিয়া রাযি. বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আমার থেকে যে বাক্যগুলো শুনেছ, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মুয়াযযিনের আযানের সময় এ মজলিসে বাক্যগুলো বলতে আমি শুনেছি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে " حِيْنَ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُوْلُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّيْ "مَقَالَتِيْ قوله হাদীসাংশ দ্বারা মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৪-১২৫, ৮৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, যখন ইমাম খুতবার জন্য মিম্বরে বসে যাবেন এবং মুয়াযযিন আযান দেবে তখন তিনি মিম্বরের উপর বসে বসে মুয়াযযিনের আযানের জবাব দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ এখন প্রশ্ন জাগে মুক্তাদীরা অর্থাৎ উপস্থিত শ্রুতারাও কি আযানের জবাব দিতে হবে?

উত্তর ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর তরজমা দ্বারা বুঝা যায়, কেবল ইমাম সাহেব জবাব দেবেন। কেননা, বাবের হাদীস দ্বারাও শুধু হযরত আমীরে মুআবিয়া রাযি. আযানের জবাব দিয়েছেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। পরে হযরত মুআবিয়া রাযি. উক্ত আমলকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল বলে উল্লেখ করেছেন।

মোটকথা, হাদীস দ্বারা শুধু ইমামের জবাব দেয়া বুঝা যাচ্ছে। তাই ইমাম বুখারী রহ. তরজমায় 'امام ' শব্দটি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ইমামদের অভিমত ঃ ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. এর মাযহাব-"اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ فَلَاصَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ " অর্থাৎ যখন ইমাম খুতবা দেয়ার জন্য বের হবেন তখন নামায পড়া এবং কথা-বার্তা বলা জায়েয নেই।

হযরত গাঙ্গুহী রহ. বলেন,

يَعْنِي اَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلٰوةِ وَالْكَلَامِ بَعْدَ خُرُوْجِ الْاِمَامِ وَقِيَامِهِ عَنْ مَقَامِهِ اِنَّمَا هُوَ لِلْمَامُوْمِيْنَ وَالْمُسْتَمِعِيْنَ لَا لِلْاِمَامِ فَاِنَّه يُجِيْبُ الْاَذَانِ لِاَنَّ الْكَلَامَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ (لامع ج٢ صــ ٢١ ـ ٢٢)

২. সাহেবাইনের মতে, ইমাম সাহেবের বের হওয়া নামাযের জন্য প্রতিবন্ধক। আর তাঁর কালাম কথা-বার্তার জন্য প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ খুতবার আযানের জবাব ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ই দেয়া উচিত। তবে ইমাম খুতবা আরম্ভ করলে মুক্তাদী একেবারে নীরব থাকা চাই।

৩. ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের মতে, খুতবা চলাকালীন সময় নামাযের (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) অনুমতি রয়েছে। দলীল ঃ হযরত জাবির রাযি এর নিম্ন বর্ণিত হাদীস-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا (مشكوة جلد اول صـ ١٢٣ ـ مسلم شريف)

অথচ 'والامام يخطب ' এর অর্থ : اراد ان يخطب (ইমাম খুতবা দেয়ার ইচ্ছা করেন)। তাই এটি দলীল হতে পারে না। - والله اعلم

আমাদের মতে, ইমাম সাহেবের কাওলের উপর ফাতওয়া। অর্থাৎ খুতবার আযানের জবাব মুখে মুখে দেয়া জায়েয নেই। হ্যাঁ তবে মনে মনে জবাব দেয়া বৈধ।

দলীল ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস-"اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ فَلَا صَلٰوةَ وَ لَا كَلَامَ"

ইমাম নববী বলেন,

وَقَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ : يَجِبُ الْاِنْصَاتُ بِخُرُوْجِ الْاِمَامِ ـ وَقَالَ الْعَلَائِيْ وَيَنْبَغِيْ اَنْ لَا يُجِيْبَ بِلِسَانِهِ اِتِّفَاقًا فِي الْاَذَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيْبِ ـ (رد المحتار ـ ١ / ٣٧١)

মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব শরহে বেকায়া নামক কিতাবের ব্যাখ্যায় এর বিপরীত লেখেছেন। যা নিম্নরূপ-

لَا يَكْرَهُ اِجَابَةُ الْاَذَانِ الثَّانِيْ وَدُعَاءُ الْوَسِيْلَةِ بَعْدَه مَالَمْ يَشْرَعِ الْاِمَامُ فِي الْخُطْبَةِ كَيْفَ وَقَدْ ثَبَتَ ذٰلِكَ مِنْ فِعْلِ مُعَاوِيَةَ فِي صَحِيْحِ الْبُخَارِيْ ـ (حاشيه هدايه اول ـ ١٧١)

بَاب الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ

৫৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ আযানের সময় মিম্বরের উপর বসা।

٨٧٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ التَّأْذِينَ الثَّانِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ

সরল অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ......সায়িব ইবনে ইয়াযীদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদে মুসল্লীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, উসমান রাযি. জুমু'আর দিন দ্বিতীয় আযানের নির্দেশ দেন। ইতিপূর্বে জুমু'আর দিন ইমাম যখন (মিম্বরের উপর) বসতেন, তখন আযান দেয়া হতো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল- " وَكَانَ التَّاذِيْنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ" قوله বাক্যে। এখানে بَابُ التَّاذِيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ عَلَي الْمِنْبَرِ বলা উচিত ছিল। (উমদা)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৫, ১২৪, আবার ঃ ১২৫, ৮৭৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী রহ. ইবনে মুনীর এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উক্ত বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু সংখ্যক কূফাবাসীদের মত খন্ডন করা। যারা বলে থাকে খুতবার আগে মিম্বরে বসা জায়েয নয়। বরং ইমাম মিম্বরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং আযান হলে খুতবা শুরু করবে।

যদি ইমাম বুখারী রহ. এর কোন কোন আহলে কূফা দ্বারা আহনাফ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণ ভুল বলে গণ্য হবে। কেননা, যেরূপ ইমাম বুখারী এর নিকট মিম্বরে বসা সুন্নত। ঠিক তদ্রূপ আহনাফের মতে, মিম্মরে বসা সুন্নত। জমহুর আয়েম্মায়ে আরবায়া এরই প্রবক্তা।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ মিম্বরে কেন বসবে? এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কান ভরে আযান শুনার জন্য।

আবার কারো কারো মতে, বিশ্রামের জন্য।

যারা বিশ্রামের জন্য বলে থাকেন, তাদের মতানুযায়ী জুমু'আ এবং দুনো ঈদে কোন ফারাক নেই। উভয়টিতে বসতে পারবে। তবে বসা মুস্তাহাব নয়।

আর যারা বলেন, আযান শুনার জন্য তাদের মতে, উভয় ঈদে বসা যাবে না। শুধু জুমু'আয় মিম্বরে বসবে। এর উপরই আমাদের আকাবিরদের এবং শহরগুলোতে আমল চলে আসছে। - والله اعلم

بَاب التَّأْذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ

৫৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ খুতবার সময় আযান।

٨٧٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَكَثُرُوا أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রহ. ....সায়িব ইবনে ইয়াযীদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর এবং উমর রাযি.-এর যুগে জুমু'আর দিন ইমাম যখন মিম্বরের উপর বসতেন তখন প্রথম আযান দেয়া হতো। এরপর যখন উসমান রাযি.-এর খিলাফতের সময় এল এবং লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন উসমান রাযি. জুমু'আর দিন তৃতীয় আযানের নির্দেশ দেন। 'যাওরা' নামক স্থান থেকে এ আযান দেয়া হয়, পরে এ আযান অব্যাহত থাকে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَي الْمِنْبَرِ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৫, ১২৪, ৮৭৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আযানে খুতবা এবং খুতবায় কোন ব্যবধান সৃষ্টি করা উচিত নয়। অর্থাৎ নামাযে পাঞ্জেগানার আযান এবং খুতবার আযানে পার্থক্য বর্ণনা করতে চাচ্ছেন।

বুখারী প্রথম খন্ড ৮৭ নং পৃষ্ঠায় একটি বাব "كَمْ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ" বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বাবের অধীনে সামনের হাদীস-"بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ" গিয়েছে। অর্থাৎ উভয় আযান (আযান এবং ইকামত) এর মাঝে নামায রয়েছে। যা আদায় করা উচিত। তিরমিযী প্রথম খন্ড ২৭ নং পৃষ্ঠায় হযরত জাবির রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলালকে লক্ষ্য করে বললেন, "اِجْعَلْ بَيْنَ اَذَانِكَ وَاِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ الخ" অর্থাৎ আযান এবং ইকামতের মাঝে এতটুকু ব্যবধান থাকা চাই যার ভিতর খানা-পিনাসহ অন্যান্য প্রয়োজন সারা যায়। বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, আযানে খুতবায় এরকম করবে না। বরং খুতবার আযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে খুতবা আরম্ভ করে দেবে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী তৃতীয় খন্ড ৪০৬ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জুমু'আর দিন খুতবার আযান কোথায় দেয়া হতো? আবূ দাউদ ১৫৫ নং পৃষ্ঠায় হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ হতে বর্ণিত- كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا جَلَسَ عَلَي الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَي بَابِ الْمَسْجِدِ الخ - এর ' عَلَي بَابِ الْمَسْجِدِ ' বুখারীর রেওয়ায়তে দ্বারা বাহ্যত বুঝা যাচ্ছে, খুতবার আযান মসজিদের বাহিরে দেয়া হতো। তবে ' عَلَي بَابِ الْمَسْجِدِ ' নেই। পাশাপাশি ' مدلس ' এর রাবী মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক। যিনি রাবী। "وَقَدْ رَوَاهُ هَاهُنَا الْعَنْعَنَةَ" তাই বুখারীর রেওয়ায়তগুলোর প্রতি লক্ষ্য "وَلَمْ يُتَابِعْ فِيْ قَوْلِهِ عَلَي بَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكُوْنُ فِيْ صِحَّةِ هٰذِهِ الزِّيَادَةِ نَظَرٌ" করে বলা যেতে পারে, এই আযান (খতীবের সামনে) মসজিদে হতো। হাফেজ আসক্বালানী মুহাল্লাব শারেহে বুখারী থেকে বর্ণনা করেন- "الْحِكْمَةُ فِيْ جَعْلِ الْاَذَانِ فِيْ هٰذَا الْمَحَلِّ لِيَعْرِفَ النَّاسُ بِجُلُوْسِ الْاِمَامِ عَلَي الْمِنْبَرِ فَيَنْصِتُوْنَ لَهُ اِذَا خَطَبَ" (ফাতহুল বারী ২ / ৪৫৭-বাবুল আযানে ইয়াউমুল জুমু'আতে)

মুহল্লাবের বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করলে মসজিদের ভিতরেই অধিক উপযোগী। অতএব হেদায়া গ্রন্থকার বলেন,

وَاِذَا صَعِدَ الْاِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُوْنَ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ بِذٰلِكَ جَرَيٰ التَّوَارُثُ (هداية اول كتاب الجمعة - ١٧١

সাধারণত: ফকীহগণ মসজিদের ভিতর আযান দেয়া মকরূহ লেখেছেন। তবে এই মকরূহ হওয়াটা প্রচলিত আযানের ব্যাপারে। জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের সাথে এর কোন সম্পৃক্ততা নেই।

ব্যাখ্যার জন্য হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব বাযলুল মাজহুদ গ্রন্থকারের সংকলিত রেসালা "تَنْشِيْطُ الْاَذَانِ فِيْ تَحْقِيْقِ مَحَلِّ الْاَذَانِ" দেখা যেতে পারে।

بَاب الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ

৫৮০. পরিচ্ছেদ ঃ মিম্বরের উপর খুতবা দেয়া। আনাস রাযি. বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে খুতবা দিতেন।

٨٧٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَقَدْ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ

رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي

সরল অনুবাদ : কুতাইবা ইবনে সায়ীদ রহ. ......আবূ হাযিম ইবনে দীনার রাযি. থেকে বর্ণিত যে, (একদিন) কিছু লোক সাহল ইবনে সা'দ সাঈদীর নিকট আগমন করে এবং মিম্বরটি কোন কাঠের তৈরী ছিল, এ নিয়ে তাদের মনে প্রশ্ন জেগে ছিল। তারা এ সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলো। এতে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি সাম্যকরূপে অবগত আছি যে, তা কিসের ছিল। প্রথম যে দিন তা স্থাপন করা হয় এবং প্রথম যে দিন এর উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসেন তা আমি দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের অমুক মহিলার (বর্ণনাকারী বলেন, সাহল রাযি. তার নামও উল্লেখ করেছিলেন) নিকট লোক পাঠিয়ে বলেছিলেন, তোমার কাঠমিস্ত্রি গোলামকে আমার জন্য কিছু কাঠ দিয়ে এমন জিনিষ তৈরী করার নির্দেশ দাও, যার উপর বসে আমি লোকদের সাথে কথা বলতে পারি। তারপর সে মহিলা তাকে আদেশ করেন এবং সে (মদীনা থেকে নয় মাইল দূরবর্তী) গাবা নামক স্থানের ঝাউ কাঠ দিয়ে তা তৈরী করে নিয়ে আসে। মহিলাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তা পাঠিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশে এখানেই তা স্থাপন করা হয়। এরপর আমি দেখেছি, এর উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেছেন। এর উপর উঠে তাকবীর দিয়েছেন এবং এখানে (দাঁড়িয়ে) রুকূ' করেছেন। তারপর পিছনের দিকে নেমে এসে মিম্বরের গোড়ায় সিজদা কেরেছেন এবং (এ সিজদা) পুনরায় করেছেন, এরপর নামায শেষ করে সমবেত লোকদের দিকে ফিরে বলেছেন, হে লোক সকল! আমি এটা এ জন্য করেছি যে, তোমরা যেন আমার ইকতিদা করতে এবং আমার নামায শিখে নিতে পারো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে। কেননা, আদত হলো, খতীব সাহেব মিম্বরে কেবল খুতবাই দিয়ে থাকেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৫, ৫৫, ৬৪, ২৮১, ৩৪৯,তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২০৬, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৫৪, ১৫৪-১৫৫, নাসায়ী ৮৫-৮৬, ইবনে মাজাহ ঃ ১০৩ বাবু মা জাআ ফি শানেল মিম্বরে এর মধ্যে।

٨٧٩ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

সরল অনুবাদ : সায়ীদ ইবনে আবূ মারয়াম রহ. .....জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মসজিদে নববীতে) এমন একটি (খেজুর গাছের) খুঁটি ছিল যার সাথে হেলান দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াতেন। এরপর যখন তাঁর জন্য মিম্বর স্থাপন করা হলো, আমরা তখন খুঁটি থেকে দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর মতো ক্রন্দন করার শব্দ শুনতে পেলাম। এমনকি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে এসে নেমে খুঁটির উপর হাত রাখলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : قوله "فلمّا وُضِعَ لهُ المِنبَرُ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১২৫, ৬৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : كَانَ جِذْعٌ يَقُوْمُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ : অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। এরপর যখন তাঁর জন্য মিম্বর স্থাপন করা হলো, এবং ঐ খুঁটির বদলে মিম্বরে উঠে খুতবা দিতে গেলেন তখন বিচ্ছেদের বিরহে খুঁটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর মতো ক্রন্দন করতে লাগলো। (عشار আইনে যের হবে এর বহুবচন عُشر আইনে পেশ শীনে যবর হবে। যার অর্থ : দশ মাসের গর্ভবতী উটনী যে প্রসব বেদনায় চিৎকার করতে থাকে) উক্ত শব্দ মসজিদের সবাই শুনতে পেল। এমনকি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে এসে খুঁটির উপর হাত রাখায় খুঁটিটি নীরব হয়ে গেল। ইহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মু'জিযাত হতে একটি মু'জেযা। কোন কোন রেওয়ায়তে আছে-

فَلَمَّا اتُّخِذَ المِنبَرُ ذَهَبَ إلي المِنبَر فحَنَّ الجِذْعُ فأتاهُ فاحْتَضَنَه فسَكَن فقال لَوْ لَمْ احْتَضِنْهُ لحَنَّ إلي يوْمِ القِيَامَة (ابن ماجه - ١٠٣ - باب ما جاء في بدء شان المنبر)

অর্থাৎ আমি তাকে কুলে না নিলে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ক্রন্দন করতে থাকতো। দারেমীর কোন কোন রেওয়ায়তে আছে- হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাকে কি জান্নাতে লাগিয়ে দেবো? না প্রথম স্থানে রোপণ করে দেবো? তাহলে তুমি সবুজ-শ্যামল হয়ে যাবে। সে দ্বিতীয় প্রস্তাব অস্বীকার করে প্রথম কথাটি গ্রহণ করে নিল। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওখানেই তাকে দাফন করে দিলেন।

٨٨٠ – حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

সরল অনুবাদ : আদম ইবনে ইয়াস রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে মিম্বরের উপর থেকে খুতবা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযে আসে সে যেন গোসল করে নেয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল " سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّي الله عَلَيْه وسلّم يخطُبُ علَي المِنبَر" قوله তে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১২৫, ১২০, ১২২-১২৩, ৪৮০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য নিজেই তরজমাতুল বাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, খুতবা মিম্বরের উপর দেয়া হবে।

ব্যাখ্যা : ১. ইমাম নববী রহ. বলেন, "إسْتِحْبَابُ إتِّخَاذِ المِنبَر سُنّةٌ مُجمَعٌ عَلَيْهَا" (শরহে মুসলিম-২৮৪) বুঝা গেল মিম্বরের উপর খুতবা দেয়া ওয়াজিব নয়। বরং সুন্নত এবং মুস্তাহাব। ২. অথবা বলতে চাচ্ছেন, মিম্বরের উপর খুতবা দেয়া বেদআত বা বিনয়-নম্রতা বিরোধী নয়। বরং হুযূর আঁকদস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সাবেত আছে এবং তা সুন্নত।

মিম্বর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। নাসরুল বারী তৃতীয় খণ্ড ৪০০ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

بَاب الْخُطْبَة قَائِمًا وَقَالَ أَنَسٌ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا

৫৮১. পরিচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া। আনাস রাযি. বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন।

٨٨١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ

সরল অনুবাদ : উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর কাওয়ারিরী রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। এরপর বসতেন এবং আবার দাঁড়াতেন। যেমন তোমরা এখন করে থাকো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল "قوله يَخْطُبُ قَائِمًا" বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৫, ১২৭,তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড-জুমু'আ ঃ ২৮৩, তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ৬৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, খুতবা দাঁড়িয়ে দেয়া উচিত। বসে বসে খুতবা দেয়া মাকরুহ।

ইমামদের মতবিরোধ ঃ ১. ইমাম আযমের মতে, দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া সুন্নত।

২. ইমাম মালেকের নিকট ওয়াজিব।

৩. ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের মতে, দাঁড়ানো খুতবা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। না দাঁড়ালে খুতবা আদায় হবে না। ইমাম নববী বলেন, إِنَّ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ لَا تَصِحُّ مِنَ الْقَادِرِ عَلَي الْقِيَامِ إِلَّا قَائِمًا فِي الْخُطْبَتَيْنِ الخ (শরহে মুসলিম-২৮৩) হাদীস ছাড়াও শাফেয়ীদের আয়াত দ্বারা দলীল-"وَتَرَكُوكَ قَائِمًا" (অর্থাৎ আপনাকে সবাই খুতবায় দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে চলে গেছে)

জবাব ঃ দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া একটি ইজমায়ী মাসআলা। তাতে কারো কোন এখতেলাফ নেই এবং ইস্তে দলালও নেই। কেননা, বসে বসে খুতবা দেয়া মাকরুহ। যেহেতু সুন্নতে মুতাওয়াতিরা দ্বারা খুতবা দাঁড়িয়ে দেয়ার কথা প্রমাণিত হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। কেননা, এটাই উত্তম। সম্বোধনের উপযোগী।

بَاب اسْتِقْبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ إِذَا خَطَبَ وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسٌ الْإِمَامَ

৫৮২. পরিচ্ছেদ ঃ খুতবার সময় মুসল্লীগণের ইমামের দিকে মুখ করা। ইবনে উমর ও আনাস রাযি. ইমামের দিকে মুখ করতেন।

٨٨٢ – حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ

সরল অনুবাদ : মু'আয ইবনে ফাযালা রহ. ......আবূ সায়ীদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মিম্বরের উপর বসলেন এবং আমরা তাঁর চারপাশে বসলাম।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " قوله "جَلَسْنَا حَوْلَه দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে। কেননা, তাঁদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চারপাশে বসা একমাত্র তাঁর দিকে মুখ করেই হবে। আর তাই হলো আসল ইস্তেকবাল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৫, ১৯৭, ৩৯৮, ৯৫১,তাছাড়া মুসলিম- যাকাত ঃ ৩৩৬, তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ৬৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, খুতবাকালীন সময়ে সকল শ্রোতাবৃন্দ ইমামের দিকে মুখ করে বসা বাঞ্ছণীয়। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা এবং শাফেয়ী রহ. প্রমূখের মতে, সুন্নত। কেবল ইমাম মালেক হতে ওয়াজিব বলে একটি উক্তি রয়েছে।

মোটকথা, প্রায় সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, খুতবার সময় খতীবের দিকে মুখ করে বসা সুন্নত। ইমাম তিরমিযী বলেন, "وَالْعَمَلُ عَلي هذا عِنْدَ اَهْلِ العِلْمِ"

প্রশ্ন ঃ আজ-কাল তো খুতবার সময় সারা মসজিদে কাতারবন্দী হয়ে কিবলামুখী হয়ে বসে থাকেন? অথচ ইস্তেকবালে ইমামের চাহিদা ছিল, হালকা বানিয়ে খতীবের দিকে মুখ করে বসা। যেরূপ ভাষণ এবং ওয়ায মাহফিলে গোলাকৃতিতে বসেন।

জবাব ঃ হযরত গাঙ্গুহী রহ. বলেন,

لَيْسَ الْمُرَادُ بِذٰلِكَ اِسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْاِمَامِ بَلْ اِسْتِقْبَالُ جِهَتِه لِمَا يَلْزَمُ عَلي الْاَوَّلِ مِنَ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ الْمُنْهِي عَنْهُ بِحَدِيْثٍ اٰخَرَ

অর্থাৎ হাদীসুল বাবে ইস্তেকবাল দ্বারা ইমামের দিকে (ক্বিবলার দিকে) মুখ করা উদ্দেশ্য। হুবহু ইমামের দিকে মুখ করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, ঠিক ইমামের দিকে মুখ করা উদ্দেশ্য হলে জুমু'আর আগে হালকা (গোলাকৃতির হওয়া) বানানো আবশ্যক হবে। যা সম্পর্কে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে-" نَهي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصلوة يوم الجمعة " (আবূ দাউদ প্রথম খন্ড-১৫৪)

بَاب مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ أَمَّا بَعْدُ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৫৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ খুতবায় আল্লাহর প্রশংসার পর 'আম্মা বা'দ' বলা। ইকরিমা রহ. ... আব্বাস রাযি. এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

٨٨٣ ـ وَقَالَ مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ قَالَتْ فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدًّا حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ وَإِلَى جَنْبِي قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَفَتَحْتُهَا فَجَعَلْتُ أَصُبُّ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ قَالَتْ وَلَغَطَ نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْكَفَأْتُ إِلَيْهِنَّ لِأُسَكِّتَهُنَّ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ قَالَتْ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ قَالَ الْمُوقِنُ شَكَّ هِشَامٌ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مُحَمَّدٌ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَآمَنَّا وَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ قَالَ الْمُرْتَابُ شَكَّ هِشَامٌ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ قَالَ هِشَامٌ فَلَقَدْ قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ غَيْرَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُغَلِّظُ عَلَيْهِ

সরল অনুবাদ : মাহমূদ রহ. ......আসমা বিনতে আবূ বকর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একদিন) আয়িশা রাযি. এর নিকট গমণ করি। লোকজন তখন নামায আদায় করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের কি হয়েছে। তখন তিনি মাথা দিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি কোন নিদর্শন? তিনি মাথা দিয়ে ইশারা করে, হ্যাঁ বললেন। (এরপর আমিও তাঁদের সংগে নামাযে যোগ দিলাম) তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায এতো দীর্ঘায়িত করলেন, আমি প্রায় অজ্ঞান হতে যাচ্ছিলাম। আমার কাছেই একটি চামড়ার মশকে পানি রাখা ছিল। আমি সেটা খুললাম এবং আমার মাথায় পানি দিতে লাগলাম। এরপর যখন সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলেন এবং লোকজনের উদ্দেশ্যে খুতবা পেশ করলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আম্মা বা'দু। আসমা রাযি. বলেন, তখন কয়েকজন আনসারী মহিলা শোরগোল করছিলেন। তাই আমি চুপ করাবার উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রতি ঝুঁকে

পড়লাম। তারপর আয়িশা রাযি. কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বললেন? আয়িশা রাযি. বললেন, তিনি বলেছেন, এমন কোন জিনিষ নেই যা আমাকে দেখানো হয়নি আমি এ জায়গা থেকে সব কিছুই দেখেছি। এমনকি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখলাম। আমার কাছে ওহী পাঠনো হয়েছে যে, তোমাদেরকে কবরে মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার ন্যায় অথবা তিনি বলেছেন, সে ফেতনার কাছাকাছি ফিতনায় ফেলা হবে। (অর্থাৎ তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হবে) তোমাদের প্রত্যেককে (কবরে) উঠানো হবে এবং প্রশ্ন করা হবে, এ ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ) সম্পর্কে তুমি কি জান? তখন মু'মিন অথবা মুকিন (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'টোর মধ্যে কোন শব্দটি বলেছিলেন এ ব্যাপারে বর্ণনাকারী হিশামের মনে সন্দেহ রয়েছে) বলবে, তিনি হলেন, আল্লাহর রাসূল, তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল ও হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। তারপর আমরা ঈমান এনেছি, তাঁর অহ্বানে সাড়া দিয়েছি, তাঁর আনুগত্য করেছি এবং তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করেছি। তখন তাঁকে বলা হবে, তুমি ঘুমিয়ে থাকো, যেহেতু তুমি নেককার। তুমি যে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছ তা আমরা অবশ্যই জানতাম। আর মুনাফিক বা মুরতাম (সন্দেহ পোষণকারী) (এ দু'টোর মধ্যে কোন শব্দটি বলেছিলেন এ সম্পর্কে বর্ণনাকারী হিশামের মনে সন্দেহ রয়েছে) তাকেও প্রশ্ন করা হবে যে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি জান? উত্তরে সে বলবে, আমি কিছুই জানি না। অবশ্য মানুষকে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলতাম। হিশাম রহ. বলেন, ফাতিমা রাযি. আমার নিকট যা বলেছেন, তা সবটুকু আমি উত্তমরূপে স্বরণ রেখেছি। তবে তিনি ওদের প্রতি যে কঠোরতা করা হবে তাও উল্লেখ করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৬, ১৮-১৯, ৩০-৩১, ১৪৫, ৩৪২, ১০৮২।

٨٨٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ بِشَيْءٍ فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَوَاللَّهِ إِنِّي اعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে মা'মার রহ. ......আমর ইবনে তাগলিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু মাল বা কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী উপস্থিত করা হলো তিনি তা বন্টন করে দিলেন। বন্টনের সময় কিছু লোককে দিলেন এবং কিছু লোককে দিলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা করলেন ও তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন, তারপর

বললেন, আম্মা বা'দ। আল্লাহর শপথ! আমি কোন লোককে দেই আর কোন লোককে দেই না। যাকে আমি দেই না, সে যাকে আমি দেই, তার চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয়। তবে আমি এমন লোকদের দেই যাদের অন্তরে অধৈর্য ও মালের প্রতি লিপ্সা দেখতে পাই, আর কিছু লোককে আল্লাহ যাদের অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা ও কল্যাণ রেখেছেন, তাদের সে অবস্থার উপর ন্যস্ত করি। তাদের মধ্যে আমর ইবনে তাগলিব একজন। বর্ণনাকারী আমর ইবনে তাগলিব রাযি. বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ বাণীর পরিবর্তে আমি লাল উটও পছন্দ করি না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "ثم قال اما بعد" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৬, ৪৪৫, ১১২৪-১১২৫।

٨٨٥ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا تَابَعَهُ يُونُسُ

সরল অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ... আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক রাতের মধ্যভাগে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করলেন। তাঁর সাথে সাহাবীগণও নামায আদায় করলেন, সকালে তাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করলেন। ফলে (দ্বিতীয় রাতে) এর চাইতে অধিক সংখ্যক সাহাবী একত্রিত হলেন এবং তাঁর সাথে নামায আদায় করলেন। পরের দিন সকালেও তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ফলে তৃতীয় রাতে মসজিদে লোকসংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর সাথে নামায আদায় করলেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসল্লীগণের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। অবশেষে তিনি ফজরের নামাযের জন্য বের হলেন এবং ফজরের নামায শেষ করে লোকদের দিকে ফিরলেন। এরপর আল্লাহর প্রশংসা ও সানা বর্ণনা করেন। তারপর বললেন, আম্মা বা'দ (তারপর বক্তব্য এই যে) এখানে তোমাদের উপস্থিতি আমার কাছে গোপন ছিল না, কিন্তু আমার আশংকা ছিল, তা তোমাদের জন্য ফরয করে দেয়া হয় আর তোমরা তা আদায় করতে অসমর্থ হয়ে পড়ো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল "فتشهد ثم قال اما بعد" قوله বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৬, ১০১, ১৫২, ২৬৯, ৮৭১।

٨٨٦ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّا بَعْدُ تَابَعَهُ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ فِي أَمَّا بَعْدُ

সরল অনুবাদ : আবুল ইয়ামান রহ. ......আবূ হুমাইদ সায়ীদ রাযি. থেকে বর্ণিত। এক সন্ধায় নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং তৌহীদের সাক্ষ্য বাণী পাঠ করলেন। আর যথাযথভাবে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, 'আম্মা বা'দ'।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ" قوله দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৬, ২০৩, ৩৫৩, ৯৮১-৯৮২, ১০৩২-১০৩৩, ১০৬৮।

٨٨٧ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ

সরল অনুবাদ : আবুল ইয়ামান রহ. ......মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন। এরপর আমি তাঁকে তৌহীদের সাক্ষ্য বাণী পাঠ করার পর বলতে শুনলাম, 'আম্মা বা'দ'।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৭, ৫২৮, ৫৩২, ৭৮৭, ৭৯৫।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ **حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ الخ :** ইহা তখনকার ঘটনা যখন মাহনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন যে, হযরত আলী রাযি. আবূ জাহল এর মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন। এতদশ্রবণে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন। সারগর্ভ আলোচনা ৫২৮ নং পৃষ্টায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

٨٨٨ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ فَثَابُوا إِلَيْهِ ثُمَّ

قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ يَقِلُّونَ وَيَكْثُرُ النَّاسُ فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا و يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيِّهِمْ

সরল অনুবাদ : ইসমায়ীল ইবনে আবান রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর আরোহণ করলেন। এ ছিল তাঁর জীবনের শেষ মজলিস। তিনি বসেছিলেন, তাঁর দু'কাঁধের উপর বড় চাঁদর জড়ানো ছিল এবং মাথায় বাঁধা ছিল কালো পট্টি। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন, এরপর বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আমার নিকট আসো। লোকজন তাঁর নিকট একত্র হলেন। এরপর তিনি বললেন, 'আম্মা বা'দ'। শুনে রাখ, এ আনসার গোত্র সংখ্যায় কমতে থাকবে এবং অন্য লোকেরা সংখ্যায় বাড়তে থাকবে। কাজেই যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মাতের কোন বিষয়ের কর্তৃত্ব লাভ করবে এবং সে এর সাহায্যে কারো ক্ষতি বা উপকার করার সুযোগ পাবে, সে যেন এই আনসারদের সৎ লোকদের ভাল কাজগুলো গ্রহণ করে এবং তাদের মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করে দেয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : قوله "ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১২৭, ৫১২, ৫৩৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা একটি সন্দেহের অবসান করতে চাচ্ছেন। সংশয়টি হলো, হাদীসে "اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا" রয়েছে। আর কোন কোন দোয়াতে "لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَائِمًا" এসেছে। যা ধারাবাহিক প্রশংসাকে চায়। আর 'أَمَّا بَعْدُ' দ্বারা বিচ্ছিন্নতা বুঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ তা প্রশংসা নিঃশেষ হয়ে যাওয়াকে বুঝায়। তাই 'اما بعد' শব্দটির ব্যবহার অনুচিত বলা চলে। ১. ইমাম বুখারী রহ. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল দ্বারা এর ব্যবহারের বৈধতা সাবেত করে দিলেন। তিনি একে প্রমাণিত করার জন্য ছয়টি রেওয়ায়ত উল্লেখ করেছেন। যার সবকটিতে 'اما بعد' শব্দটি রয়েছে। তাই একে ব্যবহার করা মুনকার নয়। বরং সুন্নত। ২. ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য, নবীজির খুতবার গুণাগুণ বর্ণনা করা।

হাদীসের ব্যাখ্যা : بَابُ مَنْ قَالَ الخ **:** হাফেজ আসক্বালানী রহ. বলেন-

قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنَيِّرِ يَحْتَمِلُ اَنْ تَكُوْنَ : مَنْ : مَوْصُوْلَةً الخ

অর্থাৎ ১. 'من' মাওসূলাহ 'الذي' এর অর্থবোধক। এর দ্বারা উদ্দেশ্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

২. من শব্দটি শরতিয়্যাহও হতে পারে। তার জওয়াবে শর্ত উহ্য। অর্থাৎ "فَقَدْ اَصَابَتِ السُّنَّةَ" وَعَلِي التَّقْدِيْرَيْنِ فَيَنْبَغِيْ لِلْخُطَبَاءِ اَنْ يَسْتَعْمِلُوْهَا تَاسِيًا وَاِتِّبَاعًا (فتح)

ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাবে ছয়টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম রেওয়ায়তে "فَحِمَدَ اللهَ بِمَا هُوَ اَهْلُه ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ" রয়েছে। আর দ্বিতীয় রেওয়ায়তে "فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ اَثْنَي عَلَيْهِ" অর্থাৎ 'اثني عليه' বর্ধিত আছে।

وَاخْتُلِفَ فِيْ اَوَّلِ مَنْ قَالَهَا : সর্ব প্রথম 'اَمَّا بَعْدُ' কে বলেছেন? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, 'اَمَّا بَعْدُ' শব্দটিকে সর্ব প্রথম কে বলেছে? ১. কেহ কেহ বলেছেন, হযরত দাউদ আ.। ২. কারো কারো মতে, কিস ইবনে সায়েদাহ। ৩. কেউ কেউ বলেন, ইয়ারব ইবনে ক্বাহতান। ৪. কা'ব ইবনে লুওয়াই। যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিতামহ। ৫. কারো কারো মতে, সাহবান ইবনে ওয়াইল। অগ্রাধীকারি অভিমত হলো, সর্ব প্রথম হযরত দাউদ আ. বলেছেন। - والله اعلم

بَاب الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন দু'খুতবার মধ্যখানে বসা।

৮৮৯ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'খুতবা দিতেন আর দু'খুতবার মাঝে বসতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৭, ১২৫, মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৮৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর লক্ষ্য, 'দুই খুতবার মাঝে বসা সুন্নত' প্রমাণিত করা।

وَذَهَبَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٌ إِلَي أَنَّهَا سُنَّةٌ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ (عمده)

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা এবং মালেকের মতে, দুই খুতবার মঝে বসা সুন্নত। ওয়াজিব নয়।

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالْعِرَاقِيُّوْنَ وَسَائِرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَّا الشَّافِعِي إِلَي أَنَّ الْجُلُوْسَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ سُنَّةٌ لَا شَيْئَ عَلَي مَنْ تَرَكَهَا (عمده)

ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত বাব দ্বারা উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ জমহুর উলামাদের মতামতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা। সুতরাং আল্লামা ইবনে বাত্তাল বলেন- حَدِيْثُ الْبَابِ دَالَّةٌ عَلَي السُّنِّيَّةِ لِأَنَّه صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُه وَلَمْ يَقُلْ لَا يُجْزِيه غَيْرُه (عمده)

তবে ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে কোন হুকুম আরোপ করেন নি যে, তা ওয়াজিব না সুন্নত? কারণ, মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ।

حَقِيْقَتُ خُطْبَه অর্থাৎ খুতবার হুকুম কি? জমহুর উলামা এবং ইমাম চতুষ্টয়ের মতে, জুমু'আর খুতবা ফরয। জুমু'আ সহীহ হওয়ার জন্য তা শর্ত। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে, খুতবার হাকীকত হলো, তা আল্লাহর যিকির মাত্র। যদিও দীর্ঘ না হয়। অতএব একবার 'সুবহানাল্লাহ' বা 'আল হামদুলিল্লাহ' বা 'আল্লাহু আকবার' বলাই যথেষ্ট। তবে এতটুকু দীর্ঘ হওয়া যাকে عرف এর মধ্যে খুতবা বলা হয়ে থাকে তা সুন্নত। সাহেবাইনের মাযহাব এটাই যে, খুতবায় আল্লাহর যিকির সুদীর্ঘ হওয়া চাই। ইমামত্রয়ের মতে, খুতবার রুকন পাঁচটি। ১. হামদ। ২. ছানা। ৩. সালাত। ৪. নবীর প্রতি সালাম। ৫. তাযকীর। অর্থাৎ ওয়ায-নসীহত, ক্বেরাআত, মুসলমানদের জন্য দোয়া করা। - والله اعلم

بَاب الِاسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ

৫৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ মনোযোগসহ খুতবা শ্রবণ করা।

৮৯০ – حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ

الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

সরল অনুবাদ : আদম রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জুমু'আর দিন মসজিদের দরওয়াযায় ফিরিশ্‌তাগণ অবস্থান করেন এবং ক্রমানুসারে আগে আগমণকারীদের নাম লিখতে থাকেন। যে সবার আগে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি গাভী করবানী করে। এরপর আগমণকারী ব্যক্তি মুরগী দানকারীর ন্যায়। তারপর আগমণকারী ব্যক্তি একটি ডিম দানকরীর ন্যায়। এরপর ইমাম যখন বের হন তখন ফিরিশতাগণ তাঁদের দফতর বন্ধ করে দেন এবং মনোযোগ সহ খুতবা শোনতে থাকেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৭, ১২১, ৪৫৬, বাব ঃ ৫৫৯, হাদীস ঃ ৮৪৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ শায়খুল মাশায়েখ বলেন, "قَدْ ثَبَتَ بِحَدِيْثِ الْبَابِ الخ" অর্থাৎ যেহেতু ফিরিশ্‌তারা খুতবা শুণে থাকেন সেহেতু মানুষ আরো সঙ্গত কারণে তা শ্রবণ করা চাই। কেননা, তারা তো ইবাদতের মুকাল্লাফ।

জমহুরের মতে, খুতবা শ্রবণকরা ওয়াজিব।

بَاب إِذَا رَأَى الْإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

৫৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম খুতবা দেয়ার সময় কাউকে আসতে দেখলে তাকে দু'রাকআত নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া।

সামনের বাব হলো, "بَابُ مَنْ جَاءَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ" উভয় বাবের দিকে লক্ষ্য করলে অনুধাবন হয়, দুনোটির উদ্দেশ্য একই যে, তখন আগন্তুক মুসল্লী দু'রাক'আত নামায আদায় করে নেবে। তবে উভয়ের মাঝে একটি পার্থক্য রয়েছে, এখানে বলা হয়েছে, দু'রাক'আত পড়ার নির্দেশ ইমাম সাহেব দেবেন। আর সামনের বাব দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, নিজেই আদায় করে নেবে।

٨٩١ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

সরল অনুবাদ : আবূ ন'মান রহ. ......জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কোন এক) জুমু'আর দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক লোক আসলো। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক! তুমি কি নামায আদায় করেছ? সে বলল, না, তিনি বললেন, দাঁড়াও। নামায আদায় করে নাও।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فقال اصليت يا فلان" قوله দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৭, আবার ঃ ১২৭, ১৫৬, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৮৭, আবূ দাউদ ঃ ১৫৯, তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ৬৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, যদি কোন লোক জুমু'আর দিন দেরীতে মসজিদে যায় যে, ইমাম সাহেব খুতবা শুরু করে দিয়েছেন তাহলে খুতবা চলাকালীন সময়েও তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করতে পারবে। একে প্রমাণিত করার জন্য হযরত জাবির রাযি. এর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমামদের মতামত ঃ খুতবা চলাকালীন তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু'রাক'আত পড়া নিয়ে ফুকাহাদের মতান্তর :

১. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ এবং ইসহাক রহ. এর মতে, জুমু'আর দিন খুতবা চলাকালীন সময়েই দু'রাকা'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া মুস্তাহাব। (যথা ইমাম নববী শরহে মুসলিম প্রথম খন্ডে বর্ণনা করেছেন-২৮৭) ইমাম বুখারী রহ. এর মাসলাক এটাই।

২. ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, ছাওরী, ও লায়েছ রহ. এর মতে, জুমু'আর খুতবার সময় কোনরূপ কথাবার্তা নামায ইত্যাদি জায়েয নেই। জমহুর সাহাবা এবং তাবেয়ীদেরও মাসলাক এটিই। হযরত উমর, উছমান এবং আলী রাযি. হতে ইহাই বর্ণিত। (শরহে নববী ২৮৭)

বুঝা গেল ইমাম বুখারী রহ. উক্ত মাসআলায় শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতামতকে সমর্থন করেছেন।

হানাফীদের দলীল-প্রমাণ ঃ ১. কুরআনের আয়াত وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا (আ'রাফ ঃ আয়াত-২০৪) বলাবাহুল্য, খুতবায় যেহেতু করআন শরীফের আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তাই তখন মনোযোগসহ শ্রবণ ও নীরব থাকা একান্ত জরুরী।

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এরশাদ-

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ (بخاري اول سطر صـ ١٢٨)

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা চলাকালীন সময়ে আমর বিল মা'রুফ থেকে নিষেধ করেছেন। অথচ আমর বিল মারুফ ফরজ কাজ, আর তাহিয়্যাতুল মসজিদ হল মুস্তাহাব। বিধায় তাহিয়্যাতুল মসজিদ আরো উত্তমরূপে নিষিদ্ধ হওয়ার কথা। ৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, اذا خرج الامام فلا صلوة ولا كلام - ৪. মালেকীরা বলেন, মদীনাবাসীদের আমল পরিত্যাগ করার উপরই চলে আসছে। ৫. ইমাম নববী কাযী ইয়ায থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর, উছমান এবং আলী রাযি. হতে বর্ণিত আছে যে, তারা দু'রাকাআত আদায় করতে বারণ করতেন।

দু'রাকা'আত প্রবক্তাদের দলীলের জবাব ঃ ১. খুতবার মধ্যখানে আগন্তুক ব্যক্তি হযরত সালীকে গাতফানী ছিলেন। তিনি আসার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা আরম্ভ করেন নি। যার দলীল সহীহ মুসলিম ২৮৭ নং পৃষ্ঠার একটি রেওয়ায়াতের ভাষ্য হলো, " جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطْفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وسلم قَاعِدٌ عَلَي الْمِنْبَرِ ـ الحديث "

জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। কাজেই বসার মানে হলো, তিনি এখনো খুতবা শুরু করেন নি। বিধায় মনোযোগসহ শ্রবণের ফরযিয়্যাত রহিত হয়ে গেল।

২. এ ঘটনাটি হযরত সালীক গাতফানীর সাথে খাস।

৩. যেহেতু তা ক্বোরআনের আয়াত-"اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا" এর বিপরীত। তাই সামঞ্জস্যবিধানের লক্ষ্যে বলা যায়-"والامام يخطب " এর অর্থ: "يُرِيْدُ الْاِمَامُ اَنْ يَخْطُبَ " তাই আর কোন আপত্তি রইল না।

ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী তৃতীয় খন্ড বাব-৩০০-এর হাদীস- ৪৩৫ দ্রষ্টব্য।

بَاب مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

৫৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম খুতবা দেয়ার সময় যিনি মসজিদে আসবেন তার সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকাআত নামায আদায় করা।

৮৯২ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

সরল অনুবাদ : আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. .....জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুমু'আর দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দেয়ার সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, নামায আদায় করেছ? সে বলল, জি না, তিনি বললেন, দাঁড়াও, দু'রাকাআত নামায আদায় করে নাও।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসটির মিল "قوله فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৭, পেছনে ঃ ১২৭,তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৮৭, আবূ দাউদ ঃ ১৫৯, তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ৬৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, খুতবার সময় তাহিয়্যাতুল মসজিদ একেবারে হাল্কাভাবে পড়ে নেবে। এতে দীর্ঘ ক্বেরাআত পড়বে না।

প্রশ্ন ঃ রেওয়ায়তে 'خَفِيفَتَيْنِ' নেই। এরপরও ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে একে কেন বাড়ালেন?

উত্তর ঃ ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় অভ্যাসনুযায়ী অন্যান্য তুরুক বা রেওয়ায়তের দিকে ইশারা করেছেন। (যেগুলোতে এ শব্দটি রয়েছে)

بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ

৫৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ খুতবায় দু'হাত উঠানো।

৮৯৩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ وَهَلَكَ الشَّاءُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. ......আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুমু'আর দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! (পানির অভাবে) ঘোড়া মরে যাচ্ছে, ছাগল বকরীও মারা যাচ্ছে। তাই আপনি দু'আ করুন, যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তখন তিনি দু'হাত প্রসারিত করলেন এবং দু'আ করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " قوله "فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৭, সামনের বাব ঃ ১২৭, ১৩৭-১৩৮, ১৩৮, আবার ঃ ১৩৮, আবার ঃ ১৩৮, ১৩৮-১৩৯, ১৩৯, ১৪০, আবার ঃ ১৪০, ৫০৬, ৯০০, ৯৩৯, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৯৪, আবু দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৬৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, দোয়া করার সময় হাত উঠানো জায়েয আছে। দলীল 'فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا '

জায়েয বলার প্রয়োজনীয়তা এ জন্য হয়েছে যে, মুসলিম শরীফ এবং আবু দাউদ শরীফে একটি রেওয়ায়ত আছে, একদা হযরত উমারা ইবনে রুওয়াইবাহ রাযি. বনী উমাইয়ার এক লোক আমীরে কুফা বিশর ইবনে মারওয়ানকে দেখলেন, তিনি মিম্বরে খুতবা দিতে গিয়ে হাত উত্তোলন করছেন। তখন হযরত উমারা রাযি. তাকে লক্ষ্য করে বললেন, قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا يَزِيدُ عَلَي اَنْ يَقُوْلَ بِيَدِه هكذَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِه الْمُسَبِّحَة (মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৮৭, আবু দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৫৭, আবু দাউদ শরীফে 'وَهُوَ يَدْعُوْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الخ ' বর্ধিত আছে) অর্থাৎ বিশর ইবনে মারওয়ান কূফায় খুতবাকালীন দোয়ার সময় হাত উঠাচ্ছিলেন। বাহ্যত বুখারীর উক্ত রেওয়ায়তের সাথে মুসলিম ও আবু দাউদের রেওয়ায়তের দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তো ইমাম বুখারী রহ. দ্বন্দ্বের সংশয়কে দূরীভূত করে দিলেন যে, হযরত উমারা রাযি. এর হাদীস ব্যাপকভিত্তিক থাকেনী। যেমন আবু দাউদ শরীফের একটি রেওয়ায়তের ভাষ্য এই পৃষ্ঠায় রয়েছে- شاهرا يديه অর্থাৎ মুবালাগার সাথে হাত উঠানো। যা অহংকারীদের তরীকা। আর বুখারীর রেওয়ায়তে কেবল হাত উঠানোর কথা রয়েছে। অর্থাৎ হযরত উমারা রাযি. শুধু হাত উঠানোকে অস্বীকার করেন নি। যেরূপ বুখারীর উপরোক্ত রেওয়ায়তে স্পষ্ট রয়েছে-"فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا'

প্রশ্ন ঃ হাদীসুল বাবে 'দু'হাত প্রসারিত করার' কথা রয়েছে। তাহলে ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে দু'হাত উঠানোর কথা কিভাবে বললেন?

উত্তর ঃ ইমাম বুখারী রহ. তার নিয়মানুযায়ী কোন কোন সময় হাদীসের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা করেন। তো এখানে বলে দিয়েছেন যে, 'مد يديه ' দ্বারা 'رفع يديه ' উদ্দেশ্য। বুঝা গেল তরজমাটি ব্যাখ্যামূলক তরজমা। - والله اعلم

وَعَنْ يُوْنُسَ الخ ঃ ইমাম বুখারী রহ. বাবের রেওয়ায়তকে দু'সনদে বর্ণনা করেছেন। ১. মুসাদ্দাদ সূত্রে। ২. ইউনুস সূত্রে। প্রকাশ থাকে যে, ইউনুস বুখারী রহ. এর শায়েখ নন।

প্রশ্ন ঃ এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'وعن يونس ' এর আতফ কিসের উপর?

জবাব ঃ তার আতফ হয়েছে عبد العزيز এর উপর। কেননা, হাম্মাদও তার কাছ থেকে রেওয়ায়ত করেন। দ্বিতীয় সনদ এভাবে যে, حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ الخ

এখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুসাদ্দাদ সরাসরি ইউনুসের কাছ থেকে শ্রবণ করেন নি। কেননা, উভয়ের মাঝে অনেক ব্যবধান রয়েছে।

بَاب الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন খুতবায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা।

٨٩٤ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتْ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ

جُمُعَة قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰه هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْه وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِه حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذٰلِكَ وَمِنْ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيه حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَقَامَ ذٰلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰه تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْه فَقَالَ اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ بِيَدِه إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ

সরল অনুবাদ : ইবরাহীম ইবনে মুনযির রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময় এক জুমু'আর দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুইন উঠে দাঁড়ালেন এবং আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (বৃষ্টির অভাবে) সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার পরিজনও অনাহারে রয়েছে। তাই আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দু'আ করুন। তিনি দু'হাত তুললেন। সে সময় আমরা আকাশে এক খন্ড মেঘও দেখিনি। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ (করে বলছি)! (দ'আ শেষে) তিনি দু'হাত (এখনও) নামান নি, এমন সময় পাহাড়ের ন্যায় মেঘের বিরাট বিরাট খন্ড উঠে আসল। এরপর তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করেন নাই, এমন সময় দেখতে পেলাম তাঁর (পবিত্র) দাঁড়ির উপর ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে। সে দিন আমাদের এখানে বৃষ্টি হলো। এর পরেও ক্রমাগত দু'দিন এবং পরের জুমু'আ পর্যন্ত প্রতিদিন। (পরবর্তী জুমু'আর দিন) সে বেদুইন অথবা অপর কেহ উঠে দাঁড়ালো এবং আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! (বৃষ্টির কারণে) এখন আমাদের বাড়ী ঘর ধ্বসে পড়ছে, সম্পদ ডুবে যাচ্ছে। তাই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দো'আ করুন। তখন তিনি দু'হাত তুললেন এবং বললেন, হে আল্লাহ আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় (বৃষ্টি দাও), আমাদের উপর নয়। (দু'আর সময়) তিনি মেঘের এক একটি খন্ডের দিকে ইশারা করছিলেন, আর সেখানকার মেঘ কেটে যাচ্ছিল। এর ফলে চতুর্দিকে মেঘ পরিবেষ্টিত অবস্থায় ঢালের মতো মদীনার আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে গেলো এবং কানাত উপত্যকার পানি এক মাস ধরে প্রবাহিত হতে লাগলো, তখন (মদীনার) চতুর্পাশের যে কোন অঞ্চল হতে যে কেহ এসেছে, সে এ মুষলধারে বৃষ্টির কথা আলোচনা করেছে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "فَرَفَعَ يَدَيْهِ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করার সময় হাত উঠিয়েছিলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৭, পেছনে ঃ ১২৭, সামনে ঃ ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ৫০৬, ৯০০, ৯৩৯, মুসলিম প্রথম ঃ ২৯৩, নাসায়ীও।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, ইস্তেসক্বা অর্থাৎ বৃষ্টির জন্য জুমু'আর খুতবায় দোয়া করা সঠিক আছে।

শব্দরাজীর বিশ্লেষণ ঃ سَنَة ঃ সীনে যবর দ্বারা। অর্থ : বৎসর, বছর, অভাব, দুর্ভিক্ষ। এখানে দুর্ভিক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বহুবচন سنين । যথা- কোরআন শরীফে "وَلَقَدْ اَخَذْنَا الَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ" রয়েছে। (৯ নং পারা, ৬ নং রুকূ)

(عمده) وَاصْلُ السَّنَةِ سَنْهَةٌ بِرُوزَنِ جَبْهَةٍ অর্থাৎ আর سنة মূলত سنهة , جبهة এর ওযনে। লাম কালিমা হাকে বিলুপ্ত করে তার হরকত যবর আইন কালীমা নূনকে দেয়া হয়েছে। অতএব سنة হয়েছে।

قَزَعَة ঃ যবরবিশিষ্ট কাফ, যা ও আইন দ্বারা। মেঘের টুকরা।

جَوْبَة ঃ জীমে যবর, ওয়াও এ সাকীন এবং বাতে যবর হবে। গোল গর্ত, হাওয। অর্থাৎ চতুর্দিকে মেঘ পরিবেষ্টিত মধ্যখান শুন্য, এরূপ শুন্যতা যা মেঘমালার মাঝে সৃষ্টি হয়।

قَنَاة ঃ ক্বাফে যবর এবং নূন তাশদীদবিহীন। মদীনার একটি উপত্যকার নাম। এটি আলম ও তানীছের কারণে গায়রে মুনসারিফ এবং রফা বিশিষ্ট। যেহেতু 'سال ' এর ফায়েল 'وادي ' থেকে বদল হয়েছে।

بَاب الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا وَقَالَ سَلْمَانُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ

৫৯০. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন ইমাম খুতবা দেয়ার সময় অন্যকে চুপ করানো। যদি কেহ তার সঙ্গীকে (মুসল্লীকে বলে) চুপ থাকো, তাহলে সে একটি অনর্থক কথা বললো। সালমান ফারেসী রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যখন ইমাম কথা বলবেন, তখন নীরব থাকবে।

৮৯৫ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

সরল অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুমু'আর দিন যখন তোমরা পাশের মুসল্লীকে বলবে নীরব থাকো, অথচ ইমাম খুতবা দিচ্ছেন, তাহলে তুমি একটি অনর্থক কথা বললে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল " اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ انْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ " তে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৭-১২৮,তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৮১, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৫৮, তিরমিযী ঃ ৬৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য, সে সকল লোকদের মত খন্ডন করা যারা ইমাম সাহেব খুতবার জন্য বের হওয়ার সাথে সাথেই নীরব থাকাকে ওয়াজিব বলে মতামত ব্যক্ত করে থাকেন। যেরূপ ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মাযহাব-'اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ فَلَا صَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ '

তবে সাহেবাইনের মতে, 'خُرُوْجُ الْاَمَامُ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ وَكَلَامُ الْاِمَامِ يَقْطَعُ الْكَلَامَ ' অর্থাৎ ইমাম বের হওয়ার সাথে সাথে নামায পড়া নিষিদ্ধ। আর খুতবা আরম্ভ করে দিলে সব ধরনের কথা বার্তা নিষিদ্ধ। ইমাম বুখারী রহ.

এর মতে, খুতবা শুরু করার আগে নামায আদায় করা এবং কথা বার্তা বলা বৈধ। অর্থাৎ ইমাম বুখারী ইমাম আযমের বিপরীতে জমহুরের মতামতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করছেন। যেমন 'إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ' দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর মাসলাক বিকশিত হচ্ছে। - والله اعلم

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- 'إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ' (৯ নং পারা, ১৪ নং রুকূ) (আর জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, খুতবায় কোরআন তেলাওয়াত করা হয়) এই আয়াতটি মুফাসসিরীনদের ঐক্যমতে খুতবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলা দুটি বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন- ১. ইস্তেমা'। ২. ইনসাত।

ইস্তেমা' মনোযোগসহ শ্রবণ করাকে বলে। আর ইনসাত নীরবতা অবলম্বন করাকে বলে। এর কারণ হচ্ছে, কোন কোন সময় ইস্তেমা' তো হয় কিন্তু শ্রবণকারী এর ফাকে কথা বার্তাও বলে। তার মনোযোগ বক্তার প্রতি আছে ঠিকই। আর কখনো কখনো এরকমও হয় যে, শ্রবণকারী কোন কিছু বলে না নীরব থাকে। তবে মনোযোগ ও কান লাগিয়ে শ্রবণ করে না। তো আল্লাহ তা'আলা উভয়টির নির্দেশ প্রদান করলেন। উভয়টি আলাদা আলাদা দুটি হুকুম। আর ইমাম বুখারী রহ. উভয় হুকুম বর্ণনার্থে পৃথক বাব কায়েম করেছেন। কিন্তু তিনি ইস্তেমা' সম্পর্কে বাব কায়েম করার পর পরই ইনসাত এর বাব স্থাপন করেন নি। অথচ উভয়টি কোরআন শরীফে পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ কি?

শারেহগণ রহ. এ নিয়ে কোন আলোচনা করেন নি। আমার মতে, (অর্থাৎ হযরত শায়খুল হাদীস এর নিকট) এর কারণ হলো, প্রথমত ইস্তেমা' এর বাব স্থাপন করে ইমাম বুখারী রহ. এদিকে ইশারা করেছেন যে, ইস্তেমা' সন্নিকটের জন্য। আর ইনসাতকে একটু পর উল্লেখ করে বাতলে দিয়েছেন, নীরবতা দূরবর্তীদের জন্য। আর নির্দিষ্ট করে বাব কায়েম করেছেন যেন কেউ আপত্তি করতে পারে না যে, যখন কোন মুসল্লী দূরে অবস্থান করায় তার পর্যন্ত খুতবার আওয়ায পৌছবে না তখন সে নীরব থাকার মানে কি? বরং যে কাছে অবস্থান করছে সে নীরব থাকার দরকার। যেন পরিপূর্ণ মনোযোগী হতে পারে। তো তাকেও সতর্ক করে দিলেন যে, সেও নীরব থাকতে হবে। (তাকরীরে বুখারী তৃতীয় খন্ড)

بَاب السَّاعَةَ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

৫৯১. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনের সে মুহূর্তটি।

٨٩٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ....আবূহুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন, এ দিনে এমন একটি সময় রয়েছে, যে কোন মুসলমান বান্দা যদি এ সময় নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দরবারে কিছু চায়, তাহলে তিনি তাকে অবশ্যই তা দান করে থাকেন এবং তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله فِيهِ سَاعَةٌ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়। সামঞ্জস্যতা এভাবে যে, উক্ত হাদীসে মকবূল সে মুহূর্তটির আলোচন রয়েছে। ব্যাখ্যা অচিরেই আসবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৮, তালাক ঃ ৭৯৮, ৯৪৭, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৮১, মুয়াত্তা ইমাম মালেক ঃ ৩৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ উক্ত বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, জুমু'আর দিন একটি মুহুর্ত রয়েছে যা বেশ মর্যদাসম্পন্ন ও বরকতময়। উক্ত মুহুর্তে মুমিন বান্দা আল্লাহর দরবারে যে দোয়া করবে তা কবূল হবেই।

দোয়া কবূলের সময় কোনটি? ১. আল্লামা আইনী রহ. বলেন-

إِنَّ فِي هٰذِهِ السَّاعَةَ إِخْتِلَافًا هَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ اَوْ رُفِعَتْ الخ

অর্থাৎ দোয়া কবূলের মুহুর্তটির ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। প্রথম মতবিরোধ তো হলো, সে সময়টি বাকী আছে না রহিত হয়ে গেছে? জমহুর উলামাদের মতে, সময়টি কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্যে বাকী থাকবে।

২. রহিত হয়ে গেছে : قَالَ عِيَاضٌ رَدَّهُ السَّلَفُ عَلَي قَائِلِه অর্থাৎ আল্লামা ইয়ায রহ. বলেন, সালফে সালেহীনদের মতে, এ উক্তিটি প্রত্যাখ্যাত, সহীহ নয়। অত:পর জমহুর উলামাদের মাঝে সময়টি নির্ধারণের ব্যাপারে চরম ও পরম মতবিরেধ রয়েছে। আল্লামা আইনী রহ. বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন, ' فَهٰذِه اَرْبَعُوْنَ قَوْلًا الخ ' (উমদাতুল ক্বারী) এই হলো, চল্লিশটি অভিমত। এ অভিমতগুলোর মধ্য থেকে দুইটি অভিমত অধিক প্রসিদ্ধ।

১. এই দোয়া করার মুহুর্তটি ইমাম সাহেব খুতবা দেয়ার জন্য মিম্বরে বসার পর থেকে জুমু'আর নামায শেষ করা পর্যন্ত। এ মতামতের সমর্থন মুসলিম শরীফের ঐ হাদীস দ্বারা হয়। যা হযরত আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُوْلُ هِيَ مَا بَيْنَ اَنْ يَجْلِسَ الْاِمَامُ اِلَي اَنْ تَقْضِيَ الصَّلٰوة ـ (مسلم اول صـ ٢٨١ كي اخري حديث)

শাফেয়ীদের মতে, এ অভিমতটি অধিক সহীহ। যেরূপ শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ইমাম নববী সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। (শরহে মুসলিম-২৮১) ২. হানাফী ও জমহুরের মতে, দোয়া কবূলের সে মুহুর্তটি বাদ আসর থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত। যেমন হযরত জাবির রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস-' فَالْتَمِسُوْهَا اٰخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ' (আবূ দাউদ-১৫০)

প্রশ্ন ঃ দোয়া কবূলের সময়টি সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-' وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ ' অর্থাৎ যে মসলমান বান্দা নামায আদায় করাবস্থায় সে মুহুর্তটি পেয়ে নেবে। আর আসরের পর নামায কোথায়?

জবাব ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম থেকে উক্ত প্রশ্নের উত্তর বর্ণিত আছে যে, ' مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ فِيْهِ الصَّلٰوةَ فَهُوَ فِيْ صَلٰوةٍ حَتّي يُصَلِّيْ ' অর্থাৎ যে ব্যক্তি নামায আদায়ের অপেক্ষায় বসে থাকবে সে নামায আদায় না করা পর্যন্ত নামাযে আছে বলে ধর্তব্য হবে। বুঝা গেল, নামাযের জন্য অপেক্ষমান ব্যক্তি ছওয়াব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নামায আদায়ের বিধানভূক্ত। আল্লামা ইবনে কাইয়িম থেকে বর্ণিত, এ সময়টি বিশেষভাবে আসরের শেষ মুহূর্তই হয়ে থাকে।

মোটকথা উত্তম হলো, উল্লেখিত দুটি সময়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারূপ করা চাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও দোয়া কবূলের সে মুহূর্তটি লাভ করার তাওফীক প্রদান করুন। আমীন।

بَاب إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنْ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ

৫৯২. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর নামাযে কিছু মুসল্লী যদি ইমামের নিকট থেকে চলে যান তাহলে ইমাম ও অবশিষ্ট মুসল্লীগণের নামায বৈধ হবে।

٨٩٧ – حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ

تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا }

সরল অনুবাদ : মু'আবিয়া ইবনে আমর রহ. ......জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে (জুমু'আর) নামায আদায় করছিলাম। এমন সময় খাদ্য-দ্রব্য বহণকারী একটি উটের কাফিলা হাযির হলো এবং তারা (মুসল্লীগণ) সে দিকে এতো বেশী মনোযোগী হলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মাত্র বারোজন মুসল্লী অবশিষ্ট ছিলেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো- واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما " এবং যখন তারা ব্যবসা বা খেল-তামাশা দেখতে পেল। তখন সে দিকে দ্রুত চলে গেল এবং আপনাকে দাঁড়ানোর অবস্থায় রেখে গেলো।" (সুরা জুমু'আ)

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ

مُطَابَقَةُ الْحَدِيْثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ اَنَّ الصَّحَابَةَ لَمَّا انْفَضُّوْا حِيْنَ اِقْبَالِ الْعِيْرِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ اِلَّا اِثْنَا عَشَرَ نَفْسًا اَتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلٰوةَ الْجُمُعَةِ بِهِمْ لِاَنَّه لَمْ يَنْقُلْ اَنَّه اَعَادَ الظُّهْرَ فَدَلَّ علي التَّرْجَمَةِ مِنْ هٰذِهِ الْحَيْثِيَّةِ (عمده)

(শিরোণামের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য এভাবে যে, যখন সাহাবায়ে কেরাম কাফেলা আগমণকালে চলে গেলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মাত্র বারোজন মুসল্লী অবশিষ্ট রইলেন, তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে জুমু'আর নামায আদায় করলেন। কেননা, যুহরের নামায দোহরিয়েছেন বলে কোন রেওয়ায়ত নেই। অতএব তা এই দিক দিয়ে তরজমাতুল বাবের প্রতি ইঙ্গিতবহ হচ্ছে।)

অর্থাৎ فَالْتَفَتُوْا إِلَيْهَا حَتَّي مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ এর তরজমাতুল বাবের সাথে সম্পর্ক। কেননা, তরজমায় 'فِي صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ ' এর ব্যাপকতার কারণে ابتداء صلوة অর্থাৎ খুতবাকেও শামিল রাখছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৮, ২৭৬, ২৭৭, তাফসীর ঃ ৭২৭,তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৮৪, তিরমিযী দ্বিতীয় খন্ড-তাফসীর ঃ ১৬৪, নাসায়ী-সালাত।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এই বাব দ্বারা একটি এখতেলাফী মাসআলার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

মাসআলাটি হচ্ছে, যদি জুমু'আর নামাযের সূচনাকালে শর্তানুযায়ী মানুষ উপস্থিত থাকেন কিন্তু পরে কারণবশত: মুসল্লীর সংখ্যা কমে যায় তাহলে কি করবে?

বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, যেহেতু জুমু'আ শুরু হয়ে গেছে তাই এখন মুসল্লীর সংখ্যা কমে যাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে শর্ত হলো ইমাম সাহেবের সাথে কিছু লোক থাকতে হবে। আর ইহাই সাহেবাইনের মাসলাক। তাদের দলীল-'وَالْاِثْنَان فمَا فوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ '

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে, চল্লিশজন, মালেকীদের মতে, বারোজন এবং হানাফীদের মতে, ইমাম ছাড়া তিনজন থাকা শর্ত।

ইমাম বুখারী রহ. এর নিকট যেহেতু উক্ত সংখ্যা প্রমাণিত করার জন্য তাঁর শর্তানুযায়ী কোন হাদীস বিদ্যমান ছিল না সেহেতু তা উল্লেখ করেন নি। কেবল তা বর্ণনা করেছেন যে, যদি মুক্তাদী খুতবা পড়ার সময় অথবা নামায শুরু হওয়ার পর চলে যায় তাহলে ইমাম ও বাকী মুসল্লীদের নামায বৈধ হবে।

بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّيْ الخ ঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে (জুমু'আর) নামায আদায় করছিলাম। এমন সময় শাম হতে (খাদ্য-দ্রব্য বহণকারী উটের) একটি কাফিলা এলো। বর্ণিত আছে, তা হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফের ব্যবসায়ী কাফেলা ছিল। আর কেহ কেহ বলেন, হযরত দিহইয়ায়ে কালবী রাযি.। হয়তো দুনোজন উক্ত ব্যবসায় শরীক ছিলেন। কাকতালীয়ভাবে তখন মদীনায় খাদ্য-দ্রব্য কম ছিল। তাই মানুষের খাদ্য-দ্রব্যের বেশ জরুরত ছিল।

إلَّا اثْنَا عَشَرَ ঃ এরা আশারায়ে মুবাশ্শারাহ, হযরত ইবনে মাসউদ ও বিলাল রাযি. ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ সাহাবাদের সম্পর্কে কোরআন শরীফের এসেছে-'رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ' এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, ব্যবসার জন্য নামায পরিত্যাগ করাটা সাহাবাদের শান থেকে অনেক দূরে।

উত্তর ঃ ১. উক্ত সাহাবীগণ নতুন মুসলমান হয়েছিলেন। আর খুতবা এবং নামাযে বেশ পার্থক্য রয়েছে। আর হাদীসে 'نُصَلِّيْ' শব্দ এসেছে। যার অর্থ হলো, আমরা রাসূলের সাথে নামাযের জন্য অপেক্ষমান ছিলাম।

২. ঘটনাটি উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে সংঘটিত হয়েছিল। তাই আর কোন আপত্তি রইল না।

بَاب الصَّلَاة بَعْدَ الْجُمُعَة وَقَبْلَهَا

৫৯২. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর (ফরয নামাযের) আগে ও পরে নামায আদায় করা।

٨٩٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের আগে দু'রাক'আত ও পরে দু'রাকাআত, মাগরিবের পর নিজের ঘরে দু'রাকাআত এবং ইশার পর দু'রাকা'আত নামায আদায় করতেন। আর জুমু'আর দিন নিজের ঘরে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করতেন না। (ঘরে গিয়ে) দু'রাকাআত নামায আদায় করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "كَانَ لَا يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّي يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ" দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৮, সামনে ঃ ১৫৬, আবার ঃ ১৫৬-১৫৭, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৫২, ২৮৮, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৭৮-বাবু তাফরীউ আবওয়াবিত তাত্বাওউয়ি ও রাকা'আতিস সুন্নাতি এর মধ্যে।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য বোধগম্য হচ্ছে যে, তাঁর মতে, জুমু'আর আগে এবং পরেও সুন্নত নামায রয়েছে। যেহেতু বাব কায়েম করেছেন-"الصَّلٰوةُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا"

কিন্তু হাদীসুল বাবে শুধু 'سُنَن بَعْدِيه' অর্থাৎ বা'দাল জুমু'আর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। আর 'سُنَن قَبْلِيه' অর্থাৎ কাবলাল জুমু'আর তথা জুমু'আর পূর্বের সুন্নতের কোন উল্লেখ নেই। এর কারণ সম্ভবত: এ হতে পারে যে, ইমাম বুখারী রহ. জুমু'আর আগের সুন্নতের ব্যাপারে নিজ শর্তানুযায়ী কোন হাদীস পান নি। বিধায় জুমু'আকে যুহরের উপর ক্বিয়াস করেছেন। কেননা, জুমু'আ যুহরের নামাযের বদলাস্বরুপ। আর যুহরের নামাযে পূর্বাপর সুন্নত রয়েছে। তো জুমু'আর নামাযে যেরুপ তার পরে সুন্নত রয়েছে ঠিক তদ্রুপ পূর্বেও সুন্নত হবে। অতএব ইমাম বুখারী রহ. হযরত ইবনে উমর রাযি. কর্তৃক যুহরের সুন্নত সম্পর্কীয় রেওয়ায়ত উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বুখারী রহ. এর উসূল হতে একটি হলো, তরজমাতুল বাবে অনেক সময় এমন রেওয়ায়তের দিকে ইশারা করেন যা তাঁর শর্তানুযায়ী না হলেও ভাবার্থগত সহীহ হয়ে থাকে। অতএব আবূ দাউদ শরীফের রেওয়ায়ত-

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلوةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّيْ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِه وَيُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ الله صَلي الله عَلَيْه وَسلَّم كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ (ابوداود اول صـ ١٦٠) في باب الصلوة بعد الجمعة)

প্রশ্ন ঃ তারতীবের চাহিদা ছিল, "بَابُ الصَّلوةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا" বলতেন। এ তারতীবের বিপরীত করাতে কি হেকমত রয়েছে?

জবাব ঃ যেহেতু জুমু'আর পরের সুন্নতের ব্যাপারে সকল আয়েম্মা একমত। তবে আগের সুন্নত নিয়ে এখতেলাফ রয়েছে। (তাই এরকম করেছেন) অতএব হাম্বলীদের মতে, জুমু'আর আগে কোন সুন্নত নেই। আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম ও আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ প্রমূখ তো জুমু'আর পূর্বের কাবলাল জুমু'আকে অস্বীকার করেন।

ইমামদের অভিমত ঃ ১. ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নিকট জুমু'আর আগে দু'রাকআত সুন্নত। ২. ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে, চার রাকা'আত সুন্নত। ৩. সাহেবাইনের মতে, ছয় রাকা'আত। ইমাম আবূ ইউসুফের মতে, জুমু'আর পূর্বে চার রাকা'আত ও পরে দু'রাকআত সুন্নত আদায় করা উত্তম। ৪. হাম্বলীদের নিকট জুমু'আর পূর্বে কোন সুন্নত নেই।

بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ }

৫৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী- "অতঃপর যখন নামায শেষ হবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করবে।"

٨٩٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ

সরল অনুবাদ : সায়ীদ ইবনে আবূ মারয়াম রহ. ......সাহল রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে বসবাসকারী জনৈকা মহিলা একটি ছোট নদীর পাশে ক্ষেতে বীটের চাষ করতেন। জুমু'আর দিনে সে বীটের মূল তুলে এনে রান্নার জন্য ডেগে চড়াতেন এবং এর উপর এক মুঠো যবের আটা দিয়ে রান্না করতেন। তখন এ বীট মূলই গোশত (গোশতের বিকল্প) হয়ে যেত। আমরা জুমু'আর নামায থেকে ফিরে এসে তাঁকে সালাম দিতাম। তিনি তখন খাদ্য আমাদের সামনে পেশ করতেন এবং আমরা তা খেতাম। আমরা খাদ্যের আশায় জুমু'আবারে উদগ্রীব থাকতাম।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা " وكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلوةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا الي اخره " বাক্যে। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম নামায আদায়ের পর রিযিক তালাশে বের হতেন এবং জনৈকা মহিলার ঘরে খাদ্য পাওয়ার আশায় যেতেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী এখানে ঃ ১২৮, সামনে ঃ ১২৮, ৩১৬ বাবু মা জাআ ফিল ফারাসি এর মধ্যে, ৮১৩, ৯২৩, ৯২৯।

٩٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ بِهَذَا وَقَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ......সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে এ হাদীস বর্ণিত। তিনি আরো বলেছেন, জুমু'আর (নামাযের) পরই আমরা কায়লুলা (দুপুরের শয়ন ও হালকা নিদ্রা) এবং দুপুরের আহার্য গ্রহণ করতাম।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসাংশ " وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا الي اخره " দ্বারা মিল হয়েছে।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, আয়াতে কারীমা-"فانتشروا " এবং "وابتغوا " ঈজাবী কোন নির্দেশ নয়। বরং ইস্তেহবাবী হুকুম।

بَاب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

৫৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর পরে কায়লুলা (দুপুরের ঘুমানো ও হালকা নিদ্রা)।

٩٠١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে উকবা শায়বানী রহ. ...হুমাইদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস রাযি. বলেছেন, আমরা জুমু'আর দিন সকালে যেতাম তারপর (নামায শেষে) কায়লুলা করতাম।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " كُنَّا نُبَكِّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيْلُ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে। অর্থাৎ হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমরা জুমু'আর পরে কায়লূলা করতাম।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৮, ১২৩।

٩٠٢ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ

সরল অনুবাদ : সায়ীদ ইবনে মারইয়াম রহ. ......রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জুম'আর নামায আদায় করতাম। এরপর কায়লুলা হতো ।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُوْنُ القائلة" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৮, পেছনে ঃ ১২৮, ৩১৬, ৮১৩, ৯২৩, ৯২৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ পূর্বের বাবে হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়িদী রাযি. এর হাদীসে কায়লুলা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। তো ইমাম বুখারী রহ. চমৎকার সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে এখানে একে উল্লেখ করেছেন যে, জুমু'আর পরে চাই ছড়িয়ে পড়ো বা কায়লুলাহ করো অথবা স্বীয় কাজ-কর্মে লিপ্ত হও অথবা ঘুমিয়ে যাও।

বারাআতে ইখতেতাম ঃ 'قائلة ' শব্দ দ্বারা বারাআতে ইখতেতাম এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। যেহেতু কায়লুলাহ দুপুরের বিশ্রামকে বলে। আর তা অবসর সময়ে হয়ে থাকে। বিধায় এই কিতাবুল জুমু'আ থেকে ইমাম বুখারীও ফারিগ হয়ে গেলেন। হযরত শায়খুল হাদীস রহ. বলেন, 'اَلنَّوْمُ اَخُو الْمَوْتِ '। তাই বারাআতে ইখতেতামের সাথে সম্পৃক্ততা হয়ে গেল।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও স্থায়ী বিশ্রাম লাভের সুযোগ করে দিন। আমীন। (মুহাম্মদ উছমান গনী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَبْوَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

وَقَال الله عز وجل { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ و لِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا }

৫৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ খাওফের নামায (শত্রুভীতি অবস্থায় নামায)। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন- আর যখন তোমরা যমীনে ভ্রমণ করো তখন নামায 'কসর' করলে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না, যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে। নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের সাথে নামায কায়েম করবে তখন তাদের একদল তোমার সাথে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। এরপর তারা সিজদা করলে তখন তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে। অপর একদল যারা নামাযে শরীক হয় নাই, তারা তোমার সাথে যেন নামাযে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিররা কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা তোমাদের উপর এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও বা পীড়িত থাকো তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই, তবে তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা নিসা-১০১-১০২)

পূর্বের সাথে সম্পর্ক ঃ ১. যেরূপ জুমু'আর নামায ফুরুযে খামসাহ তথা পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের অন্তর্গত তদ্রূপ সালাতুল খাওফও ফরয নামাযসমূহের অন্তর্ভুক্ত। উভয় নামায (জুমু'আর নামায ও খাওফের নামায) ফরয নামাযের বদলা হওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর শরীক। এ জন্যে উভয়টিকে কাছাকাছি উল্লেখ করেছেন।

২. সালাতুল জুমু'আ যুহরের নামাযের নায়েব এবং সালাতুল খাওফ সালাত বেলা খাওফ তথা শান্তিতে নামায পড়ার স্থলাভিষিক্ত। তাই উভয় নামাযের আলোচনা পাশাপাশি করা হয়েছে।

সালাতুল জুমু'আকে সালাতুল খাওফের পূর্বে আনার কারণ ঃ সালাতুল জুমু'আকে সালাতুল খাওফের আগে আনার কারণ হচ্ছে, জুমু'আর নামায প্রত্যেক সপ্তাহে একবার আসে। এতে তাখফীফ তথা লঘুকরণ কমই হয়। আর সালাতুল খাওফে তাখফীফ তথা সংক্ষিপ্তকরণের দিক বেশী। আর সংঘটিতও হয় কম।

প্রশ্ন ঃ জুমু'আর পর পরই ঈদের নামাযের আলোচনা কেন করলেন না? অথচ ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসীনদের নিয়ম হচ্ছে, তারা জুমু'আর পরে ঈদের নামাযের আলোচনা করে থাকেন।

উত্তর ঃ উল্লেখিত কারণগুলো ছাড়া ইমাম বুখারী রহ. এর দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, দুই ঈদের নামাযের পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের সাথে কোন সম্পৃক্ততা নেই। - فلااعتراض

সালাতুল খাওফের বৈধতা ঃ জমুহুরের মতে, সালাতুল খাওফ (দুশমনের হামলার আশংকার সময় আদায়কৃত নামায) সর্বপ্রথম غزوه ذات الرقاع বা যাতুর রিকা যুদ্ধে পড়া হয়েছিল এবং আসরের নামায আদায় করা হয়েছিল। যথা আবূ দাউদ শরীফের কিতাবুস সালাত-১৭৫ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, মারওয়ান ইবনে হেকম হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. কে জিজ্ঞেস করলেন,

هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلوٰةَ الْخَوْفِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَعَمْ فَقَالَ مروان مَتي قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ (وهي غزوة ذات الرقاع) قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الي صَلوٰةِ الْعَصْرِ الخ (ابوداود - صـ ١٧٥)

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, - فَقَالَ الْجُمْهُوْرُ اِنَّ اَوَّلَ مَا صُلِّيَتْ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

আল্লামা ইবনে কাইয়িম রহ.ও বলেন, সালাতুল খাওফ যাতুর রিকা যুদ্ধে পড়া হয়েছিল।

যাতুর রিকা যুদ্ধ কোন বছর সংঘটিত হয়েছে? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। আমি ২২ বছর আগে নাসরুল বারী অষ্টম খন্ড অর্থাৎ কিতাবুল মাগাযী লিখেছি। যার ১৭৮-১৮২ পৃষ্টা পর্যন্ত যাতুর রিকা যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তার নামকরণের কারণ কি? এ যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছে? ইমাম বুখারী রহ. কর্তৃক দলীলসম্বলিত তাহকীকের জন্য কিতাবুল মাগাযী বাবু গাযওয়াতু যাতুর রিকা- ১৭৮ নং পৃষ্টা অবশ্য মোতালাআ করতে হবে।

٩٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي صَلَاةَ الْخَوْف قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قبلَ نَجْد فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَقْبَلَتْ طَائفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائفَة الَّتي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِد منْهُمْ فَرَكَعَ لنَفْسه رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

সরল অনুবাদ : আবু ইয়ামান রহ. ......শু'আইব রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুহরী রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নামায আদায় করতেন অর্থাৎ খাওফের নামায? তিনি বললেন, আমাকে সালিম রহ. জানিয়েছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নাজদ এলাকায় যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমরা শত্রুর মুখোমুখী কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। একদল তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়ালেন এবং অন্য একটি দল শত্রুর প্রতি মুখোমুখী অবস্থান করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নিয়ে রুকূ' ও দু'টি সিজদা করলেন। তারপর এ দলটি যারা নামায আদায় করেনি, তাঁদের স্থানে চলে গেলেন এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে

এগিয়ে এলেন, তখন রাসূলুল্লাহ তাঁদের সাথে এক রুকূ' ও দু'সিজদা করলেন এবং পরে সালাম ফিরালেন। এরপর তাদের প্রত্যেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজে নিজে একটি রুকূ' ও দু'টি সিজদা (সহ নামায) শেষ করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল " فوَازَيْنَا العَدُوَّ فصَافَفنَا لَهُمْ قوله "الخ বাক্যে। অর্থাৎ হাদীসুল বাবে খাওফের নামাযের বৈধতা এবং গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৮-১২৯, ১২৯, মাগাযী ঃ ৫৯২, তাফসীর ঃ ৬৫০, তাছাড়া মুসলিম ২৭৮, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৭৬, তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ৭৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, ১. উল্লেখিত আয়াতে কারীমা সালাতুল খাওফ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যেরূপ তরজমাতুল বাব 'اَبْوَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ' কায়েম করে আয়াত উল্লেখ করেছেন। ইমামত্রয়ের অভিমত এটাই। যেন ইমাম বুখারী রহ. জমহুরের মতামতকে সমর্থন করছেন। ২. ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, সালাতুল খাওফের বৈধতা ক্বোরআন শরীফ এবং নবীজির আমল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন বুখারী রহ. হাদীস উল্লেখের আগে আয়াতে কুরআনী-'وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ الاية' এনে সাবেত করেছেন। ৩. ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য, সালাতুল খাওফের গুণাগুণ বর্ণনা করা। - والله اعلم

সালাতুল খাওফ আদায় করার পদ্ধতি এবং ইমামদের পছন্দনীয় অভিমতসমূহ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সালাতুল খাওফ এর বিভিন্ন সূরত বর্ণিত আছে। এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক সিহাহ সিত্তার মধ্যে ইমাম আবূ দাউদ রহ. বর্ণনা করেছেন। তিনি আটটি বাব কায়েম করে রেওয়ায়ত উল্লেখ করেছেন।

অধিকাংশ আহলে সিয়র ও মাগাযী এর মতে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল খাওফ চারটি স্থানে পড়েছেন- ১. যাতুর রিকার যুদ্ধে। ২. আসফানে। ৩. বাতনে নাখলে। ৪. যি ক্বারদে।

অত:পর সালাতুল খাওফের পদ্ধতি বর্ণনায় বিভিন্নধরনের রেওয়ায়ত রয়েছে। তন্মধ্যে ষোলটি রেওয়ায়ত সহীহ। আল্লামা ইবনে কাইয়িম যাদুল মা'আদ এর মধ্যে বলেছেন, উক্ত পদ্ধতিগুলো হতে কেবল চারটি পদ্ধতি আসল।

আয়েম্মায়ে আরবায়ার মতে, তন্মধ্যে দুটি পদ্ধতি উত্তম। আর এ দুটিকেই ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে আলোচনা করেছেন- ১. বাবের অধীনে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এর। উক্ত হাদীস দ্বারা যে পদ্ধতিটি সাবেত হয়েছে ইহাই হানাফীদের নিকট সর্বাধিক উত্তম পদ্ধতি। এর তরজমা তো চলে গেছে। আর এটাই ইমাম বুখারী রহ. এর মতেও অধিকতর উত্তম। দলীল- সালাতুল খাওফের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কেবল আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়ত উল্লেখ করেছেন। আল্লামা কাশমীরী রহ. বলেছেন, 'وَالظَّاهِرُ اَنَّ الْبُخَارِيَّ اِخْتَارَ مِنْهَا صِفَةَ الْحَنَفِيَّةِ وَكَانَ اَقْرَبُ الصِّفَاتِ عِنْدَه بِنَظْمِ النَّصِّ الخ' (ফয়যুল বারী দ্বিতীয় খন্ড- ৩৫৩) সারাংশ হলো, মুজাহিদদের দু'দলে বিভক্ত করে এক দল শত্রুর প্রতি মুখোমুখী অবস্থান করাবে। অপর দলকে ইমাম সাহেব এক রাকা'আত পড়াবেন। এ দল (নামায পুরা না করেই) রণাঙ্গণে চলে যাবে। আর শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়ানো প্রথম দল ইমামের পেছনে আসবে। তাদেরকেও ইমাম সাহেব এক রাকা'আত পড়াবেন এবং একা একা সালাম ফেরাবেন। আর তাঁরা দুশমনের মোকাবেলায় চলে যাবে। আর প্রথম দল যারা সর্বপ্রথম ইমামের পেছনে এক রাকা'আত আদায় করেছিল তারা এসে লাহেকের ন্যায় আরেক রাকা'আত পূর্ণ করবে। (কেরাআত পাঠ করবেনা। কেননা, তারা حكما ইমামের পেছনে রয়েছে) অত:পর তারা চলে যাবে। আর দ্বিতীয় দল স্বীয় দ্বিতীয় রাকা'আত মাসবূকের ন্যায় পুরা করবে। অর্থাৎ কেরাআত পাঠ করবে। তবে ইমাম সাহেবের সালাম ফিরানোর পর উভয় দল স্ব স্ব স্থানে থেকে একেক রাকা'আত পুরা করে নেয়াও জায়েয আছে। ২. ইমামত্রয়ের মতে, সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, এক দল ইমামের সাথে এক রাকা'আত পড়বে। তারা দ্বিতীয় রাকা'আত নিজে নিজে ঐ সময়েই পুরা করে সালাম ফিরিয়ে নেবে এবং শত্রুর মোকাবেলায় চলে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় দল আসবে। ইমাম [illegible]দেরকে নিয়ে দ্বিতীয় রাকা'আত পড়বে। আর এ দলও তখন মাসবূকের ন্যায় নিজের দ্বিতীয়

রাকা'আত পূর্ণ করবে। ইমাম সাহেব কায়দায় অপেক্ষা করবেন এবং এক সাথে সালাম ফিরাবেন। এ পদ্ধতি হযরত সাহল ইবনে আবী হাছমা রাযি. এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যাকে ইমাম বুখারী রহ. কিতাবুল মাগাযীতে এনেছেন।

তাঁরা সাহল ইবনে আবী হাছমার রেওয়ায়তকে এ জন্যে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, ১. এতে নড়া-ছড়া (যাতায়াত) কম হয়। এর বিপরীত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতিতে যাতায়াত বেশী। যা নামাযের শান বিরোধী। ২. একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে এই রেওয়ায়তটি অগ্রাধিকারযোগ্য।

হানাফীরা বলেন, হযরত ইবনে উমরের রেওয়ায়তটি অগ্রাধিকারী। ১. কেননা, তা কোরআনের সাথে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাকী রইল বেশী যাতায়াতের বিষয়টি। তো শরীয়ত এখানে অধিক যাতায়াতকে জায়েয বলে সাব্যস্ত করেছে। ২. হযরত ইবনে উমরের রেওয়ায়ত মারফূ' এবং বেশ শক্তিশালী। কেননা, বুখারী এবং মুসলিম রহ. একে স্ব স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এর বিপরীত সাহল ইবনে আবী হাছমার রেওয়ায়ত যে, এটি মাওকূফ। মারফূ' হওয়ার ব্যাপারে কথা রয়েছে। ঐতিহাসিকরা একমত যে, হযরত সাহল ইবনে আবী হাছমার বয়স হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় আট বছর ছিল। তাহলে সালাতুল খাওফ আদায়কালে তাঁর বয়স কত হবে? তাই রেওয়ায়তটি অবশ্যই মুরসাল। আর শাফেয়ীদের মতে মুরসাল হাদীস দলীল হতে পারে না। ৩. সাহল ইবনে আবী হাছমার রেওয়ায়তনুযায়ী মুক্তাদী ইমামের আগে নামায হতে ফারিগ হওয়া আবশ্যক করে। যার শরীয়তে কোন নযীর নেই। ৪. এতে কালবে মাওযূ' (উদ্দেশ্য পরিপন্থী বিষয়) লাযেম আসে যে, ইমাম মুক্তাদীর অপেক্ষা করতে হয়। ইমাম অনুগামী থাকা আবশ্যক হয়। যা ইমামের পদমর্যাদা বিরোধী। এর বিপরীত ইবনে উমর রাযি. এর তরীকায় শুধুমাত্র বার বার আসা-যাওয়া ও বেশী যাতায়াত আবশ্যক হয়। যার শরীয়তে একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন হযরত আবূ বকর রাযি. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখে নামাযরতবস্থায় পেছনে চলে এসেছিলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হয়ে ইমামতি করেছেন।

অনুরূপ নামাযে থাকাবস্থায় হদস হয়ে গেলে উযূ করার জন্য যাতায়াত করার অনুমতি রয়েছে। তবে ইমামের অপেক্ষা করার কথা প্রমাণিত নেই। চিন্তা করে ভেবে দেখুন।

মাসআলা ঃ ১. ভয়কালীন সময়ে সালাতুল খাওফের জন্য উত্তম হলো, আলাদা আলাদা দুটি জামা'আতের ব্যবস্থা করা। হ্যাঁ যদি সবাই একজন ইমামের পিছনে নামায আদায়ের জন্য বাধ্য হয় তখন সালাতুল খাওফের ইজাযত রয়েছে।

মাসআলা ঃ ২. সালাতুল খাওফ শুধু সফরের সাথে খাস নয়। বরং একামত অবস্থায়ও বৈধ আছে। একামত অবস্থায় উভয় দলকে ইমাম দু'রাকা'আত করে পড়াবে।

যদি মাগরিবের নামায হয় তবে প্রথম দলকে দু'রাকা'আত এবং দ্বিতীয় দলকে এক রাকা'আত।

بَاب صَلَاةِ الْخَوْفِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا رَاجِلٌ قَائِمٌ

৫৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ পদাতিক বা আরোহী অবস্থায় খাওফের নামায আদায় করা।

এতে 'رِجَال ' শব্দটি 'رَاجِل ' এর বহুবচন। যেমন 'رُكَاب ' শব্দটি 'رَاكِب ' এর বহুবচন। অর্থ : দন্ডায়মান। অর্থাৎ 'رَاجِل ' এর মূল অর্থ : পদাতিক। তবে এখানে অর্থ হচ্ছে, দন্ডায়মান।

ব্যাখ্যা ঃ মতলব হলো, তুমূল যুদ্ধ এবং সদম্ভ বিচরণজনিত বৃহৎ যুদ্ধ হওয়ায় দু'দলে ভাগ করে নামায আদায় করা অসম্ভব হলে, সকল মুজাহিদ যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মুখোমুখী থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা আরোহী অবস্থায় একাকী নামায আদায় করে নেবে।

٩٠٤ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا

সরল অনুবাদ : সায়ীদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ. ......নাফি' রহ. সূত্রে ইবনে উমর রাযি. থেকে মুজহিদ রহ. এর বর্ণনার মতো উল্লেখ করেছেন যে, সৈন্যরা যখন পরস্পর (শত্রুমিত্র) মিলিত হয়ে যায়, তখন দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। ইবনে উমর রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বলেছেন যে, যদি সৈন্যদের অবস্থা এর চেয়ে গুরুতর হয়ে যায়, তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং আরোহী অবস্থায় নামায আদায় করবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল " فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا قوله "وَرُكْبَانًا বাক্য দ্বারা স্পষ্ট ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৯, ২৮, সামনে ঃ ৫৯২, ৬৪০,তাছাড়া নাসায়ী প্রথম খন্ড ঃ ১৭৫, মুয়াত্তা ইমাম মালেক ঃ ৬৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ১. ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তরজমাতুল বাবের ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে। যদি অত্যধিক ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় ও যুদ্ধ প্রচন্ডরূপ ধারণ করে যে, সওয়ারী থেকে অবতরণের কোন সুযোগ নেই তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একা একা যেরূপে সম্ভব সেরূপেই নামায আদায় করতে হবে। নামায রহিত হবে না।

২. হযরত শায়খুল হাদীস বলেন, ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, 'فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا' এর ব্যাখ্যা করা। আয়াতে 'رجال ' যা 'راجل ' এর বহুবচন তা কখনো 'قَائِمٌ عَلَي الْاَقْدَامِ ' (দাঁড়ানো) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর কোন কোন সময় 'পথচারী ও পদাতিক' এর অর্থে আসে। যেমন আয়াতে কারীমায়-" وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوكَ رِجَالًا الاية " (সূরা হজ্জ, আয়াত- ৬৭) এর মধ্যে 'رجال ' পদাতিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তো ইমাম বুখারী রহ. বাতলে দিয়েছেন, এখানে " ماشي " এর অর্থে নয়। বরং এখানে 'راجل ' শব্দটি 'قائم ' এর অর্থে। এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. সে সকল লোকদের মত খন্ডন করেছেন যারা বলে, পদাতিক অবস্থায়ও নামায আদায় করা দুরুস্ত আছে। যেরূপ ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের মতে, পদাতিক অবস্থায়ও নামায পড়া জায়েয। তো ইমাম বুখারী রহ. তাদের মাসলাককে প্রত্যাখ্যান করে দিলেন।

عَنْ ابنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ ঃ শারেহে বুখারী আল্লামা কিরমানী রহ. বলেন, এর মতলব হলো, যেরূপ নাফে' ইবনে উমর হতে বর্ণনা করেন ঠিক অদ্রূপ মুজাহিদ রহ.ও ইবনে উমর রাযি. হতে নকল করেন এবং اِذَا اخْتَلَطُوْا قِيَامًا এর মধ্যে উভয়জন শরীক। এখন মতলব হবে, মুজাহিদ ও নাফে' দুনোজন ইবনে উমর রাযি. থেকে 'اِذَا خَلَطُوْا قِيَامًا ' বর্ণনা করেন। তবে নাফে' " وَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ الخ " বাক্যটি বাড়িয়েছেন।

সারকথা হলো, এই রেওয়ায়তের বর্ণনাকারী নাফে' এবং মুজাহিদ দুনোজন। আর নাফে'র রেওয়ায়ত মুজাহিদের রেওয়ায়তের কাছাকাছি। তবে নাফে' রহ. স্বীয় রেওয়ায়তে " وَاِنْ كَانُوْا الخ " বাড়িয়েছেন। আর এ বৃদ্ধি করাটা মারফূ' আকারে হয়েছে।

بَاب يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

৫৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ খাওফের নামাযে মুসল্লিগণের একাংশ অন্য অংশকে পাহারা দেবে।

٩٠٥ – حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ مَعَهُ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَتَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

সরল অনুবাদ : হাইওয়া ইবনে শুরাইহ রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়ালেন এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে (ইক্তিদা করে) দাঁড়ালেন। তিনি তাকবীর বললেন, তারাও তাকবীর বললেন, তিনি রুকূ' করলেন, তাঁরাও সাথে রুকূ' করলেন। তারপর তিনি সেজদা করলেন এবং তারাও তাঁর সাথে সেজদা করলেন। এরপর তিনি দ্বিতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়ালেন, তখন যারা তাঁর সাথে সেজদা করছিলেন তারা উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদের ভাইদের পাহারা দিতে লাগলেন। তখন অপর দলটি এসে তাঁর সাথে রুকূ' করলেন। এভাবে সকলেই নামাযে অংশগ্রহণ করলেন। অথচ একদল অপর দলকে পাহারাও দিলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " قوله "وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৯, নাসায়ী ঃ ১৭৩-১৭৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ বাহ্যত উক্ত বাবের উদ্দেশ্য বোধগম্য হচ্ছে না। কেননা, পাহরাদারী তো সর্বাবস্থায় দরকার। তবে বলা যায়, যেহেতু হাদীসে পাহারাদারীর আলোচনা হয়েছে সেহেতু ইমাম বুখারী রহ. বৈচিত্ররূপে বাব উল্লেখ করেছেন। মূল লক্ষ্য ছিল রেওয়ায়ত বর্ণনা করা। মাসআলা বর্ণনা করা নয়। হযরত শায়খুল হাদীস বলেন, আমার মতে, নামাযে এদিক সেদিক তাকানোকে ইখতেলাসে শয়তান তথা শয়তানের ছোঁ মারা বলা হয়েছে। (প্রকাশ থাকে যে, পাহারাদারীতে ইলতেফাত রয়েছে এ জন্য) ইমাম বুখারী রহ. সালাতুল খাওফে ইলতেফাত (এদিক সেদিক তাকানো) কে আলাদা করেছেন। কেননা, পাহারা দিতে গেলে ইলতেফাতের প্রয়োজন হয়। এতে কোন অসুবিধা নেই। বরং তখন তো শত্রু থেকে সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন বেশ দরকার যে, হয়তো তারা নামাযে রত দেখে আক্রমণ না করে বসে। والله اعلم -

ব্যাখ্যা ঃ নাসায়ী শরীফ সালাতুল খাওফ ১৭৩ নং পৃষ্টা, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে রেওয়ায়ত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যি ক্বারদে নামায পড়ালেন এবং সেনাবাহিনী দু'ভাগে ভাগ করে এক দলকে পেছনে রেখে অপর দলকে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিলেন। তাছাড়া উক্ত রেওয়ায়তে ولم يقصر অতিরিক্ত রয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা এক রাকা'আত আদায় করেন নি।

সালাতুল খাওফের উপরোক্ত পদ্ধতি তখন হতে যখন শত্রুপক্ষ কিবলামুখী অবস্থান করবে। তখন ইমাম সাহেব পুরা দলকে দু'ভাগে বিভক্ত করে এক দলকে পেছনে এবং অপর দলকে শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড় করাবেন। কিন্তু ইমাম উভয়

দলকে এক সাথে নামায পড়াবে। অর্থাৎ উভয় দল ইমাম সাহেবের তাকবীরে তাহরীমা বলার সাথে সাথে তাকবীরে তাহরীমা বলে নামাযে শামিল হবে। প্রথম দল ইমামের সাথে রুকূ' এবং সেজদা আদায় করবে এবং দ্বিতীয় দল দাঁড়িয়ে থাকবে। শত্রুর আক্রমণ থেকে আপন ভাইদেরকে রক্ষার জন্য পাহারা দেবে। আর যখন ইমাম সাহেব এবং প্রথম দল প্রথম রাকা'আতের সেজদা থেকে ফারিগ হয়ে দাঁড়াবে তখন এই দ্বিতীয় দল রুকূ'-সেজদা আদায় করবে। উভয় সেজদা আদায় করে দাঁড়িয়ে যাবে এবং ইমামের সালাম ফেরানোর সাথে সাথে উভয় দল নামায হতে ফারিগ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় দল যারা শত্রুর মুখোমুখী ছিল তারা যদিও ইমামের পেছনে নয় তবে حكما নামাযে শরীক বলে ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ সালাতুল খাওফ মূলতঃ দু'রাকা'আত নামায। যদিও এক রাকা'আত বুঝা যায়।

আর কোন কোন রেওয়ায়তে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেছেন, সালাতুল খাওফ এক রাকা'আত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইমামের সাথে এক রাকা'আত পড়তে হবে। আর যখন শত্রুপক্ষ পশ্চিমদিকে থাকবে তখন ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে, এ সূরতই অধিকতর উত্তম। আর শত্রু কিবলার দিকে না হলে হযরত সাহল ইবনে আবী হাছমা এর রেওয়ায়তে বর্ণিত পদ্ধতিই উত্তম। - والله اعلم

بَاب الصَّلَاة عِنْدَ مُنَاهَضَة الْحُصُون وَلِقَاء الْعَدُوّ

৫৫১. পরিচ্ছেদ ঃ দূর্গ অবরোধ ও শত্রুর মুখোমুখী অবস্থায় নামায।

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاة صَلَّوْا إِيمَاءً كُلُّ امْرِئ لِنَفْسِه فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاء أَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا لَا يُجْزِئُهُمْ التَّكْبِيرُ وَيُؤَخِّرُوهَا حَتَّى يَأْمَنُوا وَبِه قَالَ مَكْحُولٌ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِك حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَة حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَة الْفَجْرِ وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَال فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاة فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاة الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

ইমাম আওযায়ী রহ. বলেন, যদি অবস্থা এমন হয় যে, বিজয় আসন্ন তবে শত্রুদের ভয়ে সৈন্যদের (জামা'আতে) নামায আদায় করা অসম্ভব, তাহলে সবাই একাকী ইশারায় নামায আদায় করবে। আর যদি ইশারায় আদায় করতে না পারো তবে নামায বিলম্বিত করবে। যে পর্যন্ত না যুদ্ধ শেষ হয় বা তারা নিরাপদ হয়। এরপর দু'রাকা'আত নামায আদায় করবে। যদি (দু'রাকা'আত) আদায় করতে সক্ষম না হয় তাহলে একটি রুকূ' ও দু'টি সেজদা (এক রাকা'আত) আদায় করবে। তাও সম্ভব না হলে শুধু তাকবীর বলে নামায শেষ করা বৈধ হবে না বরং নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত নামায দেরী করবে। মাকহুল রহ.ও এ মতামত ব্যক্ত করেন। আনাস ইবনে মালিক রাযি. বর্ণনা করেছেন, (একটি যুদ্ধে) ভোরবেলা তুসতার দুর্গের উপর আক্রমণ চলছিলো এবং যুদ্ধ প্রচন্ডরূপ ধারণ করে, তাই সৈন্যদের নামায আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সূর্য উঠার বেশ পরে আমরা নামায আদায় করেছিলাম। আর আমরা তখন আবূ মূসা রাযি. এর সাথে ছিলাম, পরে সে দূর্গ আমরা জয় করেছিলাম। আনাস ইবনে মালিক রাযি. বলেন, সে নামাযের বিনিময়ে দুনিয়া ও তার সব কিছুও আমাকে খুশী করতে পারবে না।

ব্যাখ্যা ঃ وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلٰوةِ ঃ এর এক মতলব তো হলো, আমার যে সকল নামায ফওত হয়েছে এর বিনিময়ে দুনিয়া ও তার সব কিছুও আমি প্রাপ্ত হলে তা আমাকে খুশি করতে পারবে না। তখন 'تلك ' দ্বারা ' صلوة فائته ' এর দিকে ইশারা হবে।

আরেক মতলব হচ্ছে, যে নামায আমরা আদায় করেছি যদিও তা ওয়াক্তমতে আদায় করিনি। তবুও এর মোকাবেলায় আমার কাছে দুনিয়া ও তার সব কিছুর কোন মূল্য নেই এবং আমি এর দ্বারা খুশি হবো না। কেননা, আমি তো নিজে নিজে কাযা করিনি। বরং আল্লাহর তা'আলার আরেকটি ফরয আদায় করণার্থে কাযা করেছি। এ সূরতে 'تلك ' দ্বারা 'صَلٰوة مَقْضِيَة ' এর দিকে ইঙ্গিত হবে।

مُنَاهَضَة ঃ বাবে مفاعله এর মাসদার। অর্থ : আক্রমণ করা, মোকাবেলা করা।

حُصُوْن ঃ حصن হার উপর যের এর বহুবচন। অর্থ : দূর্গ।

تُسْتَر ঃ তার উপর পেশ, সীনে সাকিন এবং দ্বিতীয় তার উপর যবর হবে এবং শেষে রা। وَهِيَ مَدِيْنَةٌ مَشْهُوْرَةٌ مِنْ كُوْرِ الْاَهْوَازِ بِخُوْزِسْتَانَ الخ (عمده) অর্থাৎ তুসতর পারশ্যের প্রদেশ খুরেস্তানে আহওয়ায এলাকার সুপ্রশিদ্ধ একটি শহরের নাম। তখনকার জনসাধারণ একে 'شستر ' শুস্তর (ش এ পেশ س এ সাকিন ও তা এ যবর) বলতো।

আল্লামা আইনী রহ. লেখেন, 'তুসতার' দু'বার বিজিত হয়েছে। اَلْاُوْلٰي صُلْحًا وَالثَّانِيَةُ عَنْوَةً অর্থাৎ প্রথমবার সন্ধির মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করে।

قَالَ الْوَاقِدِيُّ الخ (عمده) আল্লামা ওয়াকিদী রহ. বলেন, যখন আবূ মূসা আশআরী রাযি. সূস বিজয় করে তুস্তর এর উপর আক্রমণ করলেন, তখন তুস্তর এর শাসক হুরমুযান ছিলেন। তুস্তর বিজয় করে হুরমুযানকে গ্রেপ্তার করে উমর ফারুক রাযি. এর কাছে প্রেরণ করা হলো।

বাদবাকী আলোচনার জন্য 'আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া' সপ্তম খন্ড দেখা যেতে পারে।

٩٠٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ قَالَ فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا

সরল অনুবাদ : ইয়াহইয়া (ইবনে জাফর) রহ. ......জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন উমর রাযি. কুরাইশ গোত্রের কাফিরদের মন্দ বলতে বলতে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সূর্য প্রায় ডুবে যাচ্ছে, অথচ আসরের নামায আদায় করতে পারিনি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম! আমিও তা এখনোও আদায় করতে পরিনি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি মদীনার বুতহান উপকত্যকায় নেমে উযূ করলেন এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আসরের নামায আদায় করলেন, এরপর মাগরিবের নামায আদায় করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের দ্বিতাংশ " قوله لِقَاءَ الْعَدُوِّ" দ্বারা। মতলব হচ্ছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় নামাযের সুযোগ পান নি। তাই নামায বিলম্ব করে পড়েছেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৯, ৮৩-৮৪, আবার ঃ ৮৪, ৮৯, মাগাযী ঃ ৫৯০,তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২২৭, তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ২৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, যুদ্ধকালীন সময়ে নামায বিলম্ব করে পড়া যাবে। যেরুপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবারা খান্দক যুদ্ধে দেরীতে নামায আদায় করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ যুদ্ধের প্রচন্ডরুপ ধারন করলে নামাযের হুকুম কি? অর্থাৎ যখন উভয় দিক থেকে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ চলার সময় নামায 'যাকে সালাতুল মুসায়াফাহ বলা হয়ে থাকে' এর বিধান কি? ইমামত্রয়ের মতে, পদাতিক-অশ্বারোহী যেভাবে সম্ভব সেরকম নামায আদায় করে নেয়া জায়েয আছে।

হানাফীদের মতে, মুসায়াফার সময় নামায বিলম্ব করে আদায় করা হবে। উল্লেখিত সূরতে নামায আদায় করা বাতিল। ইমাম বুখারী রহ.ও উক্ত মাসআলায় হানাফীদের মত সমর্থন করেছেন। অর্থাৎ তিনিও সালাতে মুসায়েফার প্রবক্তা নন। - والله اعلم

সারগর্ভ আলোচনার জন্য নাসরুল বারী তৃতীয় খন্ড ৩৮৫ নং বাবের ৫৭৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

بَاب صَلَاة الطَّالِب وَالْمَطْلُوب رَاكِبًا وَإِيمَاءً

৫৫১. পরিচ্ছেদ ঃ শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনকারী ও শত্রুতাড়িত ব্যক্তির আরোহী অবস্থায় ও ইশারায় নামায আদায় করা।

وَقَالَ الْوَلِيدُ ذَكَرْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ صَلَاةَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ كَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

ওয়ালীদ রহ. বলেছেন, আমি ইমাম আওযায়ী রহ. এর কাছে শুরাহবীল ইবনে সিমত রহ. ও তাঁর সাথীদের সাওয়ার অবস্থায় তাঁদের নামাযের উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, নামায ফাওত হওয়ার আশংকা থাকলে আমাদের মতে এটাই প্রচলিত নিয়ম। এর দলীল হিসেবে ওয়ালীদ রহ. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর নির্দেশ পেশ করেন-"তোমাদের কেহ যেন বণী কুরায়যায় (এলাকায়) পৌছার পূর্বে আসরের নামায আদায় না করে"।

٩٠٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহযাব যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথে আমাদেরকে বললেন, বনূ কুরাইযা এলাকায় পৌছার আগে কেউ যেন আসরের নামায আদায় না করে। তবে অনেকের পথিমধ্যেই আসরের সময়

হয়ে গেল, তখন তাদের কেহ কেহ বললেন, আমরা সেখানে না পৌঁছে নামায আদায় করবো না। আবার কেহ কেহ বললেন, আমরা নামায আদায় করে নেব, আমাদের নিষেধ করার এ উদ্দেশ্য ছিল না (বরং উদ্দেশ্য ছিল তাড়াতাড়ী যাওয়া) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ কথা উল্লেখ করা হলে, তিনি তাঁদের কারোর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেননি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ الْعَصْرَ اِلَّا فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বনূ কুরায়যার পশ্চাদ্ধাবনকারী ছিলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ কারণে) তাঁদের নামায কাযা হওয়ার কোন দ্বিধা করেন নি। তো যখন পশ্চাদ্ধাবনকারীর নামায কাযা করা বৈধ তাহলে ইশারায় সওয়ারীর উপর নামায আদায় করা আরো উত্তমভাবে জায়েয হওয়ার কথা। আর কাযা করা সহীহ এ থেকে বুঝা যায় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কারোর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নি।

এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর মাসলাকও জানা গেল যে, পশ্চাদ্ধাবনকারী বা শত্রুতাড়িত ব্যক্তি আরোহী অবস্থায় এবং ইশারায় নামায পড়তে পারবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৯, মাগাযী ঃ ৫৯১।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, পশ্চাদ্ধাবনকারী অথবা শত্রুতাড়িত ব্যক্তি প্রয়োজনে আরোহী হয়ে এবং ইশারায় যে কোন সূরতে নামায আদায় করতে পারবে। রুকূ-সেজদার ক্ষমতা না থাকলেও।

ফুকাহাদের মতামত ঃ আল্লামা আসক্বালানী রহ. বলেন, قد اتفقوا علي صلوة المطلوب راكبا الخ (قس)

অর্থাৎ শত্রুতাড়িত ব্যক্তির নামায সম্পর্কে সবাই একমত যে, আরোহী অবস্থায় ইশারায় নামায পড়তে পারবে। তবে হানফীদের মতে, পদব্রজে নামায আদায় করা জায়েয নয়। এতদভিন্ন পদব্রজে ইমাম বুখারী রহ. এর মতেও জায়েয নয়। তাই ইমাম বুখারী রহ. এর উপর কোন বাব কায়েম করেন নি। শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে, পদব্রজেও পড়তে পারবে।

পশ্চাদ্ধাবনকারী সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে-

হানাফীদের নিকট পশ্চাদ্ধাবনকারীর নামায আরোহী অবস্থায় নাজায়েয। শাফেয়ী ও মালেকীদের মতে, এরকম ব্যক্তি সওয়ারী অবস্থায় নামায পড়া জায়েয আছে। তবে শর্ত হলো, শত্রুভীতি থাকতে হবে।

শাফেয়ীদের মতে, خَوْفُ انْقِطَاعٍ عَنِ الرُّفَقَاءِ অর্থাৎ সওয়ারী হতে নেমে নামায আদায় করলে সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে। সাথে সাথে এ আশংকাও রয়েছে যে, শত্রু তাকে তাড়া করবে এবং মেরে ফেলবে।

বাদবাকী ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী অষ্টম খন্ড কিতাবুল মাগাযী ১৭১-১৭৪ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

بَاب التَّكْبِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبْحِ وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

৬০১. পরিচ্ছেদ ঃ তাকবীর বলা, ফজরের নামায সময় হওয়া মাত্র আদায় করা এবং শত্রুর উপর অতর্কিত আক্রমণ ও যুদ্ধাবস্থায় নামায।

৯০৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ { فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ } فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ وَيَقُولُونَ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَالْخَمِيسُ الْجَيْشُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرَارِيَّ فَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ وَصَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَا أَمْهَرَهَا قَالَ أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا فَتَبَسَّمَ

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন) ফজরের নামায অন্ধকার থাকতে আদায় করলেন। এরপর সাওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং বললেন, আল্লাহু আকবার, খায়বার ধ্বংস হোক। যখন আমরা কোন সম্প্রদায়ের এলাকায় অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হয় কতই না মন্দ! তখন তারা (ইয়াহুদীরা) বের হয়ে গলির মধ্যে দৌড়াতে লাগল এবং বলতে লাগলো, মুহাম্মদ ও তাঁর খামীস এসে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, খামীস হচ্ছে, সৈন্য-সামন্ত। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর জয়লাভ করেন। তিনি যোদ্ধাদের হত্যা করলেন এবং নারী-শিশুদের বন্দী করলেন। তখন সাফিয়্যা প্রথমত দিহইয়া কালবীর এবং পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অংশে পড়লো। তারপর তিনি তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁর মুক্তিদানকে মাহররূপে গণ্য করেন। আব্দুল আযীয রহ. সাবিত রাযি. এর কাছে জানতে চাইলেন, তাঁকে কি মাহর দেয়া হয়েছিল? তা কি আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন? তিনি বললেন, তাঁর মুক্তিই তাঁর মহর, আর মুচকি হাঁসলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "صَلَّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ اللهُ اكْبَرُ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১২৯, পেছনে ঃ ৫৩-৫৪, ৮৬, সামনে ঃ ২৯৭, মাগাযী ঃ ৬০৪, ২৯৮, ৪২০, ৪৩৪, ৭৭৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ১. যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা চাই। যেন যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় নামায কাযা না হয়। এ জন্য যুদ্ধ প্রচন্ডরূপ ধারন করার আগে পড়ে নেয়া উচিত।

২. তাঁর উদ্দেশ্য সে সকল লোকদের মত খন্ডন করা যারা যুদ্ধকালীন সময়ে জোরে আওয়ায করা মাকরূহ মনে করে থাকেন।

বারাআতে ইখতেতাম ঃ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ দ্বারা বারাআতে ইখতেতাম হয়েছে।

وَصَارَتْ صَفِيَّةُ الخ ঃ এর ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী অষ্টম খন্ড কিতাবুল মাগাযী ২৬৮-২৬৯ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب الْعِيدَيْنِ

অধ্যায় ঃ দু' ঈদ প্রসঙ্গে

بَاب ما جاء فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فيه

৬০১. পরিচ্ছেদ ঃ দু'ঈদ ও তাতে ভাল জামা পরা।

٩٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ

সরল অনুবাদ : আবুল ইয়ামান রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাজারে বিক্রি হচ্ছিল এরূপ একটি রেশমী জুব্বা নিয়ে উমর রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটি ক্রয় করে নিন। ঈদের সময় এবং প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতকালে ইহা দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এটি তো তার পোষাক, যার (পরকালে) কল্যাণের কোন অংশ থাকবে না। এ ঘটনার পর উমর রাযি. আল্লাহর যত দিন ইচ্ছা ততদিন অতিবাহিত করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তার কাছে একটি রেশমী জুব্বা প্রেরণ করলেন, উমর রাযি. তা গ্রহণ করেন এবং সেটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো বলেছিলেন, ইহা তার জামা যার (পরকালে) কোন কল্যাণের অংশ নেই। অথচ আপনি এ পোশাক আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি ইহা বিক্রি করে দাও এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থে তোমার প্রয়োজন মিটাও।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "اِبْتَعْ هذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ الخ" দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে। অর্থাৎ দু'ঈদ (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) এবং জুমু'আয় ভাল কাপড় (নতুন এবং ভাল কাপড় পরে সজ্জিত হওয়া) পরিধান করা মুস্তাহাব। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো শুধু রেশমের কারণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। ভাল কাপড় পরে সৌন্দর্যতা অর্জনের কারণে নয়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩০, ১২১, সামনে ঃ ২৮৩, ৩৫৬, ৩৫৭, ৪২৯, ৮৬৮, ৮৮৫, ৮৮৯,তাছাড়া মুসলিম দ্বিতীয় খন্ড ঃ ১৮৯, আবূ দাউদ ঃ ১৫৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তরজমাতুল বাব দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, দুঈদে উত্তম থেকে উত্তম ও নতুন কাপড় পরা মুস্তাহাব। যেমন তরজমাতুল বাবের শেষ অংশ "وَالتَّجَمُّلُ فِيْهِمَا" দ্বারা ইহাই সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে।

ঈদের বিধিবদ্ধতা ঃ দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে ঈদুল ফিতর বৈধ হয়েছে। আর এ বছরই দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে রমযানের রোযা ফরয হয়।

নামকরণের কারণ ঃ عِيْد শব্দটি عَوْد হতে নির্গত। عاد يعود عودا অর্থ : প্রত্যাবর্তন করা। ১. যেহেতু এই মহামান্বিত দিবসটিও প্রত্যেক বছর প্রত্যাবর্তন করে এ জন্য একে ঈদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লামা আইনী প্রমূখ লেখেন, عيد মূলতঃ عود ছিল। واو যেরের পর হওয়ার কারণে واو কে ياء দ্বারা বদল করা হয়েছে عيد হয়ে গেল। مِيْزَان এর কায়দানুসারে। নিয়মানুযায়ী তার জমা اعواد হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যেহেতু عود অর্থঃ লাকড়ী এর বহুবচন اعواد আসে। বিধায় তা থেকে পৃথক করার জন্যে عيد এর বহুবচন اعياد নির্ধারণ করা হয়েছে।

২. কখনো কখনো عيد শব্দটি সাধারণ খুশির দিনের জন্যেও ব্যবহৃত হয়। সকল ধর্ম ও জাতির মাঝে খুশি ও আনন্দ প্রকাশের জন্যে কিছু দিন নির্ধারিত থাকে। তবে ইসলাম ধর্মে বছরে দুইটি দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। সাথে সাথে দিন দু'টিতে মহা মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত সম্পন্ন করার সময়ও নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঈদুল ফিতর দ্বারা মাহে রমযানের রোযা সাধনায় পরিপূর্ণতা লাভ হয়। আর ঈদুল আযহায় হজ্জের পূর্ণতা লাভ হয়। অন্যান্য ধর্মের বিপরীতে খুশির এ দিন দুইটিকে ইবাদত দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

৩. عيد এর নামকরণ عائده অর্থঃ উপকারী থেকে গৃহীত হয়েছে। যেহেতু এই দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর তাঁর অত্যধিক অনুগ্রহের পুনরাবৃত্তি ঘটান তাই একে ঈদ বলা হয়ে থাকে। وَهٰذَا مِنْ اَحْسَنِ وُجُوْهِ التَّسْمِيَةِ । والله اعلم -

সালাতে ঈদের হুকুম ঃ ১. হানাফীদের মতে, ঈদের নামায ওয়াজিব। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ এর উপরই ফতোয়া দিয়েছেন। ২. মালেকী ও শাফেয়ীদের মতে, ঈদের নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। ৩. ইমাম আহমদের মতে, ঈদের নামায ফরযে কিফায়াহ।

بَاب الْحِرَاب وَالدَّرَق يَوْمَ الْعِيد

৬০৩. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন বর্শা ও ঢালের খেলা।

٩١٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْد الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَان تُغَنِّيَان بِغِنَاء بُعَاث فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَان عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْه رَسُولُ اللَّه عَلَيْه السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيد يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَق وَالْحِرَاب فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّه وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُك قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِي

সরল অনুবাদ : আহমদ ইবনে ঈসা রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন তখন আমার নিকট দু'টি মেয়ে বু'আস যুদ্ধ সংক্রান্ত কবিতা আবৃত্তি করছিল। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখলেন। এ সময় আবূ বকর রাযি. এলেন, তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, শয়তানী বাদ্যযন্ত্র (দফ) বাজানো হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে! তখন রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তাদের ছেড়ে দাও। এরপর তিনি যখন অন্য দিকে ফিরলেন তখন আমি তাদের ইশারা করলাম এবং তারা বের হয়ে গেল। আর ঈদের দিন সুদানীরা বর্শা ও ঢালের দ্বারা খেলা করতো। আমি নিজে (একবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরয করেছিলাম অথবা তিনি নিজেই বলেছিলেন, তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম; হ্যাঁ, এরপর তিনি আমাকে তাঁর পিছনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, আমার গাল ছিল তাঁর গালের সাথে লাগানো। তিনি তাদের বললেন, তোমরা যা করতে ছিলে তা করতে থাকো, হে বণূ আরফিদা! পরিশেষে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি দেখা শেষ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে চলে যাও।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله "وَكَانَ يَوْمَ عِيْدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩০, সামনে ঃ ১৩০, ১৩৫, ৪০৭, ৫০০, ৫৫৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, ঈদের দিন ঢাল ও বর্শা দ্বারা খেলা করা জায়েয আছে। কেউ কেউ এ খেলাকে উত্তম বলে সাব্যস্ত করেছেন। এতে মুসলমানদের শক্তি ও ক্ষমতার বহি:প্রকাশ হয়। ইহা তো নিষিদ্ধ খেলা-ধুলার অন্তর্গত নয়। ঈদের দিন অন্যান্য দিনের চেয়ে অধিক খুশি ও আনন্দের বহি:প্রকাশ করা চাই।

প্রশ্ন ঃ ইমাম বুখারী রহ. ১৩২ নং পৃষ্টায় একটি তরজমাতুল বাব কায়েম করেছেন-" بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيْدِ الخ " অর্থাৎ ঈদের দিন হাতিয়ার ব্যবহার করা মকরুহ। বাহ্যত উভয়টির মাঝে পরস্প দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে? কেননা, উপরোক্ত বাব দ্বারা ইবাহত ও ১৩২ নং পৃষ্টা দ্বারা কারাহাত প্রমাণিত হয়।

জওয়াব ঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য মুবাহ। প্রকাশ থাকে যে, খেলা-ধুলা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি যখন খেলা-ধুলা দেখাবে, অনুশীলনী করবে তখন দর্শকরা সতর্ক থাকবে এবং দূরে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করবে। আর ১৩২ নং পৃষ্টা দ্বারা যে মকরুহ হওয়া বুঝা যাচ্ছে তা অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য। অপারদর্শী হওয়ার কারণে যেন সে কাউকে আঘাত না করে।

بُعَاثٌ ঃ বার উপর পেশ, আইন তাশদীদবিহীন এবং শেষ হরফ ছা। প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, এটি গায়রে মুনসারিফ। (উমদাতুল ক্বারী) ইহা মদীনা মুনাওয়ারা হতে দু'দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম। সেখানে আনসারদের আওস নামক গুত্রের একটি দূর্গও ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিজরতের আগে আওস এবং খাযরাজ গুত্রদ্বয়ের মাঝে রক্তক্ষয়ী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের ধারা অব্যাহত ছিল। বর্ণিত আছে, একশত বিশ বছর সে যুদ্ধ চলতে থাকে। তাদের মাঝে সর্বশেষ যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার নাম বুয়াছের যুদ্ধ। যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিজরতে মদীনার তিন বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছে।

এ যুদ্ধে আনসারদের বড় বড় মহান ব্যক্তিত্ব মারা গিয়েছিল এবং তাদের ক্ষমতা খর্ব হয়েছিল। উক্ত বুয়াছ যুদ্ধে যে কবিতাগুলো আবৃত্তি করা হয়েছিল এই মেয়েরা সেগুলো পাঠ করছিল। যেহেতু আনসারদের বড় বড় ব্যক্তিরা ইহজগত ত্যাগ করে চলে গেছেন সেহেতু তাদের ছয়জন লোক মক্কা মুকাররামায় কুরাইশদের সাথে পরস্পর সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করতে এলেন। তখন মিনায় তাদের সাথে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাত হলে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য তাদেরকে দাওয়াত দিলেন। তারা ইসলাম ধর্ম কবূল করে নিল। অতঃপর আবার সত্তরজন লোক মক্কায় এসে মুসলমান হলো। এরপর ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ইসলামের ছায়াতলে আসতে থাকে এবং পরস্পর শত্রুতার নিরসন হয়ে মায়া-মহব্বত সৃষ্টি হয়ে গেল। যেরূপ কোরআন শরীফে আছে-" اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم الاية "।

ফায়দা ঃ আনসারদের বিস্তারিত জীবনবস্থা জানতে হলে নাসরুল বারী প্রথম খন্ড ২৩৮ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

وَ دَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي الخ ঃ প্রশ্ন হলো, যদি এ কাজ জায়েয ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল এটাই বুঝাচ্ছে তাহলে হযরত আবূ বকর রাযি. কেন মেয়েদেরকে ধমক দিলেন?

জওয়াব ঃ এ কাজটি খোদ বৈধ ছিল। যেরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল দ্বারা বোধগম্য হয়। আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর রাযি. কে 'دَعْهُمَا' বলাটাই বৈধতা বুঝাচ্ছে। এদিকে হযরত আবূ বকর রাযি. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীয় চেহারা মোবারক চাদর দ্বারা আবৃত করতে দেখে মনে মনে ভাবলেন তিনি হয়তো ঘুমিয়ে থাকায় এ সম্পর্কে অবহিত নন। এ জন্যে ধমক দিয়েছেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকরকে ধমক দিতে দেখে বললেন, তাদেরকে গান গাইতে দাও। কেননা, ইহা হারাম কোন গান নয়। বরং মুবাহ গান হতে। হারাম তো সে সব গান যাতে মহিলাদের রূপ-সৌন্দর্যতা, শরাব এবং কাবাবের আলোচনা রয়েছে।

পক্ষান্তরে ঐ মেয়েরা যুদ্ধের কাজ-কর্মসম্বলিত গান শুনাচ্ছিল। বাকী রইল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চোহারা ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়। তো তিনি উত্তমতার উপর আমল করতে অনুরূপ করেছিলেন। প্রশ্ন জাগে হযরত অয়েশা রাযি. হাবশীদের খেলা-ধুলা কিভাবে দেখলেন? এর জবাব হলো, তিনি মানুষদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে বরং কেবল যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তাই আর কোন আপত্তি রইল না। - والله اعلم

بَاب سُنَّة الْعِيدَيْنِ لِأَهْلِ الْإِسْلَام

৬০৪. পরিচ্ছেদ ঃ মুসলিমগণের জন্য উভয় ঈদের রীতিনীতি।

٩١١ – حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا

সরল অনুবাদ : হাজ্জাজ (ইবনে মিনহাল) রহ. ......বারাআ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুতবা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমাদের আজকের এ দিনে আমরা যে কাজ প্রথম শুরু করবো, তা হলো নামায আদায় করা। তারপর ফিরে আসবো এবং কুরবানী করবো। তাই যে এরূপ করে সে সুন্নতনুযায়ী কাজ করলো বলে ধর্তব্য হবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল " اَنْ نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرَ قوله "فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا তে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩০, সামনে ঃ ১৩০-১৩১, ১৩১-১৩২, আবার ঃ ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, আযাহী ঃ ৮৩২, ৮৩৪, আবার ঃ ৮৩৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ তরজমাতুল বাব দ্বারা লক্ষ্য হলো, তরজমায় 'سنت' শব্দ দ্বারা আভিধানিক অর্থ তরীকা তথা রীতিনীতি উদ্দেশ্য হলে ভাবার্থ হবে, মুসলমানদের ঈদের রীতিনীতি এই। এতদব্যতিত 'سنة' দ্বারা সুন্নতে ইস্তেলাহীও উদ্দেশ্য হতে পারে।

٩١٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَبِمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

সরল অনুবাদ : উবাইদ ইবনে ইসমাঈল রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন আমার ঘরে) আবূ বকর রাযি. আসলেন তখন আমার কাছে আনসারী দু'টি মেয়ে বু'আস যুদ্ধের দিন আনসারীগণ পরস্পর যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে কবিতা আবৃত্তি করছিল। তিনি বলেন, তারা কোন পেশাগত গায়িকা ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবূ বকর! প্রত্যেক জাতির জন্যই আনন্দ উৎসব রয়েছে আর ইহা হচ্ছে আমাদের আনন্দ।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসটি ভাবার্থগতভাবে শিরোণামের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ ঈদের দিন মেয়েরা কবিতা আবৃত্তি করছিল। এর দ্বারা যদি শ্রোতাদের মনের প্রফুল্লতা, আনন্দ ও খুশি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পাশাপাশি যুদ্ধসম্বলি কবিতা আবৃত্তি করে কাফিরদের মনে ভীতি সঞ্চার করা লক্ষ্য হয় তাহলে নি:সন্দেহে তা মুসলমানদের জন্য সুন্নতে ঈদ বলে ধর্তব্য হবে। যা শুধুমাত্র বৈধ নয়। বরং মুস্তাহাবও বটে।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, মুসলমানদের ঈদের রীতিনীতি কি হতে পারে? আর ইশারা করেছেন আবূ দাউদ সহ অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. এর হাদীসের দিকে।

সারাংশ হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনয়ন করে তাদেরকে দেখতে পেলেন যে, তারা বছরে দু'দিন অর্থাৎ নাওরুয ও মিহিরজানকে খেল তামাসা এবং আনন্দ খুশির জন্য নির্ধারিত করে রেখেছে। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন-" إِنَّ اللهَ قَدْ اَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْاَضْحي وَيَوْمَ الْفِطْرِ " (আবূ দাউদ-১৬১) অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এই দুই দিনকে অন্য দুই দিনের দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন, যা এই দুই দিনের চেয়েও উত্তম। তা হচ্ছে, এক. ঈদুল আযহা, দুই. ঈদুল ফিতর।

বলাবাহুল্য যে, নাওরুয ও মিহিরজান দিন দুটিকে মানুষের পক্ষ থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। আর ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরকে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বাছাই করে দিয়েছেন।

بَاب الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ

৬০৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদুল ফিতরের দিন বের হওয়ার আগে আহার করা।

٩١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَقَالَ مُرَجَّي بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بن ابي بكر قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রাহীম রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেজুর না খেয়ে বের হতেন না। অপর এক বর্ণনাতে আনাস রাযি. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তা বেজোড় সংখ্যা খেতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "لا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّي يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩০, তাছাড়া তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ৭১।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বলা যে, ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেজুর খেয়ে নামায আদায়ের জন্য বের হওয়া সুন্নত। আর এও মুস্তাহাব যে, বেজোড় খেজুর খাবে। একটি বা দুটি অথবা তিনটি বা পাঁচটি কিংবা সাতটি।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, খেজুর আহারের হেকমত হলো, রোযা রাখায় চোখের আলোতে যে দূর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিল তা বৃদ্ধি পাবে।

ফায়দা ঃ বুখারীতে কেবলমাত্র এ রেওয়ায়তটিই মুরাজ্জা ইবনে রাজা কর্তৃক বর্ণিত।

بَاب الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

৬০৬. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন আহার করা।

٩١٤ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রাহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযের আগে যে যবেহ করবে তাকে আবার যবেহ (কুরবানী) করতে হবে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আজকের এদিন গোশত খাওয়ার আকাংখা করা হয়। সে তার প্রতিবেশীদের অবস্থা উল্লেখ করলো। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন তার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। সে বলল, আমার কাছে এক বছরের কম বয়সী এমন একটি মেষ শাবক আছে, যা আমার কাছে দু'টি হৃষ্টপুষ্ট বকরীর চাইতেও বেশী পছন্দনীয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সেটা কুরবানী করার অনুমতি দিলেন। অবশ্য আমি জানি না, এ অনুমতি তাকে ছাড়া অন্যদের জন্যও কি না?

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "هذا يَوْمٌ يُشْتَهِي فِيهِ اللَّحْمُ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩০, সামনে ঃ ১৩৪, ৮৩২, ৮৩৪, এছাড়া মুসলিম দ্বিতীয় খন্ড ঃ ১৫৪, ইবনে মাজাহ কিতাবুল আযাহী ঃ ২৩৪।

٩١٥ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ شَاةٍ تُذْبَحُ فِي بَيْتِي فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ قَالَ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتَجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

সরল অনুবাদ : উসমান রহ. ......বারাআ ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহার দিন নামাযের পর আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দান করেন। খুতবায় তিনি বলেন, যে আমাদের মতো নামায আদায় করলো এবং আমাদের মতো কুরবানী করলো, সে কুরবানীর রীতিনীতি যথাযথ পালন করলো। আর যে ব্যক্তি নামাযের আগে কুরবানী করল তা নামাযের আগে হয়ে গেল, তবে এতে তার কুরবানী হবে না। বারাআ-এর মামা আবূ বুরদাহ ইবনে নিয়ার রাযি. তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জানামতে আজকের দিনটি পানাহারের দিন। তাই আমি পছন্দ করলাম, আমার ঘরে সর্বপ্রথম যবেহ করা হোক আমার বকরীই। তাই আমি আমার বকরীটি যবেহ করেছি এবং নামাযে আসার আগে তা দিয়ে নাশতাও করেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার বকরীটি গোশতের উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়েছে। তখন তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কাছে এমন একটি ছয় মাসের মেষ শাবক আছে যা আমার কাছে দু'টি বকরীর চাইতেও পছন্দনীয়। এটি (কুরবানী দিলে) কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তুমি ছাড়া কারো জন্য যথেষ্ট হবে না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "عَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ" قوله দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩০-১৩১, পেছনে ঃ ১৩০, সামনে ঃ ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ৮৩২, ৮৩৪, আবার ঃ ৮৩৪, ৯৮৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাবকে মুতলাক রেখেছেন এবং পূর্বের বাব " بَابُ الْاَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ " মুকাইয়্যাদ। এ কারণেই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য বর্ণনায় উলামায়ে কেরামের মতামতের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে শারেহে বুখারী আল্লামা ক্বাসত্বালানী রহ. তরজমাতুল বাবের যে বিশ্লেষণ করেছেন তা অধিকতর সহীহ বলে মনে হচ্ছে। আল্লামা ক্বাসতালানী রহ. বলেন-

بَابُ الْاَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ صَلَاتِه لِحَدِيْثٍ بُرَيْدَه الخ (قسطلاني)

অর্থাৎ উক্ত বাবে ইমাম বুখারী রহ. 'قبل الخروج' (বের হওয়ার আগে) এর কয়েদ লাগান নি। এবং হযরত বুরায়দা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে ঘর থেকে বের হতেন না। (বরং তিন বা পাঁচ অথবা সাতটি খেজুর খেয়ে ঈদগাহে তাশরীফ নিতেন) আর ঈদুল আযহার দিন নামায আদায় না করা পর্যন্ত কিছু আহার করতেন না। (তিরমিযী প্রথম খন্ড-৭১) আয়েম্মায়ে আরবায়া এবং জমহুর ফুকাহাদের মতে, মুস্তাহাব হলো, কুরবানীর দিন নামাযের আগে কিছু না খাওয়া। বরং নামায আদায় করে নিজ কুরবানী থেকে আহার করবে। তবে যদি কেউ নামাযের পূর্বে কোন কিছু খেয়ে নেয় তাহলে কোন গোনাহ হবে না।

মোটকথা, উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, ইমাম বুখারী রহ. উক্ত মাসআলায় ইমাম চতুষ্টয়ের মতামতকে সমর্থন করছেন। যেরূপ পূর্বের বাবে বুখারী রহ. সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন যে, ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের জন্য বের হওয়ার আগে কোন কিছু আহার করে বের হবে। - والله اعلم

হেকমত ঃ দু'ঈদে আল্লাহর তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের মেহমানদারী করা হয়। যার ধারা ঈদুল ফিতরের দিন ফজরের পর এবং ঈদুল আযহার দিন কুরবানীর পর হতে শুরু হয়ে থাকে। এ কারণেই উক্ত দিনগুলোতে রোযা রাখা জায়েয নয়। বরং হারাম।

بَاب الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

৬০৭. পরিচ্ছেদ ঃ মিম্বর না নিয়ে ঈদগাহে যাওয়া।

٩١٦ – حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ

সরল অনুবাদ : সায়ীদ ইবনে আবূ মারয়াম রহ. ......আবূ সায়ীদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে গিয়ে সেখানে তিনি প্রথম যে কাজ আরম্ভ করতেন তা হচ্ছে নামায। আর নামায শেষ করে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং তাঁরা তাঁদের কাতারে বসে থাকতেন। তিনি তাঁদের নসীহত করতেন, উপদেশ দিতেন এবং নির্দেশ দান করতেন। যদি তিনি কোন সেনাদল পাঠাবার ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের আলাদা করে নিতেন। অথবা যদি কোন বিষয়ে নির্দেশ জারী করার ইচ্ছা করতেন তবে তা জারি করতেন। এরপর তিনি ফিরে যেতেন। আবূ সায়ীদ রাযি. বলেন, লোকেরা বরাবর এ নিয়মই অনুসরণ করে আসছিল। অবশেষে যখন মারওয়ান মদীনার আমীর হলেন, তখন ঈদুল ফিতরের উদ্দেশ্যে আমি তাঁর সাথে বের হলাম। আমরা যখন ঈদগাহে পৌছলাম তখন সেখানে একটি মিম্বর দেখতে পেলাম, সেটি কাসীর ইবনে সালত রাযি. তৈরী করেছিলেন। মারওয়ান নামায আদায়ের আগেই এর উপর আরোহণ করতে উদ্যত হলেন। আমি তাঁর কাপড় টেনে ধরলাম। তবে তিনি কাপড় ছাড়িয়ে খুতবা দিলেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহর কসম! তোমরা (রাসূলের সুন্নাত) পরিবর্তন করে ফেলেছো। সে বলল, হে আবূ সায়ীদ! তোমরা যা জানতে, তা গত হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যা জানি, তা তার চেয়ে ভাল, যা আমি জানি না। সে তখন বলল, লোকজন নামাযের পর আমাদের জন্য বসে থাকে না, তাই আমি খুতবা নামাযের আগেই দিয়েছি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالْاَضْحي إِلي المُصَلّي" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, ঈদগাহে যাওয়ার সময় মিম্বরের কোন উল্লেখ নেই। যেমন আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

مُطَابَقَتُه لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ لِاَنَّ الْمَذْكُوْرَ فِيْهِ خُرُوْجُ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الي الْمُصَلّي العيد بِغَيْرِ مِنْبَرٍ يَحمِلُ مَعَه وَلَا معدله هُنَاكَ قَبْلَ خُرُوْجِه (عمده)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩১, ৪৪, সামনে ঃ ১৯৭।

بَاب الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

৬০৮. পরিচ্ছেদ ঃ পায়ে হেঁটে বা সাওয়ারীতে আরোহণ করে ঈদের জামা'তে গমণ করা এবং আযান ও ইকামত ব্যতিত খুতবার আগে নামায আদায় করা।

৯১৭ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الحزامي قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ

সরল অনুবাদ : ইবরাহীম ইবনে মুনযির রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন নামায আদায় করতেন। আর নামায শেষে খুতবা দিতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল ঃ

তরজমাতুল বাবের দ্বিতীয় নুসখা যা হাশীয়াতে বিদ্যমান আছে। তাতে রয়েছে-"وَالصَّلٰوةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ " আর অনুরূপই বুখারী শরীফের সর্বজনস্বীকৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল ক্বারীতে রয়েছে। এই নুসখার প্রতি লক্ষ্য করলে " ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلٰوةِ " বাক্যে মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩১, সামনে ঃ ১৩১।

٩١٨ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ و أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا

সরল অনুবাদ : ইবরাহীম ইবনে মূসা রহ. .....জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন বের হতেন। তারপর খুতবার আগে নামায শুরু করেন। রাবী বলেন, আমাকে আতা রহ. বলেছেন যে, ইবনে যুবায়ের রাযি. এর বায়আত গ্রহণের প্রথম দিকে ইবনে আব্বাস রাযি. এ বলে লোক পাঠালেন যে, ঈদুল ফিতরের নামাযে আযান দেয়া হতো না এবং খুতবা দেয়া হতো নামাযের পরে। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রথমে নামায আদায় করলেন এবং পরে লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা শেষ করলেন, তিনি (মিম্বর থেকে) নেমে মহিলাগণের (কাতারে) কাছে আসলেন এবং তাঁদের নসীহত করলেন। তখন তিনি বিলাল রাযি.-এর হাতে ভর করেছিলেন এবং বিলাল রাযি. তাঁর কাপড় জড়িয়ে ধরলে, মহিলাগণ এতে সাদাকার বস্তু দিতে লাগলেন। আমি আতা রহ. কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি এখনো জরুরী মনে করেন যে, ইমাম খুতবা শেষ করে মহিলাগণের কাছে এসে তাদের নসীহত করবেন? তিনি বললেন, নিশ্চয় তা তাদের জন্য অবশ্যই জরুরী। তাদের কি হয়েছে যে, তাঁরা তা করবে না?

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلوةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য খুজে পাওয়া যায়।

উপরে জানতে পেরেছি যে, একটি নুসখার হাশিয়্যায় উল্লেখিত হয়েছে। তাছাড়া উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী এর তরজমাতুল বাব হাশিয়্যার নুসখার মোতাবেক। অর্থাৎ " بَابُ المَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلي العِيْدِ وَالصَّلوةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ بِغَيْرِ اذانٍ ولَا إِقامَةٍ "

সে হিসেবে তরজমাতুল বাব তিন অংশে বিভক্ত। অর্থাৎ বাবে তিনটি মাসআলা পাওয়া গেল। ১. الخُرُوْجُ إِلي المُصَلي। ২. الصَّلوةُ قَبْلَ الخُطْبَةِ। ৩. لَا اذانَ لِصلوةِ العِيْدَيْنِ ولَا إِقامَةَ। তৃতীয়াংশ " لَمْ يَكُنْ يُؤذَنُ يَوْمَ الفِطْرِ ولَا يَوْمَ الاَضحي " এর সাথে মিল তো স্পষ্ট।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ উক্ত বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. প্রমাণিত করতে চাচ্ছেন, ঈদের নামায আদায়ে পদব্রজে ও আরোহী উভয় অবস্থায় গমণ করা জায়েয আছে। তিরমিযী শরীফে হযরত আলী রাযি. হতে " مِنَ السُّنَّةِ تَخْرُجُ إِلي العِيْدِ مَاشِيًا الخ " যে হাদীস বর্ণিত এর জবাব হলো, ইমাম বুখারী রহ. তো বলতে চাচ্ছেন, পদব্রজে যাওয়াই উত্তম। তবে প্রয়োজন ও উযরবশত সওয়ারীবস্থায়ও গমণ করা বৈধ। সুতরাং ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, অধিকাংশ আহলে ইলিম পদব্রজে গমণকে মুস্তাহাব বলে মতামত ব্যক্ত করে থাকেন। আর ইস্তেহবাব তো বৈধতাবিরোধী নয়।

এখন প্রশ্ন হলো, ইমাম বুখারী রহ. আরোহী অবস্থায় গমণ জায়েয হওয়ার দলীল কোথা হতে পেলেন? আল্লামা ক্বাসত্বালানী এর জবাবে বলেন, 'يَتَوَكَّأُ عَلي يَدِ بِلَالٍ' দ্বারা এর উপর প্রমাণ দিয়েছেন। কেননা, যেরূপ আরোহী অবস্থায় গমণ বিশ্রামদায়ক ঠিক তদ্রূপ অন্যের উপর ঠেক লাগিয়ে যাওয়াতেও শান্তি রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ نَزَلَ فَاتي النِّسَاءَ ঃ আল্লামা কাসতালানী রহ. বলেন, এটি انتقل এর অর্থবোধক। অর্থাৎ ওখান থেকে মহিলাদের কাছে তাশরীফ নিলেন।

بَابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ

৬০৯. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযের পর খুতবা।

٩١٩ – حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

সরল অনুবাদ : আবূ আসিম রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর, উমর এবং উসমান রাযি. এর সাথে নামাযে হাযির ছিলাম। তাঁরা সবাই খুতবার আগে নামায আদায় করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "كَانُوْا يُصَلُّوْنَ قَبْلَ الخُطْبَةِ." قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, খুতবার আগে নামায আদায় করা হলে তো খুতবা নামাযের পরেই হবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩১, পেছনে ঃ ১১৯, সামনে ঃ ১৩১১, ১৩৩, ১৩৩, ১৩৫, ১৯২, ১৯৫, ৭২৭, ৭৮৯, ৮৭৩-৮৭৪, ৮৭৪, ১০৮৯,তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড কিতাবুল ঈদাইন ঃ ২৮৯, আবূ দাউদ ঃ ১৬২।

٩٢٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

সরল অনুবাদ : ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর এবং উমর রাযি. উভয় ঈদের নামায খুতবার আগে আদায় করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ" দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

٩٢١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا

সরল অনুবাদ : সুলাইমান ইবনে হারব রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দু'রাকা'আত নামায আদায় করেন। এর আগে ও পরে কোন নামায আদায় করেন নি। এরপর বিলাল রাযি.-কে সাথে নিয়ে মহিলাগণের কাছে আসলেন এবং সাদাকা প্রদানের জন্য তাদের আদেশ দিলেন। তখন তাঁরা দিতে লাগলেন। কেউ দিলেন আংটি, আবার কেহ দিলেন গলার হার।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ مُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ : বাহ্যত হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে কোন মিল আছে বলে বুঝা যাচ্ছে না। কেননা, উক্ত হাদীসে ঈদের পর খুতবা দেয়ার কোন উল্লেখ নেই। তবে সামঞ্জস্যতা সম্পর্কে এতটুকু বলা যায় যে, "ثُمَّ اتي النِّسَاءَ وَمَعَه بِلَالٌ" অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল রাযি. এর সাথে মহিলাদের কাছে গমণ করা খুতবার পূর্ণতা দান ছিল যে, খুতবা থেকে ফারিগ হয়ে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে ওয়ায-নসীহত করতে তাদের কাছে পৌছেন। বুঝা গেল খুতবা নামাযের পর দেয়া হয়েছিল। والله اعلم -

٩٢٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

সরল অনুবাদ : আদম রহ. ......বারাআ ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আজকের এ দিনে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে নামায আদায় করা। তারপর আমরা (বাড়ী) ফিরে আসবো এবং কুরবানী করবো। তাই যে ব্যক্তি তা করলো, সে আমাদের নিয়ম পালন করলো। যে ব্যক্তি নামাযের আগে কুরবানী করলো, তা শুধু গোশত বলেই গণ্য হবে, যা সে পরিবারবর্গের জন্য আগে করে ফেলেছে। এতে কুরবানীর কিছুই নেই। তখন আবূ বুরদা ইবনে নিয়ার রাযি. নামক এক আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো (আগেই) জবাই করে ফেলেছি। এখন আমার কাছে এমন একটি মেষ শাবক আছে যা এক বছর বয়সের মেষ শাবকের চাইতে উৎকৃষ্ট। তিনি বললেন, সেটির স্থলে এটাকে জবাই করে ফেল। তবে তোমার পর অন্য কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "إنَّ أوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِيْ يَوْمِنَا هذا أنْ نُصَلِّيْ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, প্রথম কাজ নামায হলে অবশ্যই খুতবা নামাযের পর আদায় করা হয়েছে বলে বোধগম্য হচ্ছে। আর এটাই তরজমা।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩১-১৩২, পেছনে ঃ ১৩০, সামনে ঃ ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ৮৩২, ৮৩৪, ৮৩৪, ৯৮৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত বাব দ্বারা বনী উমাইয়ার বেদআতকে খন্ডন করা উদ্দেশ্য। কেননা, বনী উমাইয়া বিশেষ করে সে বংশের মারওয়ান তার যুগে ঈদের নামাযের আগে খুতবা দেয়ার প্রথা সৃষ্টি করেছিল। ইমাম বুখারী রহ. এ পদ্ধতির ব্যাপকতার ভয়ে সুনির্দিষ্টভাবে তা প্রত্যাখ্যান করার লক্ষ্যে আলাদা বাব কায়েম করে এ কথার প্রতি সতর্ক করে দিলেন যে, দু'ঈদে খুতবা নামাযের পর হবে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ কেউ নামাযের আগে খুতবা দিলে আহনাফের মতে, সে খুতবা আদায় বলে ধর্তব্য হবে। তবে তা মাকরূহ হবে। কিন্তু শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে, খুতবা আদায় হবে না।

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ وَقَالَ الْحَسَنُ نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاحَ يَوْمَ عِيدٍ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا

৬১০. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদের জামা'আতে এবং হারাম শরীফে অস্ত্রবহণ নিষিদ্ধ। হাসান বাসরী রহ. বলেছেন, শত্রুর ভয় ছাড়া ঈদের দিনে অস্ত্র বহণ করতে তাদের নিষেধ করা হয়েছে।

٩٢٣ – حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السُّكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِه فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنًى فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْتَ أَصَبْتَنِي قَالَ وَكَيْفَ قَالَ حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُنْ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ

সরল অনুবাদ : যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া আবূ সুকাইন রহ. ......সায়ীদ ইবনে জুবাইর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর রাযি. এর সাথে ছিলাম যখন বর্শার অগ্রভাগ তাঁর পায়ের তলদেশে বিদ্ধ হয়েছিল। তাই তাঁর পা রেকাবের সাথে আটকে গিয়েছিল। আমি তখন নেমে সেটি টেনে বের করে ফেললাম। এ ঘটনা ঘটেছিল মিনায়। এ সংবাদ হাজ্জাজের কাছে পৌছলে তিনি তাঁকে দেখতে আসেন। হাজ্জাজ বললো, যদি আমি জানতে পারতাম কে আপনাকে আঘাত করেছে, (তাকে আমি শাস্তি দিতাম) তখন ইবনে উমর রাযি. বললেন, তুমিই আমাকে আঘাত করেছো। সে বলল, তা কিভাবে? ইবনে উমর রাযি. বললেন, তুমিই সেদিন (ঈদের দিন) অস্ত্র ধারণ করেছো, অথচ হারাম শরীফে কখনো অস্ত্র প্রবেশ করা হয় না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيْهِ وَادْخَلْتَ السِّلَاحَ الي اخر الحديث" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩২, আবার ঃ ১৩২।

٩٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ مَنْ أَصَابَكَ قَالَ أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ يَعْنِي الْحَجَّاجَ

সরল অনুবাদ : আহমদ ইবনে ইয়াকূব রহ. ......সায়ীদ ইবনে আস রাযি. এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর রাযি. এর কাছে হাজ্জাজ আসলো। আমি তখন তাঁর কাছে ছিলাম। হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলো, তিনি কেমন আছেন? ইবনে উমর রাযি. বললেন, ভালো। হাজ্জাজ আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনাকে কে আঘাত করেছে? তিনি বললেন, আমাকে সে ব্যক্তি আঘাত করেছে, যে সে দিন অস্ত্র ধারণের আদেশ দিয়েছে, যে দিন তা ধারণ করা বৈধ নয়। অর্থাৎ হাজ্জাজ।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "مَنْ امَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِيْ يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيْهِ حَمْلُه" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ এখানে ১৩২ পৃষ্ঠা।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ উক্ত বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, ঈদের নামায আদায় করতে গেলে حرم এর মধ্যে প্রয়োজন ব্যতিরেকে অস্ত্র নিয়ে যাওয়া মাকরূহ। কেননা, বিপুল সংখ্যক গনজমায়েত ও মানুষের ভীড় থাকে হেতু মুসলমানদের কষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম রাজ্যে ঈদের নামায আদায়কালে অস্ত্র ধারণ করা থেকে বারণ করেছেন। إلَّا انْ يَكُوْنُوْا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ (ইবনে মাজাহ-৯৪)

প্রশ্ন ঃ পূর্বে 'كِتَابُ الْعِيْدَيْنِ ' এর দ্বিতীয় বাব অর্থাৎ ৬০৩ নং বাব 'بَابُ الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ ' আলোচিত হয়েছে। যার দ্বারা জানা গেল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবশীদেরকে ঈদের দিন হাতিয়ার দিয়ে খেল তামাশা করার অনুমতি প্রদান করেছেন। বাহ্যত উভয়টির মাঝে পরস্পর দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

জওয়াব ঃ এর উত্তর পেছনে চলে গেছে। যার সারাংশ হলো, ঈদের দিন আনন্দ খুশির লক্ষ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ শুধু মুবাহ নয় বরং মুস্তাহাবও বটে। কেননা, খেল তামাশার সময় মানুষ সতর্ক থাকে।

এর বিপরীত হচ্ছে উক্ত বাবের উদ্দেশ্যজনিত সূরত যে, ঈদের নামায আদায়ের জন্য গমণকালে অস্ত্র ধারন মাকরুহ। কেননা, তখন মানুষ গাফিল থাকে। লোকসমাগমের ভীড়ে অন্য মানুষ আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। বিধায়, এ সময় অস্ত্র ধারণ মাকরুহ। সারকথা হলো, ৬০৩ নং বাব "باب الحراب" এর সম্পর্ক নিরাপদ অবস্থার সাথে এবং উক্ত বাবের সম্পর্ক ভয়কালীন সময়ের সাথে। - والله اعلم

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ حِيْنَ اصابَه سنان الرُمْح الخ ঃ ঘটনা হচ্ছে, ৭৩ হিজরীতে বাদশাহ আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান এর রাজত্বকালে যালিম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. কে শহীদ করলে মুসলমানদের মাঝে ক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠলো। তখন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান ভাবলেন মুসলমানরা যেহেতু আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর হত্যায় এরকম বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তাই ধর্মীয় বিষয়ে কোন ভূল করলে তো তারা বিদ্রোহের প্রান্তসীমা প্রদর্শন করবে। যার কারণে রাজত্ব ঠিকানো দুঃসাধ্য হয়ে যাবে। এ জন্য আব্দুল মালিক হাজ্জাজকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বললেন, তুমি হজ্জ মওসুমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এর কাছ থেকে জেনে জেনে হজ্জের রুকনগুলো আদায় করার চেষ্টা করবে। নির্দেশটি পালন করা হাজ্জজের পক্ষে ভীষণ কষ্টকর ছিল। কিন্তু তখনকার বাদশাহের নির্দেশ হওয়ায় কোন কিছু বলার ছিল না। হাজ্জাজ একজন লোককে নির্দেশ দিয়ে রাখলো যে, তুমি স্বীয় বর্শা বিষাক্ত করে রাখবে। ইবনে উমর তোমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে বর্শা দ্বারা তাকে আঘাত করবে। সে নির্দেশ মতো কাজ করলো। হযরত ইবনে উমর সে আঘাতেই কয়েকদিন অসুস্থ থেকে ৭৪ হিজরীতে ইহজগত ত্যাগ করে পরলোক গমণ করেন। এদিকে হাজ্জাজও লোক দেখাতে তাকে দেখতে গেল। এখন তরজমাতুল বাব দেখা যেতে পারে।

فنَزَعْتُهَا ঃ যমীরটি মুয়ান্নাছ। অথচ তার مرجع , سنان হলো মুযাক্কার।

জবাব ঃ ইহা حديده অথবা سلاح এর অর্থবোধক। আর তা মুয়ান্নাছ।

بَاب التَّبْكِيرِ لِلْعِيدِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ

৬১১. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযের জন্য সকাল সকাল রওয়ানা হওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর রাযি. বলেছেন, আমরা চাশতের নামাযের সময় ঈদের নামায শেষ করতাম।

অর্থাৎ সূর্য উদিত হলে মাকরুহ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর নফল আদায়ের বৈধ ওয়াক্ত চলে আসবে। যেমন ইশরাকের নামায। তখন ঈদের নামায আদায় করা উত্তম। ইমাম সাহেব ঈদগাহে পৌছতে দেরী করায় সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর রাযি. আপত্তি করে বললেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে তো আমরা এমন সময় ঈদের নামায আদায় করে নিতাম।

ঈদের নামায ঃ মাকরুহ ওয়াক্ত চলে গেলে প্রথম ওয়াক্তেই পড়া মুস্তাহাব। তবে ঈদুল আযহার নামায আরো তাড়াতাড়ি আদায় করা চাই। যেন মানুষ আগে আগে কুরবানী করতে পারে। যেমন হাদীসে রয়েছে- عَجِّلَ الْاَضْحي وَاَخِّرَ الفِطْرَ (মিশকাত-১২৭) তাছাড়া ঈদুল আযহায় নামায শেষে কুরবানী এবং তদসংশ্লিষ্ট কাজ-কর্ম সমাধা করতে হয়। এর বিপরীত ঈদুল ফিতর। সে দিন ঈদ সংশ্লিষ্ট কোন বিশেষ কাজ নেই। এ জন্য ঈদুল আযহার নামায তাড়াতাড়ি পড়া চাই। যাতে যিয়াফতুল্লাহ অর্থাৎ কুরবানীর গোশত দ্বারা খাওয়া-দাওয়া শুরু করা যায়।

৯২৫ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا أَوْ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

সরল অনুবাদ : সুলাইমান ইবনে হারব রহ. ....বারাআ ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দেন। তিনি বলেন, আজকের দিনে আমাদের প্রথম কাজ হলো নামায আদায় করা। এরপর ফিরে এসে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আমাদের নিয়ম পালন করলো। যে ব্যক্তি নামাযের আগেই জবাই করবে, তা শুধু গোশতের জন্যই হবে, যা সে পরিবারের জন্য তাড়াতাড়ি করে ফেলেছে। কুরবানীর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তখন আমার মামা আবূ বুরদা ইবনে নিয়ার রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো নামাযের আগেই জবাই করে ফেলেছি। তবে এখন আমার কাছে এমন একটি মেষশাবক আছে যা 'মুসিন্না' মেষের চাইতেও উত্তম। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার পরিবর্তে এটিই (কুরবানী) করে নাও। অথবা তিনি বললেন, এটিই জবাই করো। তবে তুমি ছাড়া আর কারো জন্যই মেষশাবক যথেষ্ট হবে না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : "قوله "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়। বুঝা গেল ঈদুল আযহার দিন কুরবানী এবং তদসংশ্লিষ্ট সকল কাজ-কর্মের আগে নামায আদায় করে নেয়া উচিত। এর দ্বারা প্রথমে নামায পড়া প্রমাণিত হয়ে গেল। কেননা, আগে কুরবানী করলে নামায বিলম্বিত হয়ে যাবে। বিধায়, নামায আদায়ের পর কুরবানী করতে হবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : এখানে ১৩২, পেছনে : ১৩০, আবার : ১৩০-১৩১, সামনে : ১৩৩, ১৩৪, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর কেবল নামাযে ঈদ এবং তা আদায়ের জন্য সকাল সকাল বের হওয়ার তৈয়ারী নেয়া চাই। আর ঈদের নামায শেষে কুরবানী করবে। এর আগে কুরবানী করা দুরুস্ত নয়।

ইমামদের অভিমতসমূহ : হানাফীদের মতে, যাদের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব তাদের বেলায় উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য। আর যাদের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব নয় অর্থাৎ গ্রাম্য লোকেরা (ছোট গ্রামে বাসকারী)। (তাদের বেলায় এ হুকুম প্রযোজ্য নয়) বরং তারা ফজর উদিত হওয়া অথবা ফজরের নামায আদায়ের পর পরই কুরবানী করতে পারবে।

জুমু'আ ও ঈদের নামায কাদের উপর ওয়াজিব সে সংক্রান্ত মাসআলা বর্ণিত হয়েছে। সারকথা হলো, শহরবাসী অথবা বড় বড় গ্রামে বাসকারীদের উপর নামায আদায়ের পর কুরবানী আবশ্যক। আর ছোট ছোট গ্রামে বাসকারীদের জন্য ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে কুরবানী করা জায়েয আছে। - والله اعلم

بَاب فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ

৬১২. পরিচ্ছেদ ঃ তাশরীকের দিনগুলোতে আমলের ফযীলত। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, واذكروا الله في ايام معلومات (অর্থাৎ সূরায়ে হজ্জের ২৮ নং আয়াতে যে ايام معلومات রয়েছে তার) দ্বারা (যিলহাজ্জ মাসের) দশ দিন বুঝায় এবং والايام المعدومات দ্বারা 'আইয়ামুত তাশরীক' বুঝায়। (অর্থাৎ সূরায়ে বাকারায় ২০৩ নং আয়াতে " واذكروا الله في ايام معدودات " এর মধ্যে ايام معدودات দ্বারা তাশরীকের দিনগুলো অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২, ১৩ তারীখ উদ্দেশ্য) ইবনে উমর ও আবূ হুরায়রা রাযি. এই দশ দিন তাকবীর বলতে বলতে বাজারের দিকে যেতেন এবং তাদের তাকবীরের সাথে অন্যরাও তাকবীর বলতো। মুহাম্মদ ইবনে আলী রহ. নফল নামাযের পরেও তাকবীর বলতেন। (তবে জমহুর উলামায়ে কেরাম আইয়ামে তাশরীকে শুধু ফরয নামাযের পর তাকবীরের প্রবক্তা)

٩٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে আর'আরা রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল, অন্যান্য দিনের আমলের তুলনায় উত্তম। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদও কি (উত্তম) নয়? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিহাদও নয়। তবে সে ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, যে নিজের জান ও মালে ঝুঁকি নিয়েও জিহাদ করে এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "مَا العَمَلُ فِيْ اَيَّامِ افْضَلَ مِنْهَا فِيْ هٰذِهِ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে। কেননা, ايام দ্বারা যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন উদ্দেশ্য।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩২, তাছাড়া আবূ দাউদ কিতাবুস সিয়াম ঃ ৩৩১, তিরমিযী আবওয়াবুস সাওম ঃ ৯৪, ইবনে মাজাহ ঃ ১২৫, আবওয়াবুস সিয়ামের মধ্যে।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তরজমাতুল বাব দ্বারা স্পষ্ট। অর্থাৎ তাশরীকের দিনগুলোর ফযীলত বর্ণনা করা।

আইয়ামে তাশরীক ঃ আল্লামা নববী বলেন, اَيَّام التَّشْرِيْق ثَلَاثَة بَعْدَ يَوْم النَّحْر (শরহে মুসলিম-৩৬০) অর্থাৎ কুরবানীর দিন এবং এর পর তিন দিন। আইয়ামে তাশরীক মোট চার দিন হলো। যিলহাজ্জ মাসের দশ, এগারো, বারো এবং তের তারিখ। মতলব হচ্ছে, আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন যিল হজ্জ মাসের তের তারিখ।

হেদায়া গ্রন্থাকার বলেন, হানাফীদের নিকট, উলামায়ে আহনাফের যে অভিমতনুযায়ী আমল অব্যাহত রয়েছে এবং যার উপর ফাতওয়া তা হলো, তাকবীরে তাশরীক আরাফার দিন অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের নয় তারীখের ফজরের নামাযের পর থেকে শুরু করে আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের তের তারিখের আসরের নামায পর্যন্ত। অর্থাৎ উচ্চ স্বরে একবার বলা-"اَللهُ اَكْبَرُ الله اكبر لَا اِلٰه اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ الله اكبر ولله الْحَمْدُ" (হেদায়া কিতাবুল ঈদাইন)

ব্যাখ্যা ঃ تَشْرِيْق ঃ ইহা মাসদার। যার এক অর্থ হলো, شرق اللَّحْم গোশত টুকরো টুকরো করে রোদে শুকানো। ১. যেহেতু উক্ত দিনগুলোতে কুরবানীর গোশত শুকানো হতো তাই এ দিনগুলোকে আইয়ামে তাশরীক বলে নামকরণ করা হয়েছে। ২. অথবা এ কারণে যে, কুরবানীর জন্তু সূর্যোদয়ের সময় জবাই করা হতো। " وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِيْ اَيَّام مَعْلُوْمَاتِ "

প্রশ্ন ঃ কোরআনের পাকের আয়াত তো হলো-"وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِيْ اَيَّام مَعْلُوْمَاتٍ" (সূরায়ে হজ্জ আয়াত নং ২৮) আর ইমাম বুখারী রহ. "وَاذْكُرُوْا الله فِيْ اَيَّام مَعْلُوْماتٍ" বর্ণনা করেছেন। যা কোরআন শরীফের সাথে মোতাবেক নয়? তবে হ্যাঁ ايام معدودات সম্পর্কে واذكروا الله ই রয়েছে। (সূরায়ে বাকারাহ-২০৩)

জওয়াব ঃ ইমাম বুখারী এর উদ্দেশ্য আয়াতের তেলাওয়াত ও বর্ণনা করা নয়। বরং শুধুমাত্র আয়াতের দিকে ইশারা করা। মূল উদ্দেশ্য তো ايام معلومات ও ايام معدودات এর তাফসীর বর্ণনা করা।

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَ اَبُوْهُرَيْرَةَ الخ ঃ বাহ্যত তরজমাতুল বাবের সাথে তো কোন মিল দেখা যাচ্ছে না?

জবাব ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর মতে, যেহেতু কুরবানীর দিন আইয়ামে তাশরীকে প্রবিষ্ট। তাছাড়া ايام عشر এর অন্তর্গত তাই সামঞ্জস্যতা একেবারে সুস্পষ্ট।

وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي الخ ঃ তবে জমহুর হানাফী ও অধিকাংশ শাফেয়ীদের মতে, কেবলমাত্র ফরযের পর তাকবীর হবে।

بَاب التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِه بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِد فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَات وَعَلَى فِرَاشِه وَفِي فُسْطَاطِه وَمَجْلِسِه وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِد

৬১৩. পরিচ্ছেদ ঃ মিনা-এর দিনগুলোতে এবং সকালে আরাফায় গমণের তাকবীর বলা। উমর রাযি. মিনায় নিজের তাবুতে তাকবীর বলতেন। মসজিদের লোকেরা তা শুনে তারাও তাকবীর বলতেন এবং বাজারের লোকেরাও তাকবীর বলতেন। তাই সমস্ত মিনা তাকবীরের আওয়াযে গুঞ্জরিত হয়ে উঠতো। ইবনে উমর রাযি. সে দিনগুলোতে মিনায় তাকবীর বলতেন এবং নামাযের পরে, বিছানায়, খীমায়, মজলিসে এবং চলার সময় এ দিনগুলোতে তাকবীর বলতেন। মইমূনা রাযি. কুরবানীর দিন তাকবীর বলতেন এবং মহিলারা আবান ইবনে উসমান ও উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. এর পিছনে তাশরীকের রাতগুলোতে মসজিদে পুরুষদের সাথে তাকবীর বলতেন।

٩٢٧ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنْ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ

সরল অনুবাদ : আবূ নু'আইম রহ. ......মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর সাকাফী রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সকাল বেলা মিনা থেকে যখন আরাফাতের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন আনাস ইবনে মালিক রাযি. এর নিকট তালবিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, তালবিয়া পাঠকারী তালবিয়া পড়তো, তাকে নিষেধ করা হতো না। তাকবীর পাঠকারী তাকবীর পাঠ করতো, তাকেও নিষেধ করা হতো না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "يُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩২, সামনে ঃ ২২৫, তাছাড়া মুসলিম ঃ ৪১৬, ইবনে মাজাহ-কিতাবুল হজ্জ ঃ ২২২, নাসায়ীও কিতাবুল হজ্জে।

٩٢٨ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ রহ. ....উম্মে আতিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিন আমাদের বের হওয়ার আদেশ দেওয়া হতো। এমনকি আমরা কুমারী মেয়েদেরকেও আন্দর মহল থেকে বের করতাম এবং ঋতুবতী মেয়েদেরকেও। তারা পুরুষদের পিছনে থাকতো এবং তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলতো এবং তাদের দু'আর সাথে দোআ করতো-তারা আশা করতো সে দিনের বরকত এবং পবিত্রতা।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ مُطَابَقَةُ الْحَدِيْثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ اَنَّ الْعِيْدَ يَوْمٌ مَشْهُوْدٌ كَاَيَّامِ مِنِي فَكَمَا اَنَّ التَّكْبِيْرَ فِيْ اَيَّامِ مِنِي فَكَذٰلِكَ فِي اَيَّامِ الْاَعْيَادِ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا اَنَّهُمَا مَشْهُوْدَاتٌ (عمده) অর্থাৎ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল এভাবে যে, মিনার দিনগুলোর ন্যায় ঈদের দিন লোকসমাগমের দিন। অতএব যেরূপ মিনার দিনগুলোতে তাকবীর বলতে হয় ঠিক অনুরূপ ঈদের দিনগুলোতেও। কেননা, উভয় দিনগুলোতে গণজমায়েত হয়ে থাকে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩২, পেছনে ঃ ৫১, সামনে ঃ ১৩৩, ১৩৪, তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ৭০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত বাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মিনার দিনগুলোতে তাকবীর তাশরীকের বিবরণ দেয়া।

তাকবীরে তাশরীক ও তার হুকুম ঃ হানাফীদের মতে, তাশরীকের দিনগুলোতে তাকবীর বলা ওয়াজিব।

وَيَجِبُ تَكْبِيْرُ التَّشْرِيْقِ فِي الْاَصَحِّ لِلْاَمْرِ بِهِ (در مختار باب العيدين ـ صـ ١١٦ ـ مطبوعه كراجي)

বুঝা গেল আইয়ামে তাশরীকে তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব। হানাফীদের মতে, এর উপরই ফাতওয়া।

তাকবীরে তাশরীকের শুরু-শেষ : এ ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। তবে হানাফীদের মতে, যিলহাজ্জ মাসের নবম তারিখের ফজরের নামাযের পর থেকে শুরু করে যিলহজ্জ মাসের তের তারিখের আসরের নামাযের পর তা শেষ করবে। এর উপরই ফাতওয়া। আর এটাই সাহেবাইনের অভিমত। সাহেবাইনের মতে, সকল ফরয নামাযের পর একাকী নামায আদায় করুক বা জামা'আতে, মুকীম হোক বা মুসাফির, শহরে বাস করুক অথবা গ্রামে প্রত্যেকের উপর একবার তাকবীরে তাশরীক বলা আবশ্যক। শাফেয়ীদের মতে, ফরাইযের সাথে নাওয়াফিলের পরও তাকবীরে তাশরীক রয়েছে। والله اعلم -

بَاب الصَّلَاة إِلَى الْحَرْبَة يَوْمَ الْعِيد

৬১৪. পরিচ্ছেদ : ঈদের দিন বর্শা সামনে পুতে নামায আদায় করা।

٩٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ تُرْكَزُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّي

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে বর্শা পুতে দেয়া হতো। এরপর তিনি নামায আদায় করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : قوله "كَانَ تُرْكَزُ له الحَرْبَةُ قُدَّامَه الخ" দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১৩২-১৩৩, ৭১।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা একটি সংশয়ের অবসান করতে চাচ্ছেন। বুখারী রহ. চারটি বাব পূর্বে ৬১০ নং বাবে বর্ণনা করেছেন, ঈদগাহে সশস্ত্রে যাওয়া উচিত নয়। এখন উক্ত বাবে বলতে চাচ্ছেন, ৬১০ নং বাব প্রয়োজন ব্যতিরেকে মাকরূহ হওয়ার উপর প্রযোজ্য। কিন্তু প্রয়োজন হলে সশস্ত্র যাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যমানয় সুনির্দিষ্ট কোন ঈদগাহ ছিল না। বরং ময়দানে ঈদের নামায আদায় করা হতো। এ জন্য সুতরা বানানোর প্রয়োজনে বর্শা ও বল্লম সাথে নিতেন। আজকালও কোন স্থানে ঈদগাহ নির্মিত না হলে সুতরা হিসেবে কোন জিনিষ নেয়া চাই।

বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী দ্বিতীয় খন্ড ১১১ ও ১১২ নং বাব দ্রষ্টব্য।

بَاب حَمْلِ الْعَنَزَة أَوْ الْحَرْبَة بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَام يَوْمَ الْعِيد

৬১৫. পরিচ্ছেদ : ঈদের দিন ইমামের সামনে বল্লম বা বর্শা বহণ করা।

٩٣٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْه تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْه فَيُصَلِّي إِلَيْهَا

সরল অনুবাদ : ইবরাহীম ইবনে মুনযির রহ. ....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সকাল বেলায় ঈদগাহে যেতেন, তখন তাঁর সামনে বর্শা বহণ করা হতো এবং তাঁর সামনে ঈদগাহে তা স্থাপন করা হতো এবং একে সামনে রেখে তিনি নামায আদায় করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের শিরোণামের সাথে মিল " وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ قوله "الخ বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৩, আগে ঃ ১৩২-১৩৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ পূর্বে বাবগুলোতে সশস্ত্র যাওয়া মুবাহ ও মাকরূহ দুনো দিকের আলোচনা করা হয়েছে। এও জানা গেল যে, মুসলমানদের কষ্ট হওয়ার আশংকা থাকলে মাকরূহ। কষ্টদায়ক না হলে প্রয়োজনের সময় জায়েয। উদাহরণস্বরূপ ময়দানে ঈদের নামায আদায়কালে সুতরা বানানোর লক্ষ্যে অস্ত্র সাথে নেয়া অথবা ঈদগাহে গমণের সময় শত্রুভীতি হলেও সাথে নেয়া জায়েয। উক্ত বাবে সশস্ত্র যাওয়ার সতর্কতামূলক পদ্ধতি বর্ণনা করছেন যে, ঈদগাহে ইমাম সাহেবের সামনে বল্লম বহণ করাতে কোন দোষ নেই। কেননা, ইমাম ও মুসলমানদের জামা'আত পেছনে হওয়ায় কোন মুসল্লীর কষ্ট হওয়া বা কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার কোন আশংকা নেই। ভীড়ের আগে হাতিয়ার নিতে পারবে।

২. ইমাম বুখারী রহ. এর যুগে রাজা-বাদশাগণ সামন দিয়ে সশস্ত্র যেতেন। বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, এর দলীল হলো, উপরোক্ত হাদীস। ব্যবধান এতটুকু যে, তারা তো নিজের শান-শওকত ও বাদশাহী প্রদর্শনে এরকম করতেন। কিন্তু ঈদগাহে সশস্ত্র গমণের মূল ভিত্তি হচ্ছে, সুতরা। - والله اعلم

بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى

৬১৬. পরিচ্ছেদ ঃ নারীদের এবং ঋতুবতীদের ঈদগাহে যাওয়া।

٩٣١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ قَالَ أَوْ قَالَتْ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব রহ. ......উম্মে আতীয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে) যুবতী ও পর্দানিশীন মেয়েদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের আদেশ করা হতো। আইয়্যুব রহ. থেকে হাফসা রাযি. সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে এবং হাফসা রাযি. থেকে বর্ণিত রেওয়ায়তে অতিরিক্ত বর্ণনা আছে যে, ঈদগাহে ঋতুবতী মহিলাগণ আলাদা থাকতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ الخ قوله" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৩, পেছনে ঃ ৪৬, ৫১, ১৩২, ১৩৪, ২২৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, ঋতুবতী মহিলা যদিও নামায পড়বে না অনুরূপ দিনে মসজিদে গমণ করবে না তবুও দু'ঈদে ঈদগাহে যাওয়া চাই। কেননা, এতে মুসলমানদের শান-শওকত এবং সংখ্যাধিক্যের বহি:প্রকাশ ঘটবে। - والله اعلم

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ عَوَاتِق ঃ এটি عاتق এর বহুবচন। ঐ কুমারী মেয়েকে বলে যে সবেমাত্র বালেগ হয়েছে। অথবা অচিরেই বালেগ হয়ে যাবে।

حُيَّض ঃ হা এর উপর পেশ দ্বারা। ইহা حَائِض এর বহুবচন। যেমন ركع শব্দ راكع এর জমা।

এ হাদীস দ্বারা জানতে পারলাম, ঈদের নামাযের জন্য সকল মহিলা ঈদগাহে যেতে হবে। আর হাম্বলীদের মাযহাব এটাই। তবে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে- অহংকার ও সাজ-সজ্জা প্রদর্শন হয় এমন কাপড় না পরা। জমহুর, আয়েম্মায়ে ছালাছাহ (হানাফী, শাফেয়ী এবং মালেকীদের) মতে, যুবতীদের জন্য ঈদগাহে গমন নাজায়েয।

বিস্তারতি ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী দ্বিতীয় খন্ড ৩০১-৩০২ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

بَاب خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى

৬১৭ পরিচ্ছেদ ঃ বালকদের ঈদগাহে যাওয়া।

٩٣٢ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ

সরল অনুবাদ : আমর ইবনে আব্বাস রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলনে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ঈদুল ফিতর বা আযহার দিন বের হলাম। তিনি নামায আদায় করলেন। এরপর খুতবা দিলেন। এরপর মহিলাগণের কাছে গিয়ে তাঁদের উপদেশ দিলেন, তাঁদের নসীহত করলেন এবং তাঁদেরকে সাদাকা দানের নির্দেশ দিলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ الخ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে। কেননা, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. তখন নাবালেগ শিশু ছিলেন। (عمده) لِأَنَّه عِنْدَ وفاةِ النَّبِي صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ابْنُ ثَلْثِ عَشْرَةَ سَنَةً অতঃএব নাবালেগ শিশু ঈদগাহে যাওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়ে গেল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৩, পেছনে ঃ ২০, সামনে ঃ ১১৯, ১৩১, ১৩৫, ১৯২, ১৯৫, ৭২৭, ৭৮৯, ৮৭৩, ৮৭৪, ১০৮৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইবনে মাজাহ শরীফে একটি রেওয়ায়ত রয়েছে-" جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ الخ (ইবনে মাজাহ-৫৫) ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঈদগাহ সর্বদিক দিয়ে মসজিদের হুকুমভূক্ত নয়। বিধায়, নাবালেগ শিশু ঈদগাহে গমন করা মাকরূহ ব্যতিত জায়েয। এমনকি ঋতুবতী মহিলাও ঈদগাহে যাওয়া বৈধ। যদিও সে মসজিদে যাওয়া নাজায়েয এবং হারাম। কোন কোন রেওয়ায়তে ঋতুবতী মহিলা ঈদগাহ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়াটাও কেবলমাত্র মাকরূহে তানযিহী হিসেবে। যা বিশেষ কোন কারণের উপর ভিত্তি করে। অন্যথায় ঈদগাহে যাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো, যখন নামায পড়বে না তাহলে প্রয়োজন ব্যতিরেকে পুরুষদের সংস্পর্শতা থেকে দূরে থাকা চাই।

بَاب اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ

৬১৮. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদের খুতবা দেয়ার সময় মুসল্লীগণের দিকে ইমামের মুখ করে দাঁড়ানো। আবূ সায়ীদ রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসল্লীগণের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন।

৯৩৩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحَى إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَا تَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

সরল অনুবাদ : আবূ নু'আইম রহ. ......বারাআ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহার দিন বাকী (নামক কবরস্থানে) গমন করেন। এরপর তিনি দু'রাকা'আত নামায আদায় করেন এরপর আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং তিনি বলেন, আজকের দিনের প্রথম ইবাদাত হলো নামায আদায় করা। এরপর (বাড়ী) গিয়ে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আমাদের নিয়মানুযায়ী কাজ করবে। আর যে এর আগেই যবেহ করবে তাহলে তার যবেহ হবে এমন একটি কাজ, যা সে নিজের পরিবারবর্গের জন্যই তাড়াতাড়ি করে ফেলেছে, এর সাথে কুরবানীর কোন সম্পর্ক নেই। তখন এক লোক (আবূ বুরদা ইবনে নিয়ার) দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (তো নামাযের আগেই) জবাই করে ফেলেছি। এখন আমার কাছে এমন একটি মেষশাবক আছে যা পূর্ণবয়স্ক মেষের চাইতে উত্তম। (এটা কুরবানী করা যাবে কি?) তিনি বললেন, এটাই জবাই করো। তবে তোমার পর আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৩, পেছনে ঃ ১৩০, ১৩১-১৩২, ১৩৪, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৩৪, ৮৩৪, ৯৮৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ হযরত শায়খুল হাদীস রহ. বলেন, আমার মতে, আবওয়াবুল ইস্তেসকা ১৪০ নং পৃষ্টায় একটি বাব আসতেছে-"بَابُ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ" তো ইমাম বুখারী রহ. ঈদের খুতবাকে ইস্তেসকার খুতবা থেকে আলাদা করতে চাচ্ছেন। কেননা, উভয়টি ময়দানে হওয়ায় পরস্পর একটির আরেকটির সাথে বেশ সাদৃশ্যতা রয়েছে বলে মনে হয়। (আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন) "قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ" যেহেতু মুসল্লীদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন তাই এর দ্বারা استقبال الامام الناس তথা ইমাম মুসল্লীদের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো হয়ে গেল। (তাকরীরে বুখারী-৩, ৪৮২)

بَاب الْعَلَمِ بِالْمُصَلَّى

৬১৯. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদগাহে আলামত রাখা।

٩٣٤ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ

সরল অনুবাদ ঃ মুসাদ্দাদ রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কখনো ঈদে উপস্থিত হয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যদি তাঁর কাছে আমার মর্যাদা না থাকতো তাহলে কম বয়সী হওয়ার কারণে আমি ঈদে উপস্থিত হতে পারতাম না। তিনি বের হয়ে কাসীর ইবনে সালতের ঘরের কাছে স্থাপিত আলামতের কাছে আসলেন এবং নামায আদায় করলেন। তারপর খুতবা দিলেন। এরপর তিনি মহিলাগণের কাছে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর সাথে বিলাল রাযি. ছিলেন। তিনি মহিলাগণের উপদেশ দিলেন, নসীহত করলেন এবং দান সাদাকা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমি তখন মহিলাগণের নিজ নিজ হাত বাড়িয়ে বিলাল রাযি.-এর কাপড়ে দান সামগ্রী ফেলতে দেখলাম। তারপর তিনি এবং বিলাল রাযি. নিজ বাড়ীর দিকে চলে গেলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "حَتَّي اتي العِلَمَ الَّذِيْ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ" দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩২, পেছনে ঃ ২০, ১১৯, ১৩১।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, ঈদের নামায মসজিদের বাহিরে কোন ময়দানে আদায় করা হলে তাতে কোন আলামত স্থাপন করাতে কোন অসুবিধা নেই। বরং তা জায়েয আছে।

প্রশ্ন ঃ আপত্তি হলো, যে রেওয়ায়ত দলীল বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাতে আলামতের কথা বলা হয়েছে সে আলামতটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে কোথায় ছিল? অথচ আল্লামা কাসতালানী রহ. বলেন, "وَالدَّارُ الْمَذْكُوْرَةُ بَعْدَ الْعَهْدِ النَّبَوِيْ"

উত্তর ঃ ইমাম বুখারী রহ. রেওয়ায়তের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা দলীল দিয়েছেন। রাসূলের যমানায় ছিল কি না? সে তাহকীক করেন নি।

وَلَوْلَا مَكَانِيْ مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ ঃ এর দুটি মতলব হতে পারে- ১. যদি তাঁর কাছে আমার মর্যাদা না থাকতো তাহলে কম বয়সী হওয়ার কারণে আমি ঈদে উপস্থিত হতে পারতাম না। তবে এখানে এই ভাবার্থ উদ্দেশ্য নেয়া ভুল। যিনি এ মতলব গ্রহণ করেছেন তিনি ভুল করেছেন। বরং সহীহ মতলব হচ্ছে, যদি আমি কম বয়সী না হতাম (তাহলে সেখানে যেতে পারতাম না)। তো মহিলাদের দলে গমন এবং তাদেরকে দেখার কারণ বর্ণনা করছেন যে, আমি কম বয়সী হওয়ায় সেখানে গিয়েছিলাম। যদি এ বাক্যটি " فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ بِأَيْدِيْهِنَّ " এর পর হতো তাহলে এ সংশয় হতো না। (তাকরীরে বুখারী হযরত শায়খুল হাদীস রহ.)

بَاب مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ

৬২০. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন মহিলাগণের প্রতি ইমামের উপদেশ দেয়া।

٩٣٥ – حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ تُلْقِي فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتُرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ ذَلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ قَالَ إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ } الْآيَةَ ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا آنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاءٌ أَبِي وَأُمِّي فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْفَتَخُ الْخَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

সরল অনুবাদ : ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে নাসর রহ. ......জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন, পরে খুতবা দিলেন। খুতবা শেষে নেমে মহিলাগণের কাছে এলেন এবং তাঁদের নসীহত করলেন। তখন তিনি বিলাল রাযি. এর হাতের উপর ভর দিয়ে ছিলেন এবং বিলাল রাযি. তাঁর কাপড় প্রসারিত করে ধরলেন। মহিলাগণ এতে দান সামগ্রী ফেলতে লাগলেন (আমি ইবনে জুরাইজ) আতা রহ.-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ কি ঈদুল ফিতরের সাদাকা? তিনি বললেন না, বরং এ সাধারণ সাদাকা যা তাঁরা ঐ সময় দিচ্ছিলেন। কোন মহিলা তাঁর আংটি দান করলে অন্যান্য মহিলাগণও তাঁদের আংটি দান করতে লাগলেন। আমি আতা রহ. কে (আবার) জিজ্ঞেস করলাম, মহিলাগণকে উপদেশ দেয়া কি ইমামের জন্য জরুরী? তিনি বললেন, অবশ্যই, তাদের উপর তা জরুরী। তাঁদের (ইমামগণ) কি হয়েছে যে, তাঁরা এরূপ করবেন না? ইবনে জুরাইজ রহ. বলেছেন, হাসান ইবনে মুসলিম রহ. তাউস রহ. এর মাধ্যমে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর, উমর ও উসমান রাযি. এর সাথে ঈদুল ফিতরে আমি

উপস্থিত ছিলাম। তাঁরা খুতবার আগে নামায আদায় করতেন, পরে খুতবা দিতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তিনি হাতের ইশারায় (লোকদের) বসিয়ে দিচ্ছেন। এরপর তাদের কাতার ফাঁক করে অগ্রসর হয়ে মহিলাদের কাছে এলেন। বিলাল রাযি. তাঁর সাথে ছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, ياايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الاية "হে নবী! যখন ঈমানদার মহিলাগণ আপনার কাছে এ শর্তে বায়আত করতে আসেন......(সূরা মুমতাহিনা-১২)। এ আয়াত শেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা সাদাকা করো। সে সময় বিলাল রাযি. তাঁর কাপড় প্রসারিত করে বললেন, আমার মা-বাপ আপনাদের জন্য কুরবান হোক, আসুন, আপনারা দান করুন। তখন মহিলাগণ তাঁদের ছোট-বড় আংটিগুলো বিলাল রাযি.-এর কাপড়ের মধ্যে ফেলতে লাগলেন। আব্দুররাযযাক রহ. বলেন, الفتخ হচ্ছে বড় আংটি যা জাহেলী যুগে ব্যবহৃত হতো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "فَاتِي النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ জাবির ইবনে আব্দুল্লাহর হাদীস ঃ ১৩১, ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ঃ ১৩৩, ২০ ১১৯, ১৩১, সামনে ঃ ১৩৫, ১৯২, ১৯৫, ৭২৭, ৭৮৯, ৮৭৩, ৮৭৪, ১০৮৯, এছাড়া মুসলিম ঃ সালাতে।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, " اَيْ اِذَا لَمْ يَسْمَعْنَ الْخُطْبَةَ مَعَ الرِّجَالِ (ফতহুল বারী, কাসতালানী) অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত বাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেহেতু মহিলারা দূরে অবস্থান করবে সেহেতু মহিলারা ইমাম সাহেবের খুতবা না শুনলে তিনি নামায ও খুতবা থেকে ফারিগ হয়ে তাদেরকে ওয়ায-নসীহত করবেন। তা উদ্দেশ্য নয় যে, তিনি দ্বিতীয়বার মহিলাদের সামনে ঈদের খুতবা দিবেন। যেমন ইমাম বুখারী রহ. خطبة এর স্থলে موعظه শব্দ উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম বুখারী রহ. এর ২০ নং তরজমাতুল বাব "بَابُ عِظَةِ الْاِمَامِ النِّسَاءَ الخ " দ্বারা এই ভাবার্থের সমর্থন হয়।

বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী প্রথম খন্ড ৪৫২-৪৫৩ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

بَاب إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ

৬২১. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযে যাওয়ার জন্য নারীদের ওড়না না থাকলে।

٩٣٦ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ فَقَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ حَفْصَةُ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا

أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي وَقَلَّمَا ذَكَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي قَالَ لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ قَالَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ شَكَّ أَيُّوبُ وَالْحُيَّضُ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا الْحُيَّضُ قَالَتْ نَعَمْ أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا

সরল অনুবাদ : আবূ মা'মার রহ. ......হাফসা বিনতে সীরীন রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ঈদের দিন আমাদের যুবতীদের বের হতে নিষেধ করতাম। একবার জনৈক মহিলা আসলেন এবং বনু খালাফের প্রাসাদে অবস্থান করলেন। আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি বললেন, তাঁর ভগ্নিপতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, এর মধ্যে ছয়টি যুদ্ধে স্বয়ং তাঁর বোনও স্বামীর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। (মহিলা বলেন) আমার বোন বলেছেন, আমরা রুগ্নদের সেবা করতাম, আহতদের শুশ্রূষা করতাম। একবার তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমাদের কারো ওড়না না থাকে, তখন কি সে বের হবে না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বললেন, এ অবস্থায় তার বান্ধবী যেন তাকে নিজ ওড়না পরিধান করতে দেয় এবং এভাবে মহিলাগণ যেন কল্যাণকর কাজে ও মুমিনদের দো'আয় অংশগ্রহণ করেন। হাফসা রাযি. বলেন, যখন উম্মে আতিয়া রাযি. এলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনি কি এসব ব্যাপারে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ, হাফসা রহ. বলেন, আমার পিতা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য উৎসর্গিত হোক এবং তিনি যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম উল্লেখ করতেন, তখনই এ কথা বলতেন। তাঁবুতে অবস্থানকারিনী যুবতীগণ এবং ঋতুবতী মহিলাগণ যেন বের হন। তবে ঋতুবতী মহিলাগণ যেন নামাযের স্থান থেকে সরে থাকেন। তারা সকলেই যেন কল্যাণকর কাজে ও মুমিনদের দো'আয় অংশগ্রহণ করেন। হাফসা রহ. বলেন, আমি তাকে বললাম, ঋতুবতী মহিলাগণও? তিনি বললেন, হ্যাঁ ঋতুবতী মহিলা কি আরাফাত এবং অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হয় না?

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৪, পেছনে ঃ ৪৬, ৫১, ১৩২, ১৩৩, সামনে ঃ ২২৪, তাছাড়া মুসলিম শরীফ, আবূ দাউদ।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে সুস্পষ্ট কোন জবাব দেন নি। হয়তো ১. বিভিন্ন সম্ভাবনা থাকায়। ২. অথবা হাদীসের ভাবার্থকে যথেষ্ট মনে করেছেন।

ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত বাব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঈদগাহে এবং ওয়ায-নসীহতের মজলিসে গুরুত্বসহকারে যাবে। নিজের ওড়না না থাকলেও বান্ধবীর কাছ থেকে ধার করে নিয়ে যাবে। তাও না হলে গমণকারী বান্ধবীর ওড়নায় শরীক হয়ে বের হবে। এমনকি সহজে ভাড়া করে চাঁদর বা ওড়না নিতে হলেও নিয়ে নেবে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী দ্বিতীয় খন্ড ৩০১ নং পৃষ্টা দেখা যেতে পারে।

بَاب اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى

৬২২. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদগাহে ঋতুবতী মহিলাগণের পৃথক অবস্থান।

٩٣٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ أَوْ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. ......উম্মে আতিয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ঈদের দিন) আমাদেরকে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাই আমরা ঋতুবতী, যুবতী এবং তাঁবুতে অবস্থানকারীনী মহিলাগণকে নিয়ে বের হতাম। ইবনে আওন রহ.-এর বর্ণনায় আছে, অথবা তাঁবুতে অবস্থানকরীনী যুবতী মহিলাগণকে নিয়ে বের হতাম। এরপর ঋতুবতী মহিলাগণ মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের দু'আয় অংশগ্রহণ করতেন। তবে ঈদগাহে পৃথকভাবে অবস্থান করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ" হাদীসাংশ দ্বারা শিরোণামের সাথে মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৪, পেছনে ঃ ৪৬, ৫১, ১৩২, ১৩৩, সামনে ঃ ২২৪, অন্যান্য কিতাবের সূচীর জন্য নাসরুল বারী দ্বিতীয় খন্ড ৩০১ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ লক্ষ্য হলো, ঋতুবতী মহিলা ঈদগাহে পৃথকভাবে অবস্থান করা চাই। ঈদের নামায মসজিদে পড়া হলে ঋতুবতী সেখানে যাওয়া হারাম। তবে ময়দানে ঈদের নামায হলে মাকরূহ হবে। তারা তো নামায পড়বে না তাহলে কেন কাতারে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবে। ঈদগাহ মসজিদের হুকুমভূক্ত না হলেও প্রয়োজন ব্যতিরেকে বেগানা পুরুষের সাথে সম্পৃক্ততা আবশ্যক হয়।

সারগর্ভ আলোচনার জন্য নাসরুল বারী দ্বিতীয় খন্ড ৩০২ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

بَاب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى

৬২৩. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন ঈদগাহে নাহর ও জবাই করা।

٩٣٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে নাহর করতেন বা জবাই করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "كَانَ يَنْحَرُ اَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّي" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৪, সামনে ঃ ৮৩৩, ইমাম নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত বাব দ্বারা উদ্দেশ্য খোদ তরজমাতুল বাব থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ঈদের নামায আদায়ের পর নাহর হোক বা জবাই কুরবানীর জন্তু ঈদগাহে কুরবানী করা চাই। জমহুর ফুকাহাদের মাসলাকও এটাই।

ঈদগাহে কুরবানীর অনেক উপকারিত রয়েছে- ১. ইসলামের নিদর্শনসমূহের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বলাবাহুল্য, গণসমাবেশে ইসলামের নিদর্শনসমূহের বহিঃপ্রকাশ করা উত্তম হবে। ২. এতে ফুকারাদের কল্যাণ নিহিত। কেননা, ঈদগাহে কুরবানী হলে ফকীর-মিসকীনরা সেথায় গিয়ে গোশত আনতে সক্ষম হবে। এতদভিন্ন যিনি কুরবানী করেছেন তিনি গোশত নিয়ে ঘরে আসার সময় রাস্তায়ও দরিদ্র লোকেরা চাইতে পারবে।

শায়খুল হাদীস বলেন, "তবে আমাদের যুগে বিশেষ করে হিন্দুস্থানে কোন কোন কারণবশত: ঘরে জবাই করা অগ্রাধিকারী বলে মনে হচ্ছে। (তাকরীরে বুখারী)

প্রশ্ন ঃ আপত্তি হলো, তরজমাতুল বাবে নাহর ও জবাই উভয়টির উল্লেখ রয়েছে। আর হাদীসে 'ينحر او يذبح' দ্বিধাদ্বন্দের সাথে বলা হয়েছে। তাহলে হাদীসের তরজমার সাথে মিল কিভাবে হলো?

জওয়াব ঃ একটি জবাব তো হলো, বাবের অধীনে বর্ণিত হাদীসে "او " সন্দেহের জন্য নয়। বরং প্রকার বুঝানোর জন্য এসেছে। মতলব হচ্ছে, উট হলে নাহর করতেন এবং উট না হয়ে অন্য জন্তু হলে জবাই করতেন।

দ্বিতীয় উত্তর হলো, উক্ত রেওয়ায়তই ৮৩৩ নং পৃষ্টায় আছে। ওখানে "او " এর স্থলে "واو " রয়েছে। বিধায় উহা এ কথার দলীল যে, এখানে "او " হরফটি "واو " এর অর্থবোধক।

بَاب كَلَامِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ

৬২৪. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদের খুতবার সময় ইমাম ও লোকদের কথা বলা এবং খুতবার সময় ইমামের কাছে কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে।

٩٣٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. ....বারাআ ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে খুতবা দিলেন। খুতবায় তিনি বললেন, যে আমাদের মতো নামায আদায় করবে এবং আমাদের কুরবানীর মতো কুরবানী করবে, তার কুরবানী যথার্থ বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের আগে কুরবানী করবে তার সে কুরবানীর গোশত

খাওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না। তখন আবূ বুরদাহ ইবনে নিয়ার রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি তো নামাযে বের হবার আগেই কুরবানী করে ফেলেছি। আমি ধারণা করেছি, আজকের দিনটি তো পানাহারের দিন। তাই আমি তাড়াতাড়ি করে ফেলেছি। আমি নিজে খেয়েছি এবং আমার পরিবারবর্গ ও প্রতিবেশীদেরকেও আহার করিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওটা গোশত খাওয়ার বকরী ছাড়া আর কিছু হয়নি। আবূ বুরদা রাযি. বলেন, তবে আমার কাছে এমন একটি মেষ শাবক আছে যা দুটো (হৃষ্টপুষ্ট) বকরীর চেয়ে ভাল। এটা কি আমার পক্ষে কুরবানীর জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তোমার পরে অন্য কারো জন্য যথেষ্ট হবে না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فقال يا رسول الله والله لقد نسكت الخ" قوله এ হাদীসাংশ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে। তা এভাবে যে, তাতে ইমামের খুতবাকালীন সময়ে কথা-বার্তা বলার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, ইমাম সাহেবকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বলে হাদীসটিতে উল্লেখ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৪, ১৩০-১৩১, ১৩১-১৩২, আবার ঃ ১৩২, ১৩৩, সামনে ঃ ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৯৮৭।

٩٤٠ – حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِيرَانٌ لِي إِمَّا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَإِمَّا قَالَ بِهِمْ فَقْرٌ وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا

সরল অনুবাদ : হামিদ ইবনে উমর রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন নামায আদায় করেন, তারপর খুতবা দিলেন। এরপর আদেশ দিলেন, যে লোক নামাযের আগে কুরবানী করেছে সে যেন আবার কুরবানী করে। তখন আনসারগণের মধ্য হতে এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার প্রতিবেশীরা ছিল ক্ষুধার্থ বা বলেছেন দরিদ্র। তাই আমি নামাযের আগেই জবাই করে ফেলেছি। তবে আমার কাছে এমন মেষশাবক আছে যা দু'টি হৃষ্টপুষ্ট বকরীর চাইতেও আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেটা কুরবনী করার অনুমাতি দান করেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فقال يا رسول الله جيران لي الخ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৪, পেছনে ঃ ১৩০, সামনে ঃ ৮৩২, ৮৩৪।

٩٤١ – حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ وقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ

সরল অনুবাদ : মুসলিম ইবনে ইবরাহীম রহ. ......জুনদাব্ ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন নামায আদায় করেন, তারপর খুতবা দেন। তারপর জবাই করেন এবং তিনি বলেন, নামাযের আগে যে ব্যক্তি জবাই করবে তাকে তার জায়গায় আরেকটি জবাই করতে হবে এবং যে জবাই করেনি, আল্লাহর নামে তার জবাই করা উচিত।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله "وَقَالَ مَنْ ذَبَحَ (اي في خطبته)" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৪, সামনে ঃ ৮২৭, ৮৩৪, ৯৮৭, তাওহীদ ঃ ১১০০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত বাব দ্বারা বলতে চাচ্ছেন, দু'ঈদের খুতবায় জুমু'আর খুতবার তুলনায় সুযোগ সুবিধা বেশী। এ জন্য ঈদের খুতবা দিতে সময় যার সাথে ইচ্ছা যা ইচ্ছা কথা-বার্তা বলতে পারবে। অনুরূপ কেউ ইমামকে কোন কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চাইলে করতে পারবে।

তবে ফুকাহাদের মতে, ইমাম সাহেব শুধুমাত্র আমর বিল মা'রুফ এবং নাহী আনিল মুনকার করতে পারবেন। পক্ষান্তরে গাঙ্গুহী রহ. এর নিকট ঈদের খুতবায় অবকাশ রয়েছে।

بَاب مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ

৬২৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন ফিরার সময় যে ব্যক্তি ভিন্ন পথে আগমন করে।

٩٤٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ রহ. ......জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন (বাড়ী ফেরার সময়) অন্য পথে আসতেন। ইউনুস ইবনে মুহাম্মদ রহ. আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে হাদীস বর্ণনায় আবূ তুমাইলা ইয়াহইয়া রহ. এর অনুসরণ করেছেন। তবে জাবির রাযি. থেকে হাদীসটি অধিকতর সহীহ।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল " إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ" قوله তে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৪, তাছাড়া তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ৭১।

ব্যাখ্যা ঃ "تَابَعَه يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٌ عَنْ فُلَيْحٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ" উক্ত ইবারত সঠিক নয়। হাশিয়্যার নুসখাটা সহীহ। মতনের নুসখায় মুতাবা'আতই হয় না। মূল ইবারত হচ্ছে, " تابعه يونس بن محمد عن فليح وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن ابي هريرة وحديث جابر اصح " এখন জাবিরের হাদীস 'اصح ' বলাটা সহীহ হলো। কেননা, তার متابع পাওয়া যায়। আর আবূ হুরায়রা রাযি. এর রেওয়ায়তের কোন متابع নেই।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত বাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ভিন্ন পথে আগমণ মুস্তাহাব হওয়াটা প্রমাণিত করা। যে রাস্তা দিয়ে ঈদের নামায আদায়ে ঈদগাহে যাবে ফেরার সময় ভিন্ন পথে ফেরা মুস্তাহাব। তাছাড়া আয়েম্মায়ে আরবায়া ও জমহূর উলামাদের মতেও পথ বদলানো মুস্তাহাব।

হেকমত ঃ আল্লামা আইনী রহ. উমদাতুল ক্বারীতে এবং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীতে পথ বদলানোর বিভিন্ন হেকমত ও উপকারিতার আলোচনা করেছেন। যার সংখ্যা বিশ হয়ে যায়। তন্মধ্যে সহীহ হেকমত হলো,

১. উক্ত আমল দ্বারা ইসলামের নিদর্শনসমূহ, মুসলমানদের গণসমাবেশ ও শান-শওকতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

২. উভয় পথের মানুষ এবং জিন জাতিকে সাক্ষী বানানো।

بَاب إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عِيدُنَا يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

৬২৬. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ ঈদের নামায না পেলে সে দু'রাকআত নামায আদায় করবে। মহিলা এবং যারা বাড়ী ও পল্লীতে অবস্থান করে তারাও এরূপ করবে। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মুসলিমগণ! এ হলো আমাদের ঈদ। আর আনাস ইবনে মালিক রাযি. যাবিয়া নামক স্থানে তাঁর মুক্ত গোলাম ইবনে আবূ উতবাকে এ আদেশ করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর পরিবারবর্গ ও সন্তান সন্ততিদের নিয়ে শহরের অধিবাসীদের ন্যায় তাকবীরসহ নামায আদায় করেন এবং ইকরিমা রহ. বলেছেন, গ্রামের অধিবাসীরা ঈদের দিন সমবেত হয়ে ইমামের ন্যায় দু'রাকাআত নামায আদায় করবে। আতা রহ. বলেন, যখন কারো ঈদের নামায ছুটে যায় তখন সে দু'রাকাআত নামায আদায় করবে।

৯৪৩ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ

সরল অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। আবূ বকর রাযি. তাঁর কাছে এলেন। এ সময় মিনার দিবসগুলোর এক দিবসে তাঁর কাছে দু'টি মেয়ে দফ বাজাচ্ছিল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাঁদর আবৃত অবস্থায় ছিলেন। তখন আবূ বকর রাযি. মেয়ে দু'টিকে ধমক দিলেন। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখমন্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আবূ বকর! ওদের বাঁধা দিও না। কেননা, এসব ঈদের দিন। আর সে দিনগুলো ছিল মিনার দিন। আয়িশা রাযি. আরো বলেছেন, হাবশীরা যখন মসজিদে (এর প্রাঙ্গনে) খেলাধুলা করছিল, তখন আমি তাদের দেখছিলাম এবং আমি দেখেছি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আড়াল করে রেখেছেন। উমর রাযি. হাবশীদের ধমক দিলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওদের ধমক দিও না। হে বণু আরফিদা! তোমরা যা করছিলে তা নিশ্চিন্তে করো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ مُطَابِقَةُ الْحَدِيْثِ لِلتَّرْجَمَةِ আল্লামা কাসতালানী রহ. বলেন,

وَاسْتُشْكِلَ مُطَابِقَةُ الْحَدِيْثِ لِلتَّرْجَمَةِ لِاَنَّه لَيْسَ فِيْهِ لِلصَّلٰوةِ ذكر (قس)

অর্থাৎ হাদীসুল বাবের তরজমাতুল বাবের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা দু:সাধ্য ব্যাপার। কেননা, তরজমার সম্পর্ক নামাযে ঈদের সাথে। আর হাদীসের মধ্যে নামাযের কোন উল্লেখ নেই। এরপর আল্লামা কাসতালানী রহ. নিজে বর্ণনা করেন-

اَجَابَ ابْنُ الْمُنِيْرِ بِاَنَّه يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِه اَيَّامُ عِيْدٍ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ اَيَّامُ مِنِي الخ

অর্থাৎ যখন প্রত্যেকের জন্য ইহা ঈদের দিন হলো তাই সকল মানুষ ঈদের নামায পড়তে হবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৫, পেছনে ঃ ১৩০ সামনে ঃ ৪০৭, ৫০০, ৫৫৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত বাব দ্বারা উদ্দেশ্য স্পষ্ট যে, কেউ ঈদের নামায জামা'আতের সহিত আদায় করতে না পারলে একাকী আদায় করে নেবে। আর অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর পুরুষ জোরে বলবে এবং মহিলা নিচু স্বরে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাসলাক এটাই যে, ঈদের নামায সবাই আদায় করতে হবে। চাই সে আযাদ হোক বা গোলাম, পুরুষ হোক অথবা মহিলা। জামা'আত ছুটে গেলে একা একা আদায় করবে। যেন ইমাম বুখারী রহ. উক্ত মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতামতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। - والله اعلم

بَاب الصَّلَاة قَبْلَ الْعِيد وَبَعْدَهَا وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيد

৬২৭. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযের আগে ও পরে নামায আদায় করা। আবু মু'আল্লা রহ. বলেন, আমি সায়ীদ রাযি. কে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বলতে শুনেছি যে, তিনি ঈদের আগে নামায আদায় করা মাকরূহ মনে করতেন।

৯৪৤ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اخبرني عَدِيُّ بْنُ ثَابِت قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلَالٌ

সরল অনুবাদ : আবুল ওয়ালীদ রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাযি.-কে সাথে নিয়ে ঈদুল ফিতরের দিন বের হয়ে দু'রাকাআত নামায আদায় করেন। তিনি এর আগে ও পরে কোন নামায আদায় করেননি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল "لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا" বাক্যে। এতদভিন্ন হযরত ইবনে আব্বাসের আছরে স্পষ্টভাবে রয়েছে-كَرِهَ الصَّلٰوةَ قَبْلَ الْعِيْدِ قوله

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৫, পেছনে ঃ ২০, ১১৯, ১৩১, ১৩৩, ১৩৩, ১৩৩, ১৯২, ১৯৫, ৭৮৯, ৮৭৩, ৮৭৪, ১০৮৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে সুস্পষ্ট কোন হুকুম আরোপ করেন নি। কিন্তু তরজমাতুল বাবে হযরত ইবনে আব্বাসের আছর বর্ণনা করেছেন। যার দ্বারা বুঝা যায়, বুখারী রহ. এর মতে, ঈদের পূর্বে নফল নামায মাকরূহ।

মাযহাবসমূহের বিবরণ ঃ ১. ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. ও কূফার সকল উলামাদের মতে, ঈদগাহে নামাযে ঈদের পূর্বাপর মুতলাকভাবে নফল নামায মাকরূহ। আর ঘরে ঈদের নামাযের আগে মাকরূহ। তবে ঈদের নামাযের পরে ঘরে পড়া মাকরূহ ব্যতিত জায়েয আছে।

২. ইমাম মালেকের মতে, ঈদগাহে মাকরূহ। তবে ঘরে জায়েয।

৩. হাম্বলীদের মতে, নামাযের পূর্বে মাকরূহ।

৪. ইমাম শাফেয়ীর মতে, কেবল ইমামের জন্য মাকরূহ।

বারাআতে ইখতেতাম ঃ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর মতে, "لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا " তে। আর হযরত শায়খুল হাদীসের নিকট-' إنَّ الْخُرُوْجَ إلي مُصَلّي العِيْدِ شَبِيْهَة بِالْخُرُوْجِ إلي مُصَلّي الجَنَائِزِ وَاَيْضًا فِيْهِ خرُوْجٌ إلي الفَضَاءِ الَّذِيْ هُوَ مَحَلُّ المَقَابِرِ ' অর্থাৎ ঈদগাহে গমণ জানাযার নামায স্থলে যাওয়ার মতো।

بسم الله الرحمن الرحيم

أَبْوَابُ الْوِتْرِ

অধ্যায় ঃ বিত্‌র

ابواب الوتر ঃ অর্থাৎ كِتَابُ الوتر। বুখারী শরীফের গ্রহণযোগ্য কোন কোন ব্যাখ্যায় كِتَابُ الوتر শিরোণাম রয়েছে। যেমন ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري তে। এছাড়া আল্লামা আইনী রহ.ও উমদাতুল ক্বারীতে "كتاب الوتر" শিরোণাম উল্লেখ করেছেন।

পূর্বের সাথে সম্পর্ক ঃ আল্লামা আইনী রহ. বলেন-

وَالمُنَاسَبَةُ بَيْنَ اَبْوَابِ الوِتْرِ وَاَبْوَابِ العِيْدِ كَوْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَلٰوةِ العِيْدَيْنِ وَالوِتْرُ وَاجِبًا ثُبُوتُهُمَا بِالسُّنَّةِ (عمده)

অর্থাৎ "ابواب الوتر" এবং "ابواب العيد" এর মাঝে সামঞ্জস্য হলো, ঈদ এবং বিতর উভয়টি ওয়াজিব হওয়াটা হাদীস দ্বারা সাবেত।

বিত্তিরের আলোচনাসমূহ ঃ وتر অর্থ : বেজোড়, একাকী। উদাহরণস্বরূপ এক, তিন, পাঁচ, সাত ইত্যাদি। সালাতুল বিতর সংক্রান্ত আলোচনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. প্রায় ষোলটি বিষয় আলোচনা করেছেন।

হযরত শায়খুল হাদীস বলেন, বিতর সংক্রান্ত ১৭টি মাসআলায় এখতেলাফ রয়েছে। ১. ওয়াজিব সংক্রান্ত ২. রাকাআত সংখ্যা সংক্রান্ত ৩. তাতে নিয়ত শর্ত হওয়া সংক্রান্ত ৪. কিরাআতের সাথে বিশেষিত হওয়া সংক্রান্ত ৫. তার পূর্বে জোড় নামায সংক্রান্ত ৬. এর শেষ ওয়াক্ত সংক্রান্ত ৭. বাহনের উপর সফর অবস্থায় এই নামায সংক্রান্ত ৮. এর কাযা সংক্রান্ত ৯. তাতে কুনূত সংক্রান্ত ১০. কুনূতের স্থান সংক্রান্ত ইত্যাদি (ফতহুল বারী)

ফায়দা ঃ ইমাম বুখারী রহ. আবওয়াবুল বিতরকে আবওয়াবুত তাত্বাওউ' ও আবওয়াবুত তাহাজ্জুদ থেকে আলাদা কায়েম করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল বুখারী রহ. এর মতে, এই নামায অপরাপর নফল নামাযের মতো নয়। বরং এটি একটি সতন্ত্র নামায।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, যদি ইমাম বুখারী রহ. باب الوتر علي الدابة কায়েম করতেন না তাহলে আমি বলতাম, ইমাম বুখারী রহ. বিতর ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা। আহনাফ জবাবে বলেন, সম্ভবতঃ ইমাম বুখারী রহ. বিতর ওয়াজিব বলে অভিমত পোষণ করার সাথে সাথে সফর অবস্থায় সওয়ারীর উপর তা বৈধ হওয়ার প্রবক্তা। (তাকরীরে বুখারী)

بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ

৬২৮. পরিচ্ছেদ ঃ বিতরের বর্ণনা প্রসঙ্গে।

٩٤٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। এক লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রাতের নামায দু'দু' (রাক'আত) করে। আর তোমাদের মধ্যে কেহ যদি ফজর হওয়ার আশংকা করে, সে যেন এক রাকা'আত মিলিয়ে নামায আদায় করে নেয়। আর সে যে নামায আদায় করলো, তা তার জন্য বিতর হয়ে যাবে। নাফি' রহ. থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বিতর নামাযের এক ও দু' রাকা'আতের মাঝে সালাম ফিরাতেন। তারপর কাউকে কোন প্রয়োজনীয় কাজের আদেশ দিতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল "قوله " تُوتِرُ له ما قد صلّي" বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৫, পেছনে ঃ ৬৮, সামনে ঃ ১৫৩,তাছাড়া আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৮৭, ইমাম নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন।

٩٤٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَصَنَعْتُ مِثْلَهُ وَ قُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা রাযি. এর ঘরে রাত কাটান। (তিনি বলেন) আমি বালিশের প্রস্থের দিক দিয়ে ঘুমাইলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার সেটির দৈর্ঘে শয়ন করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত ঘুমালেন। এরপর তিনি জাগ্রত হলেন এবং চেহারা থেকে ঘুমের আবেশ দূর করেন। পরে তিনি সূরা আলে-ইমরানের (শেষ) দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঝুলন্ত মশকের কাছে গেলেন এবং উত্তমরুপে উযু করলেন। এরপর তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর মতই করলাম এবং তাঁর পাশেই দাঁড়ালাম। তিনি তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার কান ধরলেন। তারপর তিনি দু'রাকা'আত নামায আদায় করলেন। এরপর দু'রাকা'আত, তারপর দু'রাকা'আত, এরপর দু'রাকাআত, তারপর তিনি বিতর আদায় করলেন। এরপর তিনি শুয়ে পড়লেন। অবশেষে মুআযযিন তাঁর কাছে এলো। তখন তিনি দাঁড়িয়ে দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন। এরপর বের হয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "ثُمَّ أوْتِرْ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৫, পেছনে ঃ ২২, ২৫, ৩০, ৯৭, ৯৭, ৯৭, ১০০, ১০১, ১১৮-১১৯, সামনে ঃ ১৫৯, ৬৫৭, ৬৫৭, ৬৫৭, ৬৫৭, ৮৭৭, ৯১৮, ৯৩৪-৯৩৫, ১১১০।

এই হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী প্রথম খন্ড ১১৬ নং হাদীস এবং দ্বিতীয় খন্ড ১৩৮ নং হাদীস মোতালা'আ করে নেবে।

৯৪৭ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ قَالَ الْقَاسِمُ وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ

সরল অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইমান রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতের নামায দু'দু' রাকা'আত করে। এরপর যখন তুমি নামায শেষ করতে চাইবে, তখন এক রাকা'আত আদায় করে নেবে। তা তোমার আগের নামাযকে বিতর করে দেবে। কাসিম রহ. বলেন, আমরা সাবালক হয়ে লোকদের তিন রাকা'আত বিতর আদায় করতে দেখেছি। উভয় নিয়মেরই অবকাশ আছে। আমি আশা করি এর কোনটিই দোষনীয় নয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৫, পেছনে ঃ ৬৮, ৬৮, সামনে ঃ ১৫৩।

৯৪৮- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ تَعْنِي بِاللَّيْلِ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ

সরল অনুবাদ : আবুল ইয়ামান রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগার রাকা'আত নামায আদায় করতেন। এ ছিল তাঁর রাত্রিকালীন নামায। এতে দীর্ঘ সেজদা করতেন, তাঁর মাথা উঠাবার আগে তোমাদের কেহ পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারে এবং ফজরের নামাযের আগে তিনি আরো দু'রাকা'আত পড়তেন। এরপর তিনি ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করতেন। নামাযের জন্য মুয়াযযিনের আসা পর্যন্ত।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল " كَانَ يُصَلِّيْ اِحْدي عَشْرَةً قوله "رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتُه تَعْنِي بِاللَّيْلِ তে। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত এগারো রাকা'আত হতে তিন রাকা'আত বিতর ছিল। তাই সামঞ্জস্য স্পষ্ট হয়ে গেল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৫, হাদীসটি তাহাজ্জুদে بَابُ طُوْلِ السُّجُوْدِ فِيْ قِيَامِ اللَّيْلِ এর মধ্যে আসবে ঃ ১৫১, এবং بَابُ مَا يَقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ঃ ১৫৬, ৯৩৩, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৫৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাবে কোন স্পষ্ট বিধান বর্ণনা করেন নি। তবে তিনি আবওয়াবুল বিতরকে আবওয়াবুত তাত্বাওউ' ও আবওয়াবুত তাহাজ্জুদ থেকে আলাদা কায়েম করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল বুখারী রহ. এর মতে, এই নামায অপরাপর নফল নামাযের মতো নয়। বরং এটি একটি সতন্ত্র নামায।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন,

وَلَوْلَا اَنَّه اَوْرَدَ الْحَدِيْثَ الَّذِيْ فِيْهِ اِيْقَاعه عَلي الدَّابَةِ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ لَكَانَ فِيْ ذٰلِكَ اِشَارَةٌ اِلي اَنَّه يَقُوْلُ بِوُجُوْبِه (فتح)

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. যদি সামনের হাদীসাংশ " فَاِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ عَلَي الْبَعِيْرِ " আনতেন না তাহলে এদিকে ইশারা হয়ে যেত যে, তিনি বিতর ওয়াজিব বলে থাকেন।

আহনাফ এর জবাব দিতে গিয়ে বলেন, সম্ভবত: ইমাম বুখারী রহ. বিতর ওয়াজিব বলে অভিমত পোষণ করার সাথে সাথে সফর অবস্থায় সওয়ারীর উপর তা বৈধ হওয়ার প্রবক্তা। - والله اعلم

ব্যাখ্যা ঃ বাবুল বিতর সংক্রান্ত অনেক মাসআলা রয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. তন্মধ্যে কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন মাত্র। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

قَالَ ابْنُ التِّيْنِ اِخْتَلَفَ فِي الْوِتْرِ فِيْ سَبْعَةِ اَشْيَاء الخ - (فتح)

এরপর হাফেজ ইবনে হাজার কিছু বিষয় বাড়িয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বিতরের কাযা সংক্রান্ত, তাতে কুনূত সংক্রান্ত ইত্যাদি।

বিতরের হুকুম ঃ বিতরের মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহ হতে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম মাসআলা হচ্ছে বিতরের হুকুম সংক্রান্ত যে, তা ওয়াজিব না সুন্নত?

১. জমহুর আয়েম্মায়ে ছালাছাহ অর্থাৎ ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ এবং সাহেবাইনের মতে, বিতরের নামায ওয়াজিব নয়। সুতরাং হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, "اَلْوِتْرُ وَاجِبٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَقَالَا سُنَّةٌ الخ" (হেদায়া প্রথম খন্ড-১৪৪) অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফার মতে, বিতর ওয়াজিব এবং সাহেবাইনের মতে, সুন্নত।

জমহুর অর্থাৎ সুন্নত প্রবক্তাদের প্রমাণাদি ঃ ১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাআয রাযি. কে নির্দেশ দিয়েছিলেন-"فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ الخ " (মুসলিম প্রথম খন্ড-৩৬)

এ ছাড়া হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাযি. এর রেওয়ায়ত-" سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلي الْعِبَادِ الخ " (আবূ দাউদ প্রথম খন্ড-২০১)

২. "قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام خَمْسَ صَلَوَاتٍ كَتَبَ اللهُ عَلي الْعِبَادِ "। এতদভিন্ন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক প্রশ্নকারীর উত্তরে বলেছিলেন-"لا الا ان تطوع "

৩. হযরত আলী রাযি. এরশাদ করেছেন-"اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلوتِكُمُ الْمَكْتُوْبَةِ"

জবাব ঃ তাদের ১ নং দলীলের উত্তর হলো, ফরয তো পাঁচ ওয়াক্ত নামায। আর বিতর ওয়াজিব। প্রকাশ থাকে যে, ফরয এবং ওয়াজিবের মাঝে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যতটুকু আসমান জমিনের মাঝে ব্যবধান রয়েছে। আর যেহেতু বিতরের নামায এশার নামাযের অনুগামী তাই এর আলাদা আলোচনা করা হয়নি।

আর হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাযি. এর রেওয়ায়তে- 'كَتَبَ' ও 'افترض ' এর অর্থবোধক। এর দ্বারা সুন্নত প্রবক্তাদের দ্বিতীয় দলীলেরও জবাব হয়ে গেল।

৩ নং দলীলের উত্তর তো একেবারে স্পষ্ট যে, এখানে ওয়াজিব হওয়াকে নিষেধ করা হয় নি বরং ফরয ওয়াক্তের নফী করা হয়েছে। যেমন كصلوتكم المكتوبة এ শব্দগুলো দ্বারা এ কথাকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আমরা তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মতো বিতরের নামাযকে ফরয বলি না এবং এর অস্বীকারকারীকে কাফেরও বলি না। যেমন হেদায়া গ্রন্থকার একে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

বাস্তব কথা হলো, এ মতপার্থক্য কার্যক্ষেত্রে শাব্দিক মতপার্থক্যের ন্যায়। তার উৎস হলো, তিন ইমামের মতে ফরয ও সুন্নতের মাঝে مامور به (শরীয়ত কর্তৃক আদিষ্ট) এর আর কোন স্তর নেই। কিন্তু ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর মতে, ফরয ও সুন্নতের মাঝে ওয়াজিবের পদমর্যাদা আছে। এ কারণে তিন ইমামই বিতরের নামাযকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত বলে স্বীকার করেন। আর হানাফীগণও বিতরের নামায ফরয হওয়ার পক্ষে নন। তাই তো তাঁরা এর অস্বীকারকারীকে কাফির বলেন না। উভয়পক্ষ এ কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, বিতরের নামাযের মর্যাদা সাধারণ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হতে বেশী এবং ফরযের চেয়ে কম (ওয়াজিব)।

আহনাফের দলীল ঃ ১. হযরত বুরদাহ রাযি. বলেন-

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا (ابوداود اول صـ۲۰۱)

ইমাম আবূ দাউদ রহ. উক্ত হাদীস বর্ণনা করে নীরবতা পালন করেছেন। যা তার মতে, হাদীসটি সহীহ হওয়া অথবা কমপক্ষে তা হাসান হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আর ইমাম হাকিমও একে শায়খাইনের শর্তানুযায়ী সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

এর দ্বারা বুঝা গেল, এই হাদীসের এক রাবী 'আবুল মুনীব উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আতাকী রহ.' সমালোচিত হওয়ার আপত্তি করা সঠিক নয়। কেননা, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন প্রমূখ তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মতামত দিয়েছেন।

২. হানাফীদের দ্বিতীয় প্রমাণ-" قَالَ رَسُوْلُ الله صلي الله عليه وسلم اِنَّ اللهَ تَعَالي قَدْ اَمَدَّكُمْ بِالصَّلٰوةِ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِن حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الوِتْرُ الخ " (আবূ দাউদ প্রথম খন্ড-২০১, তিরমিযী প্রথম খন্ড-৬০) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে আরেকটি নামায বাড়িয়েছেন। তাকে এশা ও ফজরের নামাযের মধ্যখানে আদায় করবে। উক্ত বৃদ্ধি ও বাড়ানোর নিসবত আল্লাহ তা'আলার দিকে করাটা বিতরের নামায ওয়াজিব হওয়া বুঝায়।

৩. হানাফীদের তৃতীয় দলীল, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. এর রেওয়ায়ত-

قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِه اَوْ نَسِيَه فَلْيُصَلِّه اِذَا اَصْبَحَ اَوْ ذَكَرَه (ابوداود اول صـ۲۰۳)

এতে বিতরের নামায কাযা করার হুকুম দেয়া হয়েছে। প্রকাশ, কাযার হুকুম ওয়াজিব কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে হয়। সুন্নতের ক্ষেত্রে নয়।

৪. "عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَهْلَ القُرْاٰنِ اَوْتِرُوْا الخ" (আবূ দাউদ-২০০) ইহাতে আমরের সীগা রয়েছে। যা ওয়াজিব হওয়া বুঝায়।

৫. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা বিতরের নামায পড়েছেন এবং বিতরের নামায তরক কারীকে ভর্ৎসনা করতে গিয়ে বলেন, مَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا অর্থাৎ যে বিতর পড়ে না সে আমাদের দলভূক্ত নয়।

৬. হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, فَاِذَا اَوْتَرَ اَيْقَظَهُنَّ অর্থাৎ যখন বিতর আদায় করতেন তখন তাদেরকে জাগ্রত করতেন। বুঝা যাচ্ছে বিতর ওয়াজিব ছিল বিধায় তাদেরকে জাগ্রত করতেন। কিন্তু তাহাজ্জুদের জন্য জাগাতেন না।

৭. বিতরের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কেরাআতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এরকম তাখসীস ফরয নামাযের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। তাই বিতরের নামায ওয়াজিব। - والله اعلم

কোন কোন আলিম বলেছেন, বিতর ওয়াজিব সংক্রান্ত মাসআলায় ইমাম আযম আবূ হানীফার সাথে আর কারো সমর্থন নেই। উক্ত মত খন্ডন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আল্লামা আইনী রহ. কর্তৃক রচিত উমদাতুল কারী সপ্তম খন্ড ১১ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

بَاب سَاعَاتِ الْوِتْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

৬২৯. পরিচ্ছেদ ঃ বিতরের সময়। আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ঘুমানোর আগে বিতর আদায়ের আদেশ দিয়েছেন।

٩٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ قَالَ حَمَّادٌ أَيْ سُرْعَةً

সরল অনুবাদ : আবূ নু'মান রহ. ....আনাস ইবনে সীরীন রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর রাযি. কে বললাম, ফজরের আগের দু'রাকা'আতে আমি ক্বিরাআত দীর্ঘ করবো কি না, এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে দু'দু'রাকা'আত করে নামায আদায় করতেন এবং এক রাকা'আত মিলিয়ে বিতর পড়তেন। তারপর ফজরের নামাযের আগে তিনি দু'রাকা'আত এমন সময় আদায় করতেন যেন একামতের শব্দ তাঁর কানে আসছে। রাবী হাম্মাদ রহ. বলেন, অর্থাৎ দ্রুততার সাথে। (সংক্ষিপ্ত কিরাআত)

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের সম্পর্ক "قوله يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ" তে। কেননা, এখানে ليل দ্বারা সারা রাত উদ্দেশ্য। কেননা, তা তো অস্পষ্ট। যা পূর্ণ রাতকে বুঝায়। এভাবে যে, তার নির্দিষ্ট কোন অংশ উদ্দেশ নয়। আর তা হলো বিতরের সময়। এ থেকেই ইবনে বাত্তাল বলেছেন, বিতরের কোন নির্দিষ্ট ওয়াক্ত নেই যে, এ ছাড়া অন্য সময় জায়েয হবে না। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের যে কোন অংশে বিতর নামায পড়তেন। (উমদাতুল ক্বারী)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৫-১৩৬, পেছনে ঃ ৬৮, ৬৮, সামনে ঃ ১৫৩, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৫৭, তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ৬১, ইবনে মাজাহ সালাত পর্বে বর্ণনা করেছেন।

٩٥٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ

সরল অনুবাদ : উমর ইবনে হাফস রহ. ....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সকল অংশে (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রাতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে) বিতর আদায় করতেন। আর (জীবনের) শেষ দিকে সাহরীর সময় তিনি বিতর আদায় করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ مُطَابَقَةُ الحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ لِاَنَّهُ يَدُلُّ عَلَي اَنَّ كُلَّ اللَّيْلِ سَاعَاتُ الوِتْرِ وَاَوَّلُهَا بَعْدَ صَلوةِ العِشَاءِ وَاٰخِرُهَا اِلي طُلُوْعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ (عمده) অর্থাৎ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে সম্পর্ক স্পষ্ট। কেননা, বিতরের ওয়াক্ত হলো, সারা রাত। তার ওয়াক্ত শুরু হয় এশার নামাযের পর থেকে। আর শেষ সময় ফজরে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত। (উমদাতুল ক্বারী)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৬,তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৫৫, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ২০৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত বাব দ্বারা উদ্দেশ্য কি তা অস্পষ্ট। কিন্তু বাবের অধীনে উল্লেখিত রেওয়ায়ত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, পূর্ণ রাত বিতরের ওয়াক্ত। اي انتهي وتره الي السحر

ব্যাখ্যা ঃ এ ব্যাপারে প্রায় সবাই একমত যে, এশার পূর্বে বিতরের ওয়াক্ত নয়। বরং জমহুরের মতে, এশার পর বিতরের ওয়াক্ত শুরু হয়।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, বিতর এবং এশার ওয়াক্ত একই। ইবনে মুনযির রহ. প্রথম অভিমতের উপর ইজমা নকল করেছেন। অথচ ইমাম আযম রহ. এতে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

মতবিরোধের ফলাফল ঃ যদি কেউ এশার নামায আদায় করার একটু পর নামায পড়ে অর্থাৎ (এশার নামায পড়ার পর) ইস্তেঞ্জা এবং অযু করে বিতরের নামায আদায় করে এবং স্মরণ হয় যে, এশার নামায অযু ছাড়া আদায় করেছিল তাহলে ইমাম আযমের মতে, বিতরের নামায সহীহ বলে ধর্তব্য হবে। অথচ ইমামত্রয় এর বিপরীত মতামত ব্যক্ত করে থাকেন।

তবে ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, এ বিধান যে ব্যক্তি ভুলবশত: আদায় করেছে তার বেলায় প্রযোজ্য হবে। যে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও পড়েছে তার ক্ষেত্রে নয়।

এখতেলাফের উৎস ঃ ইমাম আবূ হানীফার মতে, বিতর একটি সতন্ত্র নামায এবং তা আদায় করা ওয়াজিব। আর জমহুরের নিকট বিতর এশার নামাযের অনুগামী। তো যেরুপ অনুগামী সুন্নতসমূহ ফরযের পর আদায় করতে হয় বিতরের বেলায় ঠিক তাই হবে। মোটকথা এশার নামাযের পর সুবহে সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত এশা এবং বিতরের ওয়াক্ত। কিন্তু যদি কারো শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার প্রবল ধারনা থাকে তাহলে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার পর বিতরের নামায আদায় করা উত্তম হবে। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ বয়সে বিতরের নামায শেষ রাতে আদায় করতেন।

بَاب إِيقَاظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ بِالْوِتْرِ

৬৩০. পরিচ্ছেদ ঃ বিতরের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর পরিবারবর্গকে জাগ্রত করা।

৯৫১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. .....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাতে) নামায আদায় করতেন, তখন আমি তাঁর বিছানায় আড়াআড়িভাবে ঘুমিয়ে থাকতাম। তারপর তিনি যখন বিতর পড়ার ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে জাগিয়ে দিতেন এবং আমিও বিতর আদায় করে নিতাম।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল " فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي قوله "فَأَوْتَرْتُ বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৬, পেছনে ঃ ৫৬, ৫৬, ৫৬, ৭২, ৭৩, ৭৩, ৭৩,৭৩, ৭৪, সামনে ঃ ৯২৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামায বেশ গুরুত্বসহকারে আদায় করতেন। তাহাজ্জুদের নামাযের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। এ বিষয় তো সর্বজন স্বীকৃত যে, নফল নামাযসমূহের মধ্যে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম নামায হচ্ছে তাহাজ্জুদের নামায। কিন্তু এরপরও ম'হানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামায আদায়ের লক্ষ্যে নিজ স্ত্রীদেরকে যেরূপ গুরুত্বসহকারে জাগাতেন তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের জন্য এরূপ গুরুত্ব দিয়ে জাগাতেন না। এর দ্বারা আহনাফ বিতর ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন। যা নিতান্ত সহীহ দলীল। এই রেওয়ায়ত বিতর ওয়াজিব হওয়ার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণবহন করছে।

এই হাদীসটি বুখারী ৭৩ নং পৃষ্টা 'বাবুস সালাতে খালফান নায়িমি' এর মধ্যে চলে গেছে। নাসরুল বারী তৃতীয় খন্ড ১০৫-১০৬ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

بَاب لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِه وِتْرًا

৬৩১. পরিচ্ছেদ ঃ রাতের সর্বশেষ নামায যেন বিতর হয়।

৯৫২ –حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قال حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিতরকে তোমাদের রাতের শেষ নামায করবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা " اِجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلٰوتِكُمْ قوله "بِاللَّيْلِ وِتْرًا তে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৬, তাছাড়া আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ২০৩, আহমদ ইবনে হাম্বল হতে, মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৫৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তরজমাতুল বাব দ্বারা স্পষ্ট, যে ব্যক্তি শেষ রাতে নামায আদায় করবে সে যেন প্রথমে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে। একেবারে শেষে বিতরের নামায পড়ে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ "اجعلوا اخر صلوتكم وترا " জমহুরের মতে, এ নির্দেশটি মুস্তাহাব হিসেবে। এর বিপরীত আমলকারী ব্যক্তি মুস্তাহাব পরিহারকারী বলে ধর্তব্য হবে।

যারা এটিকে ওয়াজিব নির্দেশ মনে করেন তারা বলেন, যদি কেউ এর বিপরীত আমল করে অর্থাৎ বিতরের নামায রাতের প্রথমভাগে এশার নামাযের পর পরই আদায় করে নেয় তাহলে আবার বিতর ভঙ্গ করতে হবে যে, এক রাকা'আত এ নিয়তে আদায় করবে যে, আমি একে পূর্বের রাকা'আতের সাথে সংযুক্ত করছি। এরপর বিতরের নামায আদায় করবে। এটাই হযরত ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. এর মাসলাক। যা ইমাম তিরমিযী রহ. বর্ণনা করেছেন। তবে এ মাসলাক জমহুরের মতামতের উল্টো। কেননা, হাদীসে এসেছে- 'لاوتران في ليلة' (তিরমিযী)

بَاب الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

৬৩২. পরিচ্ছেদ ঃ সাওয়ারী জন্তুর উপর বিতরের নামায।

৯৫৩ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

সরল অনুবাদ : ইসমাঈল রহ. ...... সায়ীদ ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এর সাথে মক্কার পথে সফর করছিলাম। সায়ীদ রহ. বলেন, আমি যখন ফজর হওয়ার আশংকা করলাম, তখন সাওয়ারী থেকে নেমে পড়লাম এবং বিতরের নামায আদায় করলাম। তারপর তাঁর সাথে মিলিত হলাম। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম, ভোর হওয়ার আশংকা করে নেমে বিতর আদায় করেছি। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে কি তোমার জন্য উত্তম আদর্শ নেই? আমি বললাম, জি হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠে (আরোহী অবস্থায়) বিতরের নামায আদায় করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল قوله "كَانَ يُوتِرُ عَلَي الْبَعِيرِ" বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৬, সামনের বাব ঃ ১৩৬, ১৪৮, ১৪৮, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৪৪, তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ৬২, নাসায়ী কুতায়বা থেকে ও ইবনে মাজাহ আহমদ ইবনে সেনান থেকে বর্ণনা করেছেন।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ যেহেতু পূর্বের বাবগুলো দ্বারা বাহ্যত বিতর ওয়াজিব হওয়া বুঝা যাচ্ছে তাই ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব কায়েম করে ওয়াজিব হওয়ার ধারণাকে দূরকরত: বলতে চাচ্ছেন যে, যদি বিতরের নামায ফরয হতো তাহলে সওয়ারীর উপর আদায় করলে তা আদায় বলে ধর্তব্য হতো না। বরং সওয়ারী থেকে অবতরণ করে অন্যান্য ফরয নামাযের ন্যায় যমীনে নেমে আদায় করা আবশ্যক হতো।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ উক্ত বাবের প্রতি লক্ষ্য করেই হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী রহ. ইমাম বুখারী রহ. এর উক্তি 'বিতর ওয়াজিব নয়' এর কারণ উল্লেখ করে বলেছেন, এই হাদীস আহনাফের মতামত বিরোধী। তবে এছাড়া সকল বাব আহনাফের অভিমতকে সাবেতকারী। আমরা এর উত্তরে বলে থাকি যে, যথাসম্ভব ইমাম বুখারী রহ. বিতরকে ওয়াজিব ধরেই সওয়ারীর উপর আদায় করার প্রবক্তা। কেননা, ইমাম বুখারীর জন্য সমূহ বিষয়ে আহনাফের সাথে একাত্ততা পোষণ করা জরুরী নয়। ২. عَلَي الْبَعِيرِ وَعَلَي رَاحِلَتِه কে সফরে বৃষ্টি ও কাদামাটির উযরের উপর প্রযোজ্য করা হবে। যেন কোন দ্বন্দ্ব না থাকে। কেননা, সফরের হালতে অতি বৃষ্টি ও কাদামাটির কারণে ফরযও সওয়ারীর উপর আদায় করার অনুমতি রয়েছে। আর বিতর তো ওয়াজিব। ৩. عَلَي الْبَعِيرِ এর রেওয়ায়ত প্রাথমিককালের এবং ওয়াজিব হওয়ার আগের ঘটনা।

মোটকথা ইমামত্রয় উক্ত হাদীস দ্বারা সওয়ারী জন্তুর উপর বিতর নামায আদায় করা জায়েয বলেন। তবে আহনাফের মতে, সওয়ারীর উপর জায়েয নয়। বরং সওয়ারী থেকে নেমে যমীনে আদায় করতে হবে।

প্রমাণাদী ঃ ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর দলীল হযরত ইবনে উমর রাযি. কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি রেওয়ায়ত যা তাহাবী প্রথম খন্ড ২০৮ নং পৃষ্টায় রয়েছে-كَانَ يُصَلِّيْ عَلَي رَاحِلَتِه وَيُوتِرُ عَلَي الْاَرْضِ

بَاب الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

৬৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ সফর অবস্থায় বিতর আদায় করা।

৯৫৪ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

সরল অনুবাদ : মুসা ইবনে ইসমায়ীল রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ফরয নামায ছাড়া তাঁর সাওয়ারীতে থেকেই ইশারায় রাতের নামায আদায় করতেন। সাওয়ারী যে দিকেই ফিরুক না কেন, আর তিনি বাহনের উপরেই বিতর আদায় করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "وَيُوتِرُ عَلي رَاحِلَتِه" قوله দ্বারা হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৬, সামনে ঃ ১৪৮, ১৪৮, ১৪৮, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৪৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা বলতে চাচ্ছেন যে, বিতর সর্বাবস্থায় পড়তে হবে। চাই সফরে হোক বা একামত অবস্থায়। এর দ্বারা যাহ্‌হাক ইবনে মুখলিদ প্রমূখের মতামত খন্ডন হয়ে গেল। যারা সফরে বিতর আদায়ের পক্ষে নন। পক্ষান্তরে জমহুর আয়েম্মায়ে আরবায়া সফরে বিতর আদায়ের ব্যাপারে একমত।

بَاب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

৬৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ রুকূর আগে ও পরে কুনূত পড়া।

قنوت অর্থ : দোয়া করা, নীরব থাকা, নামাযে কিয়াম করা এবং চুপে চুপে ইবাদত করা। আল্লামা আইনী বলেন, "والقنوت ورد له معان كثيرة والمراد ههنا الدعاء"

৯৫৫ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَقَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. ......মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক রাযি. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ফজরের নামাযে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুনূত পড়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো তিনি কি রুকূর আগে কুনূত পড়েছেন? তিনি বললেন, কিছুদিন রুকূর পরে পড়েছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল "بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا" قوله তে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৬, সামনের বাব ঃ ১৩৬, ১৭৩, ৩৯৩, ৩৯৫, ৪৩১, ৪৪৯, মাগাযী ঃ ৫৮৬, ৫৮৭, ৯৪৬, ১০৯০।

٩٥٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. ....আসিম রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক রাযি. কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, কুনূত অবশ্যই পড়া হতো। আমি জিজ্ঞেস করলাম। রুকূর আগে না পরে? তিনি বললেন, রুকূর আগে। আসিম রহ. বললেন, অমুক ব্যক্তি আমাকে আপনার বরাত দিয়ে বলেছেন, আপনি বলেছেন, রুকূর পরে। তখন আনাস রাযি. বলেন, সে ভূল বলেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূর পরে এক মাস ব্যাপি কুনূত পাঠ করেছেন। আমার জানা মতে, তিনি সত্তর জন সাহাবীর একটি দল, যাদের কুররা (অভিজ্ঞ ক্বারীগণ) বলা হতো মুশরিকদের কোন এক কাউমের উদ্দেশ্যে পাঠান। এরা সেই কাউম নয়, যাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ দো'আ করেছিলেন। বরং তিনি এক মাস ব্যাপি কুনূতে সে সব কাফিরদের জন্য বদ দো'আ করেছিলেন যাদের সাথে তাঁর চুক্তি ছিল এবং তারা চুক্তি ভঙ্গ করে ক্বারীগণকে হত্যা করেছিল।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের প্রথম অংশ এবং তা হলো أي قبل الرُّكُوعِ "قوله " قَبْلَهُ বাক্যে মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৬, পেছনে ঃ ১৩৬, ১৭৩, ৩৯৩, ৩৯৫, ৪৩১, ৪৪৯, ৫৮৬, ৫৮৭, ৯৪৬, ১০৯০।

٩٥٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ

সরল অনুবাদ : আহমাদ ইবনে ইউনুস রহ. ....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মাস ব্যাপি রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ায়ে কুনূত পাঠ করেছিলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে সামঞ্জস্য এভাবে যে, এতে কুনূতের বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। যেরুপ আগের হাদীসে। আর তা উক্ত হাদীস হতে বাস্তবেই প্রমাণিত হচ্ছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৬, বাকী আলোচনার জন্য সামনের ৯৫৬ নং হাদীস মোতালাআ করে নেবে।

٩٥٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ اخبرنا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাগরিব ও ফজরের নামাযে কুনূত পড়া হতো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ পূর্ববর্তী হাদীসদ্বয়ের সামঞ্জস্যতার ন্যায় উক্ত হাদীসেরও শিরোণামের সাথে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৬, পেছনে ঃ ১১০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ হাফিজ ইবনে হাজার আসক্বালানী রহ. বলেন, قَالَ الزَّيْنُ الْمُنِيْرُ اثْبَتَ بِهٰذِهِ التَّرْجَمَةِ مَشْرُوْعِيَّةَ الْقُنُوْتِ إِشَارَةً إِلَي الرَّدِّ عَلَي مَنْ رَوي عَنْهُ اَنَّه بِدْعَةٌ الخ (فتح) অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, যারা কুনূতকে বেদআত বলে থাকেন তাদের মতকে খন্ডন করা। উদাহরণস্বরূপ ইবনে উমর প্রমূখ। আর ইমাম বুখারী রহ. বাবে উল্লেখিত হযরত আনাস রাযি. এর রেওয়ায়তসমূহ দ্বারা এ কথার উপর দলীল দিয়েছেন যে, এগুলো দ্বারা কুনূত প্রমাণিত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ইমাম বুখারী রহ. আবওয়াবুল বিতরে কুনূতের আলোচনা করেছেন এবং যে রেওয়ায়তগুলো এনেছেন তা সবই কুনূতে নাযেলা সম্পর্কে। অথচ তরজমাতুল বাবে মুতলাকে কুনূতের আলোচনা হয়েছে?

জবাব ঃ ১. ইমাম বুখারী রহ. হযরত আনাস রাযি. এর মুতলাক রেওয়াত হতে তরজমাতুল বাব গ্রহণ করেছেন।

২. ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাব "كَانَ الْقُنُوْتُ فِي الْمَغْرِبِ" হতে গ্রহণ করেছেন। وَالْمَغْرِبُ وِتْرُ النَّهَارِ এর মধ্যে কুনূত প্রমাণিত হয়েছে। তো রাতের বিতরেও কুনূত পড়বে। النَّهَار تُوْجِبُ وِتْرَ النَّهَار

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ সর্বাগ্রে জানা থাকা চাই যে, কুনূত দু'প্রকার। ১. قنوت دائمي অর্থাৎ যে কুনূত সারা বছর পড়া হয়। ২. قنوت نازله যে কুনূত শুধু বিপদাপদ আসলে পড়া হয়।

কুনূতে নাযেলা সম্পর্কে আমার জানামতে বারো বছর আগে লিখেছি। এর জন্য নাসরুল বারী অষ্টম খন্ড অর্থাৎ কিতাবুল মাগাযী ১৪০ নং পৃষ্টা দেখা যেতে পারে।

প্রথম প্রকার তথা কুনূতে দায়েমীর ব্যাপারে তিনটি মাসআলা মতবিরোধপূর্ণ-

১. কুনূতে দায়েমী বিতরের নামাযে না ফজরের নামাযে পড়া হবে?

২. তা রুকূর আগে না পরে?

৩. কুনূতে বিতরের দোয়া।

প্রথম মাসআলা ঃ অর্থাৎ কুনূতে দায়েমী বিতরের নামাযে না ফজরের নামাযে পড়া হবে? হানাফী ও হাম্বালীদের মতে, দোয়ায়ে কুনূত বিতরের নামাযে। আর শাফেয়ী ও মালেকীদের মতে, কুনূতে দায়েমী ফজরের নামাযে পড়বে।

ইমাম বুখারী রহ. কুনূতকে আবওয়াবুল বিতরে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী রহ. বিতরে কুনূত পড়ার প্রবক্তা।

মতলব হলো, হানাফী ও হাম্বলীগণ তো বিতরের কুনূত স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার প্রবক্তা। অর্থাৎ হানাফীদের মতে, বিতরে সারা বছর দোয়ায়ে কুনূত ওয়াজিব। ইমাম মালেকের মতে, বিতরে কুনূত নেই। শাফেয়ীদের নিকট বিতরে কুনূত শুধু রমযানুল মোবারকের শেষার্ধে। ইমাম মালেক হতেও শেষ অর্ধেকের একটি রেওয়ায়ত বর্ণিত আছে। ইমাম মালেকের একটি অভিমত এও রয়েছে যে, বিতরের কুনূত পড়া না পড়া তার ইচ্ছাধীন।

ফজরের নামাযে কুনূত ঃ ইমাম মালেক ও শাফেয়ী রহ. এর নিকট ফজরের নামাযে সারা বছর কুনূত পড়া সুন্নত। পক্ষান্তরে হানাফী ও হাম্বলীদের মতে, ফজরের নামাযে কুনূত নেই। إلَا إذا نَزَلَتْ نَازِلَة তবে মুসলমানদের উপর কোন বিপদাপদ আপতিত হলে ফজরের নামাযে কুনূত পড়া সুন্নত। যাকে কুনূতে নাযেলা বলা হয়ে থাকে। কুনূতে নাযেলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী অষ্টম খন্ড দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় মাসআলা ঃ দ্বিতীয় মাসআলা হলো, হানাফীদের মতে, বিতরের নামাযের কুনূত রুকূর পূর্বে। আর কুনূতে নাযেলা রুকূর পরে হবে। মালেকীদের মতে, রুকূর আগে। আর ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের মতে, রুকূর পরে সুন্নত। \

তৃতীয় মাসআলা ঃ তৃতীয় মাসআলা হলো, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে, দোয়ায়ে কুনূতে সর্বোত্তম দোয়া হচ্ছে-
اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِي مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ الخ (ابوداود جـ١ صـ ٢٠١)"

হানাফী ও মালেকীদের মতে, سُوْرَةُ الْخَلْع وَسُوْرَةُ الْحَفْد পছন্দনীয়। اَللّٰهُمَّ إنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ (ইহা سورة الخلع) اَللّٰهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإلَيْكَ نَسْعيٰ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشيٰ عَذَابَكَ إنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ (ইহা سورة الحفد)

ইমাম মালেক হতে একটি রেওয়ায়ত আছে যে, উভয় দোয়াকে একত্র করবে। আর আমাদের একটি অভিমতমতেও উভয়টিকে একত্র করা উত্তম।

মোটকথা এ মতপার্থক্য শুধুমাত্র উত্তম অনুত্তমের। অন্যথায় দু'পক্ষের মতেই উভয় দোয়া পড়া জায়েয। তবে হানাফীগণ استعانت এর দোয়াকে এ জন্য প্রাধান্য দেন যে, ইহা কুরআনের সাথে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। বরং আল্লামা সুয়ূতী রহ. আল-ইতকানের মধ্যে বর্ণনা করেন যে, سورة الخلع والحفد এর নামে কুরআনের স্বয়ংসম্পূর্ণ দুটি সূরা ছিল যেগুলোর তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে। বিস্তারিত জানারা জন্য اعلاء السنن দেখে নেবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَبْوَابُ الاسْتِسْقَاءِ

অধ্যায় ঃ বৃষ্টির জন্য দোয়া প্রসঙ্গে।

بَابِ الاسْتِسْقَاءِ وَخُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الاسْتِسْقَاءِ

৬৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বের হওয়া।

إِسْتِسْقَاء শব্দটি سقيا অর্থ বৃষ্টি থেকে নির্গত। বাবে استفعال অর্থ : طَلَبُ السُّقْيَا অর্থাৎ বৃষ্টি প্রার্থনা করা। আর পরিভাষায় استسقاء এর পরিচয় হলো, দুর্ভিক্ষ ও অভাব অনটনের সময় (বৃষ্টি নাযিল করে তা দূরিভূত করার জন্য) আল্লাহ তা'লার নিকট বিশেষ পদ্ধতিতে তৃষ্ণা নিবারণ কামনা করা। (ক্বাসতালানী)

আল্লামা কিরমানী রহ. বলেন, "هُوَ طَلَبُ اِنْزَالِ الْمَطَرِ مِنَ اللهِ تَعَالَي بِالتَّضَرُّعِ " (কিরমানী)

৯৫৯ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ

সরল অনুবাদ : হযরত আব্বাদ ইবনে তামীম এর চাচা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বের হলেন এবং স্বীয় চাঁদরকে পাল্টালেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৬, সামনে বাবু তাহবীলুর রিদা ঃ ১৩৭, বাবুদ দোয়া ফিল ইস্তেস্কা কায়িমান ঃ ১৩৯, আবার ঃ ১৩৯, ১৪০, ১৪০, ১৪০, ১৪০, ৯৩৯,তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৯২, ২৯৩, আবূ দাউদ ঃ ১৬৪, ইবনে মাজাহ প্রথম খন্ড ঃ ৯১, তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ৭২।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, ইস্তেস্কা সুন্নত। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তেস্কার জন্য ঈদগাহে গিয়েছেন। পাশাপাশি ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন যে, ইস্তেস্কার জন্য নামায সুন্নত। যেরুপ সামনে তিনি একটি পৃথক বাব কায়েম করেছেন-"بَابُ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ" ১৩৯ নং পৃষ্টার শেষ লাইন দ্রষ্টব্য।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ বাবুল ইস্তেস্কায় কয়েকটি আলোচনা রয়েছে- **প্রথম আলোচনা ঃ** এ ব্যাপারে তো সবাই একমত যে, ইস্তেস্কা অর্থাৎ প্রয়োজনবশত: আল্লাহ তা'লার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা, বৃষ্টির জন্য দোয়া করা সুন্নত। ইহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত আছে। যেরুপ উপরোক্ত ৯৫৯ নং হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে। **দ্বিতীয় আলোচনা ঃ** ইস্তেস্কার জন্য সালাতুল ইস্তেস্কা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। আয়েম্মায়ে আরবায়া এ ব্যাপারে একমত যে, ইস্তেস্কার জন্য নামায পড়া সঠিক ও প্রমাণিত। **তৃতীয় আলোচনা ঃ** ইস্তেস্কা ষষ্ট হিজরীতে রমযান মাসে বৈধ হয়েছে। **চতুর্থ আলোচনা ঃ** চতুর্থ আলোচনা হচ্ছে, ইস্তেস্কার জন্য জামাআতে নামায আদায় সুন্নত কি না? ইমামত্রয় ও সাহেবাইন অর্থাৎ জমহুরের মতে, ইসতেসকা-এর জন্য জামাআতসহ নামায আদায় করা

সুন্নত। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, ইস্তেস্কা দোয়া ও ইস্তেগফারের নাম। এতে নামায পড়াও জায়েয আছে। বরং তা মুস্তাহাব ও সুন্নত বলে গণ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অভিমতের সারাংশ হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বিভিন্ন স্থানে ইস্তেস্কা করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। কিন্তু বহু স্থানে নামায আদায় করার বর্ণনা নেই। বুঝা গেল কেউ একাকী নামায পড়লেও বৈধ হবে। যেরূপ জামাআতসহ বৈধ আছে। জুমুআর নামাযের পর দোয়া করুক বা জঙ্গল ও ময়দানে গিয়ে সবাই মিলে একত্রে দোয়া করুক যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা জায়েয আছে।

প্রকাশ থাকে যে, আসল ইস্তেস্কা জামাআতে নামায আদায়ের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং শুধু দোয়া ও ইস্তেগফার দ্বারাও ইস্তেস্কার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। দলীল-" لقوله : إسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إنَّه كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا " এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, আসল ইস্তেস্কা নামায ছাড়াও হতে পারে। আর এটাই কোরআনের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাথে সাথে আবূ মারওয়ান আসলামী রহ. হতে বর্ণিত আছে- " خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَسْتَسْقِيْ فَمَا زَادَ عَلَى الْإِسْتِغْفَار (عمدة القاري جـ ٧ صـ ٢٥)

বলাবাহুল্য, আল্লামা আইনী রহ. লেখেছেন, ইমাম নববী রহ. এর সামনের উক্তি-" لَمْ يَقُلْ اَحَدٌ غَيْرُ اَبِيْ حَنِيْفَة هذا القول " সহীহ নয়। لِاَنَّ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِي قَالَ مِثْلَ قَوْلِ اَبِيْ حَنِيْفَة (উমদাহ) অর্থাৎ কেননা, ইবরাহীম নাখয়ী রহ.ও ইমাম আবূ হানীফার ন্যায় মতামত ব্যক্ত করেছেন। অপরাপর আলোচনা যেমন চাঁদর উল্টানো, সালাতুল ইস্তেস্কায় খুতবা এবং ক্বেরাআত জোরে হবে না চুপে চুপে? সামনে বিভিন্ন বাব আসতেছে যেগুলোতে এ সম্পর্কে আলোচনা হবে। ইনশাআল্লাহ।

بَاب دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ

৬৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়া 'ইউসুফ আ. এর যমানার দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর মতো এদের উপরও কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ দিন।

٩٦٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ هَذَا كُلُّهُ فِي الصُّبْحِ

সরল অনুবাদ : কুতাইবা ইবনে সায়ীদ রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শেষ রাকা'আত থেকে মাথা উঠালেন, তখন বললেন, হে আল্লাহ! আইয়্যাশ ইবনে আবূ রাবী'আহকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! সালামা ইবনে হিশামকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! দুর্বল মু'মিনদেরকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! মুযার গোত্রের উপর আপনার শাস্তি কঠোর করে দিন। হে আল্লাহ! ইউসুফ আ. এর যমানার দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর মতো এদের উপরও কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন, গিফার গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর আসলাম গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদে রাখুন। ইবনে আবূ যিনাদ রহ. তাঁর পিতা থেকে বলেন, এ সমস্ত দোয়া ফজরের নামাযে ছিল।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ اجْعَلْهَا اي اجْعَلْ تِلْكَ الْمُدَّةَ التِيْ تَقَعُ فِيْهَا الشِّدَّةُ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৬-১৩৭, পেছনে ঃ ১০৯-১১০, ১১০ সামনে ঃ ৪১০-৪১১, ৪৭৯, ৬৫৫, ৬৬১, ৯১৫, ৯৪৬, ১০২৬।

٩٦١ – حَدَّثَنَا الحميدي قال حدثنا سفين عن الاعمش عن ابي الضحي عن مسروق عن عبدالله ح حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا قَالَ اللَّهُمَّ سَبْعًا كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِيَفَ وَيَنْظُرَ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ لَهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ } إِلَى قَوْلِهِ { إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ } فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ مَضَتْ الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَآيَةُ الرُّومِ

সরল অনুবাদ : হুমাইদী ও উসমান ইবনে আবূ শাইবা রহ. ......আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকদেরকে ইসলাম বিমুখ ভূমিকায় দেখলেন, তখন দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! ইউসুফ আ. এর যামানার সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মতো তাদের উপর সাতটি বছর দুর্ভিক্ষ দিন। ফলে তাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ আপতিত হলো যা সব কিছুই ধ্বংস করে দিল। এমনকি মানুষ তখন চামড়া, মৃতদেহ এবং পঁচা ও গলিত জানোয়ারও খেতে লাগলো। ক্ষুধার তাড়নায় অবস্থা এতদূর চরম আকার ধারণ করল যে, কেউ যখন আকাশের দিকে তাকাতো তখন সে ধুঁয়া দেখতে পেতো। এমতাবস্থায় আবূ সুফিয়ান (ইসলাম গ্রহণ করার আগে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি তো আল্লাহর আদেশ মেনে চলো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার আদেশ দাও। কিন্তু তোমার কাউমের লোকেরা তো মরে যাচ্ছে। তুমি তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الي قوله انكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبري "আপনি সে দিনটির অপেক্ষায় থাকুন যখন আকাশ সুস্পষ্ট ধূয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে....সেদিন আমি প্রবলভাবে তোমাদের পাকড়াও করবো।" (৪৪ ঃ ১০-১৬) আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, সে কঠিন আঘাত এর দিন ছিল বদরের যুদ্ধের দিন। ধুঁয়াও দেখা গেছে, আঘাতও এসেছে। আর মক্কার মুশরিকদের নিহত ও গ্রেফতারের যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তাও সত্য হয়েছে। সত্য হয়েছে সূরা রুম-এর এ আয়াতও (রুমবাসী দশ বছরের মধ্যে পারসিকদের উপর আবার বিজয় লাভ করবে)।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা ঃ "اَللّٰهُمَّ سَبْعًا كَسَبْعِ يُوْسُفَ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৭, সামনে ঃ ১৩৯, তাফসীর ঃ ৬৮০, ৭০২, ৭০৩, ৭১০, ৭১৪, ৭১৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ১. ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, যেরূপ মুসলমানদের জন্য জরুরতের সময় ইস্তেস্কার দোয়া করা সুন্নত ঠিক তদ্রূপ অবাধ্যতা ও অস্বীকার করার সময় কাফিরদের বিরোদ্ধে বদদোয়া করাও সুন্নত।

২. ইমাম বুখারী রহ. সতর্ক করতে চাচ্ছেন, দেখো দুর্ভিক্ষ ও অভাব অনটন আপতিত হলে সাথে সাথে বাহিরে বের হয়ে দোয়া করতে যেয়ো না। বরং দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করো। যদি তারা কুফুর, শিরক বা ফিসক ও অন্যায়ে লিপ্ত থাকে তাহলে দোয়া না করে বরং বদদোয় করা চাই। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ দোয়া করেছেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ বাবের রেওয়ায়তটি দুটি ঘটনাকে শামিল রাখছে। ইমাম বুখারী রহ. উভয়টিকে একত্র করে নিয়েছেন। হয়তো ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় উস্তাদ থেকে যেভাবে শুনেছেন ঠিক সেভাবে উল্লেখ করেছেন। اللهم اجعلها سنين كسني يوسف ইহা হিজরতের আগে মক্কা মুকাররামার ঘটনা। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় তাশরীফ নিতেন তখন নামায আদায়কালে তথাকার দুষ্ট লোকেরা উটের ভড় এনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম এর পিঠে রেখে দিত। তাই তিনি তাদের বিরোদ্ধে বদদোয়া করেছিলেন।

আর দ্বিতীয় ঘটনা "اَللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ الخ" এটি হিজরতের পর মদীনায় ঘটেছিল।

بَاب سُؤَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ الاسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا

৬৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ অনাবৃষ্টির সময় লোকদের ইমামের কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়ার আবেদন করা।

٩٦٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ

সরল অনুবাদ : আমর ইবনে আলী রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর রাযি. কে আবূ তালিব-এর কবিতাটি পড়তে শুনেছি-

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ اليَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

উমর ইবনে হামযা রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বৃষ্টির জন্য দোয়ারত অবস্থায় আমি তাঁর পবিত্র চেহারার দিকে তাকালাম এবং কবির এ কবিতাটি আমার মনে পড়লো। আর তাঁর (মিম্বর থেকে) নামতে না নামতেই প্রবল বেগে মীযাব থেকে পানি প্রবাহিত হতে দেখলাম। আর এ হলো আবূ তালিবের কবিতা।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল " يُسْتَسْقِي الْغَمَامُ" قوله থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৭, তাছাড়া ইবনে মাজাহ ঃ ৯১-৯২।

٩٦٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

সরল অনুবাদ : হাসান ইবনে মুহাম্মদ রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. অনাবৃষ্টির সময় আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযি.-এর উসিলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! (প্রথমে) আমরা আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসিলা দিয়ে দোয়া করতাম এবং আপনি বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচার উসিলা দিয়ে দোয়া করছি, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, দোয়ার সাথে সাথেই বৃষ্টি বর্ষিত হতো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ نَبِيِّنَا الخ" قول عمر দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৭, সামনে মানাকিব ঃ ৫২৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, দুর্ভিক্ষ ও অভাব অনটনের কারণে লোকেরা পেরেশান হলে তারা ইমাম তথা আমীরের কাছে দরখাস্ত করা চাই। তিনি আরো বলতে চাচ্ছেন যে, তখন মুসলমান ও কাফির সবাই মিলে বৃষ্টির জন্য আবেদন করতে পারবে। যেন আমীর ইস্তেস্কার ব্যবস্থা করেন। আর লোকেরা ইমামের সঙ্গে থেকে দোয়ায় শরীক হওয়া উচিত। যে কোন একজনের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবূল হয়ে যেতে পারে। উক্ত সূরতে আমীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে। যা আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির কারণ।

প্রশ্ন ঃ উক্ত বাবে ইমাম বুখারী রহ. দুটি রেওয়ায়ত উল্লেখ করেছেন। কোনটিতেও কেউ ইমামের কাছে আবেদন করেছেন বলে উল্লেখ নেই। অথচ তরজমাতুল বাবে আবেদনের কথা বলা হয়েছে তাহলে বাবের সাথে হাদীসের মিল কিভাবে হলো?

উত্তর ঃ এর জবাব হলো, প্রথম রেওয়ায়তে "يُسْتَسْقِي الْغَمَامُ" ফেলের ফায়েল উহ্য। মূল ইবারত হচ্ছে- يستسقي الناس بالغمام الخ তাই আর কোন আপত্তি বাকী রইল না।

প্রশ্ন ঃ এই বাবের সাথে তো পূর্বের রেওয়ায়তের সামঞ্জস্যতা ছিল। যা হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত। এতে আবূ সুফিয়ান রাযি. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিবেদন করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

জবাব ঃ ইবনে মাসউদ রাযি. এর রেওয়ায়তে আবেদনকারী কাফির ব্যক্তি ছিল। উক্ত রেওয়ায়ত এখানে উল্লেখ করলে কাফিরের আবেদন করা নির্দিষ্ট হয়ে যেতো। অথচ ইমাম বুখারী রহ. "سُؤَالُ النَّاسِ الْاِمَامَ" দ্বারা হুকুমের ব্যাপকতা বর্ণনা করতে চাচ্ছেন যে, কাফির এবং মুসলমান যে কোনজন দরখাস্ত করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ এখানে তরজমাতুল বাব হলো, 'অনাবৃষ্টির সময় লোকদের ইমামের কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়ার আবেদন করা'। কিন্তু এখানে কোন রেওয়ায়তে কারো আবেদন করার আলোচনা নেই।

জবাব ঃ এখানে সংক্ষিপ্তাকারে আনা হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. অন্যান্য তুরুকের প্রতি ইশারা করেছেন। যা বায়হাকী দালায়িলুন নুবুওয়াত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, একদা এক বেদুইন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার কাছে এসেছি। আমাদের কাছে শব্দকারী কোন উট নেই এবং কোন বাচ্চা নেই যাদের নাকডাকবে। উদ্দেশ্য ছিল সবকিছু ক্ষুধার্থ বুঝানো।

وَلَيْسَ لَنَا اِلَّا اِلَيْكَ فِرَارُنَا*وَاَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ اِلَّا اِلَي الرُّسُلِ

(অর্থ : আপনি ছাড়া কোথাও আশ্রয়স্থল নেই, আর মানুষদের রাসূলগণের দরবার ছাড়া কোথায় আশ্রয়ের জায়গা মিলবে?)

ঐ বেদুইন আরয করল হে আল্লাহর রাসূল! দোয়া করুন। তার আবেদন শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাঁদর টেনে টেনে মিম্বরে তাশরীফ নিয়ে দোয়া করলেন, "اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا (الحديث)" হে আল্লাহ! আমদেরকে বৃষ্টি দান করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন আবূ তালিবের কবিতা স্বরণ হচ্ছে। কে আছো যে তা স্বরণ করিয়ে দেবে? তখন হযরত আলী রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মনে হয় আপনি

وَاَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْاَرَامِلِ

কবিতাটি উদ্দেশ্য নিচ্ছেন।

اَبْيَضَ ঃ ১. শব্দটি মানসূব। এর পূর্বের কবিতা سيدا এর উপর আতফ হয়েছে। ১. মারফূ পড়লে উহ্য মুবাতাদার খবর হবে اي وَهُوَ اَبْيَضُ । **ثِمَالُ الْيَتَامي ঃ** এতিমদের সাহয্যকারী। **عِصْمَةٌ ঃ** আশ্রয়স্থল। **اَرَامِلِ ঃ** ارملة এর বহুবচন। অর্থ : বিধবা, বাঁদী।

ইহা আবূ তালিবের দীর্ঘ কবিতাগুলো হতে একটি। যা بحر طويل এ একশত দশটি কবিতাকে শামিল রেখেছে। আল্লামা কাসতালানী রহ. বলেন, " وَهٰذَا الْبَيْتُ مِنْ قَصِيْدَةٍ جَلِيْلَةٍ مِنْ بَحْرِ الطَّوِيْلِ وَعِدَةُ اَبْيَاتِهَا مِائَةُ بَيْتٍ وَعَشْرَةُ اَبْيَاتٍ " (কাসতালানী প্রথম খন্ড, ২৬ পৃষ্টা)।

প্রশ্ন ঃ আবূ তালিব এই কবিতা কখন বলেছিলেন? কিসের ভিত্তিতে বলেছিলেন? আল্লামা কাসতালানী রহ. আপত্তি নকল করে বলেন, ইস্তেস্কার ঘটনা তো হিজরতের পর সংঘটিত হয়েছে। প্রকাশ যে, হিজরতের আগে আবূ তালিবের ওফাত হয়েছে। তাহলে আবূ তালিব কিভাবে বুঝলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওসীলায় বৃষ্টি বর্ষণ চাওয়া হয়? **জবাব ঃ** তিনি নিজেই জবাব নকল করেছেন। যার সারাংশ হলো, ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, হালীমা ইবনে উরফুতা বর্ণনা করেছেন, আমি একদা মক্কায় আসলাম। তখন মক্কাবাসী দুর্ভিক্ষের কারণে দিশেহারা ও পেরেশান ছিল। পরিশেষে লোকেরা আবূ তালিবের কাছে এসে ইস্তেস্কার আবেদন জানালো। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সঙ্গে নিয়ে কা'বায় গিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। তাঁর বরকতে মুষলধারে বৃষ্টি হলো এবং সবাই তৃপ্ত হয়ে গেলেন। উক্ত ঘটনার পরিপেক্ষিতে আবূ তালিব এই কবিতা পাঠ করেছিলেন।

সুহাইলী একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একদা আব্দুল মুত্তালিবের যমানায় বেশ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কম বয়সী ছিলেন। আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে কাঁধে বহন করে আবু কুবাইস পাহাড়ে নিয়ে গেলেন এবং বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। দোয়া কবূল হয়েছে। উক্ত ঘটনার পরিপেক্ষিতে আবূ তালিব এই কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়ত ৯৬৩ নং হাদীস الخ ঃ এই রেওয়ায়ত মানাকিবে ইবনে আব্বাসেও আসতেছে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, দোয়ায় ওসীলা নেয়া জায়েয।

ওসীলার পদ্ধতিসমূহ ঃ ওসীলাকে مؤثر حقيقي মনে করা হারাম ও নাজায়েয। তবে যদি এরকম দোয়া করে যে, হে আল্লাহ! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় বা অমুক বুযুর্গের ওসীলায় আমার দোয়া কবূল করো তাহলে নি:সন্দেহে তা জায়েয হবে। যেরূপ উক্ত হাদীসে ইহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

بَاب تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

৬৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ ইসতিসকায় চাঁদর উল্টানো।

٩٦٤ – حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ

সরল অনুবাদ : ইসহাক ইবনে ইবরাহীম রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে যায়িদ রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন এবং নিজের চাঁদর উল্টিয়ে দেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল "قوله "اِستَسقي فقلَبَ رِدَاءَه" দ্বারা স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৭, পেছনে ঃ ১৩৬, সামনে ১৩৯, ১৪০, ৯৩৯।

٩٦٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبَاهُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ هُوَ صَاحِبُ الْأَذَانِ وَلَكِنَّهُ وَهِمَ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ مَازِنُ الْأَنْصَارِ

সরল অনুবাদ : আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে যায়িদ রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে গেলেন এবং বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। এরপর কিবলামুখী হয়ে নিজের চাঁদরখানি উল্টিয়ে নিলেন এবং দু'রাকা'আত নামায আদায় করলেন। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, ইবনে উয়াইনা রহ. বলতেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে যায়িদ রাযি. হলেন, আযানের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সাহাবী। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ ইনি হলেন, সেই আব্দুল্লাহ ইবনে যায়িদ ইবনে আসিম মাযিনী, যিনি আনসারের মাযিন গোত্রের লোক।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله "فاستَسقي فاستَقبَلَ القِبلَة وقَلَبَ رِدَاءَه দ্বারা হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৭, ১৩৬, সামনে ঃ ১৩৯, ১৪০, ৯৩৯, তাছাড়া আবূ দাউদ ঃ ১৬৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হানাফী ও মালেকীদের মত খন্ডন করা। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, ইস্তেস্কার আসল হচ্ছে দোয়া ও ইস্তেগফার। যেরূপ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّه كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا উক্ত আয়াতে ইস্তেগফার করার শর্তে বৃষ্টি অবতরণের কথা বলা হয়েছে। অত:পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ইস্তেস্কার (বৃষ্টির জন্য) দোয়ার কথা অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এতে নামাযের সুবূত একবারই আছে। তাহলে নামায পড়া মাসনূন কিভাবে বলবেন? মাসনূন তো তখন হয় যখন কোন আমল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সর্বদা করেছেন বলে প্রমাণিত হবে। অথবা কমপক্ষে বেশীরভাগ সময় করেছেন বলে প্রমাণিত হবে। আর সালাতুল ইস্তেস্কায় তো এরকম নয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ বলাবাহুল্য যে, হানাফীদের মতে, সালাতুল ইস্তেস্কা বেদআত তো নয়, নাজায়েযও নয়। বরং তা আদায় করা জায়েয এবং সঠিক। যেরূপ সাহেবাইনের মাসলাক। আর হানাফীদের নিকট সাহেবাইনের অভিমতের উপরই ফতওয়া। আর ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে, যেহেতু নামায মাসনূন নয় সেহেতু চাঁদর উল্টানোও মাসনূন নয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুলক্ষণের জন্যই চাঁদর উল্টাতেন। যে অবস্থায় এসেছেন সে অবস্থায় ফিরে যাবেন না।

জমহুর তথা ইমামত্রয়ের মতে চাঁদর উল্টানো ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্য সুন্নত। পক্ষান্তরে হানাফী ও কোন কোন মালেকীদের মতে, কেবল ইমামের জন্য চাঁদর উল্টানো সুন্নত। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, উরওয়া এবং সুফিয়ান ছাওরী রহ. এর মযহব এটাই।

হানাফীগণ বলেন, হাদীসে তো শুধুমাত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাঁদর উল্টানোর কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর তরজমাতুল বাবে "تحويل " শব্দ রয়েছে। আর রেওয়ায়তে "قلب رداء " উল্লেখিত হয়েছে। বিধায় ইমাম বুখারী রহ. এর তরজমা হাদীসের মোতাবেক হলো না।

জবাব ঃ ১. ইমামের মতে, تحويل ও تقليب উভয় শব্দ সমার্থবোধক। এ জন্য কোন কোন রেওয়ায়তে حول رداء এসেছে। ২. বুখারী রহ. এর তরজমাতুল বাবটি ব্যাখ্যামূলক। তরজমা দ্বারা হাদীসের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে, قلب رداء দ্বারা تحويل رداء উদ্দেশ্য।

بَابُ انْتِقَامِ الرَّبِّ عَزَّ وجَلَّ مِنْ خَلْقِه بِالْقَحْطِ اِذَا تُنْتهكَ مَحَارِمه

৬৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহর সৃষ্টির কেহ তাঁর মর্যাদাপূর্ণ হুকুমসমূহের সীমালংঘন করলে মহিমাময় প্রতিপালক কর্তৃক দুর্ভিক্ষ দিয়ে শাস্তি দেয়া।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী রহ. এই তরজমাতুল বাবের অধীনে কোন হাদীস বা কোন আছর উল্লেখ করেন নি কেন?

১. কেউ কেউ বলেন, কোন রেওয়ায়ত তার শর্তানুযায়ী পাওয়া যায় নি।

২. কেহ কেহ বলেন, ইমাম বুখারী রহ. মেধার প্রখরতার লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় হাদীস উল্লেখ করেন নি। কেননা, সবেমাত্র এই পৃষ্টার প্রথম হাদীস ৯৬১ "حدثنا الحميدي" এর অধীনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়ত অতিবাহিত হয়েছে। এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে لَمَّا رَأَي مِنَ النَّاسِ اِدْبَارًا الخ রয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল, বৃষ্টি না হওয়ার কারণ ادبار ناس তথা মানুষের বিমুখতার শাস্তিস্বরূপ। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতা করায় কুরাইশ কাফিরদের উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হয়েছে।

আল্লামা রুমী রহ. বলেন-

ابر نايد از پے منع زكوة • وزنا خيز دوبا اندر جهات

بَاب الاسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

৬৪০. পরিচ্ছেদ ঃ জামে' মসজিদে বৃষ্টির জন্য দোয়া করা।

٩٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حدثنا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الاموال وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا قَالَ أَنَسُ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةً وَلَا شَيْئًا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ قَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سبتا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ ان يُمْسِكْهَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكٌ فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ قَالَ لَا أَدْرِي

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক জুমু'আর দিন মিম্বরের সোজাসুজি দরজা দিয়ে (মসজিদে) প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাগুলোর চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং আপনি আল্লার কাছে দোয়া করুন, যেন তিনি আমাদেরকে বৃষ্টি দেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর দুনো হাত তুলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দিন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দিন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দিন। আনাস রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা তখন আকাশে মেঘমালা, মেঘের চিহ্ন বা কিছুই দেখতে পাইনি। অথচ সাল'আ পর্বত ও আমাদের মধ্যে কোন ঘর বাড়ী ছিল না। আনাস রাযি. বলেন, হঠাৎ সাল'আ পর্বতের পিছন থেকে ঢালের ন্যায় মেঘ বেরিয়ে আসলো এবং তা মধ্য আকাশে পৌছে বিস্তৃত হয়ে পড়লো। এরপর বর্ষণ শুরু হলো। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা ছয়দিন সূর্য দেখতে পাইনি। এরপর এক ব্যক্তি পরবর্তী জুমু'আর দিন সে দরওয়াযা দিয়ে (মসজিদে) প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং রাস্তাঘাটও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর কাছে বৃষ্টি বন্ধের জন্য দোয়া করুন। আনাস রাযি. বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় হাত তুলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়, টিলা, পাহাড়, উচ্চভূমি, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। আনাস রাযি. বলেন, এতে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা (মসজিদ থেকে বেরিয়ে) রোদে চলতে লাগলাম। শরীক রহ. (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি আনাস রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কি আগের সে লোক? তিনি বললেন, আমি জানি না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " اَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُوْلُ اللهِ صلي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ " قوله দ্বারা হাদীসের তরজমাতুল বাবের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৭-১৩৮, পেছনে ঃ ১২৭, সামনে ঃ ১৩৮, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ৫০৬, ৯০০, ৯৩৮, ৯৩৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ১. ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, ইস্তেস্কার জন্য ময়দানে গমণ যা 'আবওয়াবুল ইস্তেস্কার' সূচনাতে خُرُوْجُ النَّبِيِّ صلي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ দ্বারা প্রমাণিত জরুরী নয়। কেননা, ময়দানে সকল মানুষের গণজমায়েতের লক্ষ্যেই যাওয়া তা তো জামে' মসজিদে সম্ভব। উক্ত বাবে সুস্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে' মসজিদে ইস্তেস্কার জন্য দোয়া করেছেন।

২. কেউ কেউ বলেন, ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বলা যে, ইস্তেস্কায় না বহির্গমণ শর্ত এবং না চাঁদর উল্টানো জরুরী।

৩. ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা ইস্তেস্কার বিভিন্ন প্রকারের বিবরণ দিতে গিয়ে বলছেন যে, এই সূরতও ঠিক আছে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ اَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الخ ঃ এই ঘটনা তাবূক যুদ্ধ থেকে ফেরার পর নবম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। তখন হযরত খারিজা ইবনে হাসান ফেযারী এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে দুর্ভিক্ষজনিত অভিযোগ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন।

২. কেহ কেহ বলেন, আবেদনকারী ব্যক্তি হযরত আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব। যেরূপ ইবনে মাসউদ রাযি. এর রেওয়ায়তে অতিক্রান্ত হয়েছে। (৯৬১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য) তবে এ অভিমতটি সঠিক নয়। কেননা এই দোয়া তো মক্কার কুরাইশদের উপর আপতিত দুর্ভিক্ষের সময়কার ছিল। যা আরেকটি ঘটনা।

প্রশ্ন ঃ এই রেওয়ায়তে আছে যে, হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমার জানা নেই যে, তিনি কি ঐ প্রথম আবেদনকারী ব্যক্তি ছিলেন যিনি এক সপ্তাহ আগে এসেছিলেন। তবে মা'মারের রেওয়ায়তে আছে যে, তিনি বলেছেন, ইনি ঐ ব্যক্তিই ছিলেন।

জবাব ঃ হযরত আনাস রাযি. এর প্রথম দিন জানা ছিলনা ঠিকই। তবে দ্বিতীয় দিন যখন নিশ্চতভাবে অবগত হলেন যে, ইনি ঐ ব্যক্তিই তাই আর কোন আপত্তি রইলনা।

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ وجاه ঃ واو এর যের অথবা পেশ হবে। সামনাসামনি হওয়া, কারো শব্দাবলি বা চেহারার দিকে মুখ করা।

سُبُلُ ঃ সীনে ও বাতে পেশ হবে। سبيل এর বহুবচন। অর্থ : রাস্তা।

يُغِيْثُنَا ঃ ইয়াতে পেশ দ্বারা। বাবে افعال , غيث অর্থ বৃষ্টি হতে নির্গত। অর্থ : বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া, পানি বর্ষানো اغاثة।অর্থ : সাহায্য করা।

اكام ঃ اكمة এর বহুবচন। অর্থ : টিলা, ছোট পাহাড়।

ظِرَاب ঃ ظا এ যের, শেষে বা। ظرب রাতে সাকিন এর বহুবচন। পাহাড়, বিস্তৃত পাহাড়, ছোট টিলা।

بَاب الاسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

৬৪১. পরিচ্ছেদ ঃ কিবলার দিকে মুখ না করে জুমু'আর খুতবায় বৃষ্টির জন্য দোয়া করা।

٩٦٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا قَالَ أَنَسٌ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةً وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِبتا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكٌ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ فَقَالَ مَا أَدْرِي

সরল অনুবাদ : কুতাইবা ইবনে সায়ীদ রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। এক লোক জুমু'আর দিন দারুল কাযা (বিচার কাজ সমাধার স্থান)-এর দিকের দরওয়াযা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলো। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধন সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেল। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত তুলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ! বৃষ্টি দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। আনাস রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মেঘ নেই, মেঘের সামান্য টুকরাও নেই। অথচ সাল'আ পর্বত ও আমাদের মধ্যে কোন ঘরবাড়ী ছিল না। তিনি বলেন, হঠাৎ সাল'আর ওপাশ থেকে ঢালের মতো মেঘ উঠে আসলো এবং মধ্য আকাশে এসে ছড়িয়ে পড়লো। তারপর প্রচুর বর্ষণ হতে লাগলো। আল্লাহর কসম! আমরা ছয়দিন সূর্য দেখতে পাইনি। এর পরের জুমু'আয় সে দরওয়াযা দিয়ে এক লোক প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাজেই আপনি বৃষ্টি বন্ধের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দু'হাত তুলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! টিলা, মালভূমি,

উপত্যকার অভ্যন্তরে এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। আনাস রাযি. বলেন, তখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা বেরিয়ে রোদে চলতে লাগলাম। (রাবী) শরীক রহ. বলেন, আমি আনাস রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কি আগের সেই লোক? তিনি বললেন, আমি জানি না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল " أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " قوله বাক্যে স্পষ্ট। উক্ত হাদীস ঐ আনাস ইবনে মালিক রাযি. এর যা উল্লেখিত হয়েছে। শুধু সনদে এখতেলাফ থাকায় ইমাম বুখারী রহ. দ্বিতীয়বার উল্লেখ করেছেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৮, বাকীর জন্য ৯৬৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ১. ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন যে, যদি জুমুআর দিন ইস্তেস্কার প্রয়োজন হয় তাহলে সালাতুল জুমুআ' ও খুতবাতুল জুমুআ'ই এর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ তা সালাতুল ইস্তেস্কা ও খুতবাতুল ইস্তেস্কার জন্য যথেষ্ট হবে। ব্যবধান এতুটুকু যে, জঙ্গল ও ময়দানে কিবলামুখী হওয়ার ন্যায় খুতবায় দোয়ায়ে ইস্তেস্কার সময় কিবলামুখী হবে না।

২. এও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, ইমাম বুখারী রহ. ইস্তেস্কার বিভিন্ন প্রকারের দিকে ইশারা করছেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ ঃ এর দ্বারা হযরত উমর রাযি. এর ঘর উদ্দেশ্য। হযরত উমর রাযি. বায়তুল মাল থেকে ৮৬ হাজার টাকা ঋণ এনেছিলেন। সে ঋণ পরিশোধের জন্য উক্ত ঘরটি বিক্রয় করা হয়েছিল। হযরত উমর রাযি. ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন, এই ঘরটি আমার ঋণ পরিশোধের জন্যে যেন বেচা হয়। ঘর বেচার পরও যদি কিছু ঋণ থেকে যায় তাহলে বনূ আদীর কাছ থেকে সাহায্য নেবে। এর পরও কিছু বাকী থাকলে কুরাইশ থেকে সাহায্য নেবে। (উমদা)

মোটকথা, শুরুতে উহাকে 'দারুল কাযা দায়নে উমর' বলা হতো। পরে লোকেরা 'দারুল কাযা' বলতে লাগলো। এর দ্বারা এও বুঝা গেল যে, যারা দারুল কাযার অনুবাদ দারুল ইমারত ও ফায়সালার ঘর বলে করে থাকেন তা সহীহ নয়। বরং ইহাকে দারুল কাযা বলার কারণ قضاء دين তথা ঋণ আদায়ের ঘর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. সে জায়গাটি হযরত মুআবিয়া রাযি. এর কাছে বিক্রয় করেছিলেন। পরে হযরত মুআবিয়া রাযি. স্বীয় রাজত্বকালে তাকে দারুল ইমারত বানিয়ে নেন। এ সূরতে তাতবীকও হয়ে যায়।

بَاب الِاسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ

৬৪২. পরিচ্ছেদ ঃ মিম্বরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করা।

٩٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا فَدَعَا فَمُطِرْنَا فَمَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِلِنَا فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ قَالَ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِينًا وَشِمَالًا يُمْطَرُونَ وَلَا يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি যেন আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তিনি তখন দোয়া করলেন। ফলে এতো বেশী বৃষ্টি হলো, আমাদের নিজ নিজ ঘরে পৌঁছতে পারছিলাম না। এমনকি পরের জুমু'আ পর্যন্ত বৃষ্টি হতে থাকলো। আনাস রাযি. বলেন, তখন সে লোকটি অথবা অন্য একটি লোক দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাদের উপর থেকে বৃষ্টি সরিয়ে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। আনাস রাযি. বলেন, আমি তখন দেখতে পেলাম, মেঘ ডানে ও বামে বিভক্ত হয়ে বৃষ্টি হতে লাগলো, মদীনাবাসীর উপর বর্ষণ হচ্ছিল না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله : يَخطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ" দ্বারা হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে। হাদীসে যদিও মিম্বরের কথা পরিষ্কার উল্লেখ নেই। তবে বাস্তবতা হলো মিম্বর তৈরীর পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা জুমুআর খুতবা মিম্বরের উপরই দিয়েছেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৮, পেছনে ঃ কয়েকবার গিয়েছে।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য মালেকীদের মত খন্ডন করা যারা বলে থাকেন যে, ইস্তেস্কায় খুতবা ও দোয়া যমীনে হবে মিম্বরের উপর নয়। কেননা, ইহাতে বিনয়-নম্রতার বহিঃপ্রকাশ উদ্দেশ্য। হানাফীদের মতেও খুতবা যমীনে দাঁড়িয়ে দিবে। ইমাম বুখারী রহ. ইস্তেস্কায় মিম্বরের উপর খুতবার বৈধতা প্রমাণ করে যেন শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতামতকে সমর্থন করছেন।

بَاب مَنْ اكْتَفَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

৬৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির দোয়া করার জন্য জুমু'আর নামাযকে যথেষ্ট মনে করা।

٩٦٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِك عَنْ شَرِيك بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ فَدَعَا فَمُطِرْنَا مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا فَقَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنْ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক লোক আগমণ করে বলল, গৃহপালিত পশুগুলো মরে যাচ্ছে এবং রাস্তাগুলোও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি দোয়া করলেন। তাই সে জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকলো। এরপর সে ব্যক্তি আবার এসে বলল, (অতি বৃষ্টির কারণে) ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, রাস্তা অচল হয়ে যাচ্ছে, এবং পশুগুলোও মরে যাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ! টিলা, মালভূমি উপত্যকা ও বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। তখন মদীনা থেকে মেঘ এমনভাবে কেটে গেল, যেমন কাপড় ফেড়ে ফাঁক হয়ে যায়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ مُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ উক্ত হাদীসে যদিও জুমুআর সুস্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু এর আগে হযরত আনাস রাযি. এর রেওয়ায়ত বর্ণিত হয়েছে যাতে জুমুআর কথা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আল্লামা আইনী রহ. বলেন, قلبُ هذهِ الاَحَادِيثِ كُلّهَا فِي الاَصلِ وَاحِدٌ وَيفسّرُ بَعضُهَا بَعضًا (عمده)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৮, অন্যান্যের জন্য ৯৬৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

بَاب الدُّعَاءِ إِذَا تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ

৬৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ অধিক বৃষ্টির কারণে রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দোয়া করা।

٩٧٠ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُطِرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنْ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ

সরল অনুবাদ ঃ ইসমায়ীল রহ. ....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! পশুগুলো মারা যাচ্ছে, এবং রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন। ফলে সে জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকলো। তারপর এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ঘরবাড়ী ধ্বসে পড়েছে, রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং পশুগুলোও মারা যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, হে আল্লাহ! পাহাড়ের চূড়ায়, টিলায়, উপত্যকায় এবং বনাঞ্চলে বৃষ্টি বর্ষন করুন। এরপর মদীনার আকাশ থেকে মেঘ সরে গেল, যেমন কাপড় ফেড়ে ফাঁক হয়ে যায়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসটির তরজমাতুল বাবের সাথে সামঞ্জস্যতা স্পষ্ট। ইমাম বুখারী রহ. হযরত আনাস রাযি. এর হাদীসকে বিভিন্ন শায়েখ ও উস্তাদবৃন্দ থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৮, ব্যাখ্যার জন্য ৯৬৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ১. ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি প্রবল বৃষ্টির কারণে ক্ষতিসাধন হয় তাহলে বৃষ্টি বন্ধের দোয়া করতে পারবে।

২. ইস্তেস্কা অর্থাৎ বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে তো বাহিরে গমণ মুস্তাহাব। তবে বৃষ্টি বন্ধের দোয়া করার জন্য বাহিরে গমণ মুস্তাহাব নয়। আলাদা নামায পড়ারও কোন জরুরত নেই। বরং ফরয নামাযের সালাম ফিরিয়ে দোয়া করাই যথেষ্ট।

بَاب مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৬৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ বলা হয়েছে যে, জুমু'আর দিন বৃষ্টির জন্য দোয়া করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাঁদর উল্টান নি।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, সকল ইস্তেস্কার দোয়ায় চাঁদর উল্টানো সুন্নত নয়।

৯৭১ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكَ الْمَالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ فَدَعَا اللَّهَ يَسْتَسْقِي وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

সরল অনুবাদ : হাসান ইবনে বিশর রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার এবং পরিবার-পরিজনের দুঃখ-কষ্টের অভিযোগ করে। তখন তিনি আল্লাহর নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। বর্ণনাকারী একথা বলেন নি, তিনি (আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চাদর উল্টিয়ে ছিলেন এবং এও বলেন নি, তিনি কিবলামুখী হয়েছিলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সম্পর্ক " وَلَمْ يَذْكُرْ انه حَوَّلَ رِدَاءَه قوله " তে।

প্রশ্ন ঃ হাদীসে তো জুমুআর কোন আলোচনা নেই। অথচ তরজমাতুল বাবে জুমুআর দিনের কথা উল্লেখিত হয়েছে তাহলে হাদীস ও তরজমায় কিভাবে সামঞ্জস্যবিধান হলো?

জবাব ঃ এখানে এই হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে। কতেক বাব পরে হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হবে। যাতে জুমুআর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। তাই আর কোন আপত্তি রইলনা ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৮-১৩৯, পেছনে ঃ ১২৭, ১৩৭, ১৩৮, সামনে ঃ ১৩৯, ১৪০, ৫০৬, ৯০০, ৯৩৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, দোয়ায়ে ইস্তেস্কায় চাঁদর উল্টানো আবশ্যক নয়। যেমন হাদীসুল বাবে পরিস্কার বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ইস্তেস্কার দোয়ায় চাঁদর উল্টান নি।

بَاب إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الْإِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرُدَّهُمْ

৬৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির জন্য ইমামকে দোয়া করার অনুরোধ করা হলে তা প্রত্যাখ্যান না করা।

৯৭২ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

هَلَكَتْ الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ فَدَعَا اللَّهَ فَمُطِرْنَا مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنْ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! পশুগুলো মরে যাচ্ছে এবং রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর কাছে (বৃষ্টির জন্য) দোয়া করুন। তখন তিনি দোয়া করলেন। ফলে এক জুমু'আ থেকে অপর জুমু'আ পর্যন্ত আমাদের বৃষ্টিপাত হতে লাগলো। এরপর এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ঘরবাড়ী বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং পশুগুলোও মরে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! পাহাড়ের উপর, টিলার উপর, উপত্যকা এলাকায় ও বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। ফলে মদীনা থেকে মেঘ এরূপভাবে কেটে গেল যেমন কাপড় ফেড়ে ফাঁক হয়ে যায়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসটির ভাবার্থ দ্বারা শিরোণামের সাথে মিল স্পষ্ট। কেননা, এতে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে, একদা এক লোক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে দোয়ার দরখাস্ত করলে প্রত্যাখ্যান না করে আবেদন মনযূর করত: দোয়া করলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৯, পেছনে ঃ ১৩৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. ১৩৭ নং পৃষ্ঠায় একটি তরজমা " بَابُ سُؤَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ الْاِسْتِسْقَاءَ اِذَا قَحَطُوْا " কায়েম করে বলেছিলেন, অনুরূপ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে লোকেরা ইমামের কাছে ইস্তেস্কার দোয়ার জন্য দরখাস্ত করা চাই। এখন এই বাব কায়েম করে বলতে চাচ্ছেন, ইমাম সাহেবও লোকেরা দরখাস্ত করলে তা কবূল করা উচিত।

بَاب إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ

৬৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ দূর্ভিক্ষের সময় মুশরিকরা মুসলিমদের কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়ার আবেদন করলে।

٩٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَئُوا عَنْ الْإِسْلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ فَقَرَأَ { فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ

بِدُخَانٍ مُبِينٍ } ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى { يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ } يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَزَادَ أَسْبَاطٌ عَنْ مَنْصُورٍ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُقُوا الْغَيْثَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَانْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ. ......ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশরা যখন ইসলাম গ্রহণে দেরী করছিল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন। পরিণামে তাদেরকে দুর্ভিক্ষ এমনভাবে গ্রাস করলো যে, তারা বিনাশ হতে লাগল এবং মৃতদেহ ও হাড়গোড় খেতে লাগলো। তখন আবূ সুফিয়ান (ইসলাম গ্রহণের আগে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! তুমি তো আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়ে থাকো। অথচ তোমার কাউম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তুমি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করো। তখন তিনি তিলাওয়াত করলেন, فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين "তুমি অপেক্ষা করো সে দিনের যে দিন আকাশে প্রকাশ্য ধূঁয়া দেখা দিবে।" এরপর (আল্লাহ যখন তাদের বিপদমুক্ত করলেন তখন) তারা আবার কুফরীর দিকে ফিরে গেল। এর পরিণতিস্বরুপ আল্লাহর এ বাণী- يوم نبطش البطشة الكبري "যে দিন আমি কঠোরভাবে পাকড়াও করবো অর্থাৎ বদরের দিন।" মানসূর রহ. থেকে আসবাত আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেন। ফলে লোকজনের উপর বৃষ্টিপাত হয় এবং অবিরাম সাতদিন পর্যন্ত বর্ষিত হতে থাকে। লোকেরা অতিবৃষ্টির বিষয়টি (নবীর সামনে) পেশ করলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করে বলেন, হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। এরপর তাঁর মাথার উপর থেকে মেঘ সরে গেল। তাঁদের আশ-পাশের লোকদের উপর বর্ষিত হলো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "فَجَاءَهُ أَبُوْ سُفْيَنَ فَقَالَ الخ" অর্থাৎ আবূ সুফিয়ান তখন কাফির ছিলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে দোয়ায়ে ইস্তেস্কার আবেদন জানালেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৯, পেছনে ঃ ১৩৭, সামনে ঃ ৬৮০, ৭০৩, ৭১০, ৭১৪, ৭১৪-৭১৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ কাফিররা মুসলমানদের কাছে দোয়ায়ে ইস্তেস্কার আবেদন জানালে মুসলমানরা কি করবে? ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে জওয়াবে শর্ত উল্লেখ করেন নি। অথচ হাদীসুল বাবে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে দোয়া করা চাই। যেরুপ আবূ সুফিয়ানের আবেদনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছিলেন।

জবাব ঃ ইমাম বুখারী রহ. এ জন্য জওয়াব উল্লেখ করেন নি যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়ায় বিভিন্ন সম্ভাবনা রয়েছে- ১. ইমামুল মুসলিমীন দোয়া করবে যেরুপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছিলেন। ২. দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো, যদি নিজের বদদোয়ায় দুর্ভিক্ষ আপতিত হয় তাহলে ইস্তেস্কার দোয়া করবে নতুবা করবে না। ৩. যদি মুশরিকদের দরখাস্তের পর ইমামুল মুসলিমীন তাদের মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা দেখেন তাহলে দোয়া করবে অন্যথায় না। মুশরিকীনে মক্কা আবূ সুফিয়ানকে দুর্ভিক্ষের সময় প্রেরণ করায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আশা জেগেছিল যে, হয়তো ইসলাম গ্রহণ করে নেবে। এর কারণ তো পরিষ্কার যে,

মক্কার মুশরিকরা বেশ দুর্ভিক্ষ ও কঠিন বিপদে পড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আবেদন করেছে। এর দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফযীলত এবং তাঁর আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যতা সম্পর্কে মুশরিকদের অনুভূত হচ্ছে বলে বুঝা যায়। অতিরিক্ত অনুগ্রহের ফলে তাদের ঈমান আনার আশা রাখা যায়। ৪. যদি মুশরিকরা দোয়া করলে ফিতনা-ফাসাদ বিশেষ করে মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে বলে বুঝা যায় তাহলে দোয়া করবে নতুবা করবে না।

মোটকথা, ইমাম বুখারী রহ. উপরোক্ত বিভিন্ন সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য করেই جواب شرط উল্লেখ না করে কেবল শর্ত এনে বাতলে দিয়েছেন, ইমাম তখন ভেবে-চিন্তে কাজ করবেন।

আর এই ঘটনা অর্থাৎ আবূ সুফিয়ানের হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে দোয়ার আবেদন জানানো অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর রেওয়ায়ত মক্কার ঘটনা বিশেষ।

وَزَادَ اَسْبَاطُ الخ ঃ প্রবল বৃষ্টির অভিযোগ মদীনা মুনাওয়ারার ঘটনা। ইমাম বুখারী রহ. একে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেছেন।

بَاب الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

৬৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ অতি বৃষ্টির সময় দোয়া করা "আমাদের আশ পাশের এলাকায় বৃষ্টি হোক আমাদের এলাকায় নয়।"

٩٧٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ وَهَلَكَتْ الْبَهَائِمُ فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا مَرَّتَيْنِ وَايْمُ اللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ وَنَزَلَ عَنْ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يَحْبِسْهَا عَنَّا فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَكَشَطَتْ الْمَدِينَةُ فَجَعَلَتْ تَمْطُرُ حَوْلَهَا وَلَا تَمْطُرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةٌ فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন লোকেরা দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলতে শুরু করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, গাছপালা লাল হয়ে গেছে এবং পশুগুলো মারা যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যেন তিনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষন করেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। এভাবে দু'বার বললেন। (রাবী বলেন) আল্লাহর কসম! আমরা তখন আকাশে এক খন্ড মেঘও দেখতে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মেঘ দেখা দিল এবং বর্ষণ হলো। তিনি (রাসূলুল্লাহ) মিম্বর হতে নেমে নামায আদায় করলেন। এরপর যখন তিনি চলে গেলেন, তখন থেকে পরবর্তী জুমু'আ বৃষ্টি হতে থাকে। এরপর যখন তিনি (দাঁড়িয়ে) জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন লোকেরা উচ্চস্বরে

তাঁর কাছে আবেদন করলো, ঘরবাড়ী ধসে যাচ্ছে, রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন আমাদের থেকে তিনি বৃষ্টি বন্ধ করেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হেঁসে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। তখন মদীনার আকাশ মুক্ত হলো আর এর আশে পাশে বৃষ্টি হতে লাগলো। মদীনায় তখন এক ফোঁটা বৃষ্টিও হচ্ছিল না। আমি মদীনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মদীনা যেন মেঘ মুকুটের মাঝে শোভা পাচ্ছিল।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا" দ্বারা হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে সম্পর্ক স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৯, পেছনে ঃ ১২৭, ১৩৭, ১৩৮, সামনে ঃ ১৪০, ৫০৬, ৯০০, ৯৩৯, তাছাড়া আবূ দাউদ ঃ ১৬৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ উক্ত বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, বৃষ্টি বন্ধ করার জন্য যে দোয়া করা হয় তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদ্ধতির বিবরণ দেয়া যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি বন্ধের দোয়ায় "حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا" বলেছিলেন। যা বেশ অর্থবহ একটি বাক্য। যেহেতু বৃষ্টি আল্লাহ তা'লার রহমত ও বড় বড় নিয়ামতগুলোর একটি। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا" বলে দোয়া করেন নি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়ার পদ্ধতিতে উত্তম শিষ্টাচার নিহিত যে, বিপদাপদও যেন দূর হয়ে যায় এবং একেবারে বৃষ্টি বন্ধের জন্য দোয়াও যেন না হয়।

بَاب الدُّعَاء فِي الِاسْتِسْقَاء قَائِمًا

৬৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করা।

وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَاسْتَسْقَى فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ فَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমাদের কাছে আবূ নু'আইম রহ. যুহায়র রহ.-এর মাধ্যমে আবূ ইসহাক রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসারী রাযি. বের হলেন এবং বারাআ ইবনে আযিব ও যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি.ও তাঁর সাথে বের হলেন। তিনি মিম্বর ছাড়াই পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে সাথে নিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। এরপর ইস্তিগফার করে আযান ও ইকামত ব্যতীত সশব্দে কি্রাআত পাঠ করে দু'রাকাআত নামায আদায় করেন। (রাবী) আবূ ইসহাক রহ. বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (আনসারী) রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছেন। (তাই তিনিও একজন সাহাবী)

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের শিরোণামের সাথে মিল " فقام بهم علي رجليه علي غير منبر " তে।

٩٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ أَنَّ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأُسْقُوا

সরল অনুবাদ : আবুল ইয়ামান রহ. ......আব্বাদ ইবনে তামীম রাযি. থেকে বর্ণিত। তাঁর চাচা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সাহাবী ছিলেন, তিনি তার কাছে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে নিয়ে তাঁদের জন্য বৃষ্টির দোয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি দাঁড়ালেন এবং দাঁড়িয়েই আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। এরপর কিবলামুখী হয়ে নিজ চাঁদর উল্টিয়ে দিলেন। এরপর তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فَقَامَ فَدَعَا اللهَ قَائِمًا" দ্বারা হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৯, পেছনে ঃ ১৩৬, ১৩৭, সামনে ঃ ১৪০, ৯৩৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ১. ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, ইস্তেস্কার দোয়া দাঁড়িয়ে করা চাই। কেননা, এতে বিনয়-নম্রতার বহি:প্রকাশ ঘটে। ২, দোয়ায় বিনয়-নম্রতা উদ্দেশ্য হওয়ায় এর একটি আদব হচ্ছে, খাড়া হয়ে দোয়া করা। ৩. দাঁড়িয়ে দোয়া করার সূরতে গুরুত্বারোপ বুঝা যায়।

بَاب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

৬৫০. পরিচ্ছেদ ঃ ইসতিসকায় উচ্চস্বরে ক্বিরাআত পড়া।

٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

সরল অনুবাদ ঃ আবূ নু'আইম রহ. ......আব্বাদ ইবনে তামীম রাযি. তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির দোয়ার জন্য বের হলেন, কিবলামুখী হয়ে দোয়া করলেন এবং নিজের চাঁদরখানি উল্টে দিলেন। এরপর দু'রাকা'আত নামায আদায় করলেন। তিনি দুনো রাকা'আতে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ" দ্বারা হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৯, পেছনে ঃ ১৩৬, ১৩৭, সামনে ঃ ১৪০, ৯৩৯, তাছাড়া আবূ দাউদ ঃ ১৬৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তো তরজমাতুল বাব দ্বারাই স্পষ্ট যে, ইস্তেস্কার নামাযে উচ্চস্বরে ক্বেরাআত পাঠ করবে। এটাই আয়েম্মায়ে আরবায়ার মাযহাব। অর্থাৎ উক্ত মাসআলায় সবাই একমত।

قال العلامة العيني : وَمِنْ فَوائِدِ الْحَدِيثِ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةٍ وهُوَ مِمَّا اجْمَعَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ (عمده)

بَاب كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ

৬৫১. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে মানুষের দিকে পিঠ ফিরালেন।

৯৭৭ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي قَالَ فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

সরল অনুবাদ : আদম রহ. ......আব্বাদ ইবনে তামীম রহ. তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দিন বৃষ্টির দোয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, আমি তা দেখেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি লোকদের দিকি তাঁর পিঠ ফিরালেন এবং কিবলামুখী হয়ে দোয়া করলেন। এরপর তিনি তাঁর চাঁদর উল্টে দিলেন। এরপর আমাদের নিয়ে দু'রাকা'আত নামায আদায় করেন। তিনি উভয় রাকা'আতে স্ব-শব্দে কিরাআত পড়েন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فَحَوَّلَ الي النَّاس ظَهْرَهُ" দ্বারা হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৯, পেছনে ঃ ১৩৬, ১৩৭, সামনে ঃ ১৪০, ৯৩৯।

প্রশ্ন ঃ হাদীসে তো পিঠ ফেরানোর পদ্ধতির কথা উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র পিঠ ফেরানোর কথা আলোচনা করা হয়েছে। অথচ তরজমাতুল বাবে পিঠ ফেরানোর পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। তাই হাদীস ও তরজমাতুল বাবে অমিল বুঝা যাচ্ছে।

উত্তর ঃ আল্লামা কিরমানী আলোচ্য প্রশ্ন নকল করে সামনের জবাব দিয়েছেন যে, " قُلْتُ مَعْنَاه حَوَّلَه حَالَ كَوْنِه دَاعِيًا مُقَدَّمًا عَلي تَحْوِيْلِ الرِّدَاءِ وَالصَّلٰوةِ " অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করাবস্থায় স্বীয় পিঠ ফিরিয়েছেন। এ সূরতে كيف , متي এর অর্থবোধক হবে। অর্থাৎ আপনি পিঠ কখন ফিরিয়েছেন? তবে كيف অর্থ পদ্ধতি নিলে মতলব হবে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডানে বামে ঝুকেন নি। বরং পুরোপুরিভাবে পিঠ ফিরিয়েছেন।

بَاب صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ

৬৫২. পরিচ্ছেদ ঃ ইসতিসকার নামায দু'রাকা'আত প্রসঙ্গে।

৯৭৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ

সরল অনুবাদ : কুতাইবা ইবনে সাইদ রহ. ......আব্বাদ ইবনে তামীম রহ. তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। এরপর তিনি দু'রাকা'আত নামায আদায় করলেন এবং চাঁদর উল্টিয়ে দিলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল " إِسْتَسْقَي فَصَلَّي رَكْعَتَيْنِ " বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩৯-১৪০, পেছনে ঃ ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, সামনে ঃ ১৪০, ৯৩৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, ইস্তেস্কার দোয়ায় নামায দু'রাকআত হওয়ার মাসআলাটি সর্বসম্মত মাসআলা। এতে কোন ইমাম দ্বিমত পোষণ করেন নি। তবে অতিরিক্ত তাকবীরগুলোতে এখতেলাফ রয়েছে যে, উভয় ঈদের ন্যায় সালাতুল ইস্তেস্কায় অতিরিক্ত তাকবীর আছে কি না? খুতবা নামাযের আগে হবে যেমন জুমুআর নামাযে হয়ে থাকে না নামাযের পর হবে যেরূপ ঈদের নামাযে দেয়া হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, নামায দু'রাকআত থেকে বেশী হবে না।

بَاب الاسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى

৬৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদগাহে বৃষ্টির জন্য দোয়া করা।

৯৭৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ قَالَ سُفْيَانُ فَأَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ......আব্বাদ ইবনে তামীম তাঁর চাচা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতিসকার জন্য ঈদগাহে গমন করেন। তিনি কিবলামুখী হলেন, এরপর দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন এবং তাঁর চাঁদর উল্টিয়ে নিলেন। সুফিয়ান রহ. বলেন, আবূবকর রাযি. থেকে মাসউদী রাযি. আমাকে বলেছেন, তিনি (চাঁদর উল্টানোর ব্যাখ্যায়) বলেন, ডান পাশ বাঁ পাশে দিলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "خَرَجَ النَّبِيُّ صلي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلي الْمُصَلي يَسْتَسْقِي" দ্বারা হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪০, পেছনে ঃ ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, সামনে ঃ ১৪০, ৯৩৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, ঈদগাহে দোয়া করা উত্তম। যদিও জামে' মসজিদে জায়েয আছে। যেরূপ ৬৪০ নং বাবে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ এই তরজমাটা পূর্বের তরজমাতুল বাব হতে খাস। আগের তরজমায় নির্গমণের কথা আম রাখা হয়েছে। চাই তা ঈদগাহের দিকে হোক বা অন্য কোন দিকে। এর বিপরীত উক্ত তরজমাতুল বাব। এখানে ঈদগাহের দিকে বাহির হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। قال سفيان واخبرني المسعودي

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, قال الحافظ المزي هذا معلق الخ অর্থাৎ হাফিজ مزي রহ. একে تعليقات এর মধ্যে এনেছেন। কিন্তু এও হতে পারে যে, ইহা পূর্বের সনদ দ্বারা موصولا বর্ণিত হয়েছে এবং সুফিয়ান উভয়জন থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَاب اسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الاسْتِسْقَاء

৬৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির জন্য দোয়ার সময় কিবলামুখী হওয়া।

٩٨٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّد أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيم أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ زَيْد الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّي وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه عَبْدُ اللَّه بْنُ زَيْد هَذَا مَازِنِيٌّ وَالْأَوَّلُ كُوفِيٌّ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ

সরল অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি যখন দোয়া করলেন অথবা দোয়া করার ইচ্ছা করলেন তখন কিবলামুখী হলেন এবং তাঁর চাঁদর উল্টিয়ে নিলেন। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, এ (হাদীসের বর্ণনাকারী) আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ তিনি মাযিন গোত্রীয়। আগের হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন কুফী এবং তিনি ইবনে ইয়াযীদ।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের শিরোণামের সাথে মিল " أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ " বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪০, পেছনে ঃ ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, সামনে ঃ ৯৩৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. কিবলামুখী হওয়ার ওয়াক্ত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, কিবলামুখী কখন হবে? তো হাদীস দ্বারা বাতলে দিলেন, খুতবার শেষে দোয়া করার সময় কিবলামুখী হবে। لِاَنَّ الدُّعَاءَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ افضَلُ

بَاب رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الْإِمَامِ فِي الاسْتِسْقَاء

৬৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ ইসতিসকায় ইমামের সাথে লোকদের হাত উঠানো।

قَالَ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيد سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَة فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه هَلَكَتْ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَدَيْه يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ قَالَ فَمَا خَرَجْنَا مِنْ الْمَسْجِد حَتَّى مُطِرْنَا فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه بَشِقَ الْمُسَافِرُ وَمُنِعَ الطَّرِيقُ وَقَالَ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد وَشَرِيك سَمِعَا أَنَسًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْه حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْه

সরল অনুবাদ ঃ আইয়্যুব ইবনে সুলায়মান রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (অনাবৃষ্টিতে) পশুগুলো মরে যাচ্ছে, পরিবার-পরিজন মারা যাচ্ছে, মানুষ বিনাশ হয়ে যাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার জন্য দু'হাত উঠালেন। লোকজনও দোয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে হাত উঠিয়ে দোয়া করতে শুরু করলেন। রাবী বলেন, আমরা মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, এমনকি পরের জুমু'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি হতে থাকলো। তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মুসাফির ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। 'بَشِقَ' এর অর্থ ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। ওয়ায়সী রহ. আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দু'হাত উঠিয়ে ছিলেন, এমনকি আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " وَرَفَعَ النَّاسُ اَيْدِيَهُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْنَ " দ্বারা হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪০, পেছনে ঃ ১২৭, ১৩৭, ১৩৮, সামনে ঃ ৯৩৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য সে সব লোকদের মত খন্ডন করা যারা বলে থাকে যে, ইস্তেস্কায় শুধু ইমাম সাহেব দোয়ার সময় হাত উঠাবেন এবং অপরাপর লোক হাত না উঠিয়ে আমীন আমীন বলবে। জমহুরের মতে, ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ই দোয়ার সময় হাত উঠাবে। ইমাম বুখারী রহ. এর মতামত এটিই। (তাকরীরে বুখারী-হযরত শায়খুল হিন্দ)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা কাসতালানী রহ. বলেন, " اِسْتَدَلَّ به عَلي اِسْتِحْبَابِ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الدُّعَاء لِلْاِسْتِسْقَاء وَلِذَا لَمْ يَرْوَ عَنِ الْاِمَامِ مَالِكٍ انَّه رَفَعَ يَدَيْهِ اِلَّا فِي دُعَاءِ الْاِسْتِسْقَاءِ خَاصَّةً وهَلْ تُرْفَعُ فِيْ غَيْرِه مِنَ الْاَدْعِيَةِ اَمْ لَا؟ الصَّحِيْحُ الْاِسْتِحْبَابُ فِي سَائِرِ الْاَدْعِيَةِ : رواه الشيخان وغيرهما (قسطلاني)

فاتي الرجل الخ ঃ তিনি সে আগন্তুক ব্যক্তি যিনি দুর্ভিক্ষের নালিশ করেছিলেন। অত:পর আবার এসে অতি বৃষ্টিতে সবকিছু বিনাশ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেছেন। কেননা, الرجل মুআররাফ বিল্লাম।

প্রশ্ন ঃ হযরত আনাস রাযি. এর রেওয়ায়ত চলে গেছে-"لَا اَدْرِيْ اَهُوَ الرَّجُلُ الْاَوَّلُ اَوْ غَيْرُه"

উত্তর ঃ قُلتُ لَا مُنَافَاةَ اِذْ رُبَمَا نَسِيَ ثُمَّ تَذَكَّرُ اَوْ كَانَ ذَاكِرًا ثُمَّ نَسِيَ

بَاب رَفْعِ الْإِمَامِ يَدَهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

৬৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইসতিসকায় ইমামের হাত উত্তোলন করা।

৯৮১ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

সরল অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতিসকা ছাড়া অন্য কোথাও দোয়ার মধ্যে হাত উঠাতেন না। তিনি হাত এতটুকু উপরে উঠাতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেতো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের শিরোণামের সাথে মিল " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَئٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْاِسْتِسْقَاءِ " বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪০, সামনে ঃ ৫০৩, এছাড়া আবূ দাউদ ঃ ১৬৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ উক্ত বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. হাত উঠানোর পদ্ধতি সাবেত করতে চাচ্ছেন যে, ইস্তেস্কার দোয়ায় হাত উত্তোলনের ক্ষেত্রে মুবালাগা করবে অর্থাৎ হাত এতটুকু উঠাবে যেন বগলের শুভ্রতা দেখা যায়। কেবল হাত উঠানোর কথা তো পূর্বের বাব দ্বারা বুঝা গিয়েছিল। তাই আবার আনার কোন প্রয়োজন ছিল না।

এর দ্বারা সামনে বর্ণিত আপত্তিও দূর হয়ে গেল যে, "لَايَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَئٍ مِنْ دُعَائِهِ " অর্থাৎ কোন দোয়াতে হাত উঠান নি। অথচ কোন কোন রেওয়ায়ত দ্বারা ইস্তেস্কা ব্যতিত অন্যান্য দোয়াতেও হাত উঠানোর কথা সাবেত হয়। যেরূপ ইমাম বুখারী রহ. কিতাবুদ দাআওয়াতে এ সম্পর্কীয় একটি পৃথক বাব কায়েম করেছেন।

জবাবের সারাংশ হলো, মুবালাগা হিসেবে নফী করা হয়েছে যে, ইস্তেস্কা ছাড়া অন্য দোয়াতে এত বেশী হাত উঠাতেন না।

بَاب مَا يُقَالُ إِذَا مَطَرَتْ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ { كَصَيِّبٍ } الْمَطَرُ وَقَالَ غَيْرُهُ صَابَ وَأَصَابَ يَصُوبُ

৬৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ বৃষ্টিপাতের সময় কি পড়তে হয়?

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, কুরআনের আয়াত 'كصيب' অর্থ বৃষ্টি। অন্যরা বলেছেন ' صيب ' শব্দটি صاب واصاب يصوب এর মূল ধাতু থেকে উৎপন্ন।

ব্যাখ্যা ঃ যেহেতু হাদীসুল বাবে صيب শব্দটি এসেছে (যেমন اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا) এবং কুরআন শরীফেও এ শব্দটি আছে। তাই ইমাম বুখারী রহ. নিজ অভ্যাসনুযায়ী এর ব্যাখ্যা করে দিলেন। ইবারতে হয়তো লিখনগত ভুল হয়েছে যে, اصاب কে মধ্যখানে লেখা হয়েছে। সহীহ ইবারত صَابَ يَصُوْبُ وَاَصَابَ হওয়া চাই।

ইবনে আব্বাসের উক্তি দ্বারা صيب এর অর্থ বর্ণনা করেছেন। قال غيره দ্বারা صيب এর উৎপত্তিস্থল বর্ণনা করে দিলেন যে, এ শব্দটি اجوف واوي । তার مجرد - صاب يصوب এবং مزيد - اصاب হবে।

٩٨٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ نَافِعٍ

সরল অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রহ. ....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি দেখলে বলতেন, হে আল্লাহ! মুষলধারায় কল্যাণকর বৃষ্টি দাও। কাসিম ইবনে ইয়াহইয়া রহ. উবায়দুল্লাহর সূত্রে তার বর্ণনায় আব্দুল্লাহ রহ.-এর অনুসরণ করেছেন এবং উকাইল ও আওযায়ী রহ. নাফি' রহ. থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا" দ্বারা হাদীসের তরজমাতুল বাবের সামঞ্জস্যতা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন যে, বৃষ্টির জন্য যখন দোয়া করা হবে তখন نافع এর কয়েদ লাগাবে। কেননা, বৃষ্টি কোন কোন সময় ক্ষতিকারক হয়ে থাকে। বিধায় এভাবে দোয়া করা উচিত যে, হে খোদা! "রহমতের বৃষ্টি বর্ষন করো। যার দ্বারা মানুষ ও জীব-জন্তু উপকৃত হয়, উৎপন্নদ্রব্য ভাল হয়। এর দ্বারা প্লাবন ও ক্ষয়-ক্ষতি যেন না হয়।"

بَاب مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ

৬৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ বৃষ্টিতে কেউ এমনভাবে ভিজে যাওয়া যে, দাঁড়ি বেয়ে পানি ঝরলো।

٩٨٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا أَنْ يَسْقِيَنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ قَالَ فَثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ قَالَ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَفِي الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا تَفَرَّجَتْ حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ حَتَّى سَالَ الْوَادِي وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا قَالَ فَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ

সরল অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর যামানায় একবার লোকেরা অনাবৃষ্টিতে পতিত হলো। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুইন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! (বৃষ্টি না হওয়ায়) ধন-সম্পদ বিনাশ হতে যাচ্ছে। পরিবার-পরিজন ক্ষুধার্ত। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের বৃষ্টি দান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দোয়ার জন্য) তাঁর দু'হাত তুললেন। সে সময় আকাশে একখন্ড মেঘও ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, হঠাৎ পাহাড়ের মতো বহু মেঘ একত্রিত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে অবতরণের আগে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। এমনকি আমি দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাড়ি মুবারক বেয়ে বৃষ্টির পানি ঝরছে। রাবী আরো বলেন, সেদিন, এর পরের দিন, তার পরবর্তী দিন এবং পরের জুমু'আ পর্যন্ত বৃষ্টি হলো। এরপর সে বেদুইন বা অন্য কেহ দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! (অতি বৃষ্টিতে) ঘর-বাড়ী ধসে যাচ্ছে, সম্পদ ডুবে গেলো, আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। এরপর তিনি হাত দিয়ে আকাশের যে দিকে ইঙ্গিত করলেন, সে দিকের মেঘ কেটে গেলো। এতে সমগ্র মদীনার আকাশ মেঘমুক্ত চালের মতো হয়ে গেল এবং কানাত উপত্যকায় এক মাস ধরে বৃষ্টি প্রবাহিত হতে থাকে। রাবী বলেন, তখন যে অঞ্চল থেকে লোক আসতো, কেবল এ অতিবৃষ্টির কথাই বলাবলি করতো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "حَتّي رَأَيْتُ المَطرَ يَتَحَادَرُ عَلي لِحْيَتِه" দ্বারা হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪০-১৪১, পেছনে ঃ ১২৭, ১৩৭, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, সামনে ঃ ৯০০, ৯৩৮, ৯৩৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী বলতে চাচ্ছেন যে, বৃষ্টি বর্ষনের সময় বের হওয়া, বৃষ্টিতে দাঁড়ানো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত। যেরূপ হাদীসের ভাষ্য "حَتّي رَأَيْتُ المَطرَ يَتَحَادَرُ عَلي لِحْيَتِه"

ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে تمطر শব্দ এনেছেন। এর দ্বারা রেওয়ায়তের বিশ্লেষণ হওয়ার পাশাপাশি এ কথা বুঝা গেল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাড়ি মোবারক হতে পানি ফোটা ফোটা হয়ে পড়া ঘটনাক্রমে হয় নি। বরং স্বইচ্ছায় ছিল। অন্যথায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর হতে তাড়াতাড়ি নেমে যেতেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই দেরী করেছেন।

মুসলিম শরীফের একটি রেওয়ায়ত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাঁদর ফেলে দিয়ে বৃষ্টির ফোটা স্বেচ্ছায় শরীরে নিতে লাগলেন এবং বললেন, عهد بربه (এখনই মালিকের কাছ থেকে তাজা রক্ত আসতেছে)

এই হাদীসের ভিত্তিতে কেউ কেউ বলেন, বর্ষাকালে প্রথম বৃষ্টিকালীন দিনে গোসল করা বাঞ্চনীয়।

بَاب إِذَا هَبَّتْ الرِّيحُ

৬৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ যখন বায়ু প্রবাহিত হয়।

٩٨٤ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَتِ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সরল অনুবাদ ঃ সাইদ ইবনে আবূ মারয়াম রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন প্রচন্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হতো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারায় তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতো। (অর্থাৎ চেহারায় আতঙ্কের আলামত ফুটে উঠতো)

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের শিরোণামের সাথে মিল " كَانَتِ الرِّيْحُ الشَّدِيْدَةُ إِذَا هَبَّتْ الخ " তে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪১।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো প্রবল বেগে বাতাস প্রবাহিত হলে তা আল্লাহর শাস্তির সূচনা হওয়ায় আযাব আপতিত হওয়া থেকে পানাহ চাওয়া এবং যিকির আযকারে লিপ্ত থাকা উচিত। যেন বৃষ্টি বর্ষন শুরু হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ ইস্তেস্কার অধ্যায়গুলো বর্ণিত হচ্ছে এর মধ্যে বায়ু প্রবাহিত হওয়ার আলোচনা করার মানে কি?

উত্তর ঃ ১. প্রায়শ: বৃষ্টির আগে বাতাস প্রবাহিত হয়। বিধায় এর আলোচনা এনেছেন।

২. কোন কোন সময় শুধু বাতাস চলে আবার কখনো কখনো বায়ু এবং বৃষ্টি উভয়টি এক সাথে হতে থাকে। তাই ইমাম বুখারী রহ. বাতাস প্রবাহিত হওয়ার বিধানও বলে দিলেন যে, তখন কি করবে বা কি বলবে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন রেওয়ায়ত দ্বারা বুঝা যায় তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়ু প্রবাহিত হলে আতঙ্কিত হয়ে যেতেন। কেননা, অতীতের উম্মতদেরকে শাস্তি হিসেবে বাতাস প্রবাহিত করে ধ্বংস করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে বলেন, مَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ এর দ্বারা যখন কোরআন শরীফ ফায়সালা দিয়ে দিল তাহলে আতঙ্ক কিসের?

জবাব ঃ ১. সম্ভবত ঘটনাটি উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগের।

২. হয়তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধারণা করেছেন, انت فيهم দ্বারা সুনির্দিষ্ট একটি জামাআত উদ্দেশ্য যে, তাদের মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাকাবস্থায় শাস্তি আসবে না। তবে আশ পাশে এসে যাবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাহমাতুল্লিল আলামীন ছিলেন। তাই (আশ পাশের লোকদের জন্য) আশংকাবোধ করতেন।

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا

৬৬০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উক্তি "আমাকে পূবালী হাওয়া দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে"

٩٨٥ – حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ

সরল অনুবাদ : মুসলিম ইবনে ইবরাহীম রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে পূবালী হাওয়া দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। আর আদ জাতিকে পশ্চিমা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا" দ্বারা হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে স্পষ্ট মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪১, সামনে ঃ ৪৫৫, ৪৭১, মাগাযী ঃ ৫৮৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা পূবালী হাওয়াকে ইস্তেছনা করছেন। অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হলে আতঙ্কিত হতেন। পূবালী বায়ুকালে আতঙ্কিত হতেন না।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ পূবালী বায়ু বলা হয়, যা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যায়। আর দাবূর বলা হয় যা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আসে। আর এই দাবূর দ্বারাই আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে।

بَاب مَا قِيلَ فِي الزَّلَازِلِ وَالْآيَاتِ

৬৬১. পরিচ্ছেদ ঃ ভূমিকম্প ও কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে।

১. যেহেতু অধিকাংশ সময় ভূমিকম্প প্রচন্ড বেগে বাতাস চলাকালে হয়ে থাকে তাই زلازل কেও তিনি এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

২. ইমাম বুখারী রহ. ইস্তেস্কায় সে সব আলামতের আলোচনা করেছেন যা যমীনের উপর বিকশিত হয়।

৩. যেরূপ প্রবল বাতাস ভয়ের কারণ হয় ঠিক তদ্রূপ ভূমিকম্পও ভীতির কারণ। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে ইমাম বুখারী রহ. একেও আলোচনা করেছেন।

٩٨٦ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ

সরল অনুবাদ : আবুল ইয়ামান রহ. ....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না ইলিম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। হারজ খুন-খারাবী। তোমাদের ধন-সম্পদ এতো বৃদ্ধি পাবে যে, উপচে পড়বে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের শিরোণামের সাথে "قوله تكثر الزلازل الخ" দ্বারা মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪১, পেছনে ঃ ১৮, সামনে ঃ ৮৯২, ১০৪৬, ১০৫৪।

৯৮৭ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. ....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাদের শামে ও ইয়ামনে বরকত দান করুন। লোকেরা বলল, আমাদের নজদেও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের শামদেশে ও ইয়ামনে বরকত দান করুন। লোকেরা তখন বলল, আমাদের নজদেও। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, সেখানে তো রয়েছে ভূমিকম্প ও ফিতনা ফাসাদ আর শয়তানের শিং সেখান থেকেই বের হবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله : هُنَالِكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ" দ্বারা হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪১, সামনে ঃ ১০৫০-১০৫১।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উপরোক্ত বাবের অধীনে যে রেওয়ায়তগুলো উল্লেখ করেছেন এর মধ্য হতে কোন রেওয়ায়তে ভূমিকম্প ইত্যাদির জন্য না নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে এবং না কোন খাস দোয়া করার কথা বলা হয়েছে। হয়তো ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় শর্তানুযায়ী কোন রেওয়ায়ত পান নি। তবে এতটুকু ইশারা পাওয়া যায় যে, প্রবল বাতাস যেরূপ আতঙ্কিত হওয়ার কারণ অনুরূপ ভূমিকম্পও ভীত হওয়ার কারণ। বরং অন্ধকার থেকেও বেশ ভয়ঙ্কর। তাই এমন সময় বিনয়ী হওয়া ও আল্লাহ তাআলার যিকির আযকারে লিপ্ত থাকা চাই।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ ভূমিকম্পের সময় নামায পড়তে হবে কি না? ১. ইমাম আহমদ এবং ইসহাকের মতে, নামায পড়বে। আর ঈদের নামাযের মতো অতিরিক্ত তাকবীরও আদায় করবে।

২. ইমাম মালেক ও শাফেয়ী রহ. এর মতে, নামায নেই। তবে যেহেতু তা কিয়ামতের আলামতগুলো হতে একটি তাই আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করবে ও তার সামনে বিনয়ী হবে।

৩. আহনাফের মতে, কিয়ামতের যে কোন আলামত বিকশিত হলে নামায পড়া মুস্তাহাব।

বাকী শব্দাবলীর ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী কিতাবুল ইলম ৪১৭-৪২০ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ঃ تقارب زمان এর কয়েকটি ভাবার্থ হতে পারে। অধিকাংশের মতে, ১. এর মতলব হলো, বরকত যেতে থাকবে। দিন-রাতের আগমন প্রস্থান এভাবে হবে যে দিন কখন শেষ হলো মানুষ টেরও পাবে না।

২. স্বাদ ও অতি কাম বাসনার কারণে কোন কিছুর খবর থাকবে না। কেননা, কায়দা আছে, কোন জিনিষের প্রতি অতি আগ্রহী হলে সময় আসা-যাওয়ার পাত্তাই মিলে না যে, এতটুকু সময় কখন গেল কত দেরীতে গেল।

بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى{ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ }قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شُكْرَكُمْ

৬৬২. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী- وتجعلون رزقكم انكم تكذبون "এবং তোমরা মিথ্যা আরোপকেই তোমাদের উপজীব্য করেছ।" ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রিযক দ্বারা এখানে 'কৃতজ্ঞতা' বুঝানো হয়েছে।

মতলব হলো, যখন আল্লাহ তা'আলার কৃপায় বৃষ্টি বর্ষিত হবে তখন তোমরা তাঁর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কিন্তু তোমরা শুকর আদায় না করে তখন বলো, অমুক তারকার উদয়-অস্তের কারণে বৃষ্টি হচ্ছে।

٩٨٨ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

সরল অনুবাদ : ইসমায়ীল রহ. ......যায়িদ ইবনে খালিদ জুহানী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে বৃষ্টিপাতের পরে আমাদের নিয়ে হুদাইবিয়ায় ফজরের নামায আদায় করেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়ে লোকদের দিকে মুখ করে বললেন, তোমরা কি জান, তোমাদের রব কি বলেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি তখন বললেন, (আল্লাহ বলেছেন) আমার কিছুসংখ্যক বান্দা অবিশ্বাসী হয়ে গেল। যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহর ফযল ও রহমতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং তারকার প্রতি অবিশ্বসী। আর যে লোক বলে, অমুক অমুক নক্ষত্র উদয়ের কারণে (বৃষ্টিপাত হয়েছে) সে ব্যক্তি আমার প্রতি অবিশ্বসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল " مِنْ حَيْثُ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَنْسُوْنَ الْاَفْعَالَ اِلَي غَيْرِ اللهِ فَيَظُنُّوْنَ اَنَّ النَّجْمَ يَمْطُرُهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ هذا تَكْذِيْبُهُمْ فَنَهَاهُمُ اللهُ عَنْ نِسْبَةِ الْغُيُوْثِ الَّتِيْ جَعَلَهَا اللهُ حَيَاةً لِعِبَادِهِ وَبِلَادِه اِلَي الْاَنْوَاءِ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يُضِيْفُوْا ذلِكَ اِلَيْهِ لِاَنَّه مِنْ نِعْمَتِه عَلَيْهِمْ (عمده)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪১, ১১৭, সামনে ঃ ৫৯৭, ১১১৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য এ কথার প্রতি সতর্ক করা যে, অনুরূপ বিশ্বাস না রাখা চাই। কেননা, এর দ্বারা বাহ্যত আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বার উপর ভরসা নেই বলে বুঝা যায়।

মাসআলা ঃ তারকারাজিকে হাকীকী বৃষ্টিবর্ষনকারী বিশ্বাস রাখা কুফরী। এরকম বিশ্বাসী ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবে।

তবে যদি কেউ এ বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তা'আলার নিয়ম হলো, অমুক তারকা অমুক জায়গায় আসলে প্রায়শ: বৃষ্টি বর্ষন করেন তাহলে তা কুফরী হবে না।

بَاب لَا يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ

৬৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ কখন বৃষ্টি হবে তা মহান আল্লাহ ছাড়া কেহ জানে না। আবূ হুরায়রা রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, পাঁচটি এরূপ বিষয় রয়েছে, যে সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

٩٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ. .....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গায়বের চাবি হচ্ছে পাঁচটি, যা আল্লাহ ছাড়া কেহ জানে না। ১. কেহ জানে না যে, আগামীকাল কি হবে। ২. কেউ জানে না, মায়ের গর্ভে কি আছে। ৩. কেউ এ কথাও জানে না যে, আগামীকাল কি অর্জন করবে। ৪. কেউ জানে না যে, সে কোথায় মারা যাবে। ৫. এ বিষয়ও জানে না যে, কখন বৃষ্টি হবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের শিরোণামের সাথে মিল " قوله وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ يَجِيئُ الْمَطَرُ " বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪১, সামনে ঃ ৬৬৬, ৬৮১, ৭০৪, ১০৯৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. সে সকল লোকদের মত খন্ডন করতে চাচ্ছেন যারা তারকারাজিকে আলামত হিসেবে গণ্য করে থাকে। কেননা, আলামত দেখে ওয়াক্ত চেনা যায়। বাস্তবতা হলো, বৃষ্টি বর্ষনের সঠিক সময় কোনটি এ সম্পর্কে কেউ জানে না। পারদর্শী জ্যোতিষিরাও অনুমান নির্ভর বলে থাকে। প্রথমে জানা গেল যে, বৃষ্টি আল্লাহর হুকুমে হয়ে থাকে। এখন বলতেছেন, এর কোন নির্দিষ্ট সময় নেই এবং কেউই এর ওয়াক্ত সম্পর্কে অবহিত নন। যারা ওয়াক্ত বলে থাকে বা বলার চেষ্টা করে তারা তারকাসমূহের দ্বারা অবগত হয়। আরো প্রতিভাত হয় যে, তারকাগুলোর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বরং এর সম্পর্ক হলো মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার সাথে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَبْوَابُ الْكُسُوف

সূর্যগ্রহণ অধ্যায়

اَبْوَابُ الْكُسُوْفِ , কোন কোন নুসখায় 'كِتَابُ الْكُسُوْفِ ' রয়েছে। কিরমানী, ইরশাদুস সারী ও উমদাতুল ক্বারী দ্রষ্টব্য।

ইমাম বুখারী রহ. 'ابواب الاستسقاء ' এর পর 'ابواب الكسوف ' এর আলোচনা শুরু করছেন। উভয় বাবের মধ্যকার সম্পর্ক একেবারে স্পষ্ট যে, একটি সুনির্দিষ্ট ওয়াক্তে খাস নামায আদায় করা। প্রথমটি 'صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاء ' এবং দ্বিতীয়টি 'صلاة الكسوف '।

كُسُوْف বাবে ضرب এর মাসদার। অর্থ : পরিবর্তন হওয়া, আলোহীন হওয়া।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, "وَالْاَشْهَرُ فِي السُن الْفُقَهَاء تَخْصِيْصُ الْكُسُوْفِ بِالشَّمْس وَالْخُسُوْفِ بِالْقَمَر " ফুকাহাদের নিকট প্রসিদ্ধ হচ্ছে, كسوف (কাফ দ্বারা) সূর্যের সাথে এবং خسوف (খা দ্বারা) চন্দ্রের সাথে নির্দিষ্ট। যেমন-কুরআন শরীফে "خسف القمر " এসেছে। (সূরায়ে ক্বিয়ামাহ-আয়াত-৮) তবে সূক্ষ্ম ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও একটি অপরটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেরূপ 'سريه ' এর স্থলে 'غزوه ' এবং معرفت এর স্থলে علم ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেননা, হাদীস সমূহে উভয় শব্দ (خسوف ও كسوف) উভয় অর্থে এসেছে। যেমন অচিরেই ইনশাআল্লাহ আসবে।

بَاب الصَّلَاة فِي كُسُوف الشَّمْس

৬৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় নামায পড়া।

٩٩٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن قَالَ حَدَّثَنَا خَالدٌ عَنْ يُونُسَ عَن الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَانْكَسَفَت الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَت الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ

সরল অনুবাদ ঃ আমর ইবন আওন (র.) ....আবূ বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ছিলাম, এমন সময় সূর্যগ্রহণ শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের চাঁদর টানতে টানতে মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং আমরাও প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে সূর্য প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত দু'রাকা'আত নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি বললেন, কারো মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ দেখবে তখন এ অবস্থা কেটে যাওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করবে এবং দু'আ করতে থাকবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْهَا" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের স্পষ্ট মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪১, সামনে ঃ ১৪৩, ১৪৫, ১৪৫, ৮৬১, আবূ মাসউদের হাদীস ঃ ১৪৪, ৪৫৫, ইবনে উমরের হাদীস ঃ ৪৫৪, মুগীরাহ ইবনে শু'বার হাদীস ঃ ১৪৫, ৬১৫।

٩٩١- حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا

সরল অনুবাদ ঃ- শিহাব ইবনে আব্বাদ (র.) ....আবূ মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন লোকের মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তবে তা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। তাই তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হতে দেখতে পাবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে এবং নামায আদায় করবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهَا فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪১-১৪২, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৯৯।

٩٩٢- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا

সরল অনুবাদ ঃ- আসবাগ (র.) ...ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তবে তা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে দু'টি নিদর্শন। তাই তোমরা যখনই গ্রহণ হতে দেখতে পাবে, তখনই নামায আদায় করবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْهَا" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের স্পষ্ট মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪২, সামনে ঃ ৪৫৪, অনুরূপ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হতে ঃ ৪৫৪, এছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৯৯।

٩٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللهَ

সরল অনুবাদ ঃ- আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (র.) ....মুগীরা ইবনে শু'বা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় যে দিন (তাঁর পুত্র) ইব্রাহিম মৃত্যুবরণ করেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা তখন বলতে লাগল, ইবরাহীম (রা.) এর মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন তা দেখবে, তখন নামায আদায় করবে এবং আল্লাহর নিকট দু'আ করবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪২, সামনে ঃ ১৪৫, ৬১৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তরজমাতুল বাব দ্বারাই স্পষ্ট যে, সূর্যগ্রহণকালে নামায আদায় করবে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ এখানে কয়েকটি আলোচনা রয়েছে। ১. সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের তাৎপর্য ও রহস্য। ২. সালাতুল কুসূফের শরঈ বিধান যে, তা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ না ওয়াজিব না ফরযে কেফায়াহ? ৩. সালাতুল কুসূফ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক ধর্মদ্রুহী নাস্তিকদের আপত্তি ও এর জবাব। ৪. নবীজীর যুগে সূর্য গ্রহণ। ৫. সালাতুল কুসূফের পদ্ধতি। ৬. সূর্য গ্রহণকালে ক্বেরাআত নীরবে হবে না উচ্চ স্বরে? ৭. সালাতুল কুসূফের ওয়াক্ত।

প্রথম আলোচনা ঃ কুসূফ ও খুসূফ অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের অনেক রহস্য রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, সূর্য ও চন্দ্র এ দুটি সুবিশাল সৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটা, গাফেল অন্তরসমূহকে জাগ্রত করা। আর যারা এ দুটির পূঁজা করে তাদের বেকুফজনিত আমলের নিন্দাবাদ করা। আলামতে কিয়ামতের এক ঝলক দেখানো। কেননা, কিয়ামত দিবসে সূর্য ও চন্দ্র অনুরূপ গ্রহণ হবে। আরেকটি তাৎপর্য হচ্ছে, অন্যান্য নামায একটি স্বভাবজাত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। তাতে কোন ভয়-ভীতির সঞ্চার হয় না। তবে গ্রহণের নামাযকালে ভীতিজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। **দ্বিতীয় আলোচনা ঃ** জমহুরের মতে, সালাতুল কুসূফ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। أَنَّهَا سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ (عمده) অর্থাৎ ইহা সুন্নত, ওয়াজিব নয়। এটাই অধিকতর সহীহ মাযহাব। (উমদাতুল ক্বারী) وَقَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لِلْأَمْرِ بِهَا الخ অর্থাৎ কতিপয় হানাফী মাশায়েখদের মতে, সালাতুল কুসূফ ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক রহ. সূর্য গ্রহণের নামাযকে জুমআর মর্যাদা দিয়েছেন। وَقِيْلَ إِنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ (عمده) অর্থাৎ কারো কারো মতে, ফরযে কেফায়াহ। (উমদাতুল ক্বারী) **তৃতীয় আলোচনা ঃ** কোন কোন ধর্মত্যাগী নাস্তিক আপত্তি করে বলেছে, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয় বরং উদিত হওয়া ও অস্ত যাওয়ার ন্যায় একটি সাধারণ ঘটনা। যা প্রাকৃতিক কারণের অধীনে হয়ে থাকে। আর এর একটি বিশেষ হিসাব সুনির্দিষ্ট রয়েছে। এ কারণেই কতেক বছর আগেই বলা যায়, অমুক সময় সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হবে। সুতরাং তাকে স্বভাব বিরুদ্ধ অলৌকিক ঘটনা বলে ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া এবং নামায, ইস্তেগফারের প্রতি মনোযোগী হওয়ার অর্থ কি? উক্ত প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর নিম্ন প্রদত্ত হলো- **প্রথমত ঃ** সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ যদি প্রকৃতিক নিয়মের অধীনেই হয় তারপরও এটি আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কুদরতের নিদর্শন ও বহিঃপ্রকাশ। বিধায় তাঁর বড়ত্ব ও মহত্বের স্বীকৃতির

জন্য নামায অনুমোদিত হয়েছে। **দ্বিতীয়ত ঃ** প্রকৃতপক্ষে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ ঐ সময়ের একটি সামান্যতম ঝলক দেখিয়ে দেয় যখন আকাশ আলোহীন হয়ে পড়বে। এ দৃষ্টিকোন থেকে এ সকল ঘটনাবলী আখেরাতের স্মারক স্বরূপ। তাই এ সব পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করাই উচিত। **তৃতীয়ত ঃ** পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যত আযাব এসেছে, তার ধরন ছিল কতিপয় সাধারণ বিষয় যা দৈনন্দিন প্রাকৃতিক নিয়মে প্রকাশ পেতো, হঠাৎ সেগুলোই পরিচিত রূপ বদলে আযাবের রূপ ধারণ করতো। উদাহরণস্বরূপ কাওমে নূহ এর উপর আপতিত বৃষ্টি-বন্যা এবং কাওমে আদকে আঁধার-অন্ধকার ইত্যাদি গ্রাস করা। এ জন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখন ঝড়-বাতাস বইত তখন তাঁর চেহারা মুবারক এ এক প্রকারের আতংকবোধ পরিলক্ষিত হতো যে, এ বাতাস নি আবার আযাবে রূপ নেয়। তাই এ সকল পরিস্থিতিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে দোয়া ও ইস্তেগফারে মগ্ন হয়ে যেতেন।

অনুরূপভাবে এ চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ যদিও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে প্রকাশ পায়, কিন্তু এটি যদি স্বীয় নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে যায় তাহলে আযাব বনে যেতে পারে। বিশেষ করে আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ মতে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণের প্রতিটি মুহূর্ত বেশ আশংকাজনক হয়ে থাকে। কেননা, সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্র-সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে প্রতিবন্ধকতা ও আড়াল সৃষ্টি করে দেয়। তখন সূর্য ও পৃথিবী উভয়ই স্বীয় আকর্ষণ ও অভিকর্ষ দ্বারা তাকে নিজের দিকে টেনে নেয়ার চেষ্টা করে। ঐ মুহূর্তে আল্লাহ না করুন যদি কোন একটির অভিকর্ষ ও আকর্ষণ জয়ী হয়ে যায় তাহলে মহাকাশশুন্য ও নক্ষত্ররাজীর সকল নিয়ম কানূন লন্ডভন্ড হয়ে যাবে। অতএব এরূপ জটিল পরিস্থিতিতে আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

চতুর্থ আলোচনা ঃ চতুর্থ আলোচনা হচ্ছে, রাসূলের যুগে সূর্যগ্রহণ কখন লেগেছিল? যে দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহেবজাদা হযরত ইবরাহীম ইহলোক ত্যাগ করে পরলোক গমণ করেছিলেন সেই দিন সূর্যগ্রহণের ঘটনা ঘটেছিল। যেহেতু জাহেলী যুগে প্রায় সবাই তারকা পূজারী ছিল এবং হযরত ইবরাহীমের ওফাতের দিন সূর্যগ্রহণ হলে লোকেরা বলাবলী শুরু করল যে, তাঁর ইন্তেকালের কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই অবাস্তব ধারণার সংশোধনের লক্ষ্যে একটি সারগর্ভ ভাষণ দিলেন। খুতবায় তিনি বললেন, কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ হয় না। বরং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বময় ক্ষমতার একটি ঝলক দেখান। সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ যেটাই হোকনা কেন তা আল্লাহ তা'আলা মাহাক্ষমতাবান হওয়ার বহিঃপ্রকাশ। দার্শনিকদের মতে, সূর্য এবং যমীনের মধ্যখানে চন্দ্র চলে আসলেই গ্রহণ হয়ে থাকে। তাদের অভিমত ও হাদীস শরীফের ভাষ্যের মাঝে কোন বৈপরিত্ব নেই। কেননা, চন্দ্র মাঝামাঝি চলে আসাটা বাহ্যিক কারণ এবং পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে, মূল কারণ। যেমন ভূপৃষ্ট থেকে বিভিন্ন বস্তু গম, চাউল ইত্যাদী আল্লাহর তা'আলার নিদের্শেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু কৃষকের কাজ-কর্ম এসব জিনিষ উৎপন্ন হওয়ার বাহ্যিক কারণ বটে।

যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নির্দেশই মূল কারণ এবং তাঁরই হুকুমে এই নিদর্শনাবলী অস্তিত্বশীল হয়। যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার মহিমার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সেহেতু এমন সময় তাঁর দিকে মনোনিবেশ করা, নামায ও সাদাকা-খায়রাত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম এর জন্ম সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত যে, তিনি যিল হজ্জ মাসের ৮ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেছেন। আল্লামা আইনী রহ. বলেন-" وَأُمُّ إِبْرَاهِيْمَ مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةِ وُلِدَ فِيْ ذِي الْحَجَّةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتُوُفِّيَ وَعُمْرُه ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا هذا وَالْأَشْهَرُ (عمده جـ٧صـ٦٩)

হাফেয আসকালানী বলেন, " فَقَدْ تَقَدَّمَ اَنَّ مَوْتَ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ فِي الْعَاشِرَةِ (يعني سـ١٠ هـ) كما اتفق عليه اَهْلُ الاخْبَارِ فِيْ بَابِ الذِّكْرِ فِي الْكُسُوْفِ (فتح جـ٢ صـ ٤٣٧)

তবে কোন মাসে জন্ম গ্রহণ করেছেন রবিউল আওয়ালে না রামাযান মাসে? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

আল্লামা আইনী রহ. স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, " وَكَانَتْ وَفَاةُ إِبْرَاهِيْمَ يَوْمَ الثُّلَثَاءِ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ سَنَةَ عَشَرَ وَدُفِنَ بِالْبَقِيْعِ (عمده جـ٧ صـ٦٤)

এর দ্বারা একটি বিষয় পরিস্কার হয়ে গেল যে, হযরত ইবরাহীম রাযি. এর ওফাত দশ রবিউল আউওয়াল মঙ্গলবার দিন হয়েছে।

পঞ্চম আলোচনা ঃ সালাতে কুসূফের পদ্ধতি ঃ ১.হানাফিদের নিকট সালাতুল কুসূফও সাধারণ নামাযের মতো। প্রত্যেক রাকা'আত একটি রুকূ' ও দুটি সেজদা দ্বারা আদায় করবে। ইহাই সুফিয়ান ছাওরী এবং ইবরাহীম নাখয়ী এর অভিমত। ইমাম বুখারী রহ.ও এমতের দিকে ধাবিত মনে হচ্ছে। তিনি বাব কায়েম করেছেন-" باب الصلوة في كسوف الشمس " এবং এর অধীনে চারটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। যার একটি রেওয়ায়তও একাধিক রুকূ' বিশিষ্ট নয়। অথচ একাধিক রুকূ' বিশিষ্ট রেওয়ায়ত তাঁর কাছে বিদ্যমান ছিল। যেমন আগত বাবসমূহে উল্লেখ করেছেন। তো যেখানে উল্লেখ করার কথা ছিল সেখানে উল্লেখ করেন নি। বরং সেখানে হযরত আবূ বাকরাহ কর্তৃক বর্ণিত এক রুকূ' বিশিষ্ট হাদীস যার দ্বারা আহনাফ ইস্তেদলাল করেন একে বর্ণনা করেছেন। বুঝা গেল, ইমাম বুখারী রহ. সালাতুল কুসূফে দু'রুকূ'র প্রবক্তা নন। বরং আহনাফের রায়কে সমর্থন করে এক রুকূ' করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে থাকেন।

২. পক্ষান্তরে আয়েম্মায়ে ছালাছার মতে, সালাতুল কুসূফের দু'রাকআত, প্রত্যেক রাকাআত দু'রুকূ' ও দু'কিয়াম সম্বলিত। অর্থাৎ এক রুকূ' করে কিয়াম করবে। এরপর আবার রুকূ' করে কিয়াম করবে। তবে সেজদা এবং তাশাহহুদ ইত্যাদি অন্যান্য নামাযের ন্যায়।

হাদীসসমূহের ভাষ্য পরস্পরবিরোধী হওয়ায় আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীনের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। সালাতুল কুসূফ সম্পর্কে সর্বমোট পাঁচ প্রকার হাদীস রয়েছে। সবই সিহাহ তথা বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হয়েছে।

ইমামত্রয়ের দলীল-প্রমাণ ঃ আয়েম্মায়ে ছালাছার দলীল হযরত আয়েশা রাযি. এর রেওয়ায়ত (মুসলিম ১/২৯৬) হযরত জাবির রাযি. এর রেওয়ায়ত (মুসলিম-২৯৭) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, (মুসলিম-২৯৮) প্রমূখদের থেকে বর্ণিত। উক্ত রেওয়ায়তসমূহে দু'রুকূ'র সুস্পষ্ট বিবরণ পরিলক্ষিত হয়।

হানাফীদের প্রমাণাদী ঃ হানাফীদের ইস্তেদলাল সে সব হাদীস দ্বারা যা এক রুকূ' সম্বলিত- ১. যথা- বাবের প্রথম হাদীস যা হযরত আবূ বাকরাহ থেকে বর্ণিত। আর নাসায়ী (প্রথম খন্ড ১৭০ পৃষ্টায় " الْمَرْ بِالدُّعَاءِ فِي الْكُسُوْفِ ") এর মধ্যে হযরত আবূ বাকরাহ এর উক্ত রেওয়ায়তে "فصلي رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلُّوْنَ " শব্দাবলী বর্ণিত হয়েছে। ২. দ্বিতীয় দলীল হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রাযি. কর্তৃক সুদীর্ঘ হাদীস (নাসায়ী-১/১৬৭) যার শেষে- "فصلُّوْا كَاحْدَثِ صَلوة صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ" রয়েছে। ৩. তৃতীয় দলীল হলো, হযরত কুবাইসা ইবনে মুখারিক হিলালী রাযি. এর রেওয়ায়ত। যার শেষাংশে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ-" فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فصلُّوْا كَاحْدَثِ صَلوةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ " রয়েছে। (আবূ দাউদ-১/১৬৮) অর্থাৎ তোমরা সূর্যগ্রহণ দেখলে, একটু পূর্বে যেভাবে নতুন নামায পড়েছিলে, সেভাবে নামায পড়বে। জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, একটু আগে যে নামায আদায় করা হয়েছে তা ফজরের নামায ছিল। আর ফজরের নামাযের প্রত্যেক রাকা'আত এক রুকূ' সম্বলিত। বিধায় এই قولي হাদীস আহনাফের দলীল। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কায়দা বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, সালাতুল কুসূফ ফজরের নামাযের মতো দু'রাকা'আত এককেটি রুক'সহ আদায় করবে।

আয়েম্মায়ে ছালাছার প্রমাণাদীর জবাব কোন কোন হানাফী এ বলে দিয়েছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল কুসূফে অতি দীর্ঘ রুকূ' করেছিলেন। যখন যথেষ্ট পরিমাণে দেরী হলো তখন মাঝামাঝি স্থানের কাতারের লোকদের ধারণা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার উঠে গেলেন কি না? তাই কিছু সাহাবায়ে কেরাম রুকূ' থেকে উঠে তাঁকে দেখলেন। তিনি এখনও রুকূতেই আছেন দেখে পুনরায় রুকূতে গেলেন। এ থেকে পিছনের লোকেরা বুঝলেন যে, এটি দ্বিতীয় রুকূ'।

এ জবাবটি প্রসিদ্ধ। তবে এর উপর সন্তুষ্ট হওয়া যাচ্ছে না। কেননা, **প্রথমত ঃ** হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীসের ভাষ্য হচ্ছে-" انه صلي فِيْ كُسُوْفِ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكع ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ سَجَدَ قَالَ والاخري مِثْلَهَا " (মুসলিম প্রথম খন্ড-২৯৯, প্রায় অনুরূপ তিরমিযী প্রথম খন্ড-৭৩) এর দ্বারা বুঝা যায় যে, দু'রুকূ'র মাঝে কি্বরাআতও হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত ঃ এ জন্য যে, আপনাদের বক্তব্য অনুযায়ী পিছনের কাতারের সাহাবাদের ভূল হয়ে থাকলেও নামাযের পর তার অবসান হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. নামাযের খুব গুরুত্ব দিতেন। আর যদি কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখা দিত তাহলে তার যাচাই করে নিতেন। সুতরাং এ কথা কোন ভাবেই মানা যায় না যে, পিছনের কাতারের সাহাবায়ে কেরাম সারা জীবন উক্ত ভূল ধারণার উপর ছিলেন এবং তাঁদের নিকট বাস্তব অবস্থা স্পষ্ট হয় নি।

অতএব সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, যেটি বাদায়েয় কিতাবের গ্রন্থকার, হযরত শায়খুল হিন্দ ও হযরত শাহ সাহেব গ্রহণ করেছেন। আর তা হচ্ছে, সালাতুল কুসূফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে নিঃসন্দেহে দু'রুকূ' প্রমাণিত। বরং সিহাহ এর বিভিন্ন রেওয়ায়েতে পাঁচ রুকূ'রও প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট ছিল। মূল ঘটনা হলো, উক্ত নামাযে অনেক অস্বাভাবিক ও অসাধারণ ঘটনা ঘটেছিল। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাত এবং জাহান্নামের দৃশ্য পরিদর্শন করানো হয়েছিল। তাই তিনি উক্ত নামাযে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম কয়েকটি রুকূ' করেছিলেন। তবে এ সকল রুকূ' নামাযের অংশ ছিল না। বরং সেজদায়ে শোকরের ন্যায় ركوعات تخشع (বিনম্রতার রুকূ) ছিল। যা শুধু তাঁর বৈশিষ্ট ছিল। আর ঐ সকল রুকূর ধরন ও আকৃতি নামাযের সাধারণ রুকূ থেকে কিছুটা ভিন্ন ছিল।

এটিই মূল কারণ যে, কোন কোন সাহাবী উক্ত বিনম্রতার রুকূকে হিসাবে নিয়েছেন এবং একাধিক রুকূর বর্ণনা করেছেন। আর কিছু সাহাবী একে হিসাব করেন নি। এর প্রমাণ হচ্ছে, প্রথমতঃ এই অতিরিক্ত রুকূ সম্পর্কে রেওয়ায়েতের ভিন্নতা রয়েছে। প্রসিদ্ধ কায়দা আছে-"اِذَا تَعَارَضَ تَسَاقَطَ"। তাই এক রুকূ' সম্বলিত হাদীসসমূহ যা কিয়াস ও আসল কায়দার মোতাবেক সেগুলো গ্রহণ করা হবে। কেননা, ইহাই সুনিশ্চিত। আর একাধিক রুকূ বিশিষ্ট হাদীসগুলো মুযতারাব ও সন্দেহযুক্ত।

দ্বিতীয়ত ঃ নামাযের পর তিনি যে খুতবা দিয়েছেন তাতে সরাসরি উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, " اِذَا رَاَيْتُمْ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَصَلُّوْا كَاَحْدَثِ صَلٰوةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ " এ হাদীসে উম্মতকে উক্ত অতিরিক্ত রুকূর তালীম তো দেনই নি। বরং এর বিপরীত নির্দেশ দিয়েছেন যে, এটি ফজরের নামাযের মতো আদায় করো। এখন যদি একাধিক রুকূ' নামাযের অংশই হতো তাহলে নিশ্চয় তিনি এ নির্দেশ দিতেন না।

শাফেয়ীরা এ নির্দেশ সম্পর্কে বলেছেন, ফজরের নামাযের সাথে যে উপমা দেয়া হয়েছে সেটি রুকূর সংখ্যার ক্ষেত্রে নয়। বরং রাকাআতের সংখ্যার ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফজরের নামাযের ন্যায় কুসূফের নামাযও দু'রাকআত আদায় করতে হবে। তবে এ ব্যাখ্যাটি এজন্য সঠিক মনে হচ্ছে না যে, যদি শুধুমাত্র রাকআতের সংখ্যার ব্যাপারই হতো। তাহলে তিনি ফজরের নামাযের সাথে তুলনা করার স্থলে নিজের আদায়কৃত কুসূফের নামাযের সাথে তুলনা করতেন এবং বলতেন, صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِي اُصَلِّيْ কিন্তু তিনি এরূপ করার স্থলে ফজরের নামাযের সাথে যে তাশবীহ (উপমা) দিয়েছেন, সেটি একথার সুস্পষ্ট দলীল যে, তার নামাযে এমন কিছু বৈশিষ্ট ছিল, যার নির্দেশ উম্মতকে দিতে চাচ্ছিলেন না। উদাহররণ স্বরূপ বলা যায়, তাঁর ওফাতের পর হযরত উসমান রাযি. স্বীয় খেলাফতকালে সালাতে কুসূফ এক রুকূতেই আদায় করেছিলেন। (বায্যার) এছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.ও সালাতুল কুসূফ এক রুকূর সাথে আদায় করেছেন। (তাহাবী শরীফ)

মোটকথা হানাফীদের বক্তব্য প্রাধান্য পাওয়ার কারণগুলো হচ্ছে- ১. রুকূ'র সংখ্যার ব্যাপারে বর্ণিত সকল রেওয়ায়ত فعلي। পক্ষান্তরে হানাফীদের পেশকৃত দলীলাদি قولي ও فعلي দুটোই। ২. হানাফীদের পেশকৃত প্রমাণাদী সাধারণ নমাযের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। ৩. হানাফীদের বক্তব্য গ্রহণ করলে বর্ণিত সকল রেওয়ায়তের মাঝে সমন্বয় সাধিত হয়। আর শাফেয়ীদের বক্তব্য গ্রহণ করলে কিছু রেওয়ায়ত পরিত্যাগ করতে হয়। যেমন, আমরা ইতিপূর্বে বলে এসেছি। ৪. সালাতুল কুসূফে (বাস্তবেই) যদি প্রচলিত নিয়ম বিরুদ্ধ একাধিক রুকূর হুকুম থাকত তাহলে তা একটি নতুন ধারা ও অসাধারণ ব্যাপার। এক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নতুন অভিনব হুকুম সম্পর্কে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলবেন না এটি অসম্ভবই বলা চলে। অথচ তিনি কুসূফ বা গ্রহণ সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ খুৎবাও প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর থেকে এমন একটি মন্তব্যও বর্ণিত হয়নি যাতে একাধিক রুকূর শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

ষষ্ট আলোচনা ঃ সালাতুল কুসূফে ক্বেরাআতের পদ্ধতি? এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ. একটি আলাদা বাব কায়েম করেছেন। যা কিতাবুল কুসূফের শেষ বাব। অর্থাৎ "بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوْفِ"। যেহেতু এ সম্পর্কে আলাদা বাব রয়েছে তাই উক্ত আলোচনা সে বাবের অধীনে আসবে। ইনশাআল্লাহ।

সপ্তম আলোচনা ঃ সালাতুল কুসূফের ওয়াক্ত? ১. হানাফী ও হাম্বলীদের মতে, মাকরূহ ওয়াক্তসমূহ ছাড়া যে কোন সময় পড়া যাবে। ২. ইমাম মালিক রহ. এর মতে, ঈদের নামাযে যে ওয়াক্ত সালাতুল কুসূফেরই সে ওয়াক্ত। অর্থাৎ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত। ৩. ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে, যে কোন ওয়াক্তে পড়তে পারবে।

بَاب الصَّدَقَة فِي الْكُسُوف

৬৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় সাদাকা করা

٩٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الاخري مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الركعة الْأُولَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْه ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَات اللَّه لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِه فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّه مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللَّه أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّه لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

সরল অনুবাদ ঃ- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা (র.) ....আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ হল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিয়ে নামায আদায় করেন। তিনি দীর্ঘ সময় কিয়াম করেন, এরপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করেন। অত:পর আবার (নামাযে) তিনি উঠে দাঁড়ান এবং দীর্ঘ কিয়াম করেন। অবশ্য তা প্রথম কিয়াম হতে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি রুকূ' করেন এবং এ রুকূ'ও দীর্ঘ করেন। এরপর তিনি প্রথম রাকা'আতে যা করেছিলেন তার অনুরূপ দ্বিতীয় রাকা'আতে করেন এবং যখন সূর্য প্রকাশিত হল তখন নামায শেষ করলেন। তারপর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করেন। এরপর তিনি বলেন, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্য হতে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। বিধায় যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। তাঁর মহত্ব ঘোষণা করবে এবং নামায আদায় করবে ও সাদাকা প্রদান করবে। এরপর তিনি আরো বললেন, হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর কসম! আল্লাহর কোন বান্দা যিনা করলে কিংবা কোন নারী যিনা করলে, আল্লাহর চাইতে বেশী অপছন্দকারী কেউ নেই। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর কসম! আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমরা অবশ্যই কম হাঁসতে এবং বেশী বেশী করে কাঁদতে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "وَتَصَدَّقُوا" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪২, সামনে ঃ ১৪২, ১৪২,১৪৩, সালাতুল কুসূফ ফিল মসজিদ ঃ ১৪৪, ১৪৫, বাবুর রাকআতিল উলা ফিল কুসূফ আতওয়ালু ঃ ১৪৫, আবার ঃ ১৪৫, ১৬১, ৪৫৪-৪৫৫, ৮৮৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. صَلوة فِي الكُسُوْفِ এর পর صَدَقَة فِي الكُسُوف এর আলোচনা করেছেন। ১. صدقة হলো যাকাতের একটি প্রকার। কুরআন শরীফের বহু স্থানে সালাতের পাশাপাশি যাকাত আলোচিত হয়েছে। তাই ইমাম বুখারী রহ.ও صلوة এর পর صدقة এর আলোচনা করেছেন।

২. উদ্দেশ্য হলো, كسوف (সূর্য গ্রহণ) আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে একটি নিদর্শন। বিধায় মানুষ তখন আল্লাহমুখী হওয়া চাই। জান দিয়ে। যেমন নামায ও যিকির। আর মাল দ্বারাও। যেমন সাদাকা-খায়রাত করা। ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সূর্যগ্রহণের সময় নামায আদায়ের পাশাপাশি সাদাকাও করা উচিত।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত রেওয়ায়তে প্রতিটি রাকাআতে দুটি করে রুকূ করার কথা বলা হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. শুধু দুই রুকূ সম্বলিত রেওয়ায়তকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ মুসলিম শরীফে দুটি রুকূ ও চারটি রুকূ সম্বলিত হাদীসসমূহও বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ রহ. তো পাঁচ রুকূ বিশিষ্ট রেওয়ায়তকেও তাঁর সুনান গ্রন্থে এনেছেন। ইমামত্রয় রহ. উক্ত রেওয়ায়তগুলো হতে কেবলমাত্র দুই রুকূ সম্বলিত রেওয়ায়তকে গ্রহণ করে অপরাপর রেওয়ায়তগুলোকে পরিহার করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে।

وَاللهِ مَا مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللهِ ঃ খোদার কসম! আল্লাহ থেকে অধিক আত্মসম্ভ্রমী কেহ নেই।

প্রশ্ন ঃ غيرت আত্মসম্ভ্রম-লজ্জাশীলতার নাম। যা একটি পরিবর্তনীয় অবস্থা। মানুষের কোন নিন্দনীয় কাজ দেখে ক্ষুব্ধ হওয়া। আল্লাহ তা'আলা তা হতে পূত ও পবিত্র। তাহলে আল্লাহ তা'আলার দিকে গায়রত তথা ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের নিসবত কিভাবে দুরুস্ত হবে?

উত্তর ঃ এখানে غيرت এর রূপক অর্থ হচ্ছে, বর্ৎসনা ও নিষেধ করা। আল্লাহ তা'আলা নাফরমানী ও হারাম কাজ হতে বেশ গায়রত করেন মানে তা হতে নিষেধ করেন। ইমাম বুখারী রহ. 'কিতাবুত তাওহীদ' এর মধ্যে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পাবেন।

بَاب النِّدَاء بِالصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فِي الْكُسُوف

৬৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ সালাতুল কুসূফের জন্য ' আস-সালাতু জামিয়াতুন' বলে ডাকা

٩٩٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامِ بْنِ أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ

সরল অনুবাদ ঃ- ইসহাক (র.) ......আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. এর যামানায় যখন সূর্যগ্রহণ হলো, তখন (নামাযে সমবেত হওয়ার জন্য) ' আস-সালাতু জামিয়াতুন' বলে আহ্বান জনানো হলো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "نُوْدِيَ اَنَّ الصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ" দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪২, সামনে ঃ ১৪৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, যেহেতু সালাতুল কুসূফে আযান এবং একামত নেই বিধায় তখন "اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ" বলে ঘোষনা করা জায়েয ও দুরুস্ত হবে। আয়েম্মায়ে আরবায়াও এর

প্রবক্তা। কেননা, অনেক লোক সালাতুল কুসূফ হচ্ছে বলে জানতে পারে না। এ জন্য "الصلوة جامعة" বলে ঘোষনা দিয়ে তাদেরকে অবহিত করবে। যেন সকল মানুষ জামাআতে শরীক হতে পারে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ শাফেয়ীমতাবলম্বীরা সালাতুল কুসূফের উপর কিয়াস করে উভয় ঈদে "الصلوة جامعة " বলে ঘোষনা দেয়া জায়েয প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জমহুরের মতে, এই কিয়াস সঠিক নয়। বরং উভয় ঈদে অনুরূপ ঘোষনা করা মাকরূহ। কারণ, ঈদের দিন এবং ওয়াক্ত সুনির্ধারিত থাকায় মানুষ পূর্ব থেকেই তা আদায়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। এর বিপরীত হলো, সালাতু কুসূফ। এর যেরূপ নির্ধারিত কোন ওয়াক্ত নেই অনুরূপ সুনির্দিষ্ট কোন দিনও নেই। কোন কোন সময় তো এ নামায হচ্ছে বলে টেরও পাওয়া যায় না। তাই সালাতুল কুসূফ আদায়কালে এ'লান করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

بَاب خُطْبَةِ الْإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৬৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় ইমামের খুতবা। আয়িশা ও আসমা (রা.) বলেন, নবী করীম সা. খুতবা দিয়েছিলেন

٩٩٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَكَبَّرَ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنْ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ أَدْنَى مِنْ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ إِنَّ أَخَاكَ يَوْمَ خَسَفَتْ الشمس بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ قَالَ أَجَلْ لِأَنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ

সরল অনুবাদ ঃ- ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর ও আহমাদ ইবনে সালিহ (র.) ....নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনী আয়িশা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সা. এর জীবৎকালে একবার সূর্যগ্রহণ হয়। তখন তিনি মসজিদে গমন করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকেরা তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হলো। তিনি তাকবীর বললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ ক্বিরাআত পাঠ করলেন। এরপর তাকবীর বললেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকুতে থাকলেন। এরপর سمع الله لمن حمده বলে দাঁড়ালেন এবং সিজদায় না গিয়েই আবার দীর্ঘক্ষণ ক্বিরাআত পাঠ করলেন। তবে তা প্রথম ক্বিরাআতের চাইতে অল্পস্থায়ী। তারপর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বললেন এবং দীর্ঘ রুকূ করলেন, তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি বললেন, سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد এরপর সিজদায় গেলেন। এরপর তিনি পরবর্তী রাকাআতেও অনুরূপ করলেন এবং এভাবে চার সিজদার সাথে চার রাকাআত পূর্ণ করলেন। তাঁর সালাত শেষ করার আগেই সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গেল। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন এবং বললেন, সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে গ্রহণ হয় না। কাজেই যখনই তোমরা গ্রহণ হতে দেখবে, তখনই ভীত হয়ে নামাযের দিকে গমন করবে। রাবী বর্ণনা করেন, কাসীর ইবনে আব্বাস (র.) বলতেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে আয়িশা (রা.) থেকে উরওয়া (র.) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাই আমি উরওয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ভাই (আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর) তো মদীনায় যেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, সেদিন ফজরের নামাযের ন্যায় দু'রাকাআত নামায আদায়ে অতিরিক্ত কিছু করেননি। তিনি বললেন, তা ঠিক, তবে তিনি নিয়ম অনুসারে ভূল করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে "قوله "ثُمَّ قَامَ فَاثْنِي عَلَي اللهِ بِمَا هُوَ اَهْلُه হাদীসাংশ দ্বারা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪২, পেছনে ঃ ১৪২, وَاَمَّا حَدِيْثُ اَسْمَاء فَسَيَاتِيْ فِيْ بَابِ قَوْلِ الْاِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكُسُوْفِ اَمَّا بَعد , ১৪৫, আবার ঃ ১৪২-১৪৩, ১৬১, ৪৫৪, ৬৬৫, তাছাড়া মুসলিম ঃ ২৯৬ হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া হতে, আবূ দাউদ ঃ ১৬৭, নাসায়ী এবং ইবনে মাজাও।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, সালাতুল কুসূফে নামায আদায়ের পর ঈদের ন্যায় খুতবা দেয়া মুস্তাহাব। যা ইমাম বুখারী রহ. এর তরজমাতুল বাব দ্বারা স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে। ইমাম শাফেয়ী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এবং আহলে হাদীস এরই প্রবক্তা। ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও আহমদ রহ. এর মতে, কোন খুতবা নেই। (উমদাতুল ক্বারী-৭ নং খন্ড-৭১ নং পৃষ্ঠা)

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.ও ইমামত্রয়ের সাথে এ বিষয়ে একমত যে, সালাতুল কুসূফে খুতবা নেই। উপরোক্ত হাদীসাংশ "ثُمَّ قَامَ فَاثْنِي عَلَي اللهِ الخ" দ্বারা নিঃসন্দেহে খুতবা দেয়ার সুবুত হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু ইহা সালাতুল কুসূফের খুতবা ছিল না। বরং এর দ্বারা একটি বাতিল আক্বীদা-বিশ্বাস খন্ডন করতে চেয়েছিলেন যা তৎকালীন সময়োপযোগী ছিল। কেননা, তখনকার মানুষের আকীদা ছিল, কোন সম্মানিত ব্যক্তির মৃত্যু বা জন্ম হওয়াতে সূর্য গ্রহণ হয়। যে দিন মদীনা শরীফে সূর্য গ্রহণ হয়েছিল ঠিক ঐ দিন হযরত ইব্রাহীম রাযি. এর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। এর দ্বারা অজ্ঞ যুগের লোকদের আক্বীদা-বিশ্বাস প্রমাণিত হচ্ছে বলে বোধগম্য হয়। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসারতা সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করলেন। কাজেই একে 'সালাতুল কুসূফ' এর খুতবা বলাটা সঠিক ও বাস্তবসম্মত হবে না।

ব্যাখ্যা ঃ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ اَنَّ اَخَاكَ الخ ঃ অর্থাৎ উরওয়াকে একদা জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. থেকে প্রত্যেক রাকআতে দুটি রুকূ হবে বর্ণনা করে থাকো। অথচ তোমার ভাই হযরত আব্দুল্লাহ

ইবনে যুবাইর রাযি. মদীনা মুনাওয়ারায় একেকটি রুকূ করে নামায আদায় করেছেন। এতদশ্রবণে উরওয়া উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন, হ্যাঁ এই সংবাদটি বাস্তব যে, তিনি একটি করে রুকূ দ্বারা নামায পড়েছেন। কিন্তু তাঁর এ নামায সুন্নত পরিপন্থী হয়েছে।

তবে উরওয়ার আলোচ্য মন্তব্য অগ্রহণযোগ্য। ১. উরওয়া হলেন একজন তাবেয়ী এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. একজন বিশিষ্ট সাহাবী। এ জন্য সাহাবীর বক্তব্য তাবেয়ীর বক্তব্যের তুলনায় গ্রহণযোগ্য ও অগ্রাধীকারী হবে।

২. লক্ষণীয় হচ্ছে, যখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. মদীনায় উক্ত নামায আদায় করেছেন তখন অনেক সাহাবায়ে কেরামও তার ইক্তেদা করে নামায পড়েছিলেন। কেউ তো এ তরীকার বিরোদ্ধে আপত্তি করেন নি। কাজেই ইহাও সুন্নতসম্মত নামায বলা যায়।

بَاب هَلْ يَقُولُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتِ الشمس وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَخَسَفَ الْقَمَرُ }

৬৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ 'কাসাফাতিশ শামসু' না 'খাসাফাতিশ শামসু' বলবে? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'ওয়া খাসাফাল কামারু'।

৯৯৭ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَامَ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِيَ أَدْنَى مِنْ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهِيَ أَدْنَى مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

সরল অনুবাদ ঃ সায়ীদ ইবনে উফাইর রহ. ......নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনী আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের সময় নামায আদায় করেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন। এরপর দীর্ঘ কি্রাআত পাঠ করেন। এরপর তিনি দীর্ঘ রুকূ' করলেন। তারপর মাথা তুললেন, আর 'سمع الله لمن حمده ' বলে আগের মতই দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। তবে তা আগের কি্রাআতের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। ফের তিনি দীর্ঘ রুকূ' করলেন, তবে এ রুকূ' প্রথম রুকূ'র চাইতে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘ সিজদা করলেন। এরপর তিনি শেষ রাকা'আতে প্রথম রাকা'আতের অনুরুপ করলেন এবং সালাম ফিরালেন। তখন সূর্যগ্রহন মুক্ত হয়ে গেল। এরপর লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি খুতবা দিলেন। খুতবায় তিনি সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে বললেন, এ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা ভীত বিহবল অবস্থায় নামাযের দিকে গমন করবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে قوله "فقالَ فِي كسُوْفِ الشَّمْس وَالقَمَر" হাদীসাংশ দ্বারা মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪২-১৪৩, পেছনে ঃ ১৪২, সামনে ঃ ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৬১, ৪৫৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, যদিও كسوف শব্দটি সূর্য গ্রহণ এবং خسوف শব্দটি চন্দ্র গ্রহণ বুঝানোর জন্য আসে কিন্তু এরপরও একটি আরেকটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন كتاب الكسوف এর রেওয়ায়তসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ একটি আরেকটির স্থলে ব্যবহার জায়েয ও বৈধ।

প্রশ্ন ঃ মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ২৯৮ নং পৃষ্টায় হযরত উরওয়া থেকে একটি রেওয়ায়ত " لاتَقُلْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَلكِنْ قُلْ خَسَفَتِ القَمَرُ " রয়েছে।

উত্তর ঃ ইমাম নববী রহ. বলেন, هذا قوْلٌ له إنْفرَدَ به الخ অর্থাৎ উক্ত রেওয়ায়ত বর্ণনার ক্ষেত্রে উরওয়া মুনফারিদ। যা আলোচিত হয়েছে তাই প্রসিদ্ধ। মশহুর সহীহ হাদীস সমূহে كسفت الشمس এর ব্যবহার বার বার পরিলক্ষিত হয়।

এর দ্বারা এও বুঝা গেল যে, ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে 'هل ' শব্দটি সন্দেহপোষণ বা অস্বীকৃতি প্রকাশের জন্য আনেননি। বরং কেবলমাত্র কুরআন শরীফে 'خسف القمر ' উল্লেখিত হয়েছে এ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এনেছেন।

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَوِّفُ اللَّهُ عِبَادَهُ بِالْكُسُوفِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৬৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্তি ঃ আল্লাহ তা'আলা সূর্যগ্রহণ দিয়ে তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। আবু মুসা (আশ'আরী) রাযি. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

٩٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان مِنْ آيَات اللَّه لَا يَنْكَسفَان لمَوْتِ أَحَد وَلَا لحَيَاته وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَارِث وَشُعْبَةُ وَخَالدُ بْنُ عَبْد اللَّه وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بهما عِبَادَهُ وَتَابَعَهُ أَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ وَتَابَعَهُ مُوسَى عَنْ مُبَارَك عَنْ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وتابعه اشعث عن الحسن —

সরল অনুবাদ ঃ কুতাইবা ইবনে সায়ীদ রহ. ....আবূ বকরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এ দুটির গ্রহণ হয় না। তবে এ নিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, আব্দুল ওয়ারিস, শুআইব, খালিদ ইবনে আব্দুল্লাহ, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ রহ. ইউনুস রহ. থেকে 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন' বাক্যটি বর্ণনা করেননি, আর মূসা রহ. মুবারক রহ. থেকে তিনি

হাসান রহ. থেকে ইউনুস রহ. এর অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে আবূ বাকরা রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ এ দিয়ে তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। আশআস রহ. হাসান রহ. থেকে ইউনুস রহ. এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে "قوله وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ" হাদীসাংশ দ্বারা মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৩, পেছনে ঃ ১৪১, সামনে ঃ ১৪৫, ৮৬১।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, সূর্য গ্রহণের রহস্যের দিকে ইশারা করা যে, আল্লাহ তাআলা সে সব লোকদের বর্ৎসনা করছেন যারা বলে, এর আলো আমাদের নিয়ন্ত্রনাধীন।

২. সূর্য গ্রহণ কবর জগতের দৃশ্য স্বরণ করিয়ে দেয় যে, ওখানেও অনুরুপ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবে।

সারকথা হলো, চন্দ্র ও সূর্য খোদ ক্ষমতাবান নয়। বরং তা আল্লাহর সৃষ্টিকুল হতে দু'টি। তাই কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই ভয় পাওয়া উচিত এবং অনুরুপ দৃশ্য দেখলে তাকে স্বরণ করে তাঁর ইবাদত-উপাসনায় লিপ্ত হওয়া জরুরী।

بَاب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوف

৬৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় কবর আযাব থেকে আশ্রয় চাওয়া।

৯৯৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ عَمْرَةَ بِنْت عَبْد الرَّحْمَن عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتْ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ......নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনী আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহুদী মহিলা তাঁর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করতে এলো। সে আয়িশা রাযি. কে বলল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করুন। এরপর আয়িশা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করেন, কবরে কি মানুষকে আযাব দেয়া হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। পরে কোন এক

সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ারীতে আরোহণ করেন। তখন সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয়। তিনি সূর্যোদয় ও দুপুরের মাঝামাঝি সময় ফিরে আসেন এবং কামরাগুলোর মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করেন। তারপর তিনি নামাযে দাঁড়ালেন এবং লোকেরা তাঁর পিছনে দাঁড়ালো। এরপর তিনি দীর্ঘ কিয়াম করেন। তারপর তিনি দীর্ঘ রুকূ' করেন পরে মাথা তুলে দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে এ কিয়াম আগের কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর আবার তিনি দীর্ঘ রুকূ' করেন, তবে এ রুকূ আগের রুকূর চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি মাথা তুললেন এবং সিজদায় গেলেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর দীর্ঘ রুকূ' করলেন। এ রুকূ' প্রথম রাকাআতের রুকূর চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন এবং এ কিয়াম আগের কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর আবার রুকূ' করলেন। এবং তা প্রথম রাকাআতের রুকূ'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। পরে মাথা তুললেন এবং সিজদায় গেলেন। তারপর নামায শেষ করলেন। আল্লাহর যা ইচ্ছা তিনি তা করলেন এবং কবর আযাব থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য উপস্থিত লোকদের নির্দেশ দেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৩, পেছনে ঃ ১৪২, সামনে ঃ ১৪৪, ১৪৫, ১৬১, ৪৫৪, ২৬৫, ৭৮৬, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৯৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ১. যেহেতু ظُلْمَةُ النَّهَارِ بِالْكُسُوفِ تُشَابِهُ ظُلْمَةَ الْقَمَرِ অর্থাৎ সূর্য গ্রহণকালে পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়াটা কবরের অন্ধকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিধায় তখন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগী থাকা চাই। নামায আদায়ের পাশাপাশি সাদাকা-খায়রাত করবে।

২. হাদীসুল বাব দ্বারা বোধগম্য হচ্ছে, সূর্য গ্রহণগস্ত হলে স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযাবে কবর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং উম্মতকেও পানাহ চাইতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন কিতাবুল জানাইযে আসবে। ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন ঃ ইমাম বুখারী রহ. আবওয়াবে কুসূফে আযাবে কবর বিশিষ্ট অধ্যায় স্থাপন করলেন কেন?

উত্তর ঃ সূর্য গ্রহণকালে যে অন্ধকার পরিলক্ষিত হয় তা কবরের অন্ধকারের ন্যায়। তো সূর্য গ্রহণের আলোচনা করতে সময় আযাবে কবরের দিকে মস্তিস্ক চলে যাওয়ায় 'بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ' বাব স্থাপন করে নিয়েছেন।

ব্যাখ্যা ঃ بَيْنَ ظُهْرَانَي الْحُجَرِ ঃ এর দ্বারা মসজিদে নববী উদ্দেশ্য। কেননা, উক্ত মসজিদটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের হুজরাগুলোর মধ্যখানে নির্মিত হয়েছিল।

بَاب طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ

৬৭১. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযে দীর্ঘ সিজদা করা।

١٠٠٠ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ لَمَّا كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلِّيَ عَنْ الشَّمْسِ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا

সরল অনুবাদ ঃ আবূ নু'আইম রহ. ....আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় যখন সূর্যগ্রহণ হয় তখন 'আস-সালাতু জামিআতুন' বলে ঘোষণা দেয়া হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এক রাকআতে দু'বার রুকূ' করেন, এরপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকাআতেও দুবার রুকূ' করেন তারপর বসেন আর ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আয়িশা রাযি. বলেছেন, এ নামায ছাড়া এত দীর্ঘ সিজদা আমি কখনও করিনি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে "مَا سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ اَطْوَلَ مِنْهَا" قوله হাদীসাংশ দ্বারা মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৩, পেছনে ঃ ১৪২।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, " اَشَارَ بِهٰذِهِ التَّرْجَمَةِ اِلَي الرَّدِّ علي مَنْ اَنْكَرَه الخ (فتح) অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য সে সব লোকদের মত খন্ডন করা যারা সূর্য গ্রহণের নামাযে দীর্ঘ সেজদাকে অস্বীকার করেন। অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. হানাফী ও হাম্বলীদের মতামতের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন যারা দীর্ঘ সেজদাকে উত্তম-মুস্তাহাব বলে থাকেন। অধিকাংশ শাফেয়ী ও কোন কোন মালেকী মতাবলম্বীরা দীর্ঘ সেজদাকে অস্বীকার করে থাকেন। কিন্তু আল্লামা নববী রহ. বলেন, হানাফী ও হাম্বলীদের ন্যায় মুহাক্কিক শাফেয়ীরা দীর্ঘ সেজদার প্রবক্তা।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ঃ عمرو শব্দের আইনে যবর ও শেষে ওয়াও হবে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। كشميهني এর রেওয়ায়তে ابن عمر আইনে পেশ ও মীমে যবর واو ছাড়া। এ রেওয়ায়তটি সহীহ নয়।

بَاب صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً وَصَلَّى لهم ابْنُ عَبَّاسٍ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ وَجَمَعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ

৬৭২. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণ-এর নামায জামা'আতে আদায় করা। ইবনে আব্বাস রাযি. লোকদেরকে নিয়ে যমযমের সুফফায় নামায আদায় করেন এবং আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. জামা'আতে নামায আদায় করেছেন। ইবনে উমর রাযি. গ্রহণের নামায আদায় করেছেন্

١٠٠١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا

وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَعْتَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ....আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় সূর্যগ্রহণ হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামায আদায় করেন এবং তিনি সূরা বাকারা পাঠ করতে যত সময় লাগে সে পরিমাণ দীর্ঘ কিয়াম করেন। তারপর দীর্ঘ রুকূ' করেন। এরপর মাথা তুলে পুনরায় দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকূ' করলেন। তবে তা প্রথম রুকূর চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি সিজদা করেন। আবার দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর আবার দীর্ঘ রুকূ' করেন, তবে তা আগের রুকূর চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কিয়াম করলেন, তবে তা প্রথম কিয়াম অপেক্ষা অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকূ' করেন, তবে তা প্রথম রুকূ' অপেক্ষা অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি সিজদা করেন এবং নামায শেষ করেন। ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গিয়েছে। এরপর তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দুটির গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা গ্রহণ হতে দেখবে তখনই আল্লাহকে স্মরণ করবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা থেকে কি যেন ধরছেন, আবার দেখলাম আপনি যেন পিছনে সরে এলেন। তিনি বললেন, আমি তো জান্নাত দেখেছিলাম এবং এক গুচ্ছ আঙ্গুরের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি পেয়ে গেলে, দুনিয়া কায়িম থাকা পর্যন্ত অবশ্য তোমরা তা খেতে পারতে। তারপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মতো ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা স্ত্রীলোক। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী কারণে? তিনি বললেন, তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে? তিনি জবাব দিলেন, তারা স্বামীর অবাধ্য থাকে এবং ইহসান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো প্রতি সারা জীবন সদাচরণ করো, তারপর সে তোমার থেকে (যদি) সামান্য ভুল-ত্রুটি পায়, তাহলে বলে ফেলে, তোমার থেকে কখনো ভাল ব্যবহার পেলাম না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "فصلي رسول الله صلي الله عليه وسلم اي صلي بالجماعة" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

কুসূফের সময় (অর্থাৎ সূর্য গ্রহণকালে) সর্বসম্মতিক্রমে জামাআতের সহিত নামায আদায় করবে। তবে চন্দ্র গ্রহণকালে জামাআতের সাথে নামায আদায় করার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। হানাফীদের মতে, একাকী নামায পড়বে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৩-১৪৪, পেছনে ঃ ৯, ৬২, ১০৩, সামনে ঃ ৪৫৪, ৭৮২।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, ১. সূর্য গ্রহণের নামায জামাআতের সহিত আদায় করা সুন্নত। আর ইহাই আয়েম্মায়ে আরবায়া থেকে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এটা সর্বসম্মত মাসআলা।

২. কেহ কেহ বলেন, ইমাম সাহেব না থাকলে সালাতুল কুসূফও একা একা আদায় করে নিবে। তো হতে পারে ইমাম বুখারী রহ. এদের মতামত খন্ডন করে জমহুরের মতের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করছেন।

প্রশ্ন ঃ تَنَاوَلْتُ عُنْقُوْدًا দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক গুচ্ছ আঙ্গুর নিয়েছেন। এরপর বলতেছেন, لو اصبته الخ অর্থাৎ যদি আমি আঙ্গুর গুচ্ছ পেয়ে যেতাম, দুনিয়া কায়িম থাকা পর্যন্ত অবশ্য তোমরা তা খেতে পারতে। হাদীসের উভয়াংশে বাহ্যত দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে।

উত্তর ঃ تناولت عنقودا এর অর্থ ঃ আমি এক গুচ্ছ খেজুর নিতে চাইলাম, নেয়ার ইচ্ছা করেছি। তাই আর لَاَكَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا কোন আপত্তি রইল না। وَاَمَّا عَدَمُ اَخْذِه صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْهُ فَلِاَنَّ طَعَامَ الْجَنَّةِ بَاقٍ اَبَدًا وَلَايَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ شَئٌ مِنْ دَارِ الْبَقَاءِ فِيْ دَارِ الْفَنَاءِ

وَاَيْضًا اَنَّه جَزَاءُ الْاَعْمَالِ وَالدُّنْيَا لَيْسَتْ بِدَارِ الْجَزَاءِ الخ (كرماني)

بَاب صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ

৬৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় পুরুষদের সাথে মহিলাদের নামায পড়া।

١٠٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ قَالَتْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......আসমা বিনতে আবূ বকর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্যগ্রহণের সময় আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনী আয়িশা রাযি. এর নিকট গেলাম। তখন লোকজন দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিল। তখন আয়িশা রাযি.ও নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের কী হয়েছে? তখন তিনি হাত দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা করলেন এবং 'সুবহানাল্লাহ' বললেন। আমি বললাম, এ কি কোন নিদর্শন? তখন তিনি ইশারায় বললেন, হ্যাঁ। আসমা রাযি. বলেন, আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। এমনকি (দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে) আমি প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়লাম এবং মাথায় পনি ঢালতে লাগলাম। এরপর তিনি বললেন, আমি এ স্থান থেকে দেখতে পেলাম, যা এর আগে দেখিনি, এমন কি জান্নাত ও জাহান্নাম। আর আমার নিকট ওহী পাঠান হয়েছে যে, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে কবরের মধ্যে দাজ্জালের ফিতনার মতো অথবা বলেছেন তার কাছাকাছি ফিতনায় লিপ্ত করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, ('মিসলা' ও 'কারীবান') দুটির মধ্যে কোনটি আসমা রাযি. বলেছিলেন, তা আমার মনে নেই। তোমাদের এক একজনকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে প্রশ্ন করা হবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি জান? তখন মুমিন (ঈমানদার) কিংবা 'মুকিন' (বিশ্বাসী) বলবেন, বর্ণনাকারী বলেন যে, আসমা রাযি. 'মুমিন' শব্দ বলেছিলেন, না 'মুকিন' তা আমার স্বরণ নেই, তিনি হলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট দলীল ও হিদায়াত নিয়ে আমাদের মাঝে এসেছিলেন এবং আমরা এতে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি ও তাঁর অনুসরণ করেছি। তারপর তাঁকে বলা হবে, তুমি নেককার বান্দা হিসেবে ঘুমিয়ে থাকো। আমরা অবশ্যই জানতাম যে, নিশ্চিতই তুমি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিলে। আর মুনাফিক অথবা সন্দেহকারী বর্ণনাকারী বলেন, আসমা রাযি. 'মুনফিক' না 'সন্দেহকারী' বলেছিলেন তা আমার স্বরণ নেই, সে শুধু বলবে, আমি কিছুই জানি না। আমি মানুষকে কিছু বলতে শুনেছি এবং আমিও তাই বলেছি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে " فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّوْنَ فَإِذَا هِيَ قوله "فَائِمَةٌ تُصَلِّيْ হাদীসাংশ দ্বারা মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৪, পেছনে ঃ ১৮, ৩০-৩১, ১২৬, সামনে ঃ ১৪৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, তাদের মত খন্ডন করা যারা সালাতুল কুসূফে মহিলাদের অংশগ্রহণের পক্ষে নন। যেমন সুফিয়ান ছাওরী প্রমূখ বলেন, মহিলারা আলাদা নামাযের ব্যবস্থা করবে। مدونه এর মধ্যে রয়েছে-تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِيْ بَيْتِهَا (ফতহুল বারী)

ইমাম বুখারী রহ. তাদের মতামত খন্ড করতে গিয়ে বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মহিলারা পুরুষদের সাথে নামায আদায় করেছেন। অবশিষ্ট ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী প্রথম খন্ড ৪২৯-৪৩৪ নং পৃষ্টা দেখা যেতে পারে।

بَاب مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاقَةَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

৬৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করা পসন্দনীয়।

١٠٠٣ – حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

সরল অনুবাদ ঃ রাবী ইবনে ইয়াহইয়া রহ. ......আসমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে " أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِتَاقَةِ فِي الْكُسُوفِ قوله " হাদীসাংশ দ্বারা মিল হয়েছে। প্রত্যেক নির্দেশিত বিষয়ই পছন্দনীয় হয়ে থাকে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৪, সামনে ঃ ৩৪২, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৬৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করা চাই। কেননা, তা মুস্তাহাব ও ছওয়াবের কাজ।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী রহ. কেবল হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করেই গোলাম আযাদ করার বিষয়টি কুসূফের সাথে আলোচনা করেছেন। অন্যথায় মূলতঃ গোলাম আযাদ করা কুসূফের সাথে নির্দিষ্ট নয়। বরং খুসূফ তথা চন্দ্রগ্রহণের সময়ও গোলাম আযাদ করা মুস্তাহাব। যেমন শিগগির আসবে।

بَاب صَلَاة الْكُسُوف فِي الْمَسْجِد

৬৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে সূর্যগ্রহণের নামায।

١٠٠٤– حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ عَمْرَةَ بِنْت عَبْد الرَّحْمَن عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ أَعَاذَك اللَّهُ منْ عَذَاب الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائشَةُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَيُعَذَّبُ النَّاسُ في قُبُورِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَائذًا بِاللَّه منْ ذَلكَ ثُمَّ رَكبَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاة مَرْكَبًا فَكَسَفَتْ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قيَامًا طَويلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قيَامًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ الْقيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ سُجُودًا طَويلًا ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قيَامًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ الْقيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قيَامًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ الْقيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُونَ السُّجُود الْأَوَّلِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا منْ عَذَاب الْقَبْرِ

সরল অনুবাদ ঃ ইসমাঈল রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহুদী মহিলা তাঁর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করতে এল। মহিলাটি বলল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দিন। এরপর আয়িশা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করেন, কবরে কি মানুষকে শাস্তি দেয়া হবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই কবর আযাব থেকে। পরে একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ারীতে আরোহণ করেন। তখন

সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয়। তিনি ফিরে এলেন, তখন ছিল সূর্যোদয় ও দুপুরের মাঝামাঝি সময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হুজরাগুলোর মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করলেন। এরপর তিনি নামাযে দাঁড়ালেন এবং লোকেরাও তাঁর পিছনে দাঁড়ালো। তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন। এরপর দীর্ঘ রুকূ' করলেন। এরপর তিনি আবার দীর্ঘ রুকূ' করেন। তবে এ রুকূ' প্রথম রুকূ' চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘ সিজদা করলেন। এরপর তিনি আবার দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কিয়াম করেন। অবশ্য তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘ রুকূ' করলেন, তা প্রথম রুকূ'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি আবার দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর দীর্ঘ রুকূ' করেন। অবশ্য এ রুকূ' প্রথম রুকূ'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি সিজদা করেন। এ সিজদা প্রথম সিজদার চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি নামায আদায় শেষ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই বললেন। পরিশেষে তিনি সবাইকে কবর আযাব থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের শিরোণামের সাথে মিল ثُمَّ قَامَ " اَيْ فِي الْمَسْجِدِ قوله "فَصَلَّي হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম রহ. উক্ত হাদীস রেওয়ায়ত করতে গিয়ে মসজিদ শব্দটিকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। মুসলি শরীফ প্রথম খন্ড ২৯৭ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে- قَالَتْ (اَيْ عَائِشَةَ) فَخَرَجْتُ فِيْ نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرِيْ الحجر فِي الْمَسْجِدِ فَاتَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَرْكَبِه حَتَي انْتَهي اِلي مُصَلَّاهُ الَّذِيْ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْهِ الخ তো হতে পারে যে, ইমাম বুখারী রহ. এই তরজমাতুল বাব দ্বারা মুসলিম শরীফে বর্ণিত রেওয়ায়তের দিকে ইশারা করেছেন যে, তাতে মসজিদ শব্দটি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৪. পেছনে ঃ ১৪২, ১৪৩, সামনে ঃ ১৪৫, ১৬১, ৪৫৪, ৬৬৫, ৭৮৬, তাছাড়া মুসলিম ঃ ২৯৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো এ কথা বলা যে, ঈদ ও ইস্তেস্কার নামায ময়দানে পড়া মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে সালাতুল কুসূফ ময়দানে আদায় করা মুস্তাহাব নয়।

এই রেওয়ায়তটি একাধিকবার আলোচিত হয়েছে।

بَاب لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةُ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

৬৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ হয় না। আবূ বাকরা, মুগীরা, আবূ মূসা, ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর রাযি. এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য সাহাবীদের রেওয়ায়ত বুখারী শরীফেই উপরে বর্ণিত হয়েছে। শুধু আবূ মূসা রাযি. এর রেওয়ায়ত সামনে আসতেছে।

১০০৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا

সরল অনুবাদ ঃ মুসাদ্দাদ রহ. ......আবূ মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো মৃত্যুর ও জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। এগুলো আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন নামায আদায় করবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ" দ্বারা তরজমাতুল-বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৪, আবূ বাকরাহ, মুগীরাহ ও ইবনে উমর কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পূর্বের বাব ঃ ১৪১, ১৪২, আবূ মূসার হাদীস পরবর্তী বাব ঃ ১৪৫, ইতিপূর্বে ইবনে আব্বাসের হাদীস ঃ ১৪৪, ইবনে মাসউদের হাদীস পেছনে ঃ ১৪১, সামনে ঃ ৪৫৫।

١٠٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যমানায় সূর্যগ্রহণ হলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দাঁড়ালেন এবং লোকদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। তিনি কিরাআত দীর্ঘ করেন। তারপর তিনি দীর্ঘ রুকূ' করেন। এরপর তিনি মাথা তুলেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পড়েন। তবে তা প্রথম কিরাআতের চাইতে কম ছিল। আবার তিনি রুকূ' করেন এবং রুকূ' দীর্ঘ করেন। তবে তা প্রথম রুকূ'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা তুলেন এবং দুটি সিজদা করেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং দ্বিতীয় রাকআতেও অনুরূপ করেন। আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে এ হলো দুটি নিদর্শন; যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দেখিয়ে থাকেন। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় নামাযের দিকে গমণ করবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল " اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَايَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ " قوله বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৫, পেছনে ঃ ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, সামনে ঃ ১৬১, ৪৫৪, ৬৬৫, ৭৮৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, অজ্ঞযুগের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস বাতিল করা। যেহেতু তৎকালীন সময়ে প্রসিদ্ধ ছিল যে, কোন মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে। আর

কাকতালীয়ভাবে যে দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহেবযাদা ইবরাহীম এর ইন্তেকাল হয় ঠিক ঐ দিন সূর্যগ্রহণগস্ত হয়েছে। তো যেহেতু এর দ্বারা বাতিল আক্বীদাটি আরো দৃঢ় হওয়ার আশংকা ছিল। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে প্রত্যাখ্যান করে দিলেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, " قَالَ الْخَطَّابِي كَانُوْا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَقِدُوْنَ أَنَّ الْكُسُوْفَ يُوْجِبُ حُدُوْثَ تَغَيُّرٍ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَوْتٍ أَوْ ضَرَرٍ فَاَعْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِعْتِقَادٌ بَاطِلٌ (فتح جـ ٢ صـ٢٢٤)

এর দ্বারা এও বুঝা গেল যে, রাসূলের যমানায় কুসূফ কেবলমাত্র একবার হয়েছে। কেননা, সকল রেওয়ায়তসমূহে এ কথা স্পষ্ট বর্ণিত আছে যে, তিনি সালাতুলা কুসূফের পর খুতবাদানকালে বলেছেন, কারো মৃত্যু ও জন্মের সাথে সূর্যগ্রহণের কোন সম্পর্ক নেই। আর এ কথা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের বাতিল আক্বীদা 'সূর্যগ্রহণ তাঁর সাহেবযাদা ইবরাহীম এর ওফাতের কারণে হয়েছে' রহিত করার লক্ষ্যে বলেছিলেন। প্রকাশ, প্রত্যেক সূর্যগ্রহণের সময় ইবরাহীমের মৃত্যু সংঘটিত হওয়া অসম্ভব একটি বিষয়। তাই সূর্যগ্রহণের ঘটনা একাধিকবার হয়েছে বলা সহীহ নয়।

بَاب الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

৬৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় আল্লাহর যিকর। এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেছেন।

١٠٠٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ { يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ } فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ

সরল অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ইবনে আলা রহ. ......আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হলো, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠলেন এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশংকা করছিলেন। তারপর তিনি মসজিদে আসেন এবং এর আগে আমি তাঁকে যেমন করতে দেখেছি, তার চাইতে দীর্ঘ সময় ধরে কিয়াম, রুকূ' ও সিজদা সহকারে নামায আদায় করলেন। আর তিনি বললেন, এগুলো হলো নিদর্শন যা আল্লাহ পাঠিয়ে থাকেন, তা কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে হয় না। বরং আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। কাজেই যখন তোমরা এর কিছু দেখতে পাবে, তখন ভীত বিহবল অবস্থায় আল্লাহর যিকর, দোয়া এবং ইসতিগফারের দিকে অগ্রসর হবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল قوله "فَافْزَعُوْا إِلَي ذِكْرِ الله" তে।
হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তরজমাতুল বাব দ্বারাই স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে যে, অনুরূপ আলামত প্রত্যক্ষ করলে বিশেষ করে যিকরুল্লাহে লিপ্ত হওয়া চাই। অনুরূপ এতে নামাযও প্রবিষ্ট রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ يَخْشي ان تَكُوْنَ السَّاعَةُ الخ কিয়ামতের তো বিভিন্ন আলামাত ও নিদর্শনাবলী রয়েছে। কিয়ামতের আগে যেগুলোর বহিঃপ্রকাশ আবশ্যক। যেমন, পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয়, دابة ও দাজ্জালের বহির্গমণ ইত্যাদি। উক্ত আলামতগুলোর মধ্য হতে কোন আলামতের বিকাশ ঘটেনি এরপরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার মানে কি?

উত্তর ঃ আল্লামা আইনী ও হাফেয আসক্বালানী রহ. উক্ত প্রশ্নের কয়েকটি জবাব দিয়েছেন-

১. لعلَّ هذا الكُسُوْفَ كَانَ قبْلَ إعْلَامِه صلي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ অর্থাৎ হয়তো এই সূর্যগ্রহণের আগে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আলামাতে কিয়ামত সম্পর্কে অবগতি ছিল না। কিন্তু لايخلوا عن نظر অর্থাৎ এ জবাবটি আপত্তিমুক্ত নয় যে, দশম হিজরী পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলামতে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। অথচ তিনি এর পূর্বে সাহাবায়ে কেরামদের সামনে অনেক আলামত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

২. ইহা রাবীর ধারণা মাত্র যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। আর রাবীর ধারণা তো বাস্তসম্মত হওয়া জরুরী কোন বিষয় নয়। এ উত্তরটিও দূর্বল। কেননা, এতে তো আর রাবীর নির্ভরযোগ্যতা থাকবে না। পরিশেষে আল্লামা আইনী রহ. বলেন, সর্বোত্তম জবাব হলো যা শারেহে বুখারী আল্লামা কিরমানী রহ. দিয়েছেন। আর তা হলো, বাহ্যত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে অতি দ্রুত স্বস্থান হতে উঠে গেছেন। সবাইকে সূর্যগ্রহণের মহত্ব বুঝাতে ও এ বিষয়ে সতর্ক করতে যে, যখনই অনুরূপ ঘটনা ঘটবে তখন অলসতা দূরকরতঃ কালবিলম্ব না করে যিকরুল্লাহ, নামায ও সাদাকা-খায়রাত করা চাই।

بَاب الدُّعَاءِ فِي الْخُسُوف قَالَهُ أَبُو مُوسَى وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৬৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় দোয়া। এ বিষয়ে আবূ মূসা ও আয়িশা রাযি. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٠٠٨– حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ

সরল অনুবাদ ঃ আবুল ওয়ালীদ রহ. ......মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এর পুত্র) ইবরাহীম যে দিন ইনতিকাল করেন, সে দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা বলল, ইবরাহীম রাযি. এর মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দুটোর গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা এদের গ্রহণ হতে দেখবে, তখন তাদের গ্রহণ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দোয়া করবে এবং নামায আদায় করতে থাকবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله " إذا رَأَيْتُمُوْهَا فَادْعُو الله " দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৫, পেছনে ঃ ১৪২, সামনে ঃ ৯১৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, যেহেতু সূর্যগ্রহণ আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির সূচনাসূচী। এজন্য তখন দোয়া করা সুন্নত।

بَاب قَوْلِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكُسُوفِ أَمَّا بَعْدُ

৬৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের খুতবায় ইমামের "আম্মা-বা'দ" বলা।

١٠٠٩ــ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ

সরল অনুবাদ ঃ আবূ উসামা রহ. বলেন, হিশাম রহ. ....আসমা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলেন আর এদিকে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গেল। এরপর তিনি খুতবা দিলেন। এতে তিনি প্রথমে আল্লাহর যথাযত প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি বললেন, 'আম্মা বা'দ'।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله "ثُمَّ قَالَ أمَّا بَعْدُ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের স্পষ্ট মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৫, পেছনে ঃ ১৮, ৩০, ১২৬, সামনে ঃ ১৬৫, ৩৪২, ১০৮২।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, যেহেতু সালাতুল কুসূফে খুতবা সাবেত আছে। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রত্যেক খুতবায় 'اما بعد ' শব্দটি পাওয়া যায়। যেমন জুমু'আর খুতবায়। তো সালাতুল কুসূফের খুতবাদানকালেও 'اما بعد ' বলবে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ قَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الخ ঃ এই স্থানে 'حدثنا ' শব্দটিকে মোটা করে লেখা বিশুদ্ধ নয়। কেননা, এই সনদ-وقال ابو اسامة থেকে শুরু হয়েছে। বলাবাহুল্য, মধ্যখানে 'اما بعد ' হলে চিকন করে লেখতে হয়। والله اعلم

ফায়দা ঃ আল্লামা ক্বাসতালানী রহ. স্বরচিত গ্রন্থ শরহে বুখারী ইরশাদুস সারীতে উক্ত হাদীসের নম্বর লাগিয়েছেন। বিধায় আমিও তার অনুকরণে হাদীসটির নম্বর লাগিয়ে দিলাম। যদিও অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার এর নম্বর লাগান নি।

بَاب الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ

৬৮০. পরিচ্ছেদ ঃ চন্দ্রগ্রহণের নামায।

١٠١٠ــ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

সরল অনুবাদ ঃ মাহমূদ রহ. ......আবূ বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় সূর্যগ্রহণ হলো। তখন তিনি দু'রাকআত নামায আদায় করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল অস্পষ্ট। অর্থাৎ হাদীসটির শিরোণামের সাথে বাহ্যত কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, মুসন্নিফ রহ. চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে তরজমাতুল বাব কায়েম করেছেন। অথচ হাদীসে সূর্যগ্রহণের আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ হাদীসে চন্দ্রগ্রহণের কোন উল্লেখ নেই। তাহলে ইমাম বুখারী রহ. এর তরজমা কিভাবে সাবেত হলো?

জবাব ঃ ১. কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তা এভাবে যে, রেওয়ায়তসমূহে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-'لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ' যথা তিন বাব আগে ১৪৪ নং পৃষ্টায় আলোচিত হয়েছে। তো এখানে انكساف এর সম্পর্ক দুনোদিকে হয়েছে। এতদভিন্ন উপরোক্ত রেওয়ায়তে-'فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا' রয়েছে। এর দ্বারা দুনোদিকে নিসবত হয়েছে। অর্থাৎ সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ যেটিই দেখো নামাযে লিপ্ত হয়ে যাবে! অতএব বুখারী রহ. এর তরজমাতুল বাব 'চন্দগ্রহণের নামায' প্রমাণিত হয়ে গেল।

২. এই রেওয়ায়ত এবং এ সম্পর্কে আগত রেওয়ায়তগুলো একই। উক্ত রেওয়ায়তটি দ্বিতীয় রেওয়ায়তের সংক্ষিপ্তরূপ। উভয় রেওয়ায়তের সমষ্টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ উভয়টিতে নামায আদায় করবে।

৩. কোন কোন নুসখায় 'انكسفت الشمس' এর স্থলে 'كسوف قمر' বর্ণিত হয়েছে। যেমন উসাইলীর রেওয়ায়তে 'فانظر الي الفتح' রয়েছে।

١٠١١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ فَانْجَلَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا كَانَ ذَالِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ وَذَالِكَ أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ مَاتَ فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَالِكَ

সরল অনুবাদ ঃ আবূ মা'মর রহ. ......আবূ বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যমানায় সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি বের হয়ে তাঁর চাঁদর টেনে টেনে মসজিদে পৌছলেন এবং লোকজনও তাঁর কাছে একত্রিত হলো। এরপর তিনি তাঁদের নিয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করেন। এরপর সূর্যগ্রহণ মুক্ত হলে তিনি বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এ দুটোর গ্রহণ ঘটে না। কাজেই যখন গ্রহণ হবে, তা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করবে এবং দোয়া করতে থাকবে। এ কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কারণেই বলেছেন যে সেদিন তাঁর পুত্র ইবরাহীম রাযি. এর ওফাত হয়েছিল এবং লোকেরা সে ব্যাপারে বলাবলি করছিল।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে "قوله "فاذا كان ذلك فصلوا" হাদীসাংশ দ্বারা মিল হয়েছে। অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হলে নামায পড়বে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৫, পেছনে ঃ ১৪১, ১৪৩, সামনে ঃ ৮৬১।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তরজমাতুল বাব দ্বারাই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইমাম বুখারী রহ. সূর্যগ্রহণে নামায পড়ার ন্যায় চন্দ্রগ্রহণেও নামায পড়ার প্রবক্তা।

আয়েম্মায়ে আরবায়ার মযহব ঃ ১. শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে, চন্দ্রগ্রহণেও জামা'আতের সহিত নামায পড়া মুস্তাহাব। এটাই ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ ও আহলে হাদীসের অভিমত।

২. হানাফী ও মালেকীদের নিকট চন্দ্রগ্রহণকালে নফল নামাযের ন্যায় একাকী নামায পড়বে। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. জামা'আতের সহিত নামায পড়ার নফী করেন নি। তবে চন্দ্রগ্রহণকালে জামা'আতের সহিত নামায আদায় সুন্নত ও মুস্তাহাব নয়। তবে জায়েয আছে। - والله اعلم

بَابُ صَبِّ الْمَرْأَةِ عَلي رَأْسِهَا الْمَاءَ اذْ اَطَالَ الْاِمَامُ الْقِيَامَ فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلي

৬৮১. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম প্রথম রাকা'আতে দীর্ঘ কিয়াম করলে মহিলা মাথায় পানি ঢালা?

মতলব হলো, দীর্ঘ কিয়ামের কারণে কোন মহিলার মাথা ঘোরালে তাতে পানি ঢালতে কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন ঃ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাবে কোন হাদীস উল্লেখ করেন নি কেন?

উত্তর ঃ ১. আল্লামা আইনী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. তরজমা কায়েম করার পর পরই হাদীস উল্লেখ করেন নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল হাদীস লেখার সুযোগ পান নি।

২. যেহেতু হযরত আবূ উসামার হাদীস ইতিপূর্বে গিয়েছে (১৪৪ নং পৃষ্টায়) তাই ইমাম বুখারী রহ. একে পুণরায় উল্লেখ করেন নি। আর এই বাবের সাথে হযরত আবূ উসামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসই বেশ সামঞ্জস্যশীল যে, তিনি বেহুশীর কারণে মাথায় পানি ঢেলেছিলেন।

بَاب الرَّكْعَةُ الْأُولَى فِي الْكُسُوف أَطْوَلُ

৬৮১. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযে প্রথম রাকা'আত হবে দীর্ঘতর।

١٠١٢– حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ الْأَوَّلُ أَطْوَلُ

সরল অনুবাদ ঃ মহমূদ ইবনে গাইলান রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের সময় লোকদের নিয়ে দু'রাকআতে চার রুকূ'সহ নামায আদায় করেন। প্রথমটি (রাকা'আত দ্বিতীয়টির চাইতে) দীর্ঘস্থায়ী ছিল।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে اي الرَّكْعَةَ الْأُولَي اَطْوَلَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ " قوله "اَلْأُولَي اَطْوَلُ হাদীসাংশ দ্বারা মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৫, পেছনে ঃ ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, সামনে ঃ ১৪৫, ১৬১, ৪৫৪, ৬৬৫, ৭৮৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, প্রথম রাকাআতে দ্বিতীয় রাকাআতের চেয়ে কেরাআত দীর্ঘ হবে। এটি সর্বসম্মত মাসআলা।

بَاب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوف

৬৮২. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযে সশব্দে কিরাআত পাঠ।

١٠١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنْ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا بِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ مِثْلَهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ مَا صَنَعَ أَخُوكَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَا صَلَّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ إِذْ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ قَالَ أَجَلْ إِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ و سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي الْجَهْرِ

সরল অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ইবনে মিহরান রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের নামাযে তাঁর কিরাআত সশব্দে পাঠ করেন। কিরাআত সমাপ্ত করার পর তাকবীর বলে রুকূ' করেন। যখন রুকূ' থেকে মাথা তুললেন, তখন বললেন, ' سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ' তারপর এ গ্রহণ এর নামাযেই তিনি আবার কি্রাআত পাঠ করেন এবং চার রুকূ' ও চার সিজদাসহ দু' রাকাআত নামায আদায় করেন। বর্ণনাকারী আওযায়ী রহ. ও অন্যান্য রাবীগণ বলেন, যুহরী রহ. কে উরওয়া রহ. এর মাধ্যমে আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি একজনকে 'আস-সালাতু জামিয়াতুন' বলে ঘোষণা দেয়ার জন্য প্রেরণ

করেন। তারপর তিনি অগ্রসর হন এবং চার রুকূ' ও চার সিজদাসহ দুরাকআত নামায আদায় করেন। ওয়ালীদ রহ. আমাকে আব্দুর রহমান ইবনে নামির আরো বলেন যে, তিনি ইবনে শিহাব রহ. থেকে অনুরূপ শুনেছেন যুহরী রহ. বলেন যে, আমি উরওয়া রহ. কে বললাম, তোমার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রহ. এরূপ করেন নি। তিনি যখন মদীনায় গ্রহণ এর নামায আদায় করেন, তখন ফজরের নামাযের ন্যায় দু'রা'আত নামায আদায় করেন। উরওয়া রহ. বললেন, হ্যাঁ, তিনি নিয়ম অনুসরণে ভুল করেছেন। সুলাইমান ইবনে কাসীর রহ. যুহরী থেকে সশব্দে কিরাআতের ব্যাপারে ইবনে কাসীর রহ. এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " جَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فِيْ صَلوةِ الْخُسُوْفِ قوله "بِقِرَائَتِهِ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৫, পেছনে ঃ ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, সামনে ঃ ১৬১, ৪৫৪, ৬৬৫, ৭৮৬, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৯৬, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৬৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, সালাতুল কুসূফ বা সালাতুল খুসূফ যেটিই হোক না কেন তাতে ক্বেরাআত উচ্চ স্বরে হবে। তরজমাতুল বাব দ্বারা ইহাই পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে। তবে মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ।

আয়েম্মায়ে আরবায়ার মযহব ঃ ১. ইমামত্রয় অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী ও মালেক রহ. এর মতে, সালাতুল কুসূফে নীচু স্বরে ক্বেরাআত পড়া সুন্নত।

২. ইমাম আহমদ, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. এর মতে, উচ্চস্বরে ক্বেরাআত পড়া সুন্নত। ইমাম আবূ হনীফা থেকেও সে অনুযায়ী একটি রেওয়ায়ত রয়েছে।

ইমাম নববী রহ. বলেন, لِاَنَّ مَذهَبَنَا وَمَذْهَبَ مَالِكٍ وَاَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاللَّيْثِ بن سَعْدٍ وَجَمْهُوْرِ الْفُقَهَاءِ اَنَّه يَسِرُّ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ وَيَجْهَرُ فِيْ خُسُوْفِ الْقَمَرِ (শরহে মুসলিম ১/২৯৬)

৩. وقال محمد بن جرير الطبري الجهر والاسرار سواء (عمده) অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে জারীর তবরী রহ. বলেন, যে কোন পন্থা অবলম্বনের স্বাধীনতা রয়েছে। (উমদাতুল ক্বারী)

ইমাম বুখারী রহ. উচ্চ স্বরে ক্বেরাআত পড়ার দিকেই ধাবিত বুঝা যাচ্ছে। এটাই সাহেবাইনের মসলক। আর ইহাই আমাদের আকাবির ও মাশায়েখের মযহব। উভয় পক্ষেরই প্রমাণাদী রয়েছে। এছাড়া মযহব বর্ণনার ক্ষেত্রেও মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, নববী ও তিরমিযী রহ. এর এখতেলাফ।

রেওয়ায়তে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোরে ক্বেরাআত পড়েছেন বলে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। জমহুর ইস্তেদলাল পেশ করেন হযরত সামুরা রাযি. এর রেওয়ায়ত দ্বারা। তিরমিযী ১৭৩ নং পৃষ্টা আবওয়াবুল কুসূফ দ্রষ্টব্য। অনুরূপ নাসায়ী 'কিতাবুল কুসূফ'।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَبْوَابُ سُجُودِ الْقُرْآن

কুরআন তেলাওয়াতের সেজদা

مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآن وَسُنَّتِهَا

৬৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ কুরআন তেলাওয়াতের সেজদা ও এর পদ্ধতি।

١٠١٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِه وَقَالَ يَكْفِينِي هٰذَا فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا

সরল অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. ......আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় সূরা আন-নাজম তিলাওয়াত করেন। তারপর তিনি সেজদা করেন এবং একজন বৃদ্ধ লোক ছাড়া তাঁর সাথে সবাই সেজদা করেন। বৃদ্ধ লোকটি এক মুঠো কংকর বা মাটি হাতে নিয়ে তার কপাল পর্যন্ত উঠিয়ে বলল, আমার জন্য এ যথেষ্ট। আমি পরবর্তী যমানায় দেখেছি যে, সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله "قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيْهَا দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৬, সামনে ঃ ১৪৬, ৫৪৩, মাগাযী ঃ ৫৬৬, তাফসীর ঃ ৭২১, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২১৫, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড- আবওয়াবুস সুজূদ ঃ ১৯৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য কি? বাহ্যত কোন শারেহ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন নি। তবে ইমাম বুখারী রহ. এর বক্তব্য দ্বারা বোধগম্য হচ্ছে, তিনি উক্ত বাব দ্বারা সেজদায়ে তিলাওয়াত সুন্নত হওয়ার দিকে ইশারা করেছেন। অর্থাৎ সেজদায়ে তিলাওয়াতের হুকুম বর্ণনা করতে চাচ্ছেন। কিন্তু হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. এই উদ্দেশ্যের উপর আপত্তি তুলেছেন যে, এখানে ইমাম বুখারী রহ. 'হুকুম বর্ণনা করতে চাচ্ছেন' কথাটি মেনে নিলে তো এই পৃষ্টায়ই আগত বাব-"مَنْ رَأَي أَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يُوْجِبِ السُّجُوْدَ" এর পূণরুল্লেখ হয়ে যাবে। যার দ্বারা সেজদার বিধান স্পষ্টরুপে বুঝা যাচ্ছে।

এখানে ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য কি? শায়খুল হাদীস রহ. বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে দুটি সম্ভাবনা আছে-

১. প্রথম সম্ভাবনা হচ্ছে, তিনি সেজদায়ে তিলাওয়াতের বৈধতার তারীখ বর্ণনা করতে চাচ্ছেন যে, এর সূচনা মক্কা মুকাররমায় তখন হয়েছে যখন হাদীসে আলোচিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

২. দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো, এই বাব দ্বারা সেজদার পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। (তাক্বরীরে বুখারী)

মাসাঈল ঃ এ পরিচ্ছেদে দুটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা রয়েছে। ১.সজদায়ে তিলাওয়াতের সংখ্যা। ২. সেজদার হুকুম।

সেজদার সংখ্যা ও ইমামদের মতামতসমূহ ঃ ১. হানাফী ও শাফেয়ী ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, পূর্ণ কুরআন শরীফে সেজদায়ে তেলাওয়াতের সংখ্যা মোট চৌদ্দটি। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, " مَذْهَبُنَا اَنَّهَا اَرْبَعُ عَشْرَةَ سَجْدَةً " (উমদাতুল ক্বারী) যার বিশদ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-২০৬, পারা-৯। ২. সূরা রাদ ঃ আয়াত-১৫, পারা-১৩। ৩. সূরা নাহল ঃ আয়াত-৫০, পারা-১৪। ৪. সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ১০৯, পারা ঃ ১৫। ৫. সূরা মারয়াম ঃ আয়াত-৫৮, পারা-১৬। ৬. সূরা হজ্জ ঃ ১৮, পারা-১৭। ৭. সূরা ফুরকান ঃ আয়াত-৬০, পারা ১৯। ৮. সূরা নামল ঃ ২৬, পারা ১৯। ৯. সূরা আলিফ লাম মীম সিজদা ঃ আয়াত-১৫, পারা-২১। ১০. সূরা সোয়াদ-২৫, পারা-২৩। ১১. সূরা হা-মীম সেজদা ঃ ৩৮, পারা-২৪। ১২. সূরা নাজম ঃ ৬২, পারা ২৭। ১৩. সূরা ইনশিকাক ঃ ২১, পারা-৩০। ১৪. সূরা আলাক ঃ ১৯, পারা ৩০। এ বিবরণ হানাফীদের মতানুসারে।

শাফেয়ীদের মতে,ও মোট সেজদা চৌদ্দটি। তবে সেগুলো নির্ধারণের ক্ষেত্রে সামান্য মতপার্থক্য রয়েছে। শাফেয়ীদের মতে, সূরা সোয়াদ এ সেজদা নেই। এর স্থলে সূরা হজ্জ এ সিজদা দুটি। আর হানাফীদের মতে, সূরা সোয়াদ এ সিজদা আছে। আর সূরা হজ্জেও শুধু একটি সিজদা।

২. পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ রহ. হতে এক রেওয়ায়ত মতে, সিজদার আয়াত সংখ্যা পনেরটি। সূরা হজ্জে শাফেয়ীদের ন্যায় দুটি এবং সূরা সোয়াদ এ-ও সিজদা আছে।

ইমাম আহমদের একটি অভিমত ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতানুসারে যে, সেজদা চৌদ্দটি।

দলীল-প্রমাণ ঃ ইমাম শাফেয়ী সূরা সোয়াদ এর ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর রেওয়ায়ত দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। عَنْ ابْنِ عَبَّاس رضـ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي ص قَالَ ابْنُ عَبَّاس وَلَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ (তিরমিযী প্রথম খন্ড-৭৫, বাবু মা জাআ ফিস সিজদাতে ফি সোয়াদ)

জবাব ঃ এর উত্তরে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেজদা করার কথা এ রেওয়ায়ত দ্বারাও প্রমাণিত। তবে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. একে عزائم السجود তথা আবশ্যিক সেজদা না হওয়ার যে কথা বলেছেন, এর অর্থ হয়তো, এ সেজদাটি সেজদাতুশ শুকুর হিসেবে ওয়াজিব। যেমন একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ ابن عَبَّاس اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي ص وَقَالَ سَجَدَهَا دَاودُ تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا (نسائي جـ١ صـ١١١. كتاب الافتاح باب سجود القرآن السجود في ص)

আর যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেয়া হয় যে, শাফেয়ীদের গৃহীত অর্থই এর প্রকৃত অর্থ, তখনও আমরা বলব, এটি হযরত ইবনে আব্বাসের নিজস্ব মতামত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল অনুসরণযোগ্য। বিশেষতঃ সহীহ বুখারীতে হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হওয়ার কারণে। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে জানতে চেয়েছি-

اَفِي ص سَجْدَةً فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلَا وَوَهَبْنَا الي قوله فبهداهم اقتده ثم قَالَ هو منهم -

এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী নবম খন্ড কিতাবুত তাফসীর দেখা যেতে পারে।

তাছাড়া হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন,

قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَي الْمِنْبَرِ ص فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَه الخ (ابوداود جـ١ صـ٢٠٠)

মোদ্দাকথা সূরা সোয়াদের সেজদা বিভিন্ন শক্তিশালী দলীলাদি দ্বারা প্রমাণিত। অতএব ইমাম তিরমিযী রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. কেও 'সূরা সোয়াদে সেজদা আছে' প্রবক্তাদের মধ্যে গণ্য করেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

বাকী রইল সূরা হজ্জের দ্বিতীয় সেজদা। তো এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী রহ. হযরত উকবা ইবনে আমির রাযি. এর রেওয়ায়ত দ্বারা ইস্তেদলাল করেন। তিনি বলেন-

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ الله فُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِ بِاَنَّ فِيْهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَم الخ (ترمذي جـ١ صـ ٧٥)

কিন্তু এ হাদীসের সবগুলো ভিত্তি ইবনে লাহীআহ এর উপর। যার দূর্বলতা কারো অজানা নয়।

আমাদের প্রমাণ তাহাবীতে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাসের রাযি. এর আছর-

قَالَ فِي سُجُوْدِ الْحَجِ الْاَوَّلُ عَزِيْمَةٌ وَالْاٰخَرُ تَعْلِيْمٌ -

অধিকন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ. স্বরচিত হাদীস গ্রন্থ মুআত্তায় লিখেছেন-

كَانَ ابنُ عَبَّاس لَايَرِي فِيْ سُوْرَةِ الحَجِّ اِلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً الْاَوْلي -

সূরা হজ্জের দ্বিতীয় সেজদা এমন যে, তাতে একত্রে রুকূ-সিজদা উভয়টির আদেশ দেয়া হয়েছে। আর কুরআনের পদ্ধতি হলো, যেখানে তিলাওয়াতে সেজদা থাকে, সেখানে শুধু সেজদা অথবা শুধু রুকূর উল্লেখ করা হয়। সুতরাং সকল আয়াতে সেজদায় কেবলমাত্র সেজদার উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু সূরায়ে সোয়াদে শুধু রুকূর আলোচনা হয়েছে। আর যেখানে উভয়কে একত্রে উল্লেখ করা হয়, সেখানে সেজদায়ে তিলাওয়াত উল্লেখ করা হয় না। যেমন– يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّكِعِيْنَ

তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. স্বীয় মতের সমর্থনে একাধিক সাহাবায়ে কেরামের আছর পেশ করেন। যার দ্বারা দ্বিতীয় সেজদা প্রমাণিত হয়। বিধায় বিজ্ঞ হানাফীগণ দ্বিতীয়স্থানেও সতর্কতামূলক সেজদা করাকে উত্তম বলে আখ্যায়িত করেন। সাহেবে ফতহুল মুলহিম এর মতামত এদিকেই ধাবিত।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. বলেন, যদি কোন লোক নামাযের বাহিরে থাকে, তাহলে তার জন্য দ্বিতীয় সেজদা করা চাই। আর যদি নামাযের ভিতরে থাকে, তাহলে উক্ত আয়াতের উপর রুকূ করে নেয়া উচিত এবং রুকূতে সেজদার নিয়্যত করে নেবে। যাতে তার আমল সকল ইমামদের মতানুসারে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সেজদা আদায় হয়ে যায়। (দরসে তিরমিযী)

৩. ইমাম মালেক রহ. এর মতে, মুফাছছাল এর সূরাগুলোতে সেজদা হয় না, তিনি যায়েদ ইবনে সাবেত এর বর্ণনা- قال قَرَأتُ عَلي رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا দ্বারা দলীল দেন। আমরা এ রেওয়ায়তকে তাৎক্ষণিক সেজদা না করার উপর প্রয়োগ করি। কেননা, সহীহ বুখারীতে এই হাদীস যা ১৪৬ পৃষ্টার বাবের অধীনে উল্লেখিত হয়েছে। (সেখানে সূরায়ে নাজমে সেজদার কথা বর্ণিত হয়েছে)। এতদভিন্ন বুখারী ছানী ও মুসলিম শরীফ ২১৫ পৃষ্টায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরায়ে নাজমে সেজদা করেছেন।

এছাড়া হযরত আলী রাযি. হতে বর্ণিত-

العَزَائِمُ اَرْبَعٌ الم تَنْزِيْل وَحم السَّجْدَة وَالنَّجْم وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلي الَّذِيْ خَلَقَ -

এগুলোর মধ্যে শেষের দুটি সেজদা মুফাছছালের অন্তর্ভূক্ত।

মুফাছছালাত ঃ সূরায়ে হুজরাত থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সব সূরাই মুফাছছাল এর অন্তর্গত। আর হুজরাত থেকে বুরুজ পর্যন্ত طوال مفصل বলা হয়। আর বুরুজ হতে বাইয়্যেনাত পর্যন্ত اوساط مفصل এবং বাইয়্যেনাত হতে নাস পর্যন্ত قصار مفصل ।

দ্বিতীয় মাসআলা-সেজদার হুকুম ঃ এ মসআলায় মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়-

১. ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইনের মতে, সেজদা করা ওয়াজিব। ২. আয়েম্মায়ে ছালাছার নিকট, সুন্নত।

ইমামত্রয়ের দলীল ঃ হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত এর হাদীস। তিনি বলেন-

قَرَأتُ عَلي رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا (ترمذي جـ١ صـ٧٥ . ايضا بخاري اول صـ١٤٦ . ايضا مسلم او صـ٢١٥)

জবাব ঃ এতে তাৎক্ষণিক সেজদার নফী করা হয়েছে। সাথে সাথে সেজদা করা তো আমাদের মতেও ওয়াজিব নয়। আবার ১. হতে পারে যে, তিনি পরে সেজদা আদায় করেছেন। ২. এ-ও হতে পারে যে, তিনি অযূহীন ছিলেন। অতএব সাথে সাথে সেজদা না করা শুধু একথার দলীল হতে পারে যে, সেজদা তাৎক্ষণিক ওয়াজিব নয়।

হানাফীদের দলীল-প্রমাণ ঃ হানাফীরা প্রমাণ পেশ করেন সে সকল সিজদার আয়াত দ্বারা যাতে صيغه امر বা নির্দেশ সূচক বাক্য বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে হুমাম বলেন, সিজদার আয়াত তিন ধরনের। ১. হয়তো তাতে সিজদার নির্দেশ আছে-'قَالَ اللهُ تَعَالي وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ'। ২. অথবা কাফিরদের সিজদাকে অস্বীকার করার আলোচনা আছে-আল্লাহ তা'আলা বলেন, "وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ القُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ"। ৩. অথবা আম্বিয়াদের আ. সিজদা করার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। (অর্থাৎ (সেজদাকারীদের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে) আর এ তিন অবস্থা দ্বারা উজূব প্রমাণিত হয়। আমরের সীগাহ দ্বারা উজূব সাবেত হওয়া তো একেবারে স্পষ্ট। তাছাড়া কাফিরদের বিরোধিতাও ওয়াজিব। আবার নবীদের অনুসরণও ওয়াজিব। অন্যান্য রেওয়ায়ত আসতেছে।

بَاب سَجْدَةِ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ

৬৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ সূরা তানযীলুস-সাজদা-এর সেজদা।

١٠١٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ

সরল অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুক্রবার ফজরের সালাতে.....الم تنزيل السجدة এবং .... هَلْ اتي على الانسان সূরা দুটি তেলাওয়াত করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ مطابقة الحديث للترجمة বাহ্যত তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের কোন মিল খুজে পাওয়া যাচ্ছে না?

জবাব ঃ ১. ইমাম বুখারী রহ. উক্ত হাদীসের অপর একটি সূত্রের প্রতি ইশারা করেছেন। যা তিবরানীতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম ফজরের নামাযে সূরায়ে সেজদা তিলাওয়াত করেন তখন সেজদা করেছিলেন।

২. ইমাম বুখারী রহ. উক্ত সূরার নাম দ্বারা প্রমাণ দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, সূরার নামে সেজদা শব্দটি থাকাটাই এ কথার প্রমাণ বহণ করে যে, যেহেতু সূরাটির নামে সেজদা রয়েছে তাই বাস্তবেও সেজদা করা চাই। সুতরাং হাফেজ ইবনে হাজার আসক্বালানী রহ. লেখেন, "قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ اجْمَعُوا عَلَي السُّجُوْدِ فِيْهَا" অর্থাৎ তাতে সেজদা হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। এতে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন নি।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৬, পেছনে ঃ ১২২, মুসলিম ঃ ১/২৮৮, তিরমিযী ঃ ৬৮, নাসায়ী ঃ ১১১, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৫৩-১৫৪, ইবনে মাজাহ ঃ ৫৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উপরোক্ত বাব দ্বারা সে সব লোকদের মত খন্ডন করা উদ্দেশ্য যারা বলে থাকেন যে, ফরয নামাযসমূহে ইমাম সাহেব সেজদা সম্বলিত সূরা পাঠ করা মাকরুহ।

জমহুর আয়েম্মাহ হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে, সেজদা সম্বলিত সূরা পড়া জায়েয। তবে মাকরুহ নয়।

بَاب سَجْدَةِ ص

৬৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ সূরা সোয়াদ-এর সেজদা।

١٠١٦ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ص لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا

সরল অনুবাদ ঃ সুলায়মান ইবনে হারব ও আবুন-নু'মান রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা সোয়াদ এর সেজদা অত্যাবশ্যক সেজদাসমূহের মধ্যে গণ্য নয়। তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে আমি তা তিলাওয়াতের পর সেজদা করতে দেখেছি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে " وقد رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يسجد فيها " قوله হাদীসাংশ দ্বারা মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৬, সামনে ঃ ১৪৮৬, আবূ দাউদ ঃ ২০০, তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ৭৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, সূরায়ে সোয়াদে সেজদা রয়েছে তা বলা। তবে ইহা ليس من عزائم السجود অর্থাৎ তা আবশ্যিক সেজদা নয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ পেছনে গেছে যে, ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে, সূরা সোয়াদের সেজদা আবশ্যিক নয়। পক্ষান্তরে হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী প্রমূখদের মতে, এতে সেজদা আছে এবং তা ওয়াজিব। আর দলীল এই হাদীসটি যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা করেছেন।

বাকী রইল হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর উক্তির জবাব-

১. প্রথমতঃ যেথায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল বিদ্যমান সেথায় ইবনে আব্বাসের উক্তি ও আমল অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে।

২. হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি "لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ" দ্বারা ফরযিয়্যাত নফী করা উদ্দেশ্য। আর ফরয ও ওয়াজিবের মাঝে বেশ পার্থক্য রয়েছে। আমরাও তো ফরয বলি না। বরং ওয়াজিব বলে থাকি। فلااشكال।

بَاب سَجْدَةِ النَّجْمِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৬৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আন্ নাজমের সেজদা। ইবনে আব্বাস রাযি. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

١٠١٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا

সরল অনুবাদ ঃ হাফস ইবনে উমর রহ. ......আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাযি. থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আন্ নাজম তিলাওয়াত করেন, এরপর সেজদা করেন। তখন উপস্থিত লোকদের এমন কেউ বাকী ছিল না, যে তাঁর সাথে সেজদা করেনি। কিন্তু এক ব্যক্তি এক মুঠো কংকর বা মাটি হাতে নিয়ে কপাল পর্যন্ত তুলে বলল, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। (আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন) পরে আমি এ ব্যক্তিকে দেখেছি যে, সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "قرأ (اي النبي) سُوْرَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا" দ্বারা তরজমাতুল বাবের হাদীসের সাথে মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৬, পেছনে ঃ ১৪৬, সামনে ঃ ৫৪৩, ৫৬৬, ৭২১, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২১৫, আবূ দাউদ ঃ ১৯৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, সূরায়ে নাজমে সেজদা প্রমাণিত করা। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক مفصلات এর সেজদার প্রবক্তা নন। আর সূরায়ে নাজম এই مفصلات এর অন্তর্ভূক্ত। তাই এর দ্বারা তাঁর মতামত খন্ডন হয়ে গেল।

মাযহাবের বিস্তারিত বিবরণ বাব-৬৮৪, হাদীস-১০১৪-এ বর্ণিত হয়েছে। সেথায় দেখা যেতে পারে। বাদবাকী ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী নবম খন্ড কিতাবুত তাফসীর, সূরায়ে নাজমের তাফসীর দ্রষ্টব্য। এছাড়া উক্ত খন্ডের আবওয়াবুস সুজূদ এর প্রথম হাদীস মোতালাআ করলেও উপকৃত হতে পারবে। ইনশাআল্লাহ।

بَاب سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

৬৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের সাথে মুসলিমগণের সেজদা করা আর মুশরিকরা অপবিত্র। তাদের অযূ হয় না। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বিনা অযূতে তিলাওয়াতে সেজদা করেছেন।

١٠١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ

সরল অনুবাদ ঃ মুসাদ্দাদ রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ওয়ান্ নাজম তিলাওয়াতের পর সেজদা করেন এবং তাঁর সঙ্গে সমস্ত মুসলিম, মুশরিক, জ্বিন ও ইনসান সবাই সেজদা করেছিল।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল " وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ " বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৬, সামনে ঃ তাফসীর-৭২১, তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ৭৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর এই বাব দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে-

১. সেজদায়ে তিলাওয়াতে অযূ জরুরী নয়। অযূ ব্যতিত সেজদায়ে তিলাওয়া জায়েয আছে। দলীল হচ্ছে, এখানে মুসলিম ও মুশরিক সবাই সেজদা করেছে। অথচ মুশরিকরা তো নাপাক। তাদের অযূ দুরুস্ত নয়। কেননা,

এরা তো ইবাদতেরও যোগ্য নয়। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তারা অযূ ছাড়া সেজদা করেছিল। তাছাড়া হযরত ইবনে উমর রাযি. অযূ ছাড়া সেজদা করে নিতেন। এটাই আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ প্রমূখের পছন্দনীয় মযহব।

২. (عمده) وَاَجَابَ ابْنُ رَشِيْد بِاَنَّ مَقصُوْدَ الْبُخَارِي تَاكِيْدُ مَشْرُوْعِيَةِ السُّجُوْد অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেজদার দৃঢ়তার বর্ণনা দেয়া। সেজদা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তেলাওয়াতের মজলিসে মুসলিম ও মুশরিক মিলে-মিশে বসলেও সেজদা করতে হবে। আর একেই ইবনে উমরের আছর দ্বারা বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে উমর রাযি. সেজদার প্রতি এতো গুরুত্বারোপ করতেন যে, অনেক সময় অযূ ছাড়াও সেজদা করে নিতেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ " وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَسْجُدُ علي غَيْرِ وُضُوْءٍ" اي في غير الصلوة উক্ত মাসআলায় ইমাম শা'বী ছাড়া অন্য কেউ ইবনে উমরের মতামতের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন নি। ' لِاَنَّ السُّجُوْدَ فِي مَعْنَي الصَّلٰوةِ فَلَايَصِحُّ اِلَّا بِالوُضُوْءِ او بدله بِشُرُوْطِه (قس)। অধিকাংশ নুসখায় ইবনে উমরের আছরের ভাষ্য হলো-' يَسْجُدُ عَلي غَيْرِ وُضُوْء '। কিন্তু উসাইলীর রেওয়ায়তে-' يسجد علي وضوء ' রয়েছে। অর্থাৎ غير শব্দটি নেই। এতে ইবনে উমরের মতামত জমহুরের অভিমতনুযায়ী হয়ে যায়। তবে আসল কথা হচ্ছে, " علي غير وضوء " ওয়ালা নুসখা অগ্রগণ্য। কারণ অধিকাংশ নুসখায় এরূপই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আল্লামা কাসতালানী রহ. বলেন, "وَالاَولي ثُبُوْتُهَا لِاِنْطِبَاق تَبْوِيْبِ المُصَنِّف وَاِسْتِدْلَالِه عَلَيْهِ (قس)"

ইবনে আবী শায়বার রেওয়ায়ত দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, হযরত ইবনে উমর রাযি. স্বীয় সওয়ারী থেকে নেমে পেশাব করতেন। অত:পর সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করে অযূ ছাড়া সেজদা করে নিতেন।

প্রশ্ন ঃ মুশরিকরা কেন সেজদা করলো? এ প্রশ্নের বিশদ উত্তরের জন্য নাসরুল বারী নবম খন্ড-কিতাবুত তাফসীর-৬৩৩ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

بَاب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ

৬৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ যিনি সেজদার আয়াত তিলাওয়াত করলেন। অথচ সেজদা করলেন না।

١٠١٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جعفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا

সরল অনুবাদ ঃ সুলায়মান ইবনে দাউদ আবূ রাবী' রহ. ......যায়দ ইবনে সাবিত রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ওয়ান-নাজম তিলাওয়াত করেন অথচ এতে সেজদা করেন নি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে " قَرَاَ عَلي النَّبي صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قوله "وَالنَّجم فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا হাদীসাংশ দ্বারা মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৬, আবার ঃ ১৪৬, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২১৫, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৯৯, তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ৭৫।

১০২০ – حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا

সরল অনুবাদ ঃ আদম ইবনে আবূ ইয়াস রহ. ......যায়দ ইবনে সাবিত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে সূরা ওয়ান-নাজম তিলাওয়াত করলাম। কিন্তু তিনি এতে সিজদা করেন নি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قَرَأْتُ عَلَي النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالنَّجْم فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৬, পেছনে ঃ ১৪৬, বাকীর জন্য পূর্বের হাদীস দেখা যেতে পারে।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, ১. তাৎক্ষণিক সেজদা করা ওয়াজিব নয়। জমহুর এ মতেরই প্রবক্তা। ২. বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য সে সব লোকদের মত খন্ডন করা যারা مفصلات এর সেজদাসমূহকে অস্বীকার করেন। কেননা, আগের বাবে হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়ত বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরায়ে নাজমে সেজদা করেছেন। এখন বাকী রইল উক্ত রেওয়ায়তে যে বলা হয়েছে 'সেজদা করেন নি' এর মানে হলো, সাথে সাথে সেজদা করেন নি। এর দ্বারা একেবারেই সেজদা করেন নি তা প্রমাণিত হয় না। অন্যথায় রেওয়ায়তসমূহের মাঝে দ্বন্দ্ব আবশ্যক হয়ে যাবে।

بَاب سَجْدَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

৬৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ সূরা 'ইযাস সামাউন শাক্কাত' এর সেজদা।

১০২১ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ بِهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ قَالَ لَوْ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ لَمْ أَسْجُدْ

সরল অনুবাদ ঃ মুসলিম ও মু'আয ইবনে ফাযালা রহ. ......আবূ সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবূ হুরায়রা রাযি.-কে দেখলাম, তিনি اذا السماء انشقت সূরা তিলাওয়াত করলেন এবং সেজদা করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ হুরায়রা! আমি কি আপনাকে সেজদা করতে দেখিনি? তিনি বললেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সেজদা করতে না দেখলে সেজদা করতাম না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে "قوله "قَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ بِهَا الخ হাদীসাংশ দ্বারা মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৬, পেছনে ঃ ১০৫, ১০৬, সামনে ঃ ১৪৭, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২১৫, আবূ দাউদ ঃ ১৯৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তাদের মত খন্ডন করা যারা مفصلات এর সেজদাসমূহকে অস্বীকার করেন। যথা মালেকীমতাবলম্বী প্রমূখগণ। ইমাম বুখারী রহ. এর দ্বারা জমহুরের মতামতকে সুদৃঢ় করতে চাচ্ছেন।

بَاب مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِتَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ وَهُوَ غُلَامٌ فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَقَالَ اسْجُدْ فَإِنَّكَ إِمَامُنَا فِيهَا

৬৯০. পরিচ্ছেদ ঃ তিলাওয়াতকারীর সেজদার কারণে সেজদা করা। তামীম ইবনে হাযলাম নামক এক বালক সেজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে ইবনে মাসউদ রাযি. তাঁকে (সেজদা করতে আদেশ করে) বলেন, এ ব্যাপারে তুমিই আমাদের ইমাম।

١٠٢٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ

সরল অনুবাদ ঃ মুসাদ্দাদ রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদের সামনে এমন এক সূরা তিলাওয়াত করলেন, যাতে সেজদার আয়াত রয়েছে। তাই তিনি সেজদা করলেন এবং আমরাও সেজদা করলাম। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, আমাদের কেউ কেউ কপাল রাখার জায়গা পাচ্ছিলেন না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে। অর্থাৎ কাওমের সেজদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেজদার কারণে ছিল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৬, সামনে ঃ ১৪৬, ১৪৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, শ্রোতারা তখন সেজদা করবে যখন তেলাওয়াতকারী সেজদা করবে। যেন উক্ত সেজদায় শ্রবণকারী মুক্তাদী এবং পাঠক হচ্ছেন ইমাম। এটাই হাম্বলীদের মযহব। এছাড়া তাদের নিকট স্বইচ্ছায় শোনা শর্ত। বুঝা গেল এই মাসআলায় ইমাম বুখারী রহ. হাম্বলীদের অভিমতের প্রতি নিজ সমর্থনের জানান দিচ্ছেন। এদিকে হানাফীদের মতে, শ্রোতা এবং তেলাওয়াতকারী উভয়ের আলাদাভাবে সেজদা করা ওয়াজিব।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَجِبُ عَلَى الْقَارِيْ وَالسَّامِعِ وَالْمُسْتَمِعِ (عمده)

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী রহ. প্রায় একই মন্তব্য করেন যে, উপরোক্ত মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ-

فَعِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَجِبُ عَلَى السَّامِعِ سَوَاءٌ سَجَدَ الْقَارِيْ اَمْ لَا وَسَوَاءٌ يَصْغِيْ اِلَيْهِ قَصْدًا اَوْ وَقَعَ فِيْ اُذُنِهٖ اتِّفَاقًا (شرح تراجم ابواب)

بَاب ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ السَّجْدَةَ

৬৯১. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম যখন সেজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন তখন লোকের ভীড়।

١٠٢٣ – حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ

সরল অনুবাদ ঃ বিশর ইবনে আদম রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদার আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং আমরা তাঁর নিকট থাকতাম, তখন তিনি সেজদা করতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সেজদা করতাম। এতে এত ভীড় হতো যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সেজদা করার জন্য কপাল রাখার জায়গা পেত না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল " هذا طريق اخر في الحديث المذكور في الباب السابق" এর দ্বারা। অথবা মুতাবকতের জন্য فيسجد ونسجد فنزدحم الخ বলা যেতে পারে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৬, পেছনে ঃ ১৪৬, সামনে ঃ ১৪৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা সেজদার গুরুত্ব বর্ণনা করতে চেয়েছেন। যতই মানুষের ভীড় থাকুক না কেন সেজদা অবশ্যই করতে হবে। ভীড়ের কারণে সেজদা পরিহার করা যাবে না।

بَاب مَنْ رَأَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبْ السُّجُودَ

وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا كَأَنَّهُ لَا يُوجِبُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ سَلْمَانُ مَا لِهَذَا غَدَوْنَا وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَهَا وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ فَاسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لَا يَسْجُدُ لِسُجُودِ الْقَاصِّ

৬৯২. পরিচ্ছেদ ঃ যারা অভিমত প্রকাশ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তিলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব করেন নি। ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি সেজদার আয়াত শুনল কিন্তু এর জন্য সে বসেনি (তার কি সেজদা দিতে হবে?) তিনি বললেন, তুমি কি মনে করো সে যদি তা শোনার জন্য বসতো (তাহলে কি) তাকে সেজদা করতে হতো? (বুখারী রহ. বলেন,) যেন তিনি তার জন্য সেজদা ওয়াজিব মনে করেন না। সালমান (ফারসী রাযি.) বলেছেন, আমরা এ জন্য (সেজদার আয়াত শোনার জন্য) আসি

নি। উসমান (ইবনে আফফান) রাযি. বলেছেন, যে মনোযোগসহ সেজদার আয়াত শোনে শুধু তার উপর সেজদা ওয়াজিব। যুহরী রহ. বলেছেন, পবিত্র অবস্থা ছাড়া সেজদা করবে না। যদি তুমি আবাসে থেকে সেজদা করো, তবে কিবলামুখী হবে। যদি তুমি সাওয়ার অবস্থায় হও, তবে যে দিকেই তোমার মুখ হোক না কেন, তাতে তোমার কোন দোষ নেই। আর সায়িব ইবনে ইয়াযীদ রহ. বক্তার বক্তৃতায় সেজদার আয়াত শোনে সেজদা করতেন না।

١٠٢٤ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَادَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ

সরল অনুবাদ ঃ ইবরাহীম ইবনে মূসা রহ. ......উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি এক জুমু'আর দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে সূরা নাহল তিলাওয়াত করেন। এতে যখন সিজদার আয়াত এলো, তখন তিনি মিম্বর থেকে নেমে সেজদা করলেন এবং লোকেরাও সেজদা করলো। এভাবে যখন পরবর্তী জুমু'আ এলো, তখন তিনি সে সূরা পাঠ করেন। এতে যখন সেজদার আয়াত এলো, তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল! আমরা যখন সেজদার আয়াত তিলাওয়াত করি, তখন যে সেজদা করবে সে ঠিকই করবে, যে সেজদা করবে না তার কোন গোনাহ নেই। তার বর্ণনায় (বর্ণনাকারী বলেন) আর উমর রাযি. সেজদা করেন নি। নাফি' রহ. ইবনে উমর রাযি. থেকে আরো বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সেজদা ফরয করেন নি, তবে আমরা ইচ্ছা করলে সেজদা করতে পারি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবরে সাথে অসম্পূর্ণ মিল রয়েছে। কেননা, তাতে "نَزَلَ فَسَجَدَ" রয়েছে। فهذا يدُلُّ علي انه كَانَ يَرَي السَّجْدَةَ مُطلقا سَوَاءٌ كَانَ عَلي سَبِيلِ الوُجُوبِ او السُّنِّيَةِ (عمده)।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৬-১৪৭, হাদীসটি ইমাম বুখারী একক রেওয়ায়ত করেছেন। (উমদাতুল ক্বারী)

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, সেজদায়ে তিলাওয়াতের গুরুত্ব প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তা ওয়াজিব নয়। ইহাই জমহুর তথা অধিকাংশ ফকীহদের রায়। পক্ষান্তরে হানাফীদের মতে, ওয়াজিব।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখিত আছরসমূহ দ্বারা সাধারণভাবে সেজদা ওয়াজিব নয় এ কথা সাবেত হয় না। তবে এতটুকু প্রতীয়মান হয় যে, তাৎক্ষণিক সেজদা করা ওয়াজিব নয়।

قِيْلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الخ ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলেন, ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. এর 'اَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا ' বলা এ কথার প্রতি ইঙ্গিতবহ হচ্ছে যে, সেজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়।

জবাব ঃ খোদ ইমাম বুখারী রহ. এ ব্যাপারে সন্দিহান। অন্যথায় তিনি পরিস্কার ভাষায় বলতেন যে, সেজদা ওয়াজিব নয়। তিনি বলতেছেন, 'كانه يوجبه ' এর দ্বারা বোধগম্য হয়, তিনি সন্দেহবশতঃ ফায়সালা দিচ্ছেন। এর কারণ হল, সম্ভবত: তাৎক্ষণিক ওয়াজিব নয়। অথবা পবিত্রতার উযর থাকলে ওয়াজিব নয়।

قَالَ سَلْمَانُ ঃ এই আছরের সারমর্ম হলো, সেচ্ছায় শুনলে সেজদা ওয়াজিব। নতুবা ওয়াজিব নয়। এর দ্বারা মুতলাকভাবে উজূবের নফী হয় না।

মোদ্দাকথা অধিকাংশ ফকীহদের মতে, সেজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়। বরং সুন্নত। ইমাম বুখারী রহ. এর মসলক এটিই। তবে আহনাফের মতে, ওয়াজিব। যেহেতু ওয়াজিব পরিভাষাটি হানাফীগণ ব্যবহার করে থাকেন সেহেতু বাকী সবাই সুন্নত বলেছেন।

আহনাফের সবচেয়ে বড় দলীল হলো, কুরআন শরীফে সুস্পষ্টভাবে সেজদার হুকুম বিদ্যমান আছে। যারা সেজদা করে না তাদেরকে অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন কুরআন শরীফের আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা সেজদা করে না। আর যারা আয়াত শুনে সেজদা করে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে।

উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা সেজদার উজূব সাবেত হয়। ২. যারা ওয়াজিব নয় বলেছেন, হয়তো উজূব অর্থ ফরয এর নফী করেছেন। অথচ হানাফীগণ তো ফরয বলেন না। ফরয এবং ওয়াজিব এর মাঝে তো আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আর হাদীসাংশ 'وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا اثم عليه ' এর-ও জবাব 'مَنْ لَمْ يَسْجُدْ عَلَي الفَوْرِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ' জেনে নিলেন।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ الخ ঃ এর এক মতলব এ-ও হতে পারে যে, ১. সেজদায়ে তিলাওয়াত তখন ওয়াজিব হবে যখন আয়াতে সেজদা তিলাওয়াত করবে। আর আয়াতে সেজদার তিলাওয়াত আমাদের ইচ্ছাধীন। চাইলে তিলাওয়াত করবো। না হলে নয়। এরকম নয় যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর ফরয করেছেন যে, আয়াতে সেজদা অবশ্য তিলাওয়াত করতেই হবে এবং এরপর সেজদা দিতে হবে। আয়াতে সেজদা তিলাওয়াত না করলে গোনাহগার হবো।

২. এর দ্বারা ফরযিয়্যাতের নফী হচ্ছে। আর আমরা তো ফরযিয়্যাতের প্রবক্তা নয়।

بَاب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا

৬৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযে সেজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সেজদা করা।

١٠٢٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ

সরল অনুবাদ ঃ মুসাদ্দাদ রহ. ......আবূ রাফি' রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আবূ হুরায়রা রাযি. এর সাথে ইশার নামায আদায় করেছিলাম। তিনি নামাযে 'اذا السماء انشقت ' সূরা তিলাওয়াত করে সেজদা করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কী? তিনি বললেন, এই সূরা তিলাওয়াতের সময় আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে আমি এ সেজদা করেছিলাম। তাই তাঁর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে আমি সেজদা করতে থাকবো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য " فقرا إذا السماء انشقت فسجد الخ" قوله বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৭, পেছনে ঃ ১০৫, ১০৬, ১৪৬, তাছাড়া আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৯৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. মালেকীদের মতামত খন্ডন করতে চাচ্ছেন। কেননা, তাঁরা নামাযে এমন সূরা পড়া মকরূহ মনে করেন যাতে সেজদার আয়াত রয়েছে। পক্ষান্তরে জমহুরের মতে, এরকম সূরা পাঠ করা জায়েয আছে। তবে মকরূহ নয়।

بَاب مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ الزِّحَامِ

৬৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ ভীড়ের কারণে সেজদা দিতে জায়গা না পেলে।

١٠٢٦ – حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ

সরল অনুবাদ ঃ সাদাকা রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এমন সূরা তিলাওয়াত করতেন যাতে সেজদা রয়েছে, তখন তিনি সেজদা করতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সেজদা করতাম। এমন কি (ভীড়ের কারণে) আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কপাল রাখার জায়গা পেত না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "وَنَسْجُدُ حَتَّي مَا يَجِدُ اَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৭, পেছনে ঃ ১৪৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এখানে সুস্পষ্ট কোন বিধান বর্ণনা করেন নি যে, ভীড়ের কারণে কপাল রাখার জায়গা না থাকলে কি করবে?

হয়তো ইমাম বুখারী রহ. ঐ সনদের দিকে ইশারা করেছেন যাকে ইমাম তিবরানী রহ. মুস'আব ইবনে সাবিত হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি নাফে' থেকে। যাতে "এমনকি সে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের পিঠে সেজদা করে নেবে" বাক্যটি রয়েছে। এটাই জমহুরের মযহব যে, ভীড় থাকলে একে অপরের পিঠে সেজদা করবে। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক রহ. বলেন, "إِنْ سَجَدَ عَلَي ظَهْرِ اَخِيْهِ يُعِيْدُ الصَّلٰوةَ" অর্থাৎ একে অন্যের পিঠে সেজদা করলে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। তাই নামায দোহরাতে হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بسم الله الرحمن الرحيم

أَبْوَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاة

সালাতে কসর করা

بَاب مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ

৬৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ কসর সম্পর্কে বর্ণনা এবং কতদিন অবস্থান পর্যন্ত কসর করবে।

١٠٢٧ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ اَقَامَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ اذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَانْ زِدْنَا اَتْمَمْنَا ـ

সরল অনুবাদ ঃ মূসা ইবনে ইসমায়ীল রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং নামায কসর করেন। কাজেই (কোথাও) আমরা উনিশ দিনের সফরে থাকলে কসর করি এবং এর চাইতে বেশী হলে পুরোপুরি নামায আদায় করি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "اَقَامَ النَّبِي صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৭, সামনে ঃ বুখারী ছানী ঃ ৬১৫।

١٠٢٨- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قُلْتُ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا

সরল অনুবাদ ঃ আবূ মা'মার রহ. ......আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মক্কা থেকে মদীনায় গমণ করি, আমরা মদীনা ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি দু'রাক'আত, দু'রাকা'আত নামায আদায় করেছেন। (রাবী বলেন) আমি (আনাস রাযি. কে বললাম) আপনারা মক্কায় কত দিন ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা সেখানে দশ দিন ছিলাম।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فَكَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ الخ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবে সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৭, সামনে ঃ মাগাযী-৬১৫, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৪৩, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৭৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, قصر كميت কে বাতলে দেয়া। অর্থাৎ ফরয নামায তথা যুহর, আছর এবং ইশায় চার রাকাআত ফরযের স্থলে দু'রাকাআত পড়বে। এর দলীল কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াত-

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ الخ - (سورة النساء ايت ١٠١)

অর্থাৎ যখন তোমরা যমীনে সফর করবে তখন নামাযে কসর করাতে কোন দোষ নেই। (এভাবে যে, চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয নামায যুহর, আছর ও ইশায় দুরাকআত কমিয়ে দেবে এবং শুধু দুরাকাআত পড়বে। যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে।)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আমাদের মতে, কসরের জন্য কমপক্ষে তিন মারহালা অতিক্রম করা জরুরী। এর চেয়ে কম অতিবাহিত হলে কসর জায়েয হবে না। যখন এই বিধান অবতীর্ণ হলো, তখন কাফিরদের পক্ষ থেকে মুসলমানরা নির্যাতিত হওয়ার ভীতি ছিল। এই ভীতি চলে যাওয়ার পরও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে চার রাকআতের স্থলে দু'রাকাআত পড়তে থাকেন। আর সাহাবায়ে কেরামদেরকেও কসর করার নির্দেশ দেন। এখন সফরে সর্বদা কসর করার বিধান, ভয় থাকুক বা নাই থাকুক, এটি তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ। কৃতজ্ঞতাবশত: তা গ্রহণ করা আবশ্যক। যেমন হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে।

বাকী অন্যান্য আলোচনা যেমন সফর অবস্থায় কসর করা عزيمت না رخصت ? কসরের সময় ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী অষ্টম খন্ড অর্থাৎ কিতাবুল মাগাযী ৩৫৬ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

بَاب الصَّلَاة بِمِنًى

৬৯৭.পরিচ্ছেদঃ মিনায় নামায।

١٠٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا

সরল অনুবাদ ঃ মুসাদ্দাদ রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর এবং উমার রাযি. এর সাথে মিনায় দু'রাকাআত নামায আদায় করেছি। উসমান রাযি. এর সাথে তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে দু'রাকাআত আদায় করেছি। এরপর তিনি পূর্ণ নামায আদায় করতে লাগলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَي رَكْعَتَيْنِ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৭, সামনে মানাসিক ঃ ২২৫, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৪৩।

١٠٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنَ مَا كَانَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ

সরল অনুবাদ ঃ আবূ ওয়ালীদ রহ. ......হারিসা ইবনে ওয়াহাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাপদ অবস্থায় আমাদেরকে নিয়ে মিনায় দু'রাকাআত নামায আদায় করেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ امن ঃ

امن بمدّ الهمزة وفتحات افعلُ تفضيل من الأمن ضدُّ الخوف . وكلمة ما مصدرية معناه الجمع لأن ما أضيف إليه التفضيل يكون جمعا (قس)

অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে মিনায় নামায পড়েছেন। এমতাবস্থায় যে, আমরা সব ধরণের ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ ছিলাম।

আয়াতে কারীমায় "إن خفتم أن يفتنكم الخ " এর শর্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, সফরের নামাযে কসরের অনুমতির জন্য শর্ত হলো, শত্রু-ভীতি থাকা। তবে উক্ত হাদীসে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কসরের জন্য শত্রু-ভীতি শর্ত নয়। আয়াতে কেবল তখন যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। যেরূপ আল্লামা সুয়ূতী রহ. বলেন, "بيانٌ للواقع إذ ذاك فلا مفهوم له " (জালালাইন)

সুতরাং সকল আয়েম্মা ও উলামায়ে আহলে সুন্নত এ ব্যাপারে একমত যে, ইহা শর্ত হিসেবে উল্লেখিত হয় নি যে, শুধুমাত্র ভীতিবস্থায় কসর করা যাবে। বরং উক্ত বাক্যে কেবল আয়াতের অবতরণকালের ঘটনাটির বিবরণ দেয়া হয়েছে মাত্র। অন্যথায় নামাযে কসর করার হুকুম যে কোন সফরের জন্য। চাই ভীতি থাকুক বা নাই থাকুক।
والخوف شرط جواز القصر عند الخوارج بظاهر النص وعند الجمهور ليس بشرط (مدارك)

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "صلي بنا النبيُّ صلي الله عليه وسلم بمني ركعتين" দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৭, সামনে হজ্জ ঃ ২২৫, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৪৩, আবূ দাউদ কিতাবুল হজ্জ, তিরমিযী ও নাসায়ীও।

١٠٣١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد بْنُ زِيَاد عَنْ الْأَعْمَش قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَات فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ

সরল অনুবাদ ঃ কুতাইবা রহ. ......ইবরাহীম রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ রহ. কে বলতে শুনেছি, উসমান ইবনে আফফান রাযি. আমাদেরকে নিয়ে মিনায় চার রাকা'আত নামায আদায় করেছেন। এরপর এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কে বলা হলো, তিনি প্রথমে 'ইন্না লিল্লাহ' পড়লেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মিনায় দু'রাকা'আত পড়েছি,

হযরত আবূ বকর রাযি. এর সঙ্গে মিনায় দু'রাকআত পড়েছি এবং উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর সাথে মিনায় দু'রাকা'আত পড়েছি। কতই না ভাল হতো যদি চার রাকা'আতের বদলা দু'রাকা'আত মাকবূল নামায হতো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ মতলব হলো হযরত উছমান রাযি. চার রাকআত পড়েছেন শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বেশ আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবূ বকর ও উমর রাযি. এর এই আমল ছিল যে, তাঁরা মিনায় কসর করতেন। হযরত উছমান রাযি.ও তাঁর রাজত্বের সূচনাকালে কসর করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে চার রাকআত আদায় করায় হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।

এর দ্বারা বোধগম্য হয়, সুন্নতনুযায়ী যৎসামান্য ইবাদতও সুন্নতহীন অত্যধিক ইবাদতের চেয়ে উত্তম ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمِنِي" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৭, সামনে ঃ হজ্জ ঃ ২২৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে সুস্পষ্ট কোন বিধান বর্ণনা করেন নি। তবে বাবের অধীনে রেওয়াতগুলো দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য বুঝা যাচ্ছে, মিনায় সবাই কসর করবে। চাই হজ্জের সফর হোক বা উমরার সফর হোক। ভীতসন্ত্রস্ত থাকুক বা নিরাপদ থাকুক।

بَاب كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِه

৬৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে কত দিন অবস্থান করেছিলেন?

١٠٣٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ تَابَعَهُ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ

সরল অনুবাদ ঃ মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ (যিল হাজ্জের) চতুর্থ তারিখ সকালে (মক্কায়) আগমণ করেন এবং তাঁরা হজ্জের জন্য তালবীয়া পাঠ করতে থাকেন। তারপর তিনি তাঁদের হজ্জকে উমরায় রূপান্তরিত করার নির্দেশ দিলেন। তবে যাঁদের সাথে কুরবানীর জানোয়ার ছিল তাঁরা এ নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত নন। হাদীস বর্ণনায় আতা রহ. আবুল আলিয়াহ রহ. এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের শিরোণামের সাথে মিল " قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاَصْحَابُه لِصُبْحِ رَابِعَةٍ " قوله তে। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার যিল হজ্জ মক্কা মুকাররামায় পৌছেন। এদিকে হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায়, যিল হজ্জ মাসের চৌদ্দ তারীখ মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এতে প্রতীয়মান হয় মোট দশ দিন কিয়াম করেছেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৭, সামনে হজ্জ্ব ঃ ২১২, ৩২০, ৫৪০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় মক্কা ও এর আশপাশ অর্থাৎ মিনা, আরাফাহ এবং মুযদালিফায় দশ দিন অবস্থান করেছেন। যেমন হযরত আনাস রাযি. কর্তৃক রেওয়ায়তে গেছে- " اقمنا بها عشرا "اي اقمنا بمكة عشرا

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী "باب حجة الوداع " ৪৭২ নং পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আরো বিশদ বিবরণ কিতাবুল হজ্জে আসবে। ইনশাআল্লাহ।

সারকথা হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশম হিজরী যীকা'দাহ মাসের ২৬ তারীখ শনিবার দিন মদীনা মুনাওয়ারা থেকে যুহরের নামায আদায় করে বের হয়েছিলেন। যুলহুলাইফা গিয়ে আসরের নামায দু'রাকাআত পড়েছেন। যেমন হযরত আনাস রাযি. এর রেওয়ায়ত "وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ " ১৪৮ নং পৃষ্ঠায় আসতেছে। অর্থাৎ তিনি কসর করেছেন। আর যিলহজ্জ্ব মাসের চার তারীখ সকালে মক্কা মুয়াযযামায় পৌছেন। আর আট যিলহজ্জ্ব বৃহস্পতিবার মিনায় তাশরীফ আনয়ন করেন। আর নয় যিলহজ্ব শুক্রবার আরাফার ময়দানে গমণ করেন। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর মুযদালিফায় তাশরীফ নিলেন। এখানে তিনি মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেছেন। অর্থাৎ جَمْع بَيْنَ الصَّلٰوةِ করেছেন। সারা রাত মুযদালিফায় অবস্থান করে ফজরের নামাযের পর মুযদালিফা থেকে রওয়ানা দিয়ে মিনায় পৌছে জমারাতুল আকাবায় কাঙ্কর নিক্ষেপ করেন। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার আগে মক্কা মুয়াযযামায় তাশরীফ নিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত করেন। এরপর মিনায় ফিরে এসে এগারো, বারো যিলহজ্জ্ব বৃহস্পতিবার কাঙ্কর নিক্ষেপের কাজ সম্পন্ন করেন। অতঃপর তের যিলহজ্জ্ব যাওয়ালের পূর্বে কাঙ্কর মেরে যুহরের সময় মক্কা মুকাররামায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন।

"فَامَرَهُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً " ঃ হুজ্জাতুল বিদায়ের সময় সাহাবায়ে কেরাম রাযি. হজ্জের ইহরাম বেধে মক্কায় তাশরীফ নিলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ্বকে উমরা দ্বারা বদলে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

জমহুর উলামাদের মতে, মীকাত হতে হজ্জের ইহরাম বেধে তাকে উমরায় রুপান্তর করা জায়েয নয়। কেবল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও দঊদ যাহেরী রহ. এর মতে, বৈধ। তাঁরা উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন।

জবাব ঃ জমুহুর তাদের উত্তরে বলেন, ইহা কেবল সে সকল সাহাবায়ে কেরামের সাথে নির্দিষ্ট যারা হুজ্জাতুল বিদায় শরীক ছিলেন। আল্লামা কাসতালানী রহ. বলেন, " وَفَسْخُ الْحَجِّ خَاصٌّ بِالصَّحَابَةِ الَّذِيْ حَجُّوْا مَعَه عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كَمَا رواه ابوداود . وابن ماجة . (ارشاد الساري)

بَاب فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا

৬৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ কত দিনের সফরে নামায কসর করবে। এক দিন ও এক রাতের সফরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস রাযি. চার 'বুরদ' অর্থাৎ ষোল ফারসাখ দূরত্বে কসর করতেন এবং রোযা পালন করতেন না।

١٠٣٣ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

সরল অনুবাদ ঃ ইসহাক ইবনে ইবরাহীম রহ. .... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মহিলাই যেন মাহরাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে তিন দিনের সফর না করে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ বাহ্যত হাদীসটির তরজমাতুল বাবের সাথে কোন সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে না। তরজমাতুল বাব হচ্ছে, كَمْ يَقْصُرُ الخ । এখানে 'كم' হলো, استفهاميه । কতটুকু দূরত্বে নামায কসর করতে হবে?

ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবের প্রথম অংশ দ্বারা হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের দিকে ইশারা করেছেন। যা এই বাবের শেষ হাদীস। যাতে বলা হয়েছে, 'যে মহিলা আল্লাহ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোন মাহরাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে এক দিন ও এক রাতের পথ সফর করা জায়িয নয়।' আর এই প্রথম রেওয়ায়তে আছে, 'কোন মহিলাই যেন মাহরাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে তিন দিনের সফর না করে।' উভয় হাদীসের মাঝে দ্বন্দ্বের নিরসন সামনে আসবে। ইনশাআল্লাহ। এখানে বুঝা দরকার যে, হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে কিভাবে মিল হলো?

জবাব ঃ শিরোণামের সাথে মিল "لاتُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ" তে। ইমাম বুখারী রহ. বেশ মতপার্থক্য হেতু তরজমাকে অস্পষ্ট রেখেছেন। কিন্তু হাদীস এনে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, শরয়ী সফর কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত দ্বারা সংঘটিত হবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, তিন দিন বা এর চেয়ে অত্যধিক দূরত্বে সফরের নিয়ত করলে কসর করবে। এর চেয়ে কম দূরত্বে সফরের ইচ্ছা করলে কসর করবে না।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৭।

١٠٣٤ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সরল অনুবাদ ঃ মুসাদ্দাদ রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মহিলার সাথে কোন মাহরাম পুরুষ না থাকলে, সে যেন তিন দিনের সফর না করে। আহমাদ রহ. ....ইবনে উমর রাযি. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনায় উবাইদুল্লাহ রহ. এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল? ইহা ইবনে উমর রাযি. এর হাদীসের অন্য একটি সূত্র।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৭, পেছনে ঃ ১৪৭।

١٠٣٥ – حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

সরল অনুবাদ ঃ আদম রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোন মাহরাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে এক দিন ও এক রাতের পথ সফর করা জায়িয নয়। ইয়াহইয়া আবূ কাসীর সুহাইল ও মালিক রহ. ......হাদীস বর্ণনায় ইবনে আবূ যিব রহ.-এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা ঃ "مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ উপরোক্ত বাবে চরম ও পরম মতবিরোধ থাকায় ইমাম বুখারী রহ. পরিস্কার কোন বিধান উল্লেখ করেন নি।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ কত দিন একামতের নিয়্যত করলে কসর বাতিল হবে?

১. ইমাম আবূ হানীফা, সুফিয়ান ছাওরী ও লায়েছ ইবনে সা'দ প্রমূখদের মতে, মুসাফির পনের দিন (বা ততোধিক) অবস্থানের নিয়্যত করলে সে মুকীমের হুকুমভূক্ত হবে এবং পূর্ণ নামায পড়বে।

২. ইমাম মালেক ও শাফেয়ী রহ. বলেন, প্রবেশের দিন ও বের হওয়ার দিন ছাড়া চার দিন একামতের নিয়্যত করা যথেষ্ট। অর্থাৎ পূর্ণ নামায আদায় করবে।

৩. ইমাম আহমদের নিকট, চার দিনের অতিরিক্ত অবস্থানের নিয়্যত করতে হবে। অর্থাৎ একুশ ওয়াক্ত নামায পর্যন্ত কিয়াম করার নিয়্যত করলে পূর্ণ নামায পড়বে।

বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ আলোচনার জন্য নাসরুল বারী অষ্টম খন্ড অর্থাৎ কিতাবুল মাগাযী ৩৬০ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

بَاب يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَخَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتَ فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ هَذِهِ الْكُوفَةُ قَالَ لَا حَتَّى نَدْخُلَهَا

৭০০. পরিচ্ছেদ ঃ যখন নিজ আবাসস্থল থেকে বের হবে তখন থেকেই কসর করবে। আলী রাযি. বের হওয়ার পরই কসর করলেন। অথচ তাঁকে বলা হলো, এ তো কূফা। তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত কূফায় প্রবেশ না করি।

١٠٣٦ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

সরল অনুবাদ ঃ আবূ নু'আইম রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মদীনায় যুহরের নামায চার রাক'আত আদায় করেছি এবং যুল-হুলাইফায় আসরের নামায দু'রাকা'আত আদায় করেছি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে "قوله "والعصر بذي الحليفة ركعتين হাদীসাংশ দ্বারা সামঞ্জস্য হয়েছে। কেননা, উক্ত হাদীসে হযরত আনাস রাযি. বলতেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহুলাইফায় কসর করেছেন। অথচ যুলহুলাইফা মাদীনা হতে ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত। বলাবাহুল্য, মুসাফির নিজ বস্তী এবং গ্রাম থেকে বের হয়ে পড়লে কসর আদায় করতে হবে। তখন পূর্ণ নামায পড়া জায়েয নয়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৮, সামনে হজ্ব ঃ ২০৯, ২১০, আবার ঃ ২১০, ২৩১, আবার ঃ ২৩১, জিহাদ ঃ ৪১৪, ৪১৯, তাছাড়া মুসলিম রহ. সাঈদ ইবনে মানসূর হতে বর্ণনা করেছেন ঃ ২৪২, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৭০।

١٠٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ قَالَ تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম অবস্থায় নামায দু'রাকাআত করে ফরয করা হয়। তারপর সফরে নামায সেভাবেই স্থায়ী থাকে এবং মুকীম অবস্থায় নামায পূর্ণ (চার রাকআত) করা হয়েছে। যুহরী রহ. বলেন, আমি উরওয়া রহ. কে জিজ্ঞেস করলাম, (মিনায়) আয়িশা রাযি. কেন নামায পূর্ণ আদায় করতেন? তিনি বললেন, উসমান রাযি. যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন, আয়িশা রাযি. তা গ্রহণ করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله "فأقرت صلوة السفر দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়। এই হাদীসের বাবের সাথে সামঞ্জস্যবিধান কিছু দুরহ ব্যাপার যে, 'সফর' শব্দকে 'মুসাফির' এর উপর প্রযোজ্য করতে হচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে, মুসাফির ঐ ব্যক্তিকে বলে যে স্বীয় গ্রাম থেকে বের হয়েছে। তো সে মুসাফির ব্যক্তি শর্ত বিদ্যমান থাকায় কসর করতে হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৮, পেছনে ঃ ৫১, সামনে ঃ ৫৬০, তাছাড়া মুসলিম ঃ ২৪১।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর এই বাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ১. জমহুরের মতামতের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা। আয়েম্মায়ে আরবায়া এবং জমহুর ফুকাহাদের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, যখন শহর থেকে বেরিয়ে পড়বে তখন কসর করবে। যেরুপ তরজমাতুল বাব দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। ২. ঐ সকল লোকদের মত খন্ডন করা উদ্দেশ্য যাদের নিকট সফরের দৃঢ় ইচ্ছাপোষণ করলেই মুসাফির বলে ধর্তব্য হবে। চাই এক, দু'দিন পর সফর শুরু করুক।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ "تأولت ما تأول عثمان" ঃ এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়-

১. কেউ কেউ বলেন, হযরত উছমান রাযি. আমীর ছিলেন। আর আমীর যেখানেই অবস্থান করেন সেটিই তাঁর আবাসস্থল বলে ধর্তব্য হয়। বিধায় হযরত উছমান রাযি. পূর্ণ নামায আদায় করেছেন।

২. আবার কেহ কেহ বলেন, হযরত উছমান সেথায় যমীন ক্রয় করেছিলেন।

৩. কারো কারো মতে, হযরত উছমান রাযি. একামতের নিয়্যত করেছিলেন।

৪. তিনি সেখানে বিবাহ করেছিলেন ইত্যাদি।

ইমাম নববী রহ. বলেন,

إختلف العلماء في تاويلهما فالصحيح الذي عليه المحققون انهما (اي عثمان و عائشة) رايا القصر جائزا والاتمام جائزا فاخذ باحد الجائزين وهو الاتمام (شرح نووي صـ ٢٤١)

অর্থাৎ তাদের মতে, কসর হলো, رخصت । অতএব কসর করা এবং পূর্ণ করা উভয়ই জায়েয। তাই দু'জায়েয বিষয় হতে একটির উপর আমল করেছেন। এটাই ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মযহব যে, সফরে কসর করা না করা উভয়ই বৈধ। তবে আহনাফের মতে, সফর অবস্থায় কসর করা ওয়াজিব।

بَاب يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ

৭০১. পরিচ্ছেদ ঃ সফরে মাগরিবের নামায তিন রাকা'আত আদায় করা।

١٠٣٨ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ قَالَ سَالِمٌ وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةَ فَقَالَ سِرْ فَقُلْتُ الصَّلَاةَ فَقَالَ سِرْ حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ

সরল অনুবাদ ঃ আবুল ইয়ামান রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি, সফরে যখনই তাঁর ব্যস্ততার কারণ ঘটেছে, তখন তিনি মাগরিবের নামায বিলম্বিত করেছেন, এমনকি মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. সফরের ব্যস্ততার সময় অনুরূপ করতেন। অপর এক সূত্রে সালিম রহ. বলেন, ইবনে উমর রাযি. মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। সালিম রহ. আরও বলেন, ইবনে উমর রাযি. তাঁর স্ত্রী সাফীয়্যা বিনতে আবূ উবাইদ-এর দুঃসংবাদ পেয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে মাগরীবের নামায বিলম্বিত করেন। আমি তাঁকে বললাম, নামাযের সময় হয়ে গেছে। তিনি বললেন, চলতে থাকো। আমি আবার বললাম,

নামায? তিনি বললেন, চলতে থাকো। এমনকি (এভাবে) দু' বা তিন মাইল অগ্রসর হলেন। এরপর নেমে নামায আদায় করেন। পরে বললেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সফরের ব্যস্ততার সময় এরূপভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি। আব্দুল্লাহ রাযি. আরো বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি, সফরে যখনই তাঁর ব্যস্ততার কারণ ঘটেছে, তখন তিনি মাগরিবের নামায (দেরী করে) আদায় করেছেন এবং তা তিন রাকা'আতই আদায় করেছেন। মাগরিবের সালাম ফিরিয়ে কিছু বিলম্ব করেই ইশার ইকামত দেয়া হতো এবং দু'রাকাআত আদায় করে সালাম ফিরাতেন। কিন্তু ইশার পরে গভীর রাত না হওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করতেন না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله "يُقِيْمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلَاثًا দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৮, সামনে ঃ ১৪৯, সামনে ঃ ২৪৩, ৪২১।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ যেহেতু পূর্ববর্তী রেওয়ায়তগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে কসর করতেন। বিশেষ করে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযি. এর রেওয়ায়ত- "أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَانِ فَاقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ" দ্বারা কারো ধারণা হতে পারে যে, মনে হয় মাগরিবের দু'রাকাআত পড়েছেন। তো ইমাম বুখারী রহ. বাতলে দিলেন, প্রত্যেক নামাযে অনুরূপ নয়। বরং মাগরিবের নামাযে কসর করবে না। বরং মাগরিবের নামাযে মুসাফিরও মুকীমের ন্যায় পূর্ণ নামায পড়বে। অর্থাৎ তিন রাকাআত আদায় করবে।

بَاب صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

৭০২. পরিচ্ছেদ ঃ সাওয়ারীর উপরে সাওয়ারী যে দিকে মুখ করে সেদিকে ফিরে নফল নামায আদায় করা।

١٠٣٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

সরল অনুবাদ ঃ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ......আমির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি, তাঁর সাওয়ারী যে দিকেই ফিরেছে, তিনি সে দিকেই নামায আদায় করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله "يُصَلِّيْ عَلٰي رَاحِلَتِهٖ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهٖ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটি সম্পর্কযুক্ত হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৮, সামনে ঃ ১৪৮, ১৪৯, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৪৪।

١٠٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ

সরল অনুবাদ ঃ আবূ নু'আইম রহ. ......জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ার থাকাবস্থায় কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে নফল নামায আদায় করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটির মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৮, পেছনে ঃ ৫৭-৫৮, সামনে ঃ ৫৯৩।

١٠٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল আ'লা ইবনে হাম্মাদ রহ. ......নাফি' রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর রাযি. তাঁর সাওয়ারীর উপর (নফল) নামায আদায় করতেন এবং এর উপর বিতরও আদায় করতেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক "يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ" قوله বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৮, পেছনে ঃ ১৩৬, সামনে ঃ ১৪৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন যে, সওয়ারীর উপর নফল নামায পড়া জায়েয আছে। মুসাফির হোক বা মুকীম সর্বাবস্থায় সওয়ারীর উপর নফল নামায আদায় করা বৈধ।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ নফল নামায বাহনে চড়ে জায়েয হওয়ার শর্ত হচ্ছে, বাহন জন্তুটি চলন্তবস্থায় থাকা। কিবলার দিকে না চললেও কোন দোষ নেই। বাহন জন্তু যেমন- ঘোড়া, উট বা মহিষ দাঁড়িয়ে বা বসে থাকলে চলন্ত বস্থায় না থাকলে তার উপর নামায পড়ার চেষ্টা করবে না। কেননা, জন্তুটিকে অনর্থক কষ্ট দেয়ার তো কোন মানে হয় না। তবে নিস্প্রাণ বাহন যথা- রেলগাড়ী অথবা বাস খাঁড়া থাকলেও তাতে নামায পড়া দুরোস্ত আছে।

আহনাফের নিকট বিতরের নামায ওয়াজিব হওয়ায় তা বাহনে চড়ে আদায় করা জায়েয নয়। এছাড়া বিতরের মধ্যে কিবলামুখী হওয়াও জরুরী। কিবলামুখী না হয়ে বিতর আদায় করা ঠিক নয়। বিশদ বিবরণের জন্য ফিকহী কিতাবাদী দেখা যেতে পারে।

بَاب الْإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ

৭০৩. পরিচ্ছেদ ঃ জন্তুর উপর ইশারায় নামায আদায় করা।

١٠٤٢– حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يُومِئُ وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

সরল অনুবাদ ঃ মূসা ইবনে ইসমায়ীল রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. সফরে সাওয়ারী যে দিকেই ফিরেছে সে দিকেই মুখ ফিরে ইশারায় নামায আদায় করতেন এবং আব্দুল্লাহ রাযি. বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "يُوْمِئُ الخ" قوله হাদীসাংশ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটির মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৮, পেছনে ঃ ১৩৬, সামনে ঃ ১৪৮, ১৪৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী রহ. বলেন-

اي لِلرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ لِمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذٰلِكَ ـ

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বলা, যে রুকূ ও সেজদা করতে অক্ষম সে ইশারায় নামায আদায় করবে। এটাই জমহুরের অভিমত। (ফতহুল বারী) পক্ষান্তরে ইমাম মালেক রহ. রুকূ এবং সেজদার উপর সক্ষম থাকা সত্ত্বেও ইশারায় নামায পড়ার প্রবক্তা।

بَاب يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ

৭০৪. পরিচ্ছেদ ঃ ফরয নামাযের জন্য সওয়ারী থেকে অবতরণ করা।

١٠٤٣– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ مَا يُبَالِي حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ

সরল অনুবাদ ঃ ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ.. ......আমির ইবনে রাবীআ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি, তিনি সাওয়ারীর উপর উপবিষ্ট অবস্থায় মাথা দিয়ে ইশারা করে সে দিকেই নামায আদায় করতেন যে দিকে সাওয়ারী ফিরতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামাযে এরূপ করতেন না। লাইস রহ. ......সালিম রহ. থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাযি. সফরকালে রাতের বেলায় সাওয়ারীর উপর থাকাবস্থায় নামায আদায় করতেন, কোন দিকে তাঁর মুখ রয়েছে সে দিকে লক্ষ্য করতেন না এবং ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ারীর উপর নফল নামায আদায় করেছেন, সাওয়ারী যে দিকে মুখ ফিরিয়েছে সে দিকেই এবং তার উপর বিতরও আদায় করেছেন। কিন্তু সাওয়ারীর উপর ফরয নামায আদায় করতেন না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِي الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটির মিল খুজে পাওয়া যাচ্ছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৮, পেছনে ঃ ১৪৮।

١٠٤٤- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

সরল অনুবাদ ঃ মু'আয ইবনে ফাযালা রহ. ......জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ারীর উপর থাকাবস্থায় পূর্ব দিকে ফিরেও নামায আদায় করেছেন। কিন্তু যখন তিনি ফরয নামায আদায় করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি সাওয়ারী থেকে নেমে যেতেন এবং কিবলামুখী হতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে "قوله "فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوْبَةَ نَزَلَ হাদীসাংশ দ্বারা মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৮, পেছনে ঃ ৫৭, সামনে ঃ ৫৯৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, পূর্ববর্ণিত রেওয়ায়তসমূহে জন্তু ও বাহনে চড়ে নামায পড়ার অনুমতি প্রমাণিত হয়েছে তা কেবলমাত্র নফল নামাযের সাথে সম্পৃক্ত। ফরয নামায আদায়ের জন্য সওয়ারী থেকে নিচে নামতে হবে। ইহার উপর সবাই একমত। বরং এটি ইজমায়ী তথা সর্বজনস্বীকৃত মাসআলা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَاب صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ

৭০৫. পরিচ্ছেদ ঃ গাধার উপর নফল নামায আদায় করা।

١٠٤٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ اسْتَقْبَلْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ مِنْ الشَّأْمِ فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى

حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সরল অনুবাদ ঃ আহমাদ ইবনে সায়ীদ রহ. ......আনাস ইবনে সীরীন রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক রাযি. যখন শাম (শিরিয়া) থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন আমরা তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য এগিয়ে এসেলিাম। আইনুত তামর (নামক) স্থানে আমরা তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। তখন আমি তাঁকে দেখলাম গাধার পিঠে (আরোহী অবস্থায়) সামনের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছেন। অর্থাৎ কিবলার বাম দিকে মুখ করে। তখন তাঁকে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনাকে তো দেখলাম কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে নামায আদায় করছেন? তিনি বললেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এরূপ করতে না দেখতাম, তবে আমিও তা করতাম না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল " فرَأَيْتُه يُصَلِّي عَلي حِمَار" قوله বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ পূর্বের বাবসমূহ তথা-"اِيمَاء عَلَي الدَّابَة" ও " تَطَوُّع عَلَي الدَّوَابِ" দ্বারা গাধার উপর নফল নামায পড়ার বিধান বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও ইমাম বুখারী রহ. এ সম্পর্কে صَلَاةُ التَّطَوُّعِ عَلَي الحِمَارِ বলে আলাদা বাব কায়েম করলেন কেন?

এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বলা যে, ১. বাহনে চড়ে নফল নামায আদায়ের জন্য, সে বাহন জন্তুটি পাক-পবিত্র হওয়া জরুরী ও শর্ত নয়। বরং সাধাণভাবে এর উপর নফল নামায পড়া জায়েয আছে। তবে এতটুকু শর্ত যে, মুসল্লীর শরীরে যেন জন্তুটির কোন নাপাকী না লাগে। (উমদতুল ক্বারী, ফতহুল বারী)

২. কোন কোন রেওয়ায়ত দ্বারা গাধার অতিক্রমের কারণে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে বলে প্রতীয়মান হয়। তো ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাবের অধীনে আলোচ্য হাদীস বর্ণনা করে জানিয়ে দিলেন, যখন গাধার উপর আরোহণ করে নামায আদায় করা জায়েয আছে তাহলে সে জন্তুটি অতিক্রম করাতেও নামায ফাসিদ হবে না।

গাধা, রমণী ও কুকুর নামাযী ব্যক্তির সামন দিয়ে অতিক্রম করলে নামায ফাসিদ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে যে রেওয়ায়ত রয়েছে। এর দ্বারা নামায ভঙ্গ হওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং নামাযের একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়া উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ اِسْتَقْبَلْنَا انَسَ بْنَ مَالِكٍ الخ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. তৎকালীন খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কাছে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের অত্যাচার-অবিচার সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করার জন্য শিরিয়া গিয়েছিলেন। অতঃপর শাম থেকে বসরা প্রত্যাবর্তনকালে আইনুত তামর নামক স্থানে পৌছলে ছাত্রবৃন্দ তাঁকে অভ্যার্থনা জানালেন। অভ্যার্থনাকারীদের মধ্যে আনাস ইবনে সীরীনও একজন ছিলেন।

عَيْنَ التَّمْر ঃ (তা ও মীম সাকিন দ্বারা) ইরাকের সীমান্তবর্তী একটি জায়গার নাম। যা শিরিয়ার সাথে সংযুক্ত।

মুয়াত্ত্বায় ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা আনাস রাযি. কে গাধার উপর নামায পড়তে দেখলাম। তাঁর চেহারা কিবলামুখী ছিল না। রুকূ-সেজদা ইশারায় আদায় করছেন। কপাল কোন বস্তুর উপর রাখেন নি। (উমদাতুল ক্বারী)

بَاب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا

৭০৬. পরিচ্ছেদ ঃ সফরকালে ফরয নামাযের পূর্বাপরে নফল নামায আদায় না করা।

١٠٤٦– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }

সরল অনুবাদ ঃ ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইমান রহ. ....হাফস ইবনে আসিম রাযি. থেকে বর্ণিত যে, ইবনে উমর রাযি. একবার সফর করেন এবং বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্যে থেকেছি, সফরে তাঁকে নফল নামায আদায় করতে দেখিনি এবং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাব ঃ ২১)

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فلم اره يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৯, সামনে আবার ঃ ১৪৯, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৪২, আবূ দাউদ ঃ ১৭২, ইমাম নাসায়ী ও ইবনে মাজাহও বর্ণনা করেছেন।

١٠٤٧– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

সরল অনুবাদ ঃ মুসাদ্দাদ রহ. ......হাফস ইবনে আসিম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর রাযি. কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্যে থেকেছি, তিনি সফরে দু'রাকাআতের অধিক নফল আদায় করতেন না। আবূ বকর, উমর ও উসমান রাযি. এর এ রীতি ছিল।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে "فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَي رَكْعَتَيْنِ" قوله হাদীসাংশ দ্বারা মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৯, পেছনে ঃ ১৪৯, অবশিষ্টাংশের জন্য পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ উক্ত বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, ফরয নামায সমূহের পূর্বাপর যে সুন্নতসমূহ রয়েছে যথা যুহরের পূর্বে চার রাকাআত ও ফজরের পূর্বে দু'রাকাআত সেগুলো মূলতঃ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। কিন্তু মুসাফিরের জন্য তা মুয়াক্কাদা হিসেবে বাকী থাকে না। বরং নফল হয়ে যায় এবং তার জন্য এগুলো আদায় না করা জায়েয আছে। অনুরূপ ফরয নামাযের পর উদাহরণস্বরূপ যুহর, মাগরিব ও ইশার পর যে সুন্নতে মুয়াক্কাদাসমূহ রয়েছে মুসাফির সেগুলো তরক করতে পারবে। কেননা, এগুলো তার জন্য মুয়াক্কাদাহ বাকী থাকে নি। বরং নফলের বিধানভূক্ত হয়ে গেছে। একটি রেওয়ায়তে বর্ণিত হয়েছে, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. সফরবস্থায় লোকদেরকে সুন্নত নামায পড়তে দেখে বলেছিলেন, যদি আমি সফরে থাকাবস্থায় সুন্নাত নামায আদায় করি তাহলে কেন পূর্ণ ফরয নামায পড়বো না?

بَاب مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا وَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ

৭০৭. পরিচ্ছেদ ঃ সফরে ফরয নামাযের আগে ও পরে নফল আদায় করা। সফরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত) আদায় করেছেন।

١٠٤٨– حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

সরল অনুবাদ ঃ হাফস ইবনে উমর রহ. ......ইবনে আবূ লায়লা রহ. থেকে বর্ণিত। উম্মে হানী রাযি. ব্যতীত অন্য কেউ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সালাতুয যুহা (পূর্বাহ্ন এর নামায) আদায় করতে দেখেছেন বলে আমাদের জানাননি। তিনি (উম্মে হানী রাযি.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে গোসল করার পর আট রাকা'আত নামায আদায় করেছেন। আমি তাঁকে এর চাইতে সংক্ষিপ্ত কোন নামায আদায় করতে দেখিনি।, তবে তিনি রুকূ' ও সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করেছিলেন। লায়স রহ. আমির (ইবনে রাবীআ') রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রাতের বেলা সফরে বাহনের পিঠে বাহনের গতিমুখী হয়ে নফল নামায আদায় করতে দেখেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فصلي ثمان ركعاتٍ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৯, পেছনে ঃ ৫২, সামনে ঃ ১৫৭, ৪৪৯, ৬১৪, ৯০৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ফরয নামাযসমূহের পূর্বাপর সুন্নত ব্যতীত নফল নামাযসমূহ যেমন তাহাজ্জুদ ও ইশরাক ইত্যাদি পড়তে পারবে।

١٠٤٩– حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

সরল অনুবাদ ঃ আবুল ইয়ামান রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সফরে) তাঁর বাহনের পিঠে এর গতিমুখী হয়ে মাথার দ্বারা ইশারা করে নফল নামায আদায় করতেন। আর ইবনে উমর রাযি.ও তা করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله "كَانَ يُسَبِّحُ عَلي ظَهْرِ رَاحِلَتِه দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৯, পেছনে ঃ ১৩৬, ১৪৮।

ব্যাখ্যা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে সুন্নত পড়ার ক্ষেত্রে পরস্পর মতবিরোধপূর্ণ রেওয়ায়তসমূহ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়ত দ্বারা পড়ার কথা বুঝা যায়। যেমন এই তরজমাতুল বাবের প্রথম অংশ দ্বারা ইহাই অনুধাবন হচ্ছে। আর কোন কোন রেওয়ায়ত দ্বারা তরক করার কথা। যেমন এর দ্বিতীয়াংশ দ্বারা এটিই প্রতীয়মান হয়। অতএব উভয়াংশের মাঝে দ্বন্দ্ব একেবারে স্পষ্ট।

জবাব ঃ ১. একটি সামাধান তো খোদ ইমাম বুখারী রহ. দিয়েছেন। যার সারাংশ হলো, না পড়ার রেওয়ায়ত رواتب এর উপর প্রযোজ্য। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম رواتب পড়তেন না। চাই আগের হোক বা পরের। আর যে সব রেওয়ায়ত দ্বারা পড়েছেন বলে বুঝা যাচ্ছে এর দ্বারা غير رواتب উদ্দেশ্য। অর্থাৎ غَيْر رَوَاتِب نَوَافِل مُطْلَقَة পড়তেন। এর উপর তরজমাতুল বাবের দ্বিতীয়াংশ যা ইমাম বুখারী রহ. এ বলে উল্লেখ করেছেন, " وَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ " দ্বারা আপত্তি হয়। বলাবাহুল্য, ফজরের এই সুন্নত سنن رواتب হতে। উক্ত আপত্তির আসল উত্তর হচ্ছে, ফজরের সুন্নতের গুরুত্ব বুঝাতে একে মুস্তাছনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নত পড়তেন। ২. কেউ কেউ সামঞ্জস্যবিধান সৃষ্টি করতে গিয়ে বলেছেন, যে সকল রেওয়ায়ত দ্বারা আদায় করা প্রমাণিত হয় তা একামত অবস্থার উপর প্রযোজ্য। অর্থাৎ মুসাফির কোন স্থানে এক বা দু'দিন অবস্থানের নিয়্যত করলে তখন পড়ে নেবে।

আর যে সব রেওয়ায়ত দ্বারা তরক করার কথা বুঝা যাচ্ছে তা বিরামহীন ও ধারাবাহিক সফরের উপর প্রযোজ্য ইত্যাদি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَاب الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

৭০৮. পরিচ্ছেদ ঃ সফরে মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করা।

١٠٥٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَعَنْ حُسَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ وَتَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَنَسٍ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সরল অনুবাদ ঃ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দ্রুত সফর করতেন, তখন মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। ইবরাহীম ইবনে তাহমান রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সফরে দ্রুত চলার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করতেন আর মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। আর হুসাইন রহ. .....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করতেন এবং আলী ইবনে মুবারক ও হারব আনাস রাযি. থেকে হাদীস বর্ণনায় হুসাইন রহ.-এর অনুসরণ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একত্রে আদায় করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء " قوله দ্বারা স্পষ্ট।

ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাবে তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন- ১.আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। ২. ইবনে আব্বাস রাযি. এর। ৩. আনাস ইবনে মালিক রাযি. এর।

ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে শর্তযুক্ত করে ও আনাস রাযি. এর হাদীসকে শর্তমুক্ত করে এনেছেন।

ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে 'جمع' শব্দটি সাধারণভাবে নিয়ে আসায় তা হাদীসত্রয়কে শামিল রাখছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৯, পেছনে ইবনে উমরের হাদীস ঃ ১৪৮, সামনে ঃ ২৪৩, ৪২১, তাছাড়া মুসলিম ঃ ২৪৫, নাসায়ী রহ.ও বর্ণনা করেছেন।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তরজমাতুল বাব দ্বারাই স্পষ্ট যে, সফরে মাগরিব ও ইশাকে একত্রে আদায় করা জায়েয আছে। যে কোনভাবে একত্রে আদায় জায়েয। চাই তা جمع تقديم হোক বা جمع تاخير।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী রহ. جمع بين الصلوتين (দু'নামায একত্রে আদায়করণ) কে কসরের বাবসমূহে হয়তো এজন্য এনেছেন যে, جمع بين الصلوتين ও একধরণের কসর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

جَمْع بَيْنَ الصَّلٰوتَيْن এর ব্যাপারে ইমাম চতুষ্টয়ের মযহব ঃ উক্ত মাসআলার জন্য নাসরুল বারী তৃতীয় খন্ড ১৪০ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

আল্লামা আইনী রহ. উপরোক্ত মাসআলায় বিশদভাবে দলীল-প্রমাণসহ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন-

قَالَ شَيْخُنَا زَيْنُ الدِّيْن وَفِي الْمَسْئَلَةِ سِتَّةُ أَقْوَالٍ الخ (عمده)

এ অভিমতসমূহের মধ্যে চারটি মযহব সুপ্রসিদ্ধ। যা নাসরুল বারী তৃতীয় খন্ড ১৪০ নং পৃষ্টায় দেখা যেতে পারে।

بَاب هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء

৭০৯. পরিচ্ছেদ ঃ মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলে আযান দিবে, না ইকামত?

١٠٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَيُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَةٍ وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ

সরল অনুবাদ ঃ আবুল ইয়ামান রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে দেখেছি যখন তাঁকে দ্রুত পথ অতিক্রম করতে হতো, তখন মাগরিবের নামায এত বিলম্বিত করতেন যে মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। সালিম রহ. বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.ও দ্রুত সফরকালে অনুরূপ করতেন। তখন ইকামতের পর মাগরিব তিন রাকা'আত আদায় করতেন এবং সালাম ফিরাতেন। এরপর অল্প সময় অপেক্ষা করেই ইশা-এর ইকামাত দিয়ে তা দু'রাকা'আত আদায় করে সালাম করে সালাম ফিরাতেন। এ দু'য়ের মাঝে কোন নফল নামায আদায় করতেন না এবং ইশার পরেও না। অবশেষে মধ্যরাতে (তাহাজ্জুদের জন্য) উঠতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "إذا أعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে। অর্থাৎ তরজমাতুল বাবে 'هل ' শব্দটি প্রশ্নবোধক। আর হাদীসে শুধুমাত্র একামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল কেবল একামত বলাই যথেষ্ট।

২. সম্ভবত ইবনে উমর রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যা ১৪৮ নং পৃষ্টায় বর্ণিত হয়েছে এর দিকে ইশারা করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৯, পেছনে ঃ ১৪৮, সামনে ঃ ২৪৩, ৪২১।

١٠٥٢ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

সরল অনুবাদ ঃ ইসহাক রহ. ......আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে এ দু'নামায একত্রে আদায় করতেন অর্থাৎ মাগরিব ও ইশা।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল, ইহা মূলত: ইবনে উমরের আগের হাদীসের ব্যাখ্যা ও পরিপুরকস্বরূপ। বিধায় সামঞ্জস্যতার জন্য উপরোক্ত হাদীসই যথেষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, কেবলমাত্র একামতের উপর যথেষ্টকরণ জায়েয আছে। কেননা, সফরে আযানের ক্ষেত্রে বেশ গুরোত্বারোপ করা হয় নি। বরং সফরে আযান দেয়া মুস্তাহাব। হেদায়া গ্রন্থে রয়েছে-মুসাফিরের জন্য শুধু একামত দিয়ে নামায পড়া জায়েয আছে। তবে আযান ও একামত উভয়ই পরিহার করা মাকরুহ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَاب يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৭১০. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফরে রওয়ানা হলে যুহরের নামায আসরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা। এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর বর্ণনা রয়েছে।

١٠٥٣ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

সরল অনুবাদ ঃ হাসসান ওয়াসেতী রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফর শুরু করলে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত (পূর্ব পর্যন্ত) যুহর বিলম্বিত করে আদায় করে নিতেন। এরপর (সফরের উদ্দেশ্যে) আরোহণ করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "إذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الي وقت العصر" قوله হাদীসাংশ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫০, সামনে ঃ ১৫০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ قال الحافظ : في هذا اشارة الي ان جمع التاخير عند المصنف يختص بمن ارتحل قبل ان يدخل وقت الظهر (فتح) অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. এর মতে, جمع تاخير সে ব্যক্তিই করবে যে যুহরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে চলে যাবে। এছাড়া আগত বাব দ্বারাও বুখারী রহ. এর একই উদ্দেশ্য বিকশিত হচ্ছে।

بَاب إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

৭১১. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্য ঢলে পড়ার পর সফর শুরু করলে যুহরের নামায আদায় করে সাওয়ারীতে আরোহণ করা।

١٠٥٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

সরল অনুবাদ ঃ কুতাইবা ইবনে সায়ীদ রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফর শুরু করলে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুহরের নামায বিলম্বিত করতেন। এরপর অবতরণ করে দু'নামায একসাথে আদায় করতেন। আর যদি সফর শুরু করার আগেই সূর্য ঢলে পড়তো তাহলে যুহরের নামায আদায় করে নিতেন। এরপর বাহনে আরোহণ করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে " فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّي الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ " قوله দ্বারা হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫০, পেছনে ঃ ১৫০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর এই বাব দ্বারা উদ্দেশ্য সম্ভবত: 'جمع تقديم' এর অস্বীকার করা। অধিকন্তু পূর্ববর্তী বাবের হাদীস দ্বারাও 'جمع تقديم' এর নফী প্রমাণিত হচ্ছে। সুতরাং আল্লামা ইবনে হযমের মতে, 'جمع تقديم' জায়েয নয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

তবে হজ্জের মওসুমে আরাফার ময়দানে 'جمع تقديم' এবং মুযদালিফায় 'جمع تاخير' সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। এতে কোন ইমাম ও আহলে ইলিম দ্বিমত পোষণ করেন নি।

بَاب صَلَاة الْقَاعد

৭১১. পরিচ্ছেদ ঃ উপবিষ্ট ব্যক্তির নামায।

١٠٥٥ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد عَنْ مَالك عَنْ هشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي بَيْته وَهُوَ شَاك فَصَلَّى جَالسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا

সরল অনুবাদ ঃ কুতাইবা ইবনে সায়ীদ রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে নামায আদায় করলেন, তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাই তিনি বসে বসে নামায আদায় করছিলেন এবং এক দল সাহাবী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে লাগলেন। তখন তিনি বসে পড়ার জন্য তাদের প্রতি ইশারা করলেন। তারপর নামায শেষ করে তিনি বললেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে। কাজেই তিনি রুকূ' করলে তোমরা রুকূ' করবে এবং তিনি মাথা উঠালে তোমরাও মাথা উঠাবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فَصَلَّي جَالِسًا" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫০, পেছনে ঃ ৯৫, সামনে ঃ ১৬৫, ৮৪৫, তাছাড়া মুসলিম ঃ ১৭৭, আবূ দাউদ ঃ ৮৯।

١٠٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ فَخُدِشَ أَوْ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا وَقَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللهم رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

সরল অনুবাদ ঃ আবূ নু'আইম রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। এতে আঘাত লেগে তাঁর ডান পাশের চামড়া ছিলে গেল। আমরা তাঁর রোগের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য তাঁর কাছে গেলাম। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হলে তিনি বসে নামায আদায় করলেন। আমরাও বসে বসে নামায আদায় করলাম। পরে তিনি বললেন, ইমাম তো নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য। তাই তিনি তাকবীর বললে, তোমরাও তাকবীর বলবে, রুকূ' করলে তোমরাও রুকূ' করবে, তিনি মাথা উঠালে তোমরাও মাথা উঠাবে। তিনি যখন 'سمع الله لمن حمده' বলে তখন তোমরা বলবে 'ربنا ولك الحمد'।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فصلي قاعدا" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটির মিল পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫০, পেছনে ঃ ৫৫, ৯৬, ১০১, ১১০, সামনে ঃ ২৫৬, ৩৩১, ৭৮৩, ৭৯৭, ৯৮৯।

١٠٥٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ

সরল অনুবাদ ঃ ইসহাক ইবনে মনসূর ও ইসহাক (ইবনে ইবরাহীম) রহ. ......ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন অর্শ্বরোগী, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বসে বসে নামায আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, যদি কেউ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে তবে তা-ই উত্তম। আর যে ব্যক্তি বসে নামায আদায় করবে, তার জন্য দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব আর যে শুয়ে আদায় করবে তার জন্য বসে বসে আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "وَمَنْ صَلى قَاعِدًا فله نِصْفُ اجر القائِم" দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসটির মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫০, সামনে ঃ পরবর্তী বাব।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর মা'যূরের নামায পড়ার পদ্ধতি বাতলে দেয়া উদ্দেশ্য।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, قال ابنُ رشيد اطلق التَّرْجَمَة الخ অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. তরজমাকে ব্যাপক রেখেছেন। এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে-

১. قاعد দ্বারা মা'যূর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. মা'যূরের নামায আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা করছেন। চাই সে ইমাম হোক বা মুক্তাদী অথবা মুনফারিদ। আর বাবের হাদীসগুলো দ্বারাও قاعد এর এ ব্যাখ্যাই শক্তিশালি হচ্ছে।

২. এ-ও হতে পারে যে, ইমাম বুখারী রহ. 'قاعد ' দ্বারা সাধারণভাবে বসে বসে নামায আদায়কারী ব্যক্তি উদ্দেশ্য নিয়েছেন। চাই সে মা'যূর হোক বা গায়রে মা'যূর।

তবে গায়রে মা'যূর সুস্থ ব্যক্তির ফরয নামায ব্যতিক্রম। কেননা, উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত ফায়সালা হলো, কোন উযর ব্যতিরেকে বসে বসে ফরয নামায আদায় করা সঠিক নয়।

ইমাম বুখারী রহ. উপরোক্ত বাবে তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদীস হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত। দ্বিতীয় হাদীস হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. এর। উভয়টির সম্পর্ক একই ঘটনা অর্থাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার সাথে। যা পঞ্চম হিজরীতে ঘটেছিল। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামায বসে বসে আদায় করেছিলেন। এর বিশদ বিবরণ নাসরুল বারী তৃতীয় খন্ড ৪২১-৪২৫ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

সারাংশ হচ্ছে, ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে বসে নামায পড়েছেন এবং মুক্তাদীরাও। এই বিধান মরযুল ওফাত তথা শয্যাকালীন রোগ সম্পর্কীয় হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। যা এগারো হিজরীর ঘটনা। وانما يؤخذ بالاخر فالاخر । আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

তরজমাতুল বাবের আবওয়াবু তাকসীরিস সালাতের সাথে মিল ঃ ইমাম বুখারী রহ. ابواب صلوة القاعد কে تقصير الصلوة এর মধ্যে উল্লেখ করলেন কিভাবে? উভয়ের মাঝে সম্পর্ক হল, সফরে সংখ্যাগত কসর হয়। আর বসে বসে নামায আদায়কারী ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব। তো এখানে كيفيت তথা অবস্থাগত কসর সৃষ্টি হয়ে গেল। বিধায় সংখ্যার দিক দিয়ে কসরের বিবরণ দেয়ার পাশাপাশী كيفيت এর দিক দিয়ে কসরেরও আলোচনা করে নিলেন।

بَاب صَلَاة الْقَاعد بِالْإِيمَاء

৭১৩. পরিচ্ছেদ ঃ উপবিষ্ট ব্যক্তির ইশারায় নামায আদায়।

١٠٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّةً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاة الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِد

সরল অনুবাদ ঃ আবূ মা'মার রহ. ......ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন অর্শরোগী, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বসে বসে নামায আদায়কারী ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করল সে উত্তম আর যে ব্যক্তি বসে নামায আদায় করল তার জন্য দাঁড়ান ব্যক্তির অর্ধেক সাওয়াব আর যে শুয়ে নামায আদায় করল, তার জন্য বসে নামায আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "وَمَنْ صَلَّي نَائِمًا" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

لِاَنَّ النَّائِمَ لَا يَقْدِرُ عَلَي الْاِتْيَانِ بِالْاَفعَالِ فَلَا بُدَّ فِيْهَا مِنَ الْاِشَارَةِ اِلَيْهَا فَالنَّوْمُ بِمَعْنَي الْاِضْطِجَاعِ كِنَايَةً عَنْهَا اي عَنِ الْاِشَارَةِ ـ

কেননা, উসাইলীর রেওয়ায়তে "من صلي بايماء " রয়েছে। এই সূরতে বিনাদ্বিধায় বলা যায়, হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল একেবারে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫০, সামনে ঃ ১৫০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَنْ صَلَّي قَائِمًا فَهُوَ اَفضَلُ وَمَنْ صَلَّي قَاعِدًا فله نِصْفُ اجر القَائِم وَمَنْ صَلَّي نَائِمًا فله نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ ـ

তো হাদীস শরীফে তিনটি সূরত আলোচিত হয়েছে। যা থেকে ইস্তেনবাত করে ইমাম বুখারী রহ. একটি চতুর্থ সূরত বের করেছেন। তা হলো, যদি কোন লোকের বসার সক্ষমতা থাকে কিন্তু রুকূ ও সেজদা করতে পারে না তাহলে সে কি শুয়ে শুয়ে নামায পড়বে না বসে বসে ইশারায় পড়বে? ইমাম বুখারী রহ. এর সমাধান দিতে গিয়ে বলেন, বসে বসে নামায পড়বে এবং রুকূ-সেজদা ইশারায় আদায় করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন ঃ এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, যদি এই রেওয়ায়ত ফরযের ক্ষেত্রে ধরা হয় তাহলে তা দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। ১. হয়তো তা উযর ছাড়া পড়বে। ২. না হয় উযরবশত: পড়বে। উযর ব্যতীত পড়লে নামায সহীহ হবে না। কেননা, কোন উযর ছাড়া ফরয নামায বসে বসে আদায় করা জায়েয নয়। আর উযরবশত: হলে অর্ধেক সওয়াবের মানে কি? আর যদি নফল নামাযের উপর প্রযোজ্য হয় তাহলে মা'যূর ব্যক্তি উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা, সে মা'যূর থাকা সত্ত্বেও অর্ধেক সাওয়াব পাবে কেন? তাই বলা যেতে পারে যে, এর দ্বারা ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে কোন উযর ছাড়া নফল নামায আদায় করছে। কিন্তু এর উপর প্রশ্ন জাগে, নফল নামায তো সর্বসম্মতিক্রমে উযর ছাড়া শুয়ে শুয়ে আদায় করা জায়েয নয়। তাহলে 'من صلي نائما فله نصف اجر القاعد ' এর মতলব কি? এই আপত্তি থেকে নিস্কৃতির লক্ষ্যে কেউ কেউ তো এ জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, নফল উযর ব্যতিরেকে শুয়ে পড়া জায়েয আছে। কিন্তু জমহুর উলামায়ে কেরাম উযর ছাড়া শুয়ে নফল নামায পড়ার প্রবক্তা না হওয়ায় তারা বলেন, এই হাদীস দ্বারা সে ব্যক্তি উদ্দেশ্য যার উযরের কারণে ফরয নামায বসে বসে আদায় করার অনুমতি থাকা সত্ত্বেও কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে। অথবা শুয়ে নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু সে খুব কষ্ট ভোগ করে বসে বসে নামায আদায় করে। এমন ব্যক্তি দ্বিগুণ সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। তবে যদি সে কষ্ট ভোগ না করে রুখসতের উপর আমল করে তাহলে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে না। বরং ঐ পূর্ণ সাওয়াব পেয়ে যাবে। এখন যেহেতু উক্ত সাওয়াব সে দ্বিগুণ সাওয়াবের তুলনায় অর্ধেক সেহেতু একে نصف তথা অর্ধেক বলে গণ্য করেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (তাক্বরীরে শায়খুল হাদীস)

بَاب إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ

৭১৪. পরিচ্ছেদ ঃ বসে বসে নামায আদায় করতে না পারলে কাত হয়ে শুয়ে নামায আদায় করবে। আতা রহ. বলেন, কিবলার দিকে মুখ করতে অক্ষম ব্যক্তি যে দিকে সম্ভব সে দিকে মুখ করে নামায আদায় করবে।

١٠٥٩ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

সরল অনুবাদ ঃ আবদান রহ. ......ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অর্শরোগ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে, তাতে সমর্থ না হলে বসে বসে, যদি তাতেও সক্ষম না হও তাহলে কাত হয়ে শুয়ে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল " فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فعلي جَنْبٍ "قوله বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫০, পেছনে ঃ ১৫০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তরজমাতুল বাব দ্বারাই স্পষ্ট যে, মা'যূর ব্যক্তি যেভাবে সক্ষম সেভাবে নামায পড়তে পারবে। অর্থাৎ দাঁড়াতে সক্ষম না হলে বসে বসে। আর বসতে না পারলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবে। এটাই ইমামত্রয় ও জমহুরের মযহব। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে, চিতে শুয়ে পড়বে। কেননা, এতে কিবলামুখী বেশী হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা জমহুরের মতেরই সমর্থন হচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো, যেভাবে কবরে ডান কাতে শুইয়ে চেহারা কিবলামুখী করা হয় সেভাবে ঐ মা'যূর ব্যক্তি যে বসতে সক্ষম নয় সে ডান কাতে শুয়ে নামায পড়বে।

بَاب إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَا بَقِيَ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَاعِدً وَرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا

৭১৫. পরিচ্ছেদ ঃ বসে নামায আদায় করলে সুস্থ হয়ে গেলে কিংবা একটু হালকাবোধ করলে, বাকী নামায (দাঁড়িয়ে) পূর্ণভাবে আদায় করবে। হাসান রহ. বলেছেন, অসুস্থ ব্যক্তি ইচ্ছা করলে দু'রাক'আত নামায বসে এবং দু'রাকআত দাঁড়িয়ে আদায় করতে পারে।

١٠٦٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে অধিক বয়সে পৌছার আগে কখনো রাতের নামায বসে বসে আদায় করতে দেখেননি। (বার্ধক্যের) পরে তিনি বসে কিরাআত পাঠ করতেন। যখন তিনি রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন, তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং প্রায় ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত তিলাওয়াত করে রুকূ' করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " فكان يقرأ قاعدا حتى إذا اراد ان يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين اية الخ" قوله দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ বসে নামায শুরু করা দ্বারা তা আবশ্যক হয় না যে, পরিপূর্ণ নামায বসে বসেই পড়তে হবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫০, সামনে ঃ ১৫০-১৫১, ১৫৪।

١٠٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ سَجَدَ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে বসে নামায আদায় করতেন। বসেই তিনি কিরাআত পাঠ করতেন। যখন তাঁর কিরাআতের প্রায় ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতো, তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়িয়ে তা তিলাওয়াত করতেন, তারপর রুকূ' করতেন। পরে সিজদা করতেন। দ্বিতীয় রাকা'আতেও অনুরূপ করতেন। নামায শেষ করে তিনি লক্ষ্য করতেন, আমি জাগ্রত থাকলে আমার সাথে বাক্যালাপ করতেন আর ঘুমিয়ে থাকলে তিনিও শুয়ে পড়তেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "كان يُصَلِّيْ جَالِسًا الخ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫০-১৫১, পেছনে ঃ ১৫০, সামনে ঃ ১৫৪, ৭১৭, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৫২।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম না থাকায় বসে বসে নামায শুরু করে। অতঃপর নামাযের ভিতরেই দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সক্ষমতা অর্জন করে নেয় তাহলে সে কি করবে?

ইমাম বুখারী রহ. এর সমাধান দিতে গিয়ে বলেন, উক্ত নামাযকে দাঁড়িয়ে বিনা করবে। অর্থাৎ বাকী নামায দাঁড়িয়ে পড়ে নেবে। নতুন করে নামাযকে দোহরানোর প্রয়োজন নেই। ইহাই ইমাম চতুষ্টয় ও জমহুরের মযহব। ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, যেহেতু এ সূরতে 'بناء القوي علي الضعيف' পাওয়া যাচ্ছে তাই ইস্তেনাফ তথা নতুন করে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে। ইমাম বুখারী রহ. তাঁর মতকে খন্ডন করে জমহুরের অভিমতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। ইমাম নববী রহ. বলেন,

فِيه جَوَازُ الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ بَعْضُهَا مِنْ قِيَامٍ وَبَعْضُهَا مِنْ قُعُوْدٍ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهب مالك وابي حنيفة وعامة العلماء وسواء قام ثُمَّ قعد او قعد ثُمَّ قام وَمَنَعَه بَعْضُ السَّلَفِ وَهُوَ غلط (شرح نووي مسلم صـ٢٥٢)

বারাআতে ইখতিতাম ঃ اضطجع দ্বারা হয়েছে। কেননা, নিদ্রা মৃত্যুর ন্যায়। - والله اعلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ التَّهَجُّد

অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ

بَاب التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ }

৭১৬. পরিচ্ছেদ ঃ রাতে তাহাজ্জুদ (ঘুম থেকে জেগে) নামায আদায় করা। মহান আল্লাহর বাণী-"আর আপনি রাতের এক অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন, যা আপনার জন্য অতিরিক্ত কর্তব্য"।

١٠٦٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ سَمِعَهُ مِنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সরল অনুবাদ ঃ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে যখন দাঁড়াতেন, তখন দোয়া পড়তেন- "ইয়া আল্লাহ! আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান-যমীন ও এ দুয়ের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর নিয়ামক এবং আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমান যমীন এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর মালিক আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমান যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর

নূর। আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনিই চির সত্য। আপনার ওয়াদা চির সত্য; আপনার সাক্ষাত সত্য; আপনার বাণী সত্য; জান্নাত সত্য; জাহান্নাম সত্য; নবীগণ সত্য; মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য; কিয়ামত সত্য। ইয়া আল্লাহ! আপনার কাছেই আমি আত্মসমর্পন করলাম; আপনার প্রতি ঈমান আনলাম; আপনার উপরেই তাওয়াক্কুল করলাম, আপনার দিকেই রুজূ' করলাম; আপনার (সন্তুষ্টির জন্যই) শত্রুতায় লিপ্ত হলাম; আপনাকেই বিচারক মেনে নিলাম। তাই আপনি আমার পূর্বাপর এবং প্রকাশ্য ও গোপন সব অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনিই অগ্র পশ্চাতের মালিক। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, অথবা (অপর বর্ণনায়) আপনি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই। সুফিয়ান রহ. বলেছেন, (অপর সূত্রে) আব্দুল করীম আবূ উমাইয়্যা রহ. তাঁর বর্ণনায় 'ولاحول ولا قوة الا بالله' (অংশটুকু) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ الخ" দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে। সমূহ দোয়ার শব্দাবলী তাহাজ্জুদের সাথেই সম্পৃক্ত।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫১, সামনে ঃ ৯৩৫, ১০৯৮, ১০৯৯, ১১০৮, ১১১৬, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৬২, ইবনে মাজাহ ঃ সালাত।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ১. ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা তাহাজ্জুদের বৈধতা অর্থাৎ তা বিধিবদ্ধ হওয়ার সূচনাকালের দিকে ইশারা করেছেন। তাহাজ্জুদের সূচনা "وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ" আয়াতটি অবতরণের দ্বারা হয়েছে।

২. এ-ও বলা যেতে পারে যে, ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাহাজ্জুদের নামায কুরআন শরীফের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আর এই সূরায়ে বনী ইসরাঈল মক্কী সূরা। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তাহাজ্জুদের বিধিবদ্ধতা মক্কায় অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে হয়েছিল।

ব্যাখ্যা ঃ تَهَجَّدْ ঃ امر واحد حاضر অর্থ ঃ জাগ্রত হও, তাহাজ্জুদ আদায় করো। এখানে দ্বিতীয় অর্থটিই উদ্দেশ্য। تهجد শব্দটি বাবে تفعل হতে নির্গত। যা ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়া উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিধায় তা لغة اضداد হতে।

শায়খুল হাদীস রহ. বলেন, আমার মতে, ইমাম বুখারী রহ. বাবের অধীনে এই আয়াত উল্লেখ করে সামনের মতানৈক্যের দিকে ইশারা করতে চেয়েছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য তাহাজ্জুদ পড়া আবশ্যক ছিল কি না? এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, তাঁর উপর ফরয ছিল। আবার কেহ কেহ বলেছেন, যেরূপ উম্মতের জন্য তাহাজ্জুদ আদায় করা ওয়াজিব নয় ঠিক তদ্রুপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্যও তাহাজ্জুদ আদায় করা ওয়াজিব ছিল না। উভয় দল আয়াতে করীমা "وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ" দ্বারা ইস্তেদলাল করেন। যারা ফরয হওয়ার প্রবক্তা তারা বলেন যে, আল্লাহ তাআলা فتهجد আমরের সীগা দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন। যার দ্বারা উজূব সাবেত হয়। পরবর্তী শব্দ 'نافلة' অর্থ ঃ অতিরিক্ত। এখন মতলব হবে, তাহাজ্জুদের নামায তাঁর উপর উম্মত থেকে অতিরিক্ত একটি ওয়াজিব কাজ।

আর যারা তাহাজ্জুদ নফল হওয়ার প্রবক্তা তারাও উক্ত আয়াতের 'نافلة' শব্দ দ্বারা প্রমাণ দেন যে, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে 'نافلة' বলেছেন। যার অর্থ হলো, তাহাজ্জুদ আদায়ের নির্দেশটি মুস্তাহাব ও নফল হিসেবে। তো ইমাম বুখারী রহ. এই আয়াত উল্লেখ করে উক্ত বাব দ্বারা আলোচ্য এখতেলাফের দিকে ইশারা করেছেন।

بَاب فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

৭১৭. পরিচ্ছেদ ঃ রাত জেগে ইবাদত করার ফযীলত।

১০৬৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح و حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا فَأَقُصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ قَالَ فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي لَمْ تُرَعْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنْ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ও মাহমূদ রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবিতকালে কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে বর্ণনা করতো। এতে আমার মনে আকাঙ্খা জাগলো যে, আমি কোন স্বপ্ন দেখলে তা রাসূলুল্লাহ এর নিকট বর্ণনা করবো। তখন আমি যুবক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে আমি মসজিদে ঘুমাতাম। একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন দু'জন ফিরিশতা আমাকে ধরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চলেছেন। তা যেন কুপের পাড় বাঁধানোর ন্যায় বাঁধানো। তাতে দুটি খুঁটি রয়েছে এবং এর মধ্যে রয়েছে এমন কতক লোক, যাদের আমি চিনতে পারলাম। তখন আমি বলতে লাগলাম, আমি জাহান্নাম থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। তিনি বলেন, তখন অন্য একজন ফিরিশতা আমাদের সাথে মিলিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, ভয় পেয়ো না। আমি এ স্বপ্ন (আমার বোন উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা রাযি.-এর কাছে বর্ণনা করলাম। এরপর হাফসা রাযি. তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ কতই ভাল লোক! যদি রাত জেগে সে নামায (তাহাজ্জুদ) আদায় করতো। তারপর থেকে আব্দুল্লাহ রাযি. খুব অল্প সময়ই ঘুমাতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যাচ্ছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫১, পেছনে ঃ ৬৩, সামনে ঃ ১৫৫, ৫২৯, ১০৩৯, ১০৪০, ১০৪১, তাছাড়া মুসলিম দ্বিতীয় খন্ড ঃ ২৯৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, قيام ليل অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ফযীলত বর্ণনা করা। যা তরজমা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর যদি রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়তেন তাহলে জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করার পরও ভীতসন্ত্রস্ত হতেন না। কেননা, তাহাজ্জুদ পড়লে অন্তর শক্তিশালী হয়ে যায়। তাছাড়া একটি রেওয়ায়তে আছে-"أفضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الفَرِيْضَةِ قِيَامُ اللَّيْلِ" ফরযের পর সর্বোত্তম নামায হলো তাহাজ্জুদের নামায। অর্থাৎ নফল নামাযের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম নামায হচ্ছে, তাহাজ্জুদের নামায। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَاب طُولِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

৭১৮. পরিচ্ছেদ ঃ রাতের নামাযে সেজদা দীর্ঘ করা।

١٠٦٤– حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُنَادِي لِلصَّلَاةِ

সরল অনুবাদ ঃ আবুল ইয়ামান রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাজ্জুদে) এগারো রা'কাআত নামায আদায় করতেন এবং তা ছিল তাঁর (স্বাভাবিক) নামায। সে নামাযে তিনি এক একটি সেজদা এত পরিমাণ (দীর্ঘায়িত) করতেন যে, তোমাদের কেউ (সেজদা থেকে) তাঁর মাথা তোলার আগে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারতো। আর ফজরের (ফরয) নামাযের আগে তিনি দু'রাকা'আত নামায আদায় করতেন। এরপর তিনি ডান কাঁতে শুইতেন যতক্ষণ না নামাযের জন্য তাঁর কাছে মুআযযিন আসতো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذلك قَدْرَ مَا يَقْرَأُ احَدُكُمْ خَمْسِيْنَ ايَةً قَبْلَ انْ يَرْفَعَ رَأسَه" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫১, পেছনে ঃ ১৩৫, সামনে ঃ ১৫৬, ৯৩৩, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৫৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, ১. হাদীসাংশ " قدر ما يقرأ اي بقدر ما يقرأ الخ " অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করা সমপরিমাণ সেজদা দীর্ঘায়িত করতেন' দ্বারা سجده صلاتيه নামাযের সেজদা উদ্দেশ্য। নামাযের বাইরের সেজদা উদ্দেশ্য নয়।

২. ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা 'طول السجود في قيام الليل ' (রাতের নামাযে সেজদা দীর্ঘায়িত করার) ফযীলত বর্ণনা করতেছেন। পাশাপাশী সে সব লোকদের মত খন্ডন করছেন যারা বলে থাকে যে, দিনের নামাযে বেশী করে রুকূ-সেজদা ও রাতের নামাযে কিয়াম দির্ঘায়ীত করা উত্তম। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

হযরত আয়েশা রাযি. এর রেওয়ায়তে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ-সেজদা করতে সময় "سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ " বলতেন। (বুখারী আওয়াল-১১৩ ইত্যাদি)

অপর একটি রেওয়ায়তে আছে-"سبحانك لا اله الا انت (قس) "

সালাফে সালেহীনরাও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুকরণে দীর্ঘ সেজদা করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. সেজদা এত দির্ঘায়ীত করতেন যে, ' حَتّي تَنْزِلَ الْعَصَافِيْرُ عَلي ظَهْرِه كَأنَّه حَائِطٌ ' (উমদাতুল ক্বারী, কাসাতালানী)।

بَاب تَرْكِ الْقِيَامِ لِلْمَرِيضِ

৭১৯. পরিচ্ছেদ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির তাহাজ্জুদ আদায় না করা।

١٠٦٥ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ

সরল অনুবাদ ঃ আবূ নু'আইম রহ. ......জুনদাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে এক রাত বা দু'রাত তিনি (তাহাজ্জুদ নামাযের উদ্দেশ্যে) উঠেন নি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে "قوله " فلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أوْ لَيْلَتَيْنِ হাদীসাংশ দ্বারা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫১, সামনে ঃ ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪৫, তাছাড়া মুসলিম ছানী ঃ ১০৯, তিরমিযী দ্বিতীয় খন্ড ঃ কিতাবুত তাফসীর-১৭০।

١٠٦٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ احْتَبَسَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَبْطَأَ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ فَنَزَلَتْ { وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى }

সরল অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ. ......জুনদাব ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সাময়িকভাবে জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাযিরা থেকে বিরত থাকেন। এতে জনৈকা কুরাইশ নারী বলল, তার শয়তানটি তাঁর কাছে আসতে দেরী করছে। তখন নাযিল হলো- 'وَالضُّحي وَاللَّيْلِ إذا سَجي : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلي' "শপথ পূর্বাহ্নের ও রজনীর! যখন তা হয় নিঝুম। আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হন নি।" সূরা যুহা)।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের সম্পর্ক এভাবে যে, এই হাদীসটি আগের হাদীসের পরিপুরক। ইমাম বুখারী রহ. উপরোক্ত বাবে দুটি হাদীস এনেছেন। প্রথম হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে সামঞ্জস্যতা একেবারে স্পষ্ট। كما ذكر । কিন্তু দ্বিতীয় রেওয়ায়তটির বাহ্যত শিরোণামের সাথে কোন মিল দেখা যাচ্ছে না। আল্লামা আইনী রহ. আলোচ্য সামাধানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, দ্বিতীয় রেওয়ায়তটি প্রথম রেওয়ায়তের পরিশিষ্টস্বরূপ। সম্পর্কের জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট।

তবে ইমাম বুখারী রহ. এখানে পূর্ণরূপে প্রথম হাদীস উল্লেখ করেন নি। কিতাবুত তাফসীর ৭৩৮-৭৩৯ নং পৃষ্টায় এই হাদীসটিই হযরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সুফিয়ান থেকেই বর্ণিত-' قَالَ اشْتَكي رسولُ الله صلي الله عليه وسلم فلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ اوْ ثَلاثاً الخ (বুখারী ছানী-৭৩৯) অর্থ ঃ জুনদাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে দু'রাত বা তিন রাত তিনি (তাহাজ্জুদ নামাযের উদ্দেশ্যে) উঠেন নি। অতঃপর জনৈক মাহিলা (আবূ লাহবের স্ত্রী আওরা) এসে বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার তো ধারণা তোমার শয়তান তোমার সঙ্গ ত্যাগ করেছে। দু' তিন রাত থেকে তাকে তোমার কাছে আসতে দেখছি না। এই ঘটনার পরিপেক্ষিতে উক্ত সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।

فقالت إمرأة من قريش الخ ঃ এই হতভাগা নারী হযরত আবূ সুফিয়ান রাযি. এর বোন আবূ লাহবের স্ত্রী ছিল। সে কাফির ছিল হেতু ওহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার সূযোগে এরকম বেআদবীমূলক ও শিষ্টাচারহীন মন্তব্য করার প্রয়াস পেয়েছে।

বুখারী শরীফের ৭৩৯ নং পৃষ্টায় আরেকটি রেওয়ায়ত রয়েছে। তা হলো-" قالت إمرأة يا رسول الله ماأري صاحبك إلا إبطأك فنزلت ما ودعك ربك وما قلي " অর্থাৎ একজন মহিলা (তিনি হচ্ছেন হযরত খাদীজা রাযি.) অর্থাৎ হযরত খাদীজা রাযি. আক্ষেপী স্বরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, হযরত জিবরাইল আপনার কাছে আসতে তো দেরী করে নিলেন। এর পরিপেক্ষিতে আয়াতটি অবতরণ করেছে।

মোটকথা উভয়ের প্রকাশভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা এবং দুনোটির মাঝে অনেক ব্যবধান রয়েছে।

بَاب تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ وَطَرَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا لَيْلَةً لِلصَّلَاةِ

৭২০. পরিচ্ছেদ ঃ তাহাজ্জুদ ও নফল ইবাদতের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উৎসাহ প্রদান, অবশ্য তিনি তা ওয়াজিব করেন নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাযে উৎসাহ দানের জন্য এক রাতে ফাতিমা ও আলী রাযি. এর ঘরে গিয়েছিলেন।

١٠٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ

সরল অনুবাদ ঃ ইবনে মুকাতিল রহ. ......উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন, সুবহানাল্লাহ! আজ রাতে কত না ফিতনা নাযিল করা হল! আজ রাতে কত না (রাহমাতের) ভান্ডারই নাযিল করা হল! কে জাগিয়ে দিবে হুজরাগুলোর বাসিন্দাদের? ওহে! শোন, দুনিয়ার অনেক বস্ত্র পরিহিতা আখিরাতে বিবস্ত্র হয়ে যাবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে সম্পর্ক এভাবে যে, এতে তাহাজ্জুদের নামাযের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫১-১৫২, পেছনে ঃ ২২, সামনে ঃ ৮৬৯, ৯১৮, ১০৪৭।

١٠٦٨– حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام لَيْلَةً فَقَالَ أَلَا تُصَلِّيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ { وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا }

সরল অনুবাদ ঃ আবুল ইয়ামান রহ. ......আলী ইবনে আবূ তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে তাঁর কন্যা ফাতিমা রাযি. এর কাছে এসে বললেন, তোমরা কি নামায আদায় করছ না? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের আত্মাগুলো তো আল্লাহ পাকের হাতে রয়েছে। তিনি যখন আমাদের জাগাতে মরযী করবেন, জাগিয়ে দিবেন। আমরা যখন একথা বললাম, তখন তিনি চলে গেলেন। আমার কথার কোন প্রত্যোত্তর করলেন না। পরে আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি ফিরে যেতে যেতে আপন উরুতে করাঘাত করছিলেন এবং কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন, " وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا " মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসটির তরজমাতুল বাবের সাথে মিল " مِنْ حَيْثُ انّه صَلّي اللهُ عَلَيه وسلَّمَ طَرَقَ عَلِيًّا وَفَاطِمة لَيْلَةً وَحَرَّضَهُمَا عَلي قِيَامِ اللَّيْلِ بِقَوْلِه الا تُصَلِّيَانِ قوله" বাক্যে। অর্থাৎ যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাযের বেশ ফযীলত অনুধাবন না করতেন তাহলে নিজ মেয়ে ও জামাতাকে জাগ্রত করতেন না।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫২, সামনে ঃ তাফসীর-৬৮৭, ১০৯১, ১১১২, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৬৪-২৬৫।

١٠٦٩– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......আয়িশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমল করা পসন্দ করতেন, সে আমল কোন কোন সময় এ অশংকায় ছেড়েও দিতেন যে, লোকেরা সে আমল করতে থাকবে, ফলে তাদের উপর তা ফরয হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো চাশতের নামায আদায় করেন নি। আমি সে নামায আদায় করি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " مِنْ حَيْثُ اَنَّ العَمَلَ الَّذِيْ كَانَ النَّبِيّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ اَنْ يَعْمَلَ بِه لَا يَخْلُوْ عَنْ تَحْرِيْضِ اُمَّتِه عَلَيْهِ غَيْرَ انّه كَانَ يَتْرُكُه خَشْيَةَ اَنْ يَعْمَلَ بِه النَّاسُ فَيُفْرَضُ عَلَيْهِم قوله" অর্থাৎ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে

আমল করা পসন্দ করতেন, তা উম্মতকে উৎসাহ প্রদান থেকে মুক্ত নয়। তবে সে আমল কোন কোন সময় এ অশংকায় ছেড়েও দিতেন যে, লোকেরা সে আমল করতে থাকবে, ফলে তাদের উপর তা ফরয হয়ে যাবে।

وَيَحْتَمِلُ اَنْ تَكُونَ الْمُطَابَقَةُ لِلتَّرْجَمَةِ لِلْجُزْءِ الثَّانِيْ لِلتَّرْجَمَةِ وَهُوَ قَوله : وَالنَّوَافِلُ : فَاِنَّهَا اَعَمُّ مِنْ اَنْ تَكُوْنَ بِاللَّيْلِ اَوْ بِالنَّهَار فَيَكُوْنُ مَحَلُّ الْمُطَابَقَةِ لِلتَّرْجَمَةِ فِيْ قَوله وَاِنِّيْ لَاسَبِّحُهَا وَفِيْه تَحْرِيْضٌ عَلَى ذٰلِكَ —

অর্থাৎ হাদীসের তরজমাতুল বাবের দ্বিতীয়াংশ "والنوافل" এর সাথে মিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, তা ব্যাপক। চাই রাতে হোক বা দিনে। তখন তরজমার সাথে মিল হবে হাদীসাংশ "واني لاسبحها" দ্বারা। কেননা, এতে নফল নামাযের প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫২, সামনে ঃ ১৫৭, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৪৯, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৮৩।

١٠٧٠– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنْ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে মসজিদে নামায আদায় করছিলেন, কিছু লোক তাঁর সাথে নামায আদায় করলো। পরবর্তী রাতেও তিনি নামায আদায় করলেন এবং লোক আরো বেড়ে গেল। এরপর তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে লোকজন সমবেত হলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন না। সকাল হলে তিনি বললেন, তোমাদের কার্যকলাপ আমি লক্ষ্য করেছি। তোমাদের কাছে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে শুধু এ অশংকাই আমাকে বাধা দিয়েছে যে, তোমাদের উপর তা ফরয হয়ে যাবে। আর ঘটনাটি ছিল রামাযান মাসের (তারাবীহর নামাযের)।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "قَالَ رَأَيْتُ الَّذِيْ صَنَعْتُمْ الخ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে। 'অর্থাৎ তোমাদের রাতের নামাযের জন্য একত্র হওয়া ও ইবাদতের প্রতি অতি আগ্রহ আমি লক্ষ্য করেছি।' এই প্রশংসাসম্বলিত শব্দাবলী দ্বারা উক্ত আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান সাবেত হচ্ছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫২, পেছনে ঃ ১০১, ১২৬, সামনে ঃ ২৬৯, ৮৭১।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো যে, ১. রাতের নামায যদিও ওয়াজিব নয় কিন্তু উত্তম তো বটে। তবে ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় মাঝে মধ্যে ছেড়ে দেয়া হতো। ২. অথবা বলতে চাচ্ছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামাযের ক্ষেত্রে যে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন এর দ্বারা তার উজূব নয়। বরং ইস্তেহবাব প্রমাণিত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী রহ. আলোচ্য বাবে চারটি রেওয়ায়ত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম রেওয়ায়ত হযরত উম্মে সালামা রাযি. হতে বর্ণিত। এর সারগর্ভ আলোচনার জন্য নাসরুল বারী প্রথম খন্ড ৫০০ নং পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে।

একটি প্রশ্ন ঃ বাবের তৃতীয় ও চতুর্থ রেওয়ায়ত হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত। উভয়ের সারাংশ হলো, আমার আশংকা হয় যে, তোমাদের আমলের আগ্রহ ও স্পৃহা দেখে তোমাদের উপর নি তা ফরয করে দেয়া হয়। এর দ্বারা অবশ্য এতটুকু প্রতীয়মান হয় যে, রাতের নামাযের অনেক অনেক ফযীলত রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, মিরাজ রজনীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হলে আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন, "مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ" (সূরায়ে কাফ) যখন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের নফী করা হলো তাহলে আবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আশংকা করার মানে কি?

জবাব ঃ ১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুপারিশ ও আবেদন-নিবেদনে এই উম্মতের সহজ করণার্থে নামায পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে পাঁচ ওয়াক্তে কমিয়ে আনা হয়েছে। এখন যদি উম্মত নিজেই নিজের উপর আবশ্যক করে নেয় তাহলে আল্লাহ তাআলাও তাদের উপর তা ফরয করে দেয়াটা অসম্ভব কোন কিছু নয়।

২. সম্ভবতঃ ফরযে কেফায়ার আশংকা করেছিলেন। ৩. হয়তো রামাযানের ফরযিয়্যাতের সাথে খাস হওয়ার আশংকাবোধ করেছেন ইত্যাদি। ৪. কেহ কেহ বলেছেন, "ما يبدل القول لدي " রহিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এর মধ্যে আপত্তি হয় যে, আখবারের মধ্যে তো নসখ হয় না। আখবারের সম্পর্ক তো ইনশার সাথে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

তৃতীয় রেওয়ায়তে হযরত আয়েশা রাযি. এর এরশাদ-وَمَا سَبَّحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي الله عليه وسلم الخ স্বীয় ইলিম এর এতেবারে। والله اعلم

بَاب قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ يَقُومُ حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَمَاهُ وَالْفُطُورُ الشُّقُوقُ { انْفَطَرَتْ }انْشَقَّتْ

৭২১. পরিচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাহাজ্জুদের নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে তাঁর উভয় কদম মুবারক ফুলে যেতো। আয়িশা রাযি. বলেছেন, এমনকি তাঁর পদযুগল ফেটে যেতো। (কুরআনের শব্দ) الفطور অর্থ ঃ ফেটে যাওয়া। আর انفطرت অর্থ ঃ ফেটে গেল।

١٠٧١- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُومُ لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمُ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

সরল অনুবাদ ঃ আবূ নু'আইম রহ. ......মুগীরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রি জাগরণ করতেন অথবা রাবী বলেছেন, নামায আদায় করতেন, এমনকি তাঁর পদযুগলে অথবা তাঁর দু'পায়ের গোছা ফুলে যেত। তখন এ ব্যাপারে তাঁকে বলা হলো, এত কষ্ট কেন করছেন? তিনি বলতেন, তাই বলে আমি কি একজন শুকরগুযার বান্দা হব না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "لِيَقُوْمَ اَوْ لِيُصَلِّي حَتَّي تَرِمَ قَدَمَاهُ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫২, সামনে ঃ ৭১৬, ৯৫৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, রাত্রি জাগরণ যদিও ওয়াজিব ছিল না। কিন্তু এটি বেশ ফযীলতপূর্ণ আমল হওয়ায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত গুরুত্ব দিতেন যে, আমল করতে করতে তাঁর পদযুগল অথবা তাঁর দু'পায়ের গোছা ফুলে যেত। শীতকালেও পা ফেটে যেত। এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. রাত্রি জাগরণের প্রতি উৎসাহ দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন রেওয়ায়তে তো যারপরনাই কষ্ট করার উপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

উত্তর ঃ কষ্ট-ক্লেশ তো তখনই অনুভব হয় যখন আমলকারী ব্যক্তি আমল করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, আমলে অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি কোন কাজকাম বেশ কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও তা আগ্রহ ও সানন্দে করে তাহলে তাতে কষ্টভোগের তো প্রশ্নই আসে না। যেমন বড় বড় বুযুরগদের অবস্থা শুনে তাই বোধগম্য হয়। - والله اعلم

بَاب مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ

৭২২. পরিচ্ছেদ ঃ সাহরীর সময় যে ঘুমিয়ে পড়েন।

١٠٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

সরল অনুবাদ ঃ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন, আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয় নামায হলো দাউদ আ. এর নামায। আর আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয় রোযা হলো দাউদ আ. এর রোযা। তিনি (দাউদ আ.) অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং রাতের এক ষষ্টাংশ ঘুমাতেন। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন, এক দিন করতেন না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "وَيَنَامُ سُدُسَهُ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে। সাধারণত: রাত বার ঘন্টায় হয়। তো অর্ধরাত অর্থাৎ প্রথম ছয় ঘন্টা ঘুমাতেন। অতঃপর জাগ্রত হয়ে চার ঘন্টা ইবাদত-বান্দেগী করতেন। এরপর দু'ঘন্টা ঘুমাতেন। (সেহরী পর্যন্ত)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫২, সামনে ৪৮৬, তাছাড়া মুসলিম ঃ কিতাবুস সাওম-৩৬৭, আবু দাউদ ঃ সাওম-৩৩২।

١٠٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَشْعَثَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ الدَّائِمُ قُلْتُ مَتَى كَانَ يَقُومُ قَالَتْ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ

সরল অনুবাদ ঃ আবদান রহ. ......মাসরুক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা রাযি. কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কোন আমলটি সর্বাধিক প্রিয় ছিল? তিনি বললেন, নিয়মিত আমল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন? তিনি বললেন, যখন মোরগের ডাক শনতে পেতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসটি শিরোণামের সাথে "إذا سمع الصارخ" قوله দ্বারা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫২, সামনে ঃ ৯৫৭, এছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৫৫, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৮৭ في باب وقت قيام النبي من الليل।

١٠٧٤ـــ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَشْعَثِ قَالَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى

সরল অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ইবনে সালাম রহ. ......আশ'আস রাযি. তাঁর বর্ণনায় বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোরগের ডাক শুনে উঠতেন এবং নামায আদায় করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ إذا سَمِعَ الصَّارِخَ " اي هذا طريق اخر في الحديث السابق قوله "قَامَ فصلّي দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটির মিল ঘটেছে। এই রেওয়ায়তে এ কথার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে কি করতেন? পূর্বের হাদীসে যা অস্পষ্ট ছিল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫২, সামনে ঃ আগের হাদীসের মতো।

١٠٧٥– حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ذَكَرَ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সরল অনুবাদ ঃ মূসা ইবনে ইসমায়ীল রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি আমার কাছে ঘুমিয়ে থাকাবস্থায়ই সাহরীর সময় হতো। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এ কথা বলেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ব্যাখ্যা ঃ ما الفاه ঃ ফা দ্বারা। অর্থাৎ যা পেয়েছেন। **السَّحر ঃ** মারফূ হবে। কেননা, এটি ফায়েল।

শাব্দিক তরজমা হবে "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে ঘুমিয়ে থাকাবস্থায়ই কেবল সেহরী হতো।"

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "ما الفاهُ السَّحر عِنْدِي إلا نائمًا" দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫২, এছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৫৫, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৮৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, সেহরীর সময় ঘুমানো জায়েয আছে। এতে কোন দোষ নেই। দলীল কুরআন শরীফের আয়াত-"بالأسحار هم يستغفرون" (সূরায়ে যারিয়্যাত)

এর দ্বারা সেহরীর সময় জাগ্রত হওয়ার ফযীলত প্রমাণিত হচ্ছে। তাছাড়া হাদীসে এসেছে-'আল্লাহ তাআলা রাতের শেষ তৃতীয়াংশে অবতরণ করে বান্দাদেরকে ডেকে ডেকে বলেন-" هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرَ له وَهَلْ مِنْ مُسْتَرْزِقٍ فَارْزُقَه وَهَلْ مِنْ سَائِلٍ فَاعْطِيَه او كما قال عليه الصلوة والسلام " উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সেহরীর সময় ঘুমানো হারাম না হলে কমপক্ষে তো অবশ্য মাকরূহ বা অনুত্তম হবে। ইমাম বুখারী রহ. এই ধারণার অপসারণ করতে গিয়ে বলেন, সেহরীর সময় ঘুমানো জায়েয আছে। কেননা, মাহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময় ঘুমিয়েছেন বলে প্রমাণিত আছে।

শায়খুল মাশায়েখ ওয়ালীউল্লাহ বলেন, মোরগ তিনবার ডাকে- ১. يَصْرَخُ اولًا عِنْد انْتِصَافِ اللَّيْلِ ২. وثانيًا عِنْد طلوع الصُّبْح المُعْتَرِض ৩. إذا بَقِيَ رُبُعُ اللَّيْل। (শরহে তারাজিম)

তো যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে কিয়াম করে শেষ রাতে ঘুমাতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোরগের তিন নম্বর বারের ডাক শুনে জাগ্রত হতেন।

بَاب مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ

৭২৩. পরিচ্ছেদ ঃ সাহরীর পর ফজরের নামায পর্যন্ত জাগ্রত থাকা।

١٠٧٦- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّيَا فَقُلْنَا لِأَنَسِ بن مالك كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً

সরল অনুবাদ ঃ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. সাহরী খেলেন। যখন তারা দু'জন সাহরী সমাপ্ত করলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নামায আদায় করলেন। (কাতাদাহ রহ. বলেন) আমরা আনাস ইবনে মালিক রহ. কে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁদের সাহরী সমাপ্ত করা ও (ফজরের) নামায শুরু করার মধ্যে কি পরিমাণ সময় ছিল? তিনি বললেন, কেউ পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে এ পরিমাণ সময়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " فلمَّا فرَغا مِنْ سُحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلي الصَّلٰوةِ فَصَلَّيَا" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫২, পেছনে ঃ ৮১, ৮২, সামনে ঃ ২৫৭, এছাড়া মুসলিম ঃ সাওম-৩৫০, তিরমিযী ঃ সাওম-৮৮, নাসায়ী ঃ সাওম-২৩৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন-

১. আগের বাবের হাদীসাংশ-"ما الفاه السحر عندي الا نائما " দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, তখন ঘুমানো উচিত। তো ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা এই ধারণাকে দূরীভূত করে দিলেন যে, ঘুমানো জরুরী কোন বিষয় নয়।

২. ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, প্রথম হুকুম রমযান মাস ছাড়া অন্যান্য দিনের সাথে সম্পৃক্ত। রমযানের বিধান হলো, সেহরীর মধ্যে বিলম্ব করে ফজরের নামায পড়ার পরই ঘুমানো। আলহামদুলিল্লাহ সাধারণত: এর উপরই মুসলমানদের আমলের ধারা চলে আসছে। فالحمد لله علي ذلك ।

অবশিষ্ট ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী তৃতীয় খন্ড ১৮৩ নং পৃষ্ঠা অবশ্য মোতালাআ করা চাই।

بَاب طُولِ الصلوة فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

৭২৪. পরিচ্ছেদ ঃ তাহাজ্জুদের নামায দীর্ঘায়িত করা।

١٠٧٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ قُلْنَا وَمَا هَمَمْتَ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সরল অনুবাদ ঃ সুলায়মান ইবনে হারব রহ. ......আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামায আদায় করলাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, আমি একটি মন্দ কাজের ইচ্ছা করে ফেলেছিলাম। (আবূ ওয়াইল রহ. বলেন) আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি ইচ্ছা করেছিলেন? তিনি বললেন, ইচ্ছা করেছিলাম, বসে পড়ি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইকতিদা ছেড়ে দেই।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, রাতের নামাযে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ কেরাআত পড়তেন।

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ (اي هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ الخ) " قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫২-১৫৩।

١٠٧٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

সরল অনুবাদ ঃ হাফস ইবনে উমর রহ. ......হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা যখন তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক দ্বারা মুখ (দাঁত) পরিস্কার করে নিতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসটির শিরোণামের সাথে মিল " إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ قوله "يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ" তে।

তরজমাতুল বাব সাবেত করার দুটি পদ্ধতি হতে পারে- ১. হাদীসে-"اذا قام للتهجد " রয়েছে। আর তাহাজ্জুদ ঘুম পরিত্যাগ করাকে বলে। তো যেহেতু মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজা ও পরিস্কার করার ঘুম দূরীভূত হওয়ার মধ্যে বেশ দখল রয়েছে। আর এদিকে জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করতেন। এখন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গেল যে, মিসওয়াক দ্বারা মুখ পরিস্কার করা ঘুম সরানো ও দীর্ঘ নামায পড়ার জন্য ছিল। ২. হাদীস দ্বারা জানা গেল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে জাগ্রত হয়ে

মিসওয়াক করতেন এবং তা নামাযের পরিপূরক। তো যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পরিশিষ্ট আমল গুরুত্বসহকারে আদায় করতেন তাহলে এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, যে আমলটি উদ্দেশ্য অর্থাৎ নামাযের আরকান তথা কিয়াম ও কেরাআতে কতই না গুরুত্বারূপ করতেন।

সামঞ্জস্যবিধানে কেহ কেহ বলেন, হুযাইফা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত উক্ত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন বলা হয়েছে। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল, তাহাজ্জুদের নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করতেন। - والله اعلم

বিস্তারিত আলোচনা ও আল্লামা ইবনে বাত্তালের আপত্তি জানার জন্য উমদাতুল কারী দ্রষ্টব্য।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৩, পেছনে ঃ ৩৮, ১২২, এছাড়া মুসলিম ঃ ১২৮, আবূ দাউদ ঃ ৮, নাসায়ী ঃ ২, আবার ঃ ১৮৪, ইবনে মাজাহ ঃ ২৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য সম্ভবত: এ কথা বলা যে, রাতের কিয়ামে নামাযকে দীর্ঘ করা উত্তম অর্থাৎ দীর্ঘ কেরাআত পড়া। যেমন মুসলিম শরীফে হযরত জাবির রাযি. থেকে রেওয়ায়ত আছে-

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَيُّ الصَّلٰوة اَفضَلُ قَالَ طوْلُ القُنُوْتِ : وَارَادَ به طوْلَ القِيَامِ (عمده) وَبه قَالَ الجَمْهُوْرُ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَغَيْرُهُمْ وَمِنْهُمْ مَسْرُوْقٌ وَاِبْرَاهِيْمُ النَّخعِي وَالحَسَنُ البَصرِي وَاَبُوْحَنِيْفَة ومِمَّنْ قَالَ به اَبُوْيُوْسُفَ وَالشَّافِعِي فِيْ قَوْل وَاحمد فِيْ روَايَة وَقَالَ اشْهَبُ هُوَ اَحبُّ اِلَيَّ لِكَثْرَةِ القِرَاءةِ (عمده)

এটি মতবিরোধপূর্ণ একটি মাসআলা। কেননা, এক দল সাহাবা থেকে-" كثرة الركوع والسجود افضل " বর্ণিত আছে। ব্যাখ্যার জন্য উমদাতুল কারী ও ফাতহুল বারী দ্রষ্টব্য।

بَاب كَيْفَ صَلَاةُ اللیل و كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ

৭২৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায কিরূপ ছিল এবং রাতে তিনি কত রাকা'আত নামায আদায় করতেন?

١٠٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْد اللَّه أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

সরল অনুবাদ ঃ আবুল ইয়ামান রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, একজন লোক জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাতের নামাযের (আদায়ের) পদ্ধতি কি? তিনি উত্তরে বললেন, দু'রাকা'আত করে। আর ফজর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে এক রাকা'আত মিলিয়ে বিতর আদায় করে নিবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমুতুল বাবের প্রথম অংশের সাথে " قَالَ مَثْني قوله "مَثْني" দ্বারা মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৩, পেছনে ঃ ৬৮, তাছাড়া আবূ দাউদ ও ঃ ১৮৭, নাসায়ীও।

١٠٨٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَعْنِي بِاللَّيْلِ

সরল অনুবাদ ঃ মুসাদ্দাদ রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায ছিল তের রাকা'আত অর্থাৎ রাতে। (তাহাজ্জুদ ও বিতরসহ)।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের দ্বিতীয়াংশের সাথে " ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل " قوله হাদীসাংশ দ্বারা মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৩।

١٠٨١- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

সরল অনুবাদ ঃ ইসহাক রহ. ......মাসরূক রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা রাযি. কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ফজরের দু'রাকা'আত (সুন্নাত) ব্যতিরেকে সাত বা নয় অথবা এগারো রাকা'আত।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فقالت سبع وتسع الخ" قوله দ্বারা হাদীসটির তরজমাতুল বাবের দ্বিতীয়াংশের সাথে মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৩।

١٠٨٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ

সরল অনুবাদ ঃ উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা তের রাকা'আত নামায আদায় করতেন, বিতর এবং ফজরের দু'রাকা'আত (সুন্নত)ও এর অন্তর্ভূক্ত।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة الخ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৩, পেছনে ঃ ১৫৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উপরোক্ত বাবে চারটি হাদীস এনেছেন। তার উদ্দেশ্য হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেকদিন একেকভাবে আমল করেছেন। কোন সময় সাত রাকাআত (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ চার ও বিতির তিন রাকাআত) কখনো কখনো নয় রাকাআত (তাহাজ্জুদ ছয় রাকাআত ও বিতির তিন) আবার কোন সময় এগারো রাকাআত (তাহাজ্জুদ আট ও বিতির তিন) আর কখনো কখনো তের রাকাআত (তাহাজ্জুদ আট ও বিতির তিন শেষে দু'রাকাআত ফজরের সুন্নত। সর্বমোট তের রাকাআত)

হযরত শায়খুল হাদীস الابواب والتراجم এর মধ্যে বলেন, এটি كيف দ্বারা লিখিত অষ্টম বাব।

بَاب قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ مِنْ نَوْمِهِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وِطَاءً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا } وَقَوْلُهُ { عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم } قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَشَأَ قَامَ بِالْحَبَشِيَّةِ { وِطَاءً } قَالَ مُوَاطَأَةَ الْقُرْآنِ أَشَدُّ مُوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ { لِيُوَاطِئُوا } لِيُوَافِقُوا

৭২৬. পরিচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইবাদতে রাত জাগরণ এবং তাঁর ঘুমানো আর রাত জাগার যতটুকু রহিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর বাণী-"হে বস্ত্রাবৃত। (ইবাদাতে) রাত জাগুন কিছু অংশ ব্যতিত, অর্ধেক রাত অথবা তার কিছু কম সময়। অথবা এর চাইতেও কিছু বাড়িয়ে নিন। আর কুরআন তিলাওয়াত করুন, ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দর করে। আমি আপনার প্রতি নাযিল করছি গুরভার বাণি, অবশ্য রাতের উপাসনা প্রবৃত্তি দলনে প্রবলতর ও বাক্য পুরণে সঠিক। দিবাভাগে রয়েছে আপনার জন্য দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। (৭৩ ঃ ১-৭৩) এবং তাঁর বাণী- তিনি (আল্লাহ) জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পার না। অতএব, আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু তিলাওয়াত করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু তিলাওয়াত কর। আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। বিধায় কুরআন থেকে যতুটুকু সহজসাধ্য তিলাওয়াত করো। নামায কায়িম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রীম পাঠাবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। এটিই উৎকৃষ্টতর এবং পুরুস্কার হিসেবে মহান। অতএব, তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৭৩ ঃ ২০) ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, হাবশী ভাষার نشا শব্দটির অর্থ قام (উঠে দাড়ালো) আর وطا শব্দের অর্থ হলো, কুরআনের অধিক অনুকুল। অর্থাৎ তাঁর কান, চোখ এবং হৃদয়ের বেশী অনুকুল এবং তাই তা কুরআনের মর্ম অনুধাবনে অধিকতর উপযোগী। ليواطوا শব্দের অর্থ হলো, 'যাতে তারা সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে।

١٠٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ......আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মাসে সিয়াম পালন করতেন না। এমনকি আমরা ধারণা করতাম যে, সে মাসে তিনি রোযা পালন করবেন না। আবার কোন মাসে রোযা পালন করতে থাকতেন, এমনকি আমাদের ধারণা হতো যে, সে মাসে তিনি রোযা ছাড়বেন না। তাঁকে তুমি নামায রত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাই দেখতে পেতে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাও দেখতে পেতে। সুলাইমান ও আবূ খালিদ আহমার রহ. হুমাইদ রহ. থেকে হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবনে জাফর রহ. এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "وَكَانَ لَا تَشَاءُ اَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلَّا رَأَيْتَه" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৩, সামনে ঃ সাওম-২৬৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ হযরত গাঙ্গুহী রহ. বলেন-

اَلظَّاهِرُ مِنَ التَّرْجَمَةِ اَنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ مَنْسُوْخٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاُمَّةِ جَمِيْعًا - (لامع جـ٢ صـ٨٢ ـ٨٣)

অর্থাৎ তরজমা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং উম্মত সবার উপর হতে রাতে জাগ্রত হওয়ার বিষয়টি রহিত হয়ে গেছে। (লামে'-২/৮২-৮৩)

নামাযে তাহাজ্জুদের ফরযিয়্যাত ও তা রহিত হওয়া ঃ ইসলামের সূচনাকালে অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার আগে তাহাজ্জুদের নামায ফরয ছিল। যার আলোচনা সূরায়ে মুযযাম্মিলের প্রথম আয়াতে হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-" يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ الاية " অনুবাদ পেছনে বর্ণিত হয়েছে।

সূরায়ে মুযযাম্মিলের এই আয়াতসমূহ দ্বারা মাহনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মতের উপর তাহাজ্জুদের নামায ফরয করা হয়েছিল। এক বছর পর তার ফরযিয়াত রহিত হয়ে গেল। যা এই সূরার শেষভাগে ' عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ' হতে শেষ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। তরজমা অতিক্রান্ত হয়েছে।

মুসলিম শরীফের একটি দীর্ঘ হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আয়েশা রাযি. বলেছেন-

فَاِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ اِفْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِيْ اَوَّلِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُه حَوْلًا وَاَمْسَكَ اللهُ خَاتِمَتَهَا اِثْنَي عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ حَتّي اَنْزَلَ اللهُ فِيْ اٰخِرِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ التَّخْفِيْفَ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيْضَةٍ - (مسلم اول صـ٢٥٦)

(তরজমা ঃ সারনির্যাস হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা সূরায়ে মুযযাম্মিলের শুরুতে তাহাজ্জুদের নামায ফরয হওয়ার বিধান আরোপ করেছেন। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এক বৎসর পর্যন্ত কিয়াম করেছেন। (নামায পড়েছেন)

আর উক্ত সূরার শেষভাগ আল্লাহ তাআলা বার মাস পর্যন্ত আকাশে আটকে রেখেছিলেন। পরিশেষে সূরার শেষে তাখফীফ সম্বলিত নির্দেশ আসল। সুতরাং তাহাজ্জুদের নামাযের বিধান ফরয থেকে নফলে নেমে আসল। (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাযের ফরযিয়্যাত রহিত হয়ে নফল হিসেবে থেকে গেল)

ব্যাখ্যা ঃ সর্বসম্মতিক্রমে উম্মতের বেলায় তাহাজ্জুদের নামাযের ফরযিয়্যাত রহিত হয়ে গেছে। এছাড়া মুসলিম শরীফের উল্লেখিত হাদীসের ব্যাপকতা দ্বারা এ-ও অনুধাবন হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মত সবার বেলায় ফরযিয়্যাত রহিত হয়ে গেছে। তবে এখন তা সর্বোত্তম নফল বলে গণ্য হবে।

সুতরাং ইমাম নববী বলেন,

ظاهِرُه انه صارَ تطوُّعًا فِيْ حَقّ رَسُول الله صلّي اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم فَامّا الْامّة فهُوَ تطوُّعٌ فِيْ حَقّهِمْ بِالْاِجْمَاع وَامّا النّبِيُّ صلّي اللهُ عليْهِ وَسلّم فاختَلفُوْا فِيْ نَسْخه فِيْ حَقّه وَالصّحِيْحُ عِنْدَنَا نسخه (شرح نووي صـ٢٥٦)

অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষেত্রে রহিত হল কি না? এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ তাঁর বেলায়ও রহিত হওয়ার প্রবক্তা। আর কেহ কেহ রহিত হয়নি বলে মত প্রকাশ করেছেন। উভয় দল আয়াতে করীমা-'وَمِنَ اللّيْلِ فتهَجّدْ به نَافِلة لك' দ্বারা দলীল দেয়ার চেষ্টা করেছেন। রহিত হওয়ার প্রবক্তারা বলেন, আয়াতটিতে তাহাজ্জুদের নামায নফল বলে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আর যারা ওয়াজিব বলেছেন তাদের মতে, আয়াতে 'فتهجد' আমরের সীগাহ। যা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। তারা আয়াতে 'نافلة' অর্থ ঃ অতিরিক্ত বলে থাকেন। نافلة لك অর্থ ঃ نافلة لك خاصة অর্থাৎ এখানে نفل এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য। পারিভাষিক অর্থ নয়।

بَاب عَقْد الشَّيْطَان عَلَى قَافيَة الرَّأس إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ

৭২৭. পরিচ্ছেদ ঃ রাতের বেলা নামায আদায় না করলে গ্রীবাদেশে শয়তানের গিঠ বেধে দেয়া।

١٠٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافيَة رَأْس أَحَدكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَد يَضْربُ كُلَّ عُقْدَة عَلَيْكَ لَيْلٌ طَويلٌ فَارْقُدْ فَإِن اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার গ্রীবাদেশে তিনটি গিঠ দেয়। প্রতি গিঠে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত। তারপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্বরণ করে একটি গিঠ খুলে যায়, পরে অযূ করলে আরেকটি গিঠ খুলে যায়, এরপর নামায আদায় করলে আরেকটি গিঠ খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয়, প্রফুল্ল মনে ও নির্মল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা ঃ হাদীসের শিরোণামের সাথে সম্পর্ক " يعقد الشيطان علي قافية رأس احدكم اذا هو نام" قوله এ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৩, সামনে ঃ ৪৬৩।

١٠٨٥ – حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّؤْيَا قَالَ أَمَّا الَّذِي يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

সরল অনুবাদ ঃ মুআম্মাল ইবনে হিশাম রহ. ......সামুরা ইবনে জুনদাব রাযি. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর স্বপ্ন বর্ণনার এক পর্যায়ে বলেছেন, যে ব্যক্তির মাথা পাথর দিয়ে বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হলো ঐ লোক যে কুরআন শরীফ শিখে তা পরিত্যাগ করে এবং ফরয নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা ঃ قوله "وَيَنَامُ عَنِ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوبَةِ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটির সমঞ্জস্যবিধান হয়েছে। এখানে 'صلوة مكتوبة' দ্বারা ইশা ও ফজর দুনোটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৩, পেছনে ঃ ১১৭, সামনে ঃ ১৮৫, ৬৭৪, ১০৪৩-১০৪৪, ৩৯১-৩৯২।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, ইশা ও ফজরের নামাযের প্রতি সবাই বেশ যত্নবান হওয়া চাই। ইশার নামায আদায়ের আগে ও ফজরের নামাযের ওয়াক্তে ঘুমাবে না। তবে জাগ্রত হওয়া বা জাগানোর সুব্যবস্থা থাকলে কোন অসুবিধা নেই। যেমন পেছনে বর্ণিত হয়েছে। - والله اعلم

بَاب إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ

৭২৮. পরিচ্ছেদ ঃ নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান তার কানে পেশাব করে দেয়।

তরজমাতুল বাবের ব্যাখ্যা ঃ ১. শয়তানের পেশাব করা বাস্তবেই হতে পারে। কেননা, যেহেতু সে খানা-পিনা করে তাহলে পেশাব করাটা অসম্ভব কোন বিষয় নয়। ২. অথবা এর দ্বারা এদিকে কিনায়া করা হয়েছে যে, শয়তান বিভিন্নধরণের কুমন্ত্রনা ও অসৃভ ধারণা জন্মিয়ে কান ভরপুর করে দেয়। যেন আযানের আওয়াজ শুনতে না পারে। - والله اعلم

١٠٨٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقِيلَ مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ

সরল অনুবাদ ঃ মুসাদ্দাদ রহ. ......আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো সকাল বেলা পর্যন্ত যে ঘুমিয়েই কাটিয়েছে, নামাযের জন্য (যথা সময়ে) জাগ্রত হয় নি, তখন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, শয়তান তার কানে পেশাব করে দিয়েছে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "ما قام إلي الصلوة فقال بَالَ الشَّيْطَانُ فِي اُذُنِه" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৩, সামনে ঃ ৪৬৩, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৬৪, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্ সালাতে বর্ণনা করেছেন।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, ফরয নামায পরিত্যাগ করার ব্যাপারে কঠোর ধমকী এসেছে। এতদসত্ত্বেও যদি সে ঘুমিয়েই থাকে এবং ফজরের নামায না পড়ে তাহলে যেন তার কান পেশাব ও পায়খানায় ভরে গিয়েছে। অথবা ইশার পূর্বে ঘুমিয়ে পড়ল এবং সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েই কাটাল ইশার নামায ছেড়ে দিল তাহলে তারও একই হুকুম। মোদ্দাকথা, এই কঠোর ধমকী ফরয নামাযের ক্ষেত্রে। - والله اعلم

بَاب الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ{ كَانُوا قَلِيلًا مِنْ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ } أَيْ مَا يَنَامُونَ

৭২৯. পরিচ্ছেদ ঃ রাতের শেষভাগে দোয়া করা ও নামায আদায় করা। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, রাতের সামান্য পরিমাণ (সময়) তাঁরা নিদ্রারত থাকেন। (সূরা আয-যাবিয়াত ঃ ১৮)

١٠٨٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَة إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহামহিম আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, কে আছে এমন? যে আমাকে ডাকবে। আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করবো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল স্পষ্ট। আর তা হল তরজমা "اَلدُّعَاءُ فِي اخِرِ اللَّيْلِ وَالْحَدِيْثُ يُخْبِرُ اَنَّ مَنْ دَعَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَسْتَجِيْبُ اللهُ تَعَالي دُعَائَه" অর্থাৎ তরজমাতুল বাবে বলা হয়েছে, দোয়া রাতের শেষভাগে হবে। আর হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি ঐ ওয়াক্তে দোয়া করবে আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবূল করবেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৩, সামনে ঃ বুখারী ছানী-৯৩৬, ১১১৬, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৫৮, আবূ দাউদ ঃ ফিস সালাত ফি বাবে আইয়িল লাইলি আফযালু-১৮৬, তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ৫৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, রাতের নামায এবং দোয়ার ফযীলত ও তার গুরুত্ব বর্ণনা করা। বিশেষ করে রাতের শেষতৃতীয়াংশে নামায ও দোয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

ইমাম বুখারী রহ. আয়াত ও রেওয়াত উভয়টি দ্বারা এর গুরুত্বের প্রতি ইশারা করেছেন। আয়াত-" وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ " রাতে জাগ্রত হলে তো নামায-দোয়া সবই করবে।

সারনির্যাস হলো, তখন আল্লাহ তাআলা বিশেষ রহমতে বান্দাদের উপর মনোনিবেশ করেন। উদ্দেশ্য হলো, বান্দা যাতে এ সময়ে উপকৃত হতে পারে। এটাকে নামায, দোয়া ও মুনাজাতে খরচ করবে।

প্রশ্ন : হাদীসুল বাবে صلوة এর আলোচনা তো নেই? **উত্তর :** ১. الدعاء مخ العبادة ২. ইমাম বুখারী রহ. দারে কুতনীর রেওয়ায়তের দিকে ইশারা করেছেন যাতে صلوة এরও উল্লেখ রয়েছে।

হাদীসে নুযূল ঃ এই হাদীস এবং যে সব হাদীসে আল্লাহ তাআলার দিকে অবতরণ অথবা এরকম কোন কাজের নিসবত করা হয়েছে সেগুলোকে احاديث صفات বলা হয়ে থাকে। এবং সে হাদীসগুলো متشابهات এর অন্তর্ভূক্ত। এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে কারো অবগতি নেই। সুতরাং এতটুকু জানা থাকাই যথেষ্ট যে, নুযূল আল্লাহ তাআলার একটি গুণ। কিন্তু আল্লাহ তাআলার নুযূল তথা অবতরণ আমাদের অবতরণের মতো নয়। বরং كما يليق بشانه تعالي ।

খোদ দুনিয়াতেই বিভিন্ন বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করে نزول (অবতরণ) ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। মানুষ উর্ধ্বগমণ ও অবতরণ করে সিঁড়ির সাহায্যে। এদিকে পক্ষিকুল ও জান্নাতের অবতরণ, অনুরূপ সূর্যালোর অবতরণ, গরম-শীতের অবতরণ সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। আর ফেরেস্তাদের অবতরণ তো অদ্ভুত পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। এ তো সবই নুযূল। কিন্তু প্রতিটি অবতরণ পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। অনুরূপ كيفيات তথা অবস্থা ও مراتب তথা মর্যাদার ক্ষেত্রেও নুযূল শব্দের ব্যবহার হয়। এক অবস্থা হতে আরেক অবস্থা অথবা এক স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরের দিকে স্থানান্তরকে নুযূল তথা অবতরণ বলে। বলা হয় রাগ অবতরণ করেছে মানে রাগান্বিত হয়েছে। বুঝা গেল প্রতিটি বস্তুর অবতরণ তার প্রতি লক্ষ্য করে ভিন্নরকম হয়। এভাবে আল্লাহ তাআলার বেলায়ও নুযূল শব্দের ব্যবহার হয়। তবে সে অবতরণ একেবারে ভিন্নধরনের তাঁর শান উপযোগী হয়ে থাকে। প্রতিটি সৃষ্টির অবতরণের মাঝে যেহেতু পার্থক্য রয়েছে তাহলে সৃষ্টি ও স্রষ্টার অবতরণের মাঝে তো আকাশ-পাতাল ব্যবধান থাকার কথা। কেননা, অবতরণ ও উর্ধ্বগমণ, এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় অধিষ্ঠিত হওয়া, আগমণ-প্রস্থান শারীরিক গুণাবলী হতে। যা শরীর হওয়াকে আবশ্যক করে। আর আল্লাহ তাআলা অবতরণ নশ্বরের এ গুণাবলী হতে পূত ও পবিত্র।

اَحَادِيْث صِفَات সম্পর্কে বিভিন্ন মযহব ঃ এ ব্যাপারে মৌলিকভাবে চারটি মাযহাব রয়েছে- ১. মুজাসসিমাহ ও মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের, তারা হাদীসে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দগুলোকে জাহের ও বাস্তবতার অর্থে প্রয়োগ করেন। তারা বলে, এ সব গুণ আল্লাহ তাআলার জন্য এরূপভাবে প্রমাণিত যেরকমভাবে নশ্বর জিনিষের মধ্যে প্রমাণিত। (মাআযাল্লাহ) এ মাযহাবটি একেবারেই বাতিল। উলামায়ে আহলে সুন্নাত এ মাযহাবকে সর্বদাই রদ করে আসছেন। ২. দ্বিতীয় মাযহাব মুতাযিলা ও খাওয়ারিজদের, যারা আল্লাহ তাআলার সিফতসমূহকে অস্বীকার করে। আল্লাহ তাআলা নেমে আসার হাদীস এবং এরকম আরো অন্যান্য হাদীসকে সহীহ মনে করে না। এ মাযহাবটিও একেবারেই বাতিল। ৩.তৃতীয় মাযহাব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের, যারা বলে থাকেন, এই হাদীসসমূহ মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভূক্ত। নুযূলের বাহ্যিক অর্থ যা তাশবীহকে আবশ্যক করে তা উদ্দেশ্য নয়। অতএব সহীহ হাদীসসমূহে যা এসেছে তার উপর আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু এর উদ্দিষ্ট অর্থ ও অবস্থা আমাদের জানা নেই।

অতঃপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত আবার দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেছেন- ১. মুতাকাদ্দিমীন। ২. মুতাআখখিরীন। মুতাকাদ্দিমীন যাদের মধ্যে ইমাম চতুষ্টয়ও রয়েছেন তারা تفويض (তাফভীয) এর প্রবক্তা। তারা বলেন, এই হাদীসসমূহের উদ্দিষ্ট অর্থের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। পাশাপাশী এগুলোকে তার বাহ্যিক অর্থের উপর প্রয়োগ না করাও আবশ্যক। বরং এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, অবশ্য نزول তথা অবতরণ আল্লাহ তাআলার একটি গুণ। তবে সে অবতরণের মতো নয় য নশ্বরে পাওয়া যায়। তা কিভাবে? এর হাকীকত সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ।

ইমাম মালেক রহ. এর ঘটনা তো প্রসিদ্ধ যে, একদা জনৈক ব্যক্তি তাকে ' اَلرَّحْمٰنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوٰي ' সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন, " اَلْاِسْتِوَاءُ مَعْلُوْمٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُوْلٌ وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ اخرجُوْا هٰذَا الْمُبْتَدِعَ عَنِ الْمَجْلِس "

পরবর্তীযুগের আলেমগণের মাযহাব হলো তাবীল এর। অর্থাৎ نزول رب দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর রহমতের অবতরণ। শায়েখ আব্দুল ওয়াহহাব শে'রানী রহ. স্বরচিত গ্রন্থ " اليواقيت والجواهر " এর প্রথম খন্ড-১০৪ নং পৃষ্টায় লেখেছেন, এ দুটি মাযহাব (মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন অথবা বলা যেতে পারে আহলে তাফভীজ ও আহলে তাবীল) এর মধ্যে তাফভীজ উত্তম। তবে কোন কোন স্থানকে ইস্তেছনা করতে হবে। - والله اعلم

بَاب مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ وَقَالَ سَلْمَانُ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ قُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ

৭৩০. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাতের প্রথমাংশে ঘুমিয়ে থাকে এবং শেষ অংশকে (ইবাদাত দ্বারা) প্রাণবন্ত রাখে। সালমান রাযি. আবু দারদা রাযি. কে (রাতের প্রথমাংশে) বললেন, (এখন) ঘুমিয়ে পড়, শেষ রাত হলে তিনি বললেন, (এখন) উঠে পড়ো। (বিষয়টি অবগত হয়ে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সালমান যথার্থ বলেছে।

١٠٨٨ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ

সরল অনুবাদ ঃ আবুল ওয়ালীদ ও সুলাইমান রহ. ......আসওয়াদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশা রাযি. কে জিজ্ঞেস করলাম, রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায কেমন ছিল? তিনি বললেন, তিনি প্রথমাংশে ঘুমাতেন, শেষাংশে জেগে নামায আদায় করতেন। এরপর তাঁর শয্যায় ফিরে যেতেন, মুআযযিন আযান দিলে দ্রুত উঠে পড়তেন, তখন তাঁর প্রয়োজন থাকলে গোসল করতেন, অন্যথায় অযূ করে (মসজিদের দিকে) বেরিয়ে যেতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "كَانَ يَنَامُ اَوَّلَه وَيَقُوْمُ اخره" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৪, তাছাড়া শামায়েলে তিরমিযী ঃ ১৯, মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৫৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. শেষ রাতে কিয়ামের ফযীলত বর্ণনা করে তাতে জেগে ইবাদত-উপাসনা করার প্রতি উৎসাহ জুগাচ্ছেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ فَإِنْ كَانَتْ بِه حَاجَةُ الخ ঃ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহবাসের প্রয়োজন হলে গোসল করতেন। নতুবা অযূ করে বের হয়ে পড়তেন।

তবে আল্লামা সিন্দী বলেন, এখানে প্রয়োজন বলতে গোসলের প্রয়োজন উদ্দেশ্য। অর্থাৎ জানাবতের গোসলের প্রয়োজন দেখা দিলে গোসল করতেন অন্যথায় অযূ করে বের হয়ে যেতেন। - والله اعلم

بَاب قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِه

৭৩১. পরিচ্ছেদ ঃ রামাযানে ও অন্যান্য সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাত জেগে ইবাদাত।

١٠٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রাহমান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি আয়িশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করেন, রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায কেমন ছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতের বেলা) এগারো রাকা'আতের অধিক নামায আদায় করতেন না। তিনি চার রাকা'আত নামায আদায় করতেন। তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাকা'আত নামায আদায় করতেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। এরপর তিনি তিন রাকা'আত (বিতর) নামায আদায় করতেন। আয়িশা রাযি. বলেন, (একদিন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি বিতরের আগে ঘুমিয়ে থাকেন। তিনি ইরশাদ করলেন, আমার চোখ দুটি ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে " مَا كَانَ رَسُوْلُ الله صَلَّي الله عَلَيْه وسلم يَزِيْدُ فِيْ رَمضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِه عَلي اِحْدي عَشْرَةَ رَكْعَة" قوله হাদীসাংশ দ্বারা সাঞ্জস্যতা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ৩৫৪, সামনে ঃ ১৫৫, ২৬৯, ৫০৪, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৫৪, তিরমিযী ঃ ৫৮, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ সালাত-১৮৯।

١٠٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِن السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ

সরল অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. .....উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের কোন নামাযে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বসে ক্বিরাআত পড়তে দেখিনি। অবশ্য শেষ দিকে বার্ধক্যে উপনীত হলে তিনি বসে বসে কিরাআত পড়তেন। যখন (আরম্ভকৃত) সূরার ত্রিশ চল্লিশ আয়াত অবশিষ্ট থাকতো, তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সে পরিমাণ ক্বিরাআত পড়ার পর রুকূ' করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ (عمده) : وَهِيَ قِيَامُ اللَّيْلِ الَّذِيْ سَمَّاه فِي التَّرْجَمَةِ " مِنْ قوله "صَلٰوةِ اللَّيْلِ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৪, পেছনে ঃ ১৫১, সামনে ঃ ৭১৬-৭১৭, এছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ও ২৫২।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামায (তাহাজ্জুদের নামায) রামাযান ও গায়রে রামাযানে সমান ধারায় পড়তেন।

ফেকাহ শাস্ত্রে অনবিজ্ঞ গায়রে মুকাল্লিদীন ঃ গায়রে মুকাল্লিদরা ফেকাহ শাস্ত্রে অজ্ঞ হওয়ায় ইলমে ফেকাহ অস্বীকার করে বেশী বেশী হাদীস অধ্যায়ন করে থাকে। কিন্তু হাদীসের পরিপূর্ণ মর্মার্থ বুঝার সাধ্য রাখে না। তারা বলেন, এই হাদীস তারাবীহের নামায আট রাকাআত হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

উত্তর ঃ ১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল তো রমযান ও গায়রে রমযানে এক সমান ছিল। তাহলে কি গায়রে মুকাল্লিদরা গায়রে রমযানেও তারাবীহের নামায পড়বে?

২. তারা আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেনি যে, ' سُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ ' এর মতলব কি? হযরত উমর রাযি. কি খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্য থেকে নয়?

৩. যদি এ হাদীস দ্বারা তারাবীহের নামায আট রাকাআত হওয়ার প্রমাণ দেয়ার চেষ্টা করো তাহলে বিতিরের নামাযকে তিন রাকাআত ধরে নাও। যেন আট রাকাআত এবং তিন রাকাআত মিলে এগারো রাকাআত হয়ে যায়।

يُصَلِّيْ اَرْبَعًا ঃ তার অর্থ এ-ও হতে পারে যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকাআত দুসালামে আদায় করতেন। এ অর্থটিই অগ্রগণ্য ও স্থানপযোগী। তখন 'صلوة الليل مثني مثني ' এর সাথে কোনরূপ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে না।

بَاب فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

৭৩২. পরিচ্ছেদ ঃ রাতে ও দিনে তাহারাত (পবিত্রতা) হাসিল করার ফযীলত এবং অযূ করার পর রাতে ও দিনে নামায আদায়ের ফযীলত।

١٠٩١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ

সরল অনুবাদ ঃ ইসহাক ইবনে নাসর রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের নামাযের সময় বিলাল রাযি. কে জিজ্ঞেস করলেন, হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক যে আমল তুমি করেছ, তার কথা আমার নিকট ব্যক্ত করো। কেননা, জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার পাদুকার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল রাযি. বললেন, দিন রাতের যে কোন প্রহরে নামায আদায় করা আমার তাকদীরে লেখা ছিল। আমার কাছে এর চাইতে (অধিক) আশাব্যঞ্জক হয়, এমন কোন বিশেষ আমল আমি করিনি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " مَا عَمِلْتُ عَمَلًا ارْجِي عِنْدِي انّي لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةِ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ اِلَّا صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ" قوله দ্বারা শিরোণামের সঙ্গে হাদীসটির মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৪, সামনে ঃ তাওহীদ-১১২৪, মুসলিমও।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা তাহিয়্যাতুল অযূর ফযীলত বর্ণনা করতে চাচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ হযরত বেলাল রাযি. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগে জান্নাতে গেলেন কিভাবে যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল রাযি. এর পাদুকার আওয়াজ শুনতে পেলেন?

জবাব ঃ এটা তো স্বপ্ন জগতের কথা।

প্রশ্ন ঃ হযরত বেলাল রাযি. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে অগ্রসর হলেন কিভাবে?

উত্তর ঃ ১. আগে আগে চলা তো খাদিম হিসেবে যেরূপ দূত রাস্তা পরিস্কার করতে রাজার অগ্রে চলে এবং বাদশাহ পিছনে পিছনে।

২. আজ-কাল তো কার ও টেক্সীর ড্রাইভার সামনে ড্রাইভিং সিটে এবং গাড়ীর মালিক পিছন সিটে বসে।

بَاب مَا يُكْرَهُ مِن التَّشْدِيد فِي الْعِبَادَة

৭৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ ইবাদতে কঠোরতা অবলম্বন অপসন্দনীয়।

١٠٩٢ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ صُهَيْب عَنْ أَنَس بْنِ مَالك رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ قَالُوا هذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا حُلُوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ قال وقال عَبْدُ اللّٰه بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ عِنْدي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَد فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هَذه قُلْتُ فُلَانَةُ لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ فَذُكِرَ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الْأَعْمَال فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا

সরল অনুবাদ ঃ আবূ মা'মার রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে) প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, দুটি স্তম্ভের মাঝে একটি রশি টাঙ্গানো রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ রশিটি কি কাজের জন্য? লোকেরা বলল, এটি যায়নাবের রশি, তিনি (ইবাদত করতে

করতে) অবসন্ন হয়ে পড়লে এটির সাথে নিজেকে বেঁধে দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, না, ওটা খুলে ফেল। তোমাদের যে কোন ব্যক্তির প্রফুল্লতা ও সজীবতা থাকা পর্যন্ত ইবাদাত করা উচিত। যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন যেন সে বসে পড়ে। অন্য এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ আসাদের এক মহিলা আমার কাছে উপস্থিত ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আগমণ করলেন এবং তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ মহিলাটি কে? আমি বললাম, অমুক। তিনি রাতে ঘুমান না। তখন তাঁর নামাযের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, রেখে দাও। সাধ্যানুযায়ী আমল করতে থাকাই তোমাদের কর্তব্য। কেননা, আল্লাহ তা'আলা (সাওয়াব প্রদানে) বিরক্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ اي إنكاره علي فعل زينب في شدها الحبل لتتعلق به عند الفتور "لا حلوه" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়। হাদীসের অনুবাদ দেখলে "لاحلوه " এর বিশ্লেষণ বুঝে আসবে। ইনশাআল্লাহ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৪, পেছনে ঃ ১১, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৬৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, রাতের ইবাদত-উপাসনা যদিও কাঙ্ক্ষিত বিষয় যেমন আগত বাব দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু এরপরও তাতে মধ্যপন্থাবলম্বন করা উচিত। কম-বেশী ও বাড়াবাড়ী না করা চাই।

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

৭৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ রাত জেগে ইবাদতকারীর ঐ ইবাদাত বাদ দেয়া মাকরূহ।

١٠٩٣ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ وَقَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بِهَذَا مِثْلَهُ وَتَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ

সরল অনুবাদ ঃ আব্বাস ইবনে হুসাইন ও মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল আবুল হাসান রহ.......আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মতো হয়ো না, সে রাত জেগে ইবাদত করতো, পরে রাত জেগে ইবাদত করা ছেড়ে দিয়েছে। হিশাম রহ. ......আবূ সালামা রাযি. থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله "يا عبدالله لاتكن مثل فلان الي اخره দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৪, এছাড়া মুসলিম ঃ সাওম।

وقال هشام حدثنا ابن ابي العشرين (اسم ابن ابي العشرين عبد الحميد بن حبيب كاتب الاوزاعي) قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيي الي اخره —

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য পূর্বের বাবে বর্ণিত হয়েছে। সারনির্যাস হলো, যার রাত জেগে ইবাদত করার অভ্যাস সে তা পরিত্যাগ করা মাকরূহ। তবে কোন উযর থাকলে মাকরূহ বলে গণ্য হবে না।

আমলে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত। যেন সে আমলের ধারা অব্যাহত রাখতে পারে। কেননা, কঠোরতা ও বাড়াবাড়ী যেরূপ মাকরূহ ঠিক তদ্রূপ একেবারে ছেড়ে দেয়াও মাকরূহ।

بَابٌ (بلا ترجمة كَالْفَصْلِ مِنَ الْبَابِ السَّابِقِ)

৭৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ

١٠٩٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ

সরল অনুবাদ ঃ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ......আবুল আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আমাকে কি জানানো হয় নি যে, তুমি রাত ভর ইবাতে জেগে থাকো, আর দিনভর সিয়াম পালন করো? আমি বললাম, হ্যাঁ, তা আমি করে থাকি। তিনি ইরশাদ করলেন, একথা নিশ্চিত যে, তুমি এমন করতে থাকলে তোমার দৃষ্টিশক্তি দূর্বল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তোমার দেহের অধিকার রয়েছে, তোমার পরিবার পরিজনেরও অধিকার রয়েছে। কাজেই তুমি রোযা পালন করবে এবং বাদও দেবে। আর জেগে ইবাদাত করবে এবং ঘুমাবেও।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসটির তরজমাতুল বাবের সাথে সম্পর্ক "صُمْ وَافطِرْ قُمْ وَنَمْ" قوله তে। অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসে রোযা রাখা, মাঝে মধ্যে বাদ দেয়া অনুরূপ রাত জেগে ইবাদত করা ও ঘুমানোরও নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ মধ্যম পন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছেন। ইবাদতের তরীকা বাতলে দিয়েছেন যে, এতে কঠোরত ও বাড়াবাড়ী কর না। যার ফলে তুমি ক্লান্ত ও দূর্বল হয়ে পড়বে।

بَاب فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِن اللَّيْلِ فَصَلَّى

৭৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাত জেগে নামায আদায় করে তাঁর ফযীলত।

١٠٩٥– حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِن اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ

সরল অনুবাদ ঃ সাদাকা ইবনে ফাযল রহ. ......উবাদা ইবনে সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে জেগে ওঠে এ দোয়া পড়ে .... لااله الا الله এক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজ্য তাঁরই। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সব কিছুর উপরে শক্তিমান। যাবতীয় হামদ আল্লাহরই জন্য, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, আল্লাহ ব্যতিত কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান, গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত। তারপর বলে, ইয়া আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। বা (অন্য কোন) দোয়া করে, তাঁর দোয়া কবূল করা হয়। এরপর অযূ করে (নামায আদায় করলে) তার নামায কবূল করা হয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ الخ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৫, তাছাড়া আবূ দাউদ দ্বিতীয় খন্ড ঃ কিতাবুল আদব-৬৮৯, তিরমিযী ঃ কিতাবুদ দাওয়াত-১৭৭।

١٠٩٦– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُصُّ فِي قَصَصِهِ وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ * إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِن الْفَجْرِ سَاطِعُ

أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا * بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ* إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

সরল অনুবাদ ঃ ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ......হায়সাম ইবনে আবূ সিনান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা রাযি. তাঁর ওয়ায বর্ণনাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তোমাদের এক ভাই অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. অনর্থক কথা বলেন নি।

"আর আমাদের মাঝে বর্তমান রয়েছেন আল্লাহর রাসূল, যিনি আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করেন, যখন উদ্ভাসিত হয় ভোরের আলো। গোমরাহীর পর তিনি আমাদের হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন, তাই আমাদের হৃদয়সমূহ, তাঁর প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপনকারী যে, তিনি যা বলেছেন তা অবশ্য সত্য। তিনি রাত কাটান শয্যা থেকে পার্শ্বকে দূরে সরিয়ে রেখে, যখন মুশরিকরা শয্যাগুলোতে নিদ্রামগ্ন থাকে।"

আর উকাইল রহ. ইউনুস রহ.-এর অনুসরণ করেছেন। যুবাইদী রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রেও তা বর্ণনা করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা ঃ হাদীসের শিরোণামের সাথে সম্পর্ক " يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَه عَنْ لِأَنَّ مُجَافَاةَ جَنْبِه عَنِ الْفِرَاشِ وَهُوَ إِبْعَادُه عَنْه بِسَبَبِ النُّعَارِ وَكَانَ ذٰلِكَ إِمَّا لِلصَّلٰوةِ وَإِمَّا । তে فِرَاشِه" قوله لِلذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৫, সামনে ঃ ৯০৯।

১০৯৭ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ فَكَأَنِّي لَا أُرِيدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَأَنَّ اثْنَيْنِ أَتَيَانِي أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَتَلَقَّاهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لَمْ تُرَعْ خَلِّيَا عَنْهُ فَقَصَّتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى رُؤْيَايَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَكَانُوا لَا يَزَالُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا أَنَّهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

সরল অনুবাদ ঃ আবূ নু'মান রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে আমি (এক রাতে) স্বপ্নে দেখলাম যেন আমার হাতে এক খন্ড মোটা রেশমী কাপড় রয়েছে এবং যেন আমি জান্নাতের যে কোন স্থানে যেতে ইচ্ছা করছি। কাপড় (আমাকে) সেখানে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অপর একটি স্বপ্নে আমি দেখলাম, যেন দু'জন ফিরিশতা আমার কাছে এসে আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। তখন অন্য একজন ফিরিশতা তাঁদের সামনে এসে বললেন, তোমার কোন ভয় নেই। (আর ঐ দু'জনকে বললেন) তাকে ছেড়ে দাও। (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা রাযি. আমার স্বপ্নদ্বয়ের একটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ কত ভাল লোক! যদি সে রাতের বেলা নামায (তাহাজ্জুদ) আদায় করতো। এরপর থেকে আব্দুল্লাহ রাযি. রাতের এক অংশে নামায আদায় করতেন। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট (তাঁদের দেখা) স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন। লাইলাতুল কাদর রামাযানের শেষ দশকের সপ্তম রাতে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি মনে করি যে, (লাইলাতুল কাদর শেষ দশকে হওয়ার ব্যাপারে) তোমাদের স্বপ্নগুলোর মধ্যে পরস্পর মিল রয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি লাইলাতুল কাদরের অনুসন্ধান করতে চায় সে যেন তা (রামাযানের) শেষ দশকে অনুসন্ধান করে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটির সামঞ্জস্যতা " فَكَانَ عَبْدُاللهِ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ " قوله থেকে গৃহীত।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৫, পেছনে ঃ ৬৩, ১৫১, সামনে ঃ ৫২৯, ১০৩৯, ১০৪০, ১০৪১, তাছাড়া মুসলিম ছানী ঃ ফাযায়িল ঃ ২৯৮, তিরমিযী দ্বিতীয় খন্ড ঃ মানাকেবে আব্দুল্লাহ-২২৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে ব্যক্তির প্রশংসা করা যে রাতের বেলা জেগে উঠার সময় অনিচ্ছাবশতঃ আল্লাহর যিকির করে। অর্থাৎ যার মুখ থেকে জাগ্রতকালে প্রথমেই আল্লাহর যিকিরের আওয়াজ বেরিয়ে আসে। অনুরূপ অবস্থা তখনই হয় যখন কোন মানুষ আল্লাহর যিকির করতে করতে নিজেকে এমন অভ্যস্ত করে তুলে যে, এখন এমোনিতেই আল্লাহর যিকির মুখ থেকে নির্গত হয়। সর্বদা তার জিহ্বা যিকরুল্লাহ দ্বারা তরুতাজা থাকে।

প্রশ্ন ঃ তরজমাতুল বাব তো কায়েম করেছেন ফযীলত বর্ণনার্থে। কিন্তু হাদীসের কোথাও মর্যাদার আলোচনা নেই। হ্যাঁ তবে কবূলিয়্যাত এর কথা বলা হয়েছে।

উত্তর ঃ কবূলিয়্যাতের বিবরণ ফযীলতের প্রমাণ বহন করে। কেননা, খোদ কবূলিয়্যাতই ফযীলতের দলীল।

بَاب الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

৭৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ ফজরের (সুন্নাত) দু'রাকা'আত নিয়মিত আদায় করা।

١٠٩٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায আদায় করলেন, তারপর আট রাকা'আত নামায আদায় করেন। এবং দু'রাকা'আত আদায় করেন বসে বসে। আর দু'রাকা'আত নামায আদায় করেন আযান ও ইকামাত এর মধ্যবর্তী সময়ে। এ দু'রাকা'আত তিনি কখনো পরিত্যাগ করতেন না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا اَبَدًا" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৫, তাছাড়া আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৯২-১৯৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. 'صلوة اللَّيْل' এর আলোচনা শেষ করে ফজরের সুন্নতের আলোচনা শুরু করেছেন। কেননা, ফজরের সুন্নত অন্যান্য সুন্নতের চেয়ে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম হাসান বসরী রহ. এর মতে, তো ফজরের সুন্নত ওয়াজিব। মোটকথা হলো, ইমাম বুখারী বলতে চাচ্ছেন, ফজরের সুন্নত যেন বাদ দেয়া হয় না। নিয়মিত পাবন্দীসহকারে আদায় করা হয়।

ব্যাখ্যা ঃ হানাফীদের মতেও ফজরের দুরাকাআত সুন্নত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ওয়াজিবের কাছাকাছি। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে, সমূহ সুন্নত নামায হতে বিতিরের নামায বেশ তাকীদযুক্ত।

بَاب الضَّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

৭৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতের পর ডান কাতে শোয়া।

১০৯৯– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু'রাকা'আত নামায আদায় করার পর ডান কাতে শুইতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে " إذا صلي ركعتي الفجر إضطجع علي شقه الأيمن" قوله হাদীসাংশ দ্বারা মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৫, পেছনে ঃ ৮৭, ১৩৫, সামনে ঃ ১৫৬, ৯৩৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। ফজরের ওয়াক্ত নিকটবর্তী হয়ে গেলে বিতির আদায় করে নিতেন। অতঃপর ফজরের আযান হয়ে গেলে ফজরের দুরাকাআত সুন্নত পড়ে একটু সময় ডান কাতে শুয়ে যেতেন। অর্থাৎ শুধু অবসন্নতা দূর করতেন। তাঁর এ শোয়ার আমল আবশ্যকীয় ছিল না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের নামায পড়বে সে শরীরের ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে সুন্নত আদায়ের পর জামাআত দাঁড়ানো পর্যন্ত শুয়ে থাকবে। ইনশাআল্লাহ ছাওয়াব পাবে। ইমাম বুখারী রহ. এর মসলক আগত বাব দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, শোয়া জরুরী নয়।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা আইনী রহ. বলেন, ফজরের সুন্নত দুরাকাআতের পর শুয়ার ব্যাপারে সাহাবা, তাবেয়ীন, ও তৎপরবর্তীগণের ছয়টি উক্তি রয়েছে।

১. এটি সুন্নত। ইহাই ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীদের মযহব। ইমাম নববী রহ. এ সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন।

২. মুস্তাহাব। সে সব লোকদের জন্য যারা রাতের বেলা জেগে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে। এটাই আকাবিরদের অভিমত।

৩. ওয়াজিব এবং ফরয। আবূ মুহাম্মদ ইবনে হাযম এ মতেরই প্রবক্তা। তিনি তো বলে থাকেন যে, ইহা ছাড়া ফজরের নামায সহীহ হবে না। ৪. মালেকীদের মতে, বেদআত। ৫. অনুত্তম।

৬. সত্তাগতভাবে এটি মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হলো, সুন্নত ও ফরযের মাঝে বিচ্ছেদ করা। মোটকথা হাদীসসমূহের ভাষ্যে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় এ আমল করতেন না। অতএব বুখারী শরীফেও ইবনে আব্বাস কর্তৃক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ শেষ করে শুয়ে পড়েন। মুয়াযযিন আসার পর দুরাকাআত আদায় করেছেন। অতঃপর বাহিরে তাশরীফ নিয়েছেন এবং ফজরের নামায পড়েছেন।

প্রমাণিত হলো, এ শোয়াটা ওয়াজিব নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করবে সে যেন ফজরের সুন্নতের আগে বা পরে অল্পক্ষণ শুয়ে থাকে। যেন অবসন্নতা দূর করে প্রসন্ন মনে ফজরের নামায আদায় করতে পারে। - والله اعلم

بَاب مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

৭৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ দু'রাকা'আত (ফজরের সুন্নাত) এরপর কথাবার্তা বলা এবং না শোয়া।

١١٠٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاةِ

সরল অনুবাদ ঃ বিশর ইবনে হাকাম রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফজরের সুন্নাত) নামায আদায় করার পর আমি জেগে থাকলে, তিনি আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন, অন্যথায় (জামা'আতের সময় হয়ে যাওয়ার) অবগতি প্রদান পর্যন্ত ডান কাতে শুয়ে থাকতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " كَانَ إِذَا صَلَّي (أَيْ سُنَّةَ الْفَجْرِ) فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِيْ الخ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৫, পেছনে ঃ ১৫১, সামনে ঃ ১৫৬, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৫৫, তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ সালাত-৫৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব এনে বাতলে দিলেন যে, ফজরের সুন্নতের পর ঘুমানো ওয়াজিব নয়। তবে বেদআত বলাও ঠিক হবে না। বরং তা মুস্তাহাব। যাতে ক্লেশ দূর করে প্রসন্ন মনে ফজরের নামায আদায় করতে পারে। যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এ-ও হতে পারে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা-বার্তা বলতে সময় শুইতেন।

بَاب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى قال محمد وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلَّا يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ

৭৪০. পরিচ্ছেদ ঃ নফল নামায দু'রাকাআত করে আদায় করা। মুহাম্মদ (ইমাম বুখারী রহ.) বলেন, বিষয়টি আম্মার, আবূ যারর, আনাস, জাবির ইবনে যায়িদ রাযি. এবং ইকরিমা ও যুহরী রহ. থেকেও উল্লেখিত হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী রহ. বলেছেন, আমাদের শহরের (মদীনার) ফকীহগণকে দিনের নামাযে প্রতি দু'রাকাআত শেষে সালাম করতে দেখেছি।

١١٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا

الاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

সরল অনুবাদ ঃ কুতাইবা রহ. ......জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সব কাজে ইসতিখারাহ শিক্ষা দিতেন। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা আমাদের শিখাতেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করলে সে যেন ফরয নয় এমন দু'রাকাআত (নফল) নামায আদায় করার পর এ দোয়া পড়ে, "ইয় আল্লাহ! আমি আপনার ইলমের ওয়াসীলায় আপনার কাছে (উদ্দিষ্ট বিষয়ের) কল্যাণ চাই এবং আপনার কুদরতের ওয়াসীলায় আপনার কাছে শক্তি চাই আর আপনার কাছে চাই আপনার মহান অনুগ্রহ। কেননা, আপনিই (সব কিছুতে) ক্ষমতা রাখেন, আমি কোন ক্ষমতা রাখি না, আপনিই (সব বিষয়ে) অবগত আর আমি অবগত নই ; আপনিই গায়েব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। ইয়া আল্লাহ! আমার দীন, আমার জীবন-জীবিকা ও আমার কাজের পরিণাম বিচারে, অথবা বলেছেন, আমার কাজের আশু ও শেষ পরিণতি হিসেবে যদি এ কাজটি আমার জন্য কল্যাণকর বলে জানেন তাহলে আমার জন্য তার ব্যবস্থা করে দিন। আর তা আমার জন্য সহজ করে দিন। এরপর আমার জন্য তাতে বরকত দান করুন। আর যদি এ কাজটি আমার দীন, আমার জীবন-জীবিকা ও আমার কাজের পরিণাম অথবা বলেছেন, আমার কাজের আশু ও শেষ পরিণতি হিসাবে আমার জন্য ক্ষতি হয় বলে জানেন ; তাহলে আপনি তা আমার থেকে সরিয়ে নিন এবং আমাকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন। আর আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারিত রাখুন ; তা যেখানেই হোক। এরপর সে বিষয়ে আমাকে রাযী থাকার তৌফিক দিন। তিনি ইরশাদ করেন- هذا الامر তার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله "فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৫-১৫৬, সামনে ঃ ৯৪৪, ১০৯৯, তাছাড়া আবূ দাউদ ঃ বাবুল ইস্তিখারা-প্রথম খন্ড-২১৫, তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ সালাত-৬৩।

১১০২ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

সরল অনুবাদ ঃ মাক্কী ইবনে ইবরাহীম রহ. ......আবূ কাতাদা ইবনে রিবয়ী আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাকাআত নামায (তাহিয়্যাতুল-মসজিদ) আদায় করার আগে বসবে না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে قوله "حَتَّي يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ" হাদীসাংশ দ্বারা মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৬, পেছনে ঃ ৬৩, অবশিষ্টাংশের জন্য নাসরুল বারী তৃতীয় খন্ড-পৃষ্টা-২২, হাদীস নং ৪৩০ দ্রষ্টব্য।

১১০৩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন, এরপর চলে গেলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "رَكْعَتَيْنِ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৬, বিশদ বিবরণের জন্য নাসরুল বারী দ্বিতীয় খন্ড-৪০৪, হাদীস নং ৩৭২ দ্রষ্টব্য।

১১০٤ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

সরল অনুবাদ ঃ ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যুহরের আগে দু'রাকাআত, যুহরের পরে দু'রাকাআত, জুমু'আর পরে দু'রাকা'আত, মাগরিবের পরে দু'রাকাআত এবং ইশার পরে দু'রাকাআত (সুন্নাত) নামায আদায় করেছি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ" দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসটির মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৬, পেছনে ঃ ১২৮, ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী চতুর্থ খন্ড বাব ঃ ৫৯৩, হাদীস-৮৯৮।

١١٠٥ – حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

সরল অনুবাদ ঃ আদম রহ. ......জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খুতবা প্রদান কালে ইরশাদ করলেন, তোমরা কেউ এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হলে, যখন ইমাম (জুমুআর) খুতবা দিচ্ছেন, অথবা মিম্বরে আরোহণের জন্য (হুজরা থেকে) বেরিয়ে পড়েছেন, তাহলে সে তখন যেন দু'রাকাআত নামায আদায় করে নেয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৬, পেছনে ঃ ১২৭, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৮৭, আবূ দাউদ ঃ ১৫৯, তিরমিযী ঃ ৬৭।

١١٠٦ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالًا عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَا بِلَالُ أَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَيْنَ قَالَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَقَالَ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ

সরল অনুবাদ ঃ আবূ নু'আইম রহ. ......মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমর রাযি. এর বাড়ীতে এসে তাঁকে খবর দিল, এই মাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন। ইবনে উমর রাযি. বলেন, আমি অগ্রসর হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘর থেকে বের হয়ে পড়েছেন। বিলাল রাযি. দরওয়াযার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি বললাম, হে বিলাল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের ভিতরে নামায আদায় করেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন স্থানে? তিনি বললেন, দু'স্তম্ভের মাঝখানে। এরপর তিনি বেরিয়ে এসে কা'বার সামনে দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, আবূ হুরায়রা রাযি. বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দু'রাকাআত সালাতুয যুহা (চাশত-এর নামায) এর আদেশ করেছেন। ইতবান (ইবনে মালিক আনসারী) রাযি. বলেন, একদিন বেশ বেলা হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর ও উমর রাযি. আমার এখানে আগমণ করলেন। আমরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। আর তিনি (আমাদের নিয়ে) দু'রাকাআত নামায (চাশত) আদায় করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِيْ وَجْهِ الْكَعْبَةِ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৬, পেছনে ঃ ৫৭, ৭৬, ৭২, বাকী আলোচনার জন্য নাসরুল বারী দ্বিতীয় খন্ড ঃ ৪২০, হাদীস-৩৮৭ দ্রষ্টব্য।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো এ কথা বলা যে, নফল নামায দুরাকাআত করে পড়া উত্তম। ইমাম বুখারী রহ. উক্ত মাসআলায় শাফেয়ী ও হাম্বলীদের অভিমতের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন। যেমন তরজমাতুল বাবেই কয়েকজন সাহাবায়ে কেরামের আছর দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন। এছাড়া ফুকাহায়ে মদীনার হাওয়ালা দিয়ে আরো সুদৃঢ় করার প্রয়াস পেয়েছেন। বলাবাহুল্য, এই মতবিরোধ জায়েয নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে নয়। বরং উত্তম অনুত্তমের ক্ষেত্রে যে, চার রাকাআত করে পড়া উত্তম না দুরাকাআত করে পড়া উত্তম। মাসআলাটির আলোচনা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা ঃ বাবের প্রথম হাদীস হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত। যাতে ইস্তেখারা সম্পর্কে " فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا " বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট বিধান যথা ওয়াজিব, সুন্নত ইত্যাদি নয়। অর্থাৎ ইবাদাতের ক্ষেত্রে ইস্তেখারার কোন বিধান নেই। درکار خیر حاجت استخاره نیست। তাছাড়া হারাম ও মাকরূহজনিত বিষয়ে ইস্তেখারা হবে না। কেননা, হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকাই কল্যাণ বলে গণ্য হয়। বরং বেঁচে থাকা ওয়াজিব বটে। তবে সফর নিয়ে ইস্তেখারা করবে যে, কখন সফর মঙ্গলজনক হবে কখন হবে না? অনুরূপ বিবাহের ব্যাপারেও ইস্তেখারা করতে পারবে।

ইস্তেখারার আসল পদ্ধতি হাদীসে জাবিরে বর্ণিত হয়েছে যে, দু'রাকাআত নামায পড়বে। কোন কোন উলামা তাতে কোন সূরা পড়বে তাও বর্ণনা করে দিয়েছেন। তারা বলেন, প্রথম রাকাআতে 'قل يا ايها الكافرون' এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরায়ে এখলাছ পড়বে। ইস্তেখারার নামায চার রাকাআতও পড়া জায়েয আছে। ইস্তেখারা করে যে বিষয়ের দিকে মন ধাবিত হবে, যা অন্তরে উদ্ভাসিত হবে তাই পালন করবে। আর যদি ইস্তেখারার পরও সিদ্ধান্ত হীনতায় ভুগে তাহলে বারবার ইস্তেখারা করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন দিকে মন না ঝুঁকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ধরনের পদক্ষেপ নিবে না। ইনশেরাহ বা স্বপ্নে দেখা জরুরী ও আবশ্যকীয় কোন বিষয় নয়।

اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ ঃ এখানে এসে স্বীয় প্রয়োজনের কথা বলে দেবে।

بَاب الْحَدِيث يَعْنِي بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

৭৪১. পরিচ্ছেদ ঃ ফজরের (সুন্নাত) দু'রাকাআতের পর কথাবার্তা বলা।

١١٠٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ذَاكَ

সরল অনুবাদ ঃ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফজরের আযানের পর) দু'রাকাআত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন। এরপর আমি সজাগ থাকলে আমার সাথে কথা বলতেন, অন্যথায় (ডান) কাতে শয়ন করতেন। (বর্ণনাকারী আলী বলেন,) আমি সুফিয়ান রহ. কে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ কেউ এ হাদীসে (দু'রাকাআত এর স্থলে) ফজরের দু'রাকাআত রেওয়ায়ত করে থাকেন। (এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি?) সুফিয়ান বললেন, এটা তা-ই।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "كَانَ يصَلّي رَكعَتَين فَإنْ كُنْتُ مُسْتَيقظة حَدَّثَنِي" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৬, পেছনে ঃ ৮৭, ১৫১, ১৫৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, ফজরের সুন্নত ও ফরযের মধ্যখানে কথাবার্তা বলা জায়েয আছে। কেননা, তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত। যাদের থেকে নাজায়েয অথবা মকরুহ বর্ণিত হয়েছে তাদের মত খন্ডন করেছেন।

হানাফীদের মতেও সুন্নত ও ফরযের মাঝে কথাবার্তা বলা মাকরুহ। তবে তা সে সব লোকদের বেলায় যারা শুইলে বা কথাবার্তা বললে জামাআতে ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। - والله اعلم

فَإنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيْه ঃ এখানে بعض তথা কেহ কেহ দ্বারা ইমাম মালেক রহ. উদ্দেশ্য। (উমদাতুল ক্বারী)

بَاب تَعَاهُد رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا

৭৪২. পরিচ্ছেদ ঃ ফজরের (সুন্নাত) দু'রাকাআতের হিফাযত আর যারা এ দু'রাকাআতকে নফল বলেছেন।

١١٠٨ - حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْد بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

সরল অনুবাদ ঃ বায়ান ইবনে আমর রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নফল নামাযকে ফজরের দু'রাকাআত সুন্নাতের ন্যায় অধিক হিফাযত ও গুরুত্ব প্রদানকারী ছিলেন না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " لَمْ يَكُن النَّبِيُّ صَلي اللهُ عَلَيْه وَسلَّم عَلي شَئٍ مِنَ النَّوَافِل اَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدَا عَلي رَكْعَتَي الفَجْر " قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৬, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ সালাত-২৫১, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ বাবুল ইযতেজা' -১৭৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, ফজরের এই দু'রাকাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। এটাই জমহুর আয়েম্মার মযহব। কোন কোন বুযুরগের মতে, ওয়াজিব। ইমাম বুখারী রহ. ' مَنْ سَمَّاهَا تَطَوُّعَا ' দ্বারা তাদের মতামত খন্ডন করেছেন। মোটকথা, অন্যান্য সুন্নতের চেয়ে ফজরের সুন্নতের গুরুত্ব বেশী হলেও তা ওয়াজিব নয়।

بَاب مَا يقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

৭৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ ফজরের (সুন্নাত) দু'রাকাআতে কতটুকু কিরাআত পড়া হবে।

যদিও তরজমাতুল বাব দ্বারা কোন সূরা পড়বে তা বুঝা যাচ্ছে। তবে হাদীসুল বাব এর ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে যে, 'ما' কোন কোন সময় كيفيت বুঝানোর জন্য আসে। কোন কোন হাদীসে রয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নতে সংক্ষিপ্ত কেরাআত পড়তেন। এছাড়া কোন কোন রেওয়ায়ত দ্বারা সূরায়ে কাফিরুন ও এখলাছ পড়েছেন বলে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

١١٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তের রাকাআত নামায আদায় করতেন, এরপর সকালে (ফজরের) আযান শোনার পর সংক্ষিপ্ত (কিরাআতে) দু'রাকাআত নামায আদায় করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটির মিল " ثُمَّ يُصَلِّيْ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ" قوله তে। অর্থাৎ ফজরের সুন্নতে কেরাআত তো পড়তেন। তবে দীর্ঘ কোন সূরা পড়তেন না।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৬।

١١١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ

সরল অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ইবনে বাশশার ও আহমদ ইবনে ইউনুস রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের (ফরয) নামাযের আগের দু'রাকাআত (সুন্নাত) এত সংক্ষিপ্ত করতেন এমনকি আমি (মনে মনে) বলতাম, তিনি কি (শুধু) উম্মুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) তিলাওয়াত করলেন?

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّي انّيْ لَاَقُوْلُ هَلْ قَرَاَ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ" قوله দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, সে সব লোকদের মত খন্ডন করা যারা ফজরের সুন্নতে কেরাআত পড়া অস্বীকার করে থাকেন। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, কেরাআত তো পাঠ করবে। তবে সংক্ষিপ্ত কেরাআত পড়বে। দীর্ঘ করা মাকরূহ।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْقِرَاءَةِ فِيْ رَكْعَتَي الْفَجْرِ عَلي اَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ الخ (عمده) -

১. لاقراءة فيها অর্থাৎ কোন কেরাআত পড়বে না। ইমাম বুখারী রহ. তাদের মতমাত খন্ডন করতে চাচ্ছেন।

২. কারো কারো মতে, উভয় রাকাআতে কেবল সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করবে। ইমাম মালেক রহ. এর প্রসিদ্ধ মতামত এটাই। দলীল হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত এই রেওয়ায়ত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের (ফরয) নামাযের আগের দু'রাকাআত (সুন্নাত) এত সংক্ষিপ্ত করতেন এমনকি আমি (মনে মনে) বলতাম, তিনি কি (শুধু) উম্মুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) তিলাওয়াত করলেন কি না? ৩. সূরায়ে ফাতেহা ও এর সাথে একটি সূরাও মিলাবে। তবে সংক্ষিপ্তাকারে পড়বে। ইহাই জমহুরের অভিমত। ইমাম বুখারী জমহুরের মতামত সমর্থন করছেন। মতানৈক্যের কারণে তরজমাতুল বাবে সবার সামনে প্রশ্ন রেখে কোন বিধান আরোপ করেন নি। ৪. দীর্ঘ কেরাআত পড়াতে কোন অসুবিধা নেই। এ মতটি হযরত ইবরাহীম নাখয়ী থেকে বর্ণিত। والله اعلم।

بَاب التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

৭৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ ফরয নামাযের পর নফল নামায।

ইমাম বুখারী রহ. সর্ব প্রথম ফজরের সুন্নতের আলোচনা করেছেন। কেননা, তা অন্যান্য সুন্নতের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রথমে ফজরের সুন্নতের বিবরণ দিয়ে এখন উক্ত বাবে অপরাপর সুন্নতের আলোচনা করতে চাচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ ইমাম বুখারী রহ. سنن قبلية এর আলোচনা করলেন না কেন?

উত্তর ঃ যেহেতু سنن بعدية বেশী। যেমন যুহর, মাগরিব ও এশার নামাযে ফরয আদায়ের পর সুন্নত। এজন্য سنن بعدية এর গুরুত্ব বুঝাতে সেগুলো প্রথমে বর্ণনা করার জন্য بعد المكتوبة এর কয়েদ লাগিয়েছেন। নচেৎ ১৫৭ নং পৃষ্টায় যুহরের পূর্বের সুন্নত আলোচনা করতে আলাদা বাব কায়েম করেছেন। যা হানাফীদের মতে ফরযের আগে চার রাকাআত ও শাফেয়ীদের মতে, দুরাকাআত সুন্নত।

١١١١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ

সরল অনুবাদ ঃ মুসাদ্দাদ রহ. ......উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণে আমি যুহরের আগে দু'রাকাআত, যুহরের পর দু'রাকাআত, মাগরিবের পর দু'রাকাআত, ইশার পর দু'রাকাআত এবং জুমু'আর পর দু'রাকাআত নামায আদায় করেছি। তবে মাগরিব ও ইশার পরের নামায তিনি তাঁর ঘরে আদায় করতেন। ইবনে উমর রাযি. আরও বলেন, আমার বোন (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা রাযি. আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর হওয়ার পর সংক্ষিপ্ত দু'রাকাআত নামায আদায় করতেন। (ইবনে উমর রাযি. বলেন) এটি ছিল এমন একটি সময়, যখন আমরা কেউ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হতাম না। (তাই সে সময়ের আমল সম্পর্কে উম্মাহাতুল মু'মিনীন অধিক জানতেন) কাসীর ইবনে ফরকাদ ও আইয়ূব রহ. নাফি' রহ. থেকে হাদীস বর্ণনায় উবাইদুল্লাহ রহ. এর অনুসরণ করেছেন। ইবনে যিনাদ রহ. বলেছেন, মূসা ইবনে উকবা রহ. নাফি' রহ. থেকে ইশার পর তাঁর পরিজনের মধ্যে কথাটি বর্ণনা করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল একেবারে স্পষ্ট। কেননা, এ হাদীসে পাঁচবার সুনানে বা'দিয়্যাহের উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৬-১৫৭, পেছনে ঃ ১২৮, সামনে ঃ ১৫৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, سنن بعديه তথা ফরযের পরের সুন্নতসমূহ سنن قبليه তথা ফরযের আগের সুন্নতগুলোর তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, سنن قبليه ভূমিকাস্বরূপ ও بعديه শক্তিশালী।

بَاب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

৭৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ ফরযের পর নফল নামায আদায় না করা।

١١١٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا قُلْتُ يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ قَالَ وَأَنَا أَظُنُّهُ

সরল অনুবাদ ঃ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে আট রাকাআত একত্রে যুহর ও আসরের এবং সাত রাকাআত একত্রে মাগরিব-ইশার আদায় করেছি। (তাই সে ক্ষেত্রে যুহর ও মাগরিবের পর সুন্নাত আদায় করা হয় নি) আমর রহ. বলেন, আমি বললাম, হে আবুশ শা'সা আমার ধারণা, তিনি যুহর শেষ ওয়াক্তে এবং আসর প্রথম ওয়াক্তে আর ইশা প্রথম ওয়াক্তে ও মাগরিব শেষ ওয়াক্তে আদায় করেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমিও তাই মনে করি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে। অর্থাৎ যখন যুহর ও আছরের আট রাকাআত একত্রে আদায় করা হয়েছে। তাহলে এ কথা তো পরিস্কার যে মধ্যখানের সুন্নত অর্থাৎ যুহরের পরের সুন্নত ছেড়ে দেয়া হয়েছে। وَلَوْ تَطَوَّعَ بَعْدَ الظُّهْرِ لَلَزِمَ عَدَمُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عَلَى هذا। আর মাগরিব ও ইশাকে একত্রে পড়ার অর্থই হচ্ছে মাগরিবের পর দুরাকাআত সুন্নত আদায় করা হয় নি। না হয় একত্রকরণ হবে না। — والله اعلم

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৭, পেছনে ঃ ৭৭, ৭৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, ফরয নামায আদায়ের পর আর কোন ফরয-ওয়াজিব বলতে কোন কিছু নেই। যদি কোন উযরবশতঃ তা পরিত্যাগ করে তাহলে গুনাহগার হবে না। - والله اعلم

ব্যাখ্যা ঃ বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ আলোচনার জন্য নাসরুল বারী তৃতীয় খন্ড ১৪০ ও ১৪১ নং পৃষ্টা দৃষ্টব্য।

بَاب صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ

৭৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ সফরে সালাতুয-যুহা (চাশত) আদায় করা।

١١١٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ تَوْبَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتُصَلِّي الضُّحَى قَالَ لَا قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا اخَالُهُ

সরল অনুবাদ ঃ মুসাদ্দাদ রহ. ......মুওয়াররিক রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর রাযি. কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি চাশত-এর নামায আদায় করে থাকেন? তিনি বললেন, না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, উমার রাযি. তা আদায় করতেন কি? তিনি উত্তরে বললেন, না। আমি বললাম, আবূ বকর রাযি.? তিনি বললেন, না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? তিনি জবাবে বললেন, আমি তা মনে করি না। (আমার মনে হয় তিনিও তা আদায় করতেন না, তবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত কিছু বলতে পারছি না)।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শারেহে বুখারী আল্লামা কিরমানী রহ. বলেন, " إِعْلَمْ أَنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ لَا بِهٰذَا الْبَابِ إِنَّمَا يَلِيْقُ بِالْبَابِ الَّذِيْ بَعْدَه" অর্থাৎ হাদীসটি পরবর্তী বাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই বাবের সাথে নয়।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, ' قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ لَيْسَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ هٰذَا الْبَابِ وَإِنَّمَا يَصْلُحُ فِي بَابِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحي وَأَظُنُّه مِنْ غَلَطِ النَّاسِخِ ' (উমদাতুল কারী ও ফাতহুল বারী)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৭।

١١١٤ – حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

সরল অনুবাদ ঃ আদম রহ. ......আব্দুর রাহমান ইবনে আবূ লায়লা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হানী রাযি. (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচাত বোন) ব্যতিত অন্য কেউ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে চাশতের নামায আদায় করতে দেখেছেন, এরূপ আমাদের কাছে কেউ বর্ণনা করেন নি। তিনি উম্মে হানী রাযি. অবশ্য বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন (পূর্বাহ্নে) তাঁর ঘরে গিয়ে গোসল করেছেন। (তিনি বলেছেন) যে, আমি আর কখনো (তাঁকে) অনুরূপ সংক্ষিপ্ত নামায (আদায় করতে) দেখিনি। তবে কিরাআত সংক্ষিপ্ত হলেও তিনি রুকূ' ও সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করেছিলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবে সুস্পষ্ট কোন কিছু বলা হয় নি। অতএব তরজমাতুল বাবের মর্মার্থ হবে, সফরে চাশতের নামায পড়বে কি না?

ইমাম বুখারী রহ. বাবটির অধীনে দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদীস ইবনে উমর কর্তৃক বর্ণিত। এর দ্বারা নফী সাবেত করতে চেষ্টা করেছেন। আর দ্বিতীয় হাদীস হযরত উম্মে হানীর। যার দ্বারা পড়া হবে বলে প্রমাণিত হচ্ছে। যদি একে চাশতের নামায ধরা হয়। বাকী আলোচনা আসতেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৭, পেছনে ঃ ৪২, ৫২, সামনে ঃ ৪৪৯, ৬১৪, ৯০৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. সালাতুয যুহা বর্ণনার্থে তিন বাব কায়েম করেছেন। তন্মধ্যে এটি প্রথম বাব। যার অধীনে দুটি হাদীস আনা হয়েছে। বাহ্যত উভয় হাদীস পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে। ইমাম বুখারী রহ. এ দু'হাদীসের মাঝে সাঞ্জস্যবিধান সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন- ১. উভয় দিকের রেওয়ায়ত উল্লেখ করে বাতলে দিলেন যে, পড়া না পড়া উভয়ের অনুমতি রয়েছে। ২. তরক তথা না পড়ার রেওয়ায়ত সফরের উপর ও আদায়ের রেওয়ায়ত একামতের উপর প্রযোজ্য। ৩. বিভিন্ন ধরনের সফর রয়েছে। অর্থাৎ সুদীর্ঘ সফরে এক দিন বা দু'দিন অথবা তিন দিন একামত করলে যদিও তাকে মুকীম ধরা হবে না। কিন্তু সে মুকীমের মতো প্রসান্তিতে থাকে বিধায় পড়ে নেবে। আর ধারাবাহিক সফর হলে ছেড়ে দেবে। - والله اعلم

আরো বিশদ বিবরণের জন্য নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী অষ্টম খন্ড ৩৫১ নং পৃষ্টা মোতালাআ' করা উচিত।

بَاب مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا

৭৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ যারা চাশত-এর নামায আদায় করেন না, তবে বিষয়টিকে প্রশস্ত মনে করেন (বাধ্যতামূলক মনে করেন না)।

١١١٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا

সরল অনুবাদ ঃ আদম রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে চাশত-এর নামায আদায় করতে আমি দেখিনি। তবে আমি তা আদায় করে থাকি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল " مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحي" قوله তে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৭, পেছনে ঃ ১৫২, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২৪৯, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৮৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, চাশতের নামাযের ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়ত রয়েছে। খোদ হযরত আয়েশা রাযি. থেকেও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা আদায় করেছেন। আগের বাবে সাঞ্জস্যতার কতেক সূরত উল্লেখিত হয়েছে।

কেহ কেহ সামঞ্জস্যবিধান দিতে গিয়ে বলেছেন, নফীর রেওয়ায়ত দ্বারা সবসময় না পড়া উদ্দেশ্য। আর ইছবাতের রেওয়ায়ত দ্বারা মাঝে মধ্যে পড়ার কথা বলা হয়েছে।

بَاب صَلَاة الضُّحَى فِي الْحَضَرِ قَالَ عِتْبَانُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৭৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ মুকীম অবস্থায় চাশত-এর নামায আদায় করা। ইতবান ইবনে মালিক রাযি. বিষয়টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উল্লেখ করেছেন।

١١١٦ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال حدثنا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ

সরল অনুবাদ ঃ মুসলিম ইবনে ইবরাহীম রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খলীল ও বন্ধু (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তিনটি কাজের ওসিয়্যাত (বিশেষ আদেশ) করেছেন, আমৃত্যু তা আমি পরিত্যাগ করব না। (কাজ তিনটি হলো) ১. প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা। ২. সালাতুয-যোহা (চাশত এর নামায আদায় করা) এবং ৩. বিতর (নামায) আদায় করে ঘুমান।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "وَصَلوةُ الضُّحي" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৭, সামনে ঃ ২৬৬।

١١١٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ جَارُودٍ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى فَقَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

সরল অনুবাদ ঃ আলী ইবনুল জা'দ রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক স্থুলদেহী আনসারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে আরয করলেন, আমি আপনার সাথে (জামা'আতে) নামায আদায় করতে পারি না। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্যে খাবার তৈরী করে তাঁকে দাওয়াত করে নিজ বাড়ীতে নিয়ে এলেন এবং একটি চাটাই এর এক অংশে (কোমল ও পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে) পানি ছিটিয়ে (তা বিছিয়ে) দিলেন। তখন তিনি (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপরে দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন। ইবনে জারূদ রহ. (নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে) আনাস ইবনে মালিক রাযি. কে জিজ্ঞেস করলেন (তবে কি) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশত-এর নামায আদায় করতেন? আনাস রাযি. বললেন, সেদিন ব্যতীত অন্য সময়ে তাঁকে এ নামায আদায় করতে দেখিনি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : قوله "فَدَعَاهُ إِلَي بَيْتِهِ إِلَي اخره" হাদীসাংশ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১৫৭, পেছনে : ৯২, সামনে : ৮৯৮, তাছাড়া আবূ দাউদও সালাত আলাল হাসীর-৯৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, ১. চাশতের নামায হাদীস দ্বারা সাবেত আছে। কমপক্ষে অবশ্য মুস্তাহাব তো বলতে হবে। বাবের প্রথম হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. এর হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে। ইমাম চতুষ্টয়ের মতেও ইহা মুস্তাহাব।

২. এছাড়া এর দ্বারা চাশতের নামায বেদআত প্রবক্তাদের মত খন্ডন করা উদ্দেশ্য। কোন একজন সাহাবীর ما رأيته বলায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেন নি প্রমাণিত হয় না। কেননা, সালাতুয যুহা এর দলীলস্বরূপ অনেক সহীহ রেওয়ায়ত বিদ্যমান আছে।

কোন কোন বুযর্গানে দীন চাশত ও ইশরাকের নামাযকে একই ভেবে থাকেন। তবে সহীহ অভিমতনুসারে উভয়টি আলাদা আলাদা দুটি নামায। ইশরাক আগে ও চাশত বাদে। - والله اعلم

بَاب الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

৭৪৯. পরিচ্ছেদ : যুহরের দু'রাকাআত।

١١١٨ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

সরল অনুবাদ : সুলাইমান ইবনে হারব রহ. ....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমি দশ রাকাআত নামায আমার স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে রেখেছি। যুহরের আগে দু'রাকাআত পরে দু'রাকাআত, মাগরিবের পরে দু'রাকাআত তাঁর ঘরে, ইশার পরে দু'রাকাআত তাঁর ঘরে এবং দু'রাকাআত সকালের (ফজরের) নামাযের আগে। (ইবনে উমর রাযি. বলেন,) আর সময়টি ছিল এমন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে (সাধারণত) কোন ব্যক্তিকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হতো না। তবে উম্মুল মু'মিনীন হাফসা রাযি. আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মুআযযিন আযান দিতেন এবং ফজর (সুবহে-সাদিক) উদিত হত তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকআত নামায আদায় করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : হাদীসের শিরোণামের সাথে মিল "قوله رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ" বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১৫৭, পেছনে : ১২৮, ১৫৬, পেছনে হাফসার হাদীস : ৮৭। ১৫৭।

١١١٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ

সরল অনুবাদ ঃ মুসাদ্দাদ রহ. ....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের আগে চার রাকাআত এবং (ফজরের আগে) দু'রাকাআত নামায (কখনো) ছাড়তেন না। ইবনে আবূ আদী ও আমর রহ. শু'বা রহ. থেকে হাদীস বর্ণনায় ইয়াহইয়া রহ. এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের শিরোণামের সাথে মিল ঃ বাহ্যত হাদীসটির বাবের সাথে মিল খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেননা, তরজমাতুল বাবে যুহরের পূর্বে দুরাকাআত সুন্নতের কথা বলা হয়েছে। অথচ হাদীসে আয়েশা রাযি. তে চার রাকাআতের বিবরণ দেয়া হচ্ছে। তাহলে হাদীসের বাবের সঙ্গে মিল কোথায়?

১. কেউ কেউ উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন, চার রাকাআতের ভিতর তো দুরাকাআত আছেই। ২. কারো কারো মতে, প্রথম রেওয়ায়ত হযরত ইবনে উমর কর্তৃক বর্ণিত। যাতে হযরত ইবনে উমর দুরাকাআত ভূলে গিয়েছেন। এ অভিমতের মধ্যে আপত্তি রয়েছে। ৩. আবার কেহ কেহ বলেন, দুরাকাআত হোক বা চার রাকাআত যেহেতু কোন ফরয-ওয়াজিব নামায নয়। বরং সুন্নত। তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের আগে চার রাকাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ঘরে আদায় করে মসজিদে যেতেন এবং মসজিদে দুরাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়তেন। এটিই গ্রহণযোগ্য অভিমত। কেননা, অধিকাংশ রেওয়ায়ত দ্বারা যুহরের পূর্বে চার রাকাআত সুন্নত প্রমাণিত হয়। ইহাই হানাফীদের মযহব। পক্ষান্তরে শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে, যুহরের পূর্বাপর সুন্নত হচ্ছে দুরাকাআত। সম্ভবত: ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে দুরাকাআতের কয়েদ লাগিয়ে তাঁর পছন্দনীয় মতামত বর্ণনা করতে চাচ্ছেন এবং উভয় হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় মযহবের দিকে ইশারা করেছেন। — والله اعلم

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৭, এছাড়া আবূ দাউদ প্রথম খণ্ড ঃ ১৭৮, নাসায়ীও সালাতে বর্ণনা করেছেন।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাবে দুটি হাদীস বর্ণনা করে এদিকে ইশারা করেছেন যে, যুহরের পূর্বে দুরাকাআত ও চার রাকাআত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে তরজমাতুল বাবে দুরাকাআতের কথা আলোচনা করে স্বীয় মযহবের দিকে ইশারা করেছেন। - والله اعلم

بَابُ الصَّلٰوةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

৭৫০. পরিচ্ছেদ ঃ মাগরিবের আগে নামায পড়া।

١١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ وهو المعلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَاالنَّاسُ سُنَّةً

সরল অনুবাদ ঃ আবূ মা'মার রহ. ....আব্দুল্লাহ মুযানী রাযি. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা মাগরিবের (ফরযের) আগে (নফল) নামায আদায় করবে, (এ কথাটি তিনি তিনবার ইরশাদ করলেন, লোকেরা আমালকে সুন্নাতের মর্যাদায় গ্রহণ করতে পারে, এ কারণে তৃতীয়বারে) তিনি বললেন, এ তার জন্য যে ইচ্ছা করে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল " قوله صلّوا قبل صلاة المغرب " এ স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৭-১৫৮, পেছনে ঃ ৮৭, সামনে ঃ ১০৯৫, তাছাড়া আবূ দাউদও ১/১৮২।

১১২১ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشُّغْلُ

সরল অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ রহ. ....মারসাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইয়াযীদ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উকবা ইবনে জুহানী রাযি. এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম, আবূ তামীম রহ. সম্পর্কে এ কথা বলে কি আমি আপনাকে বিস্মিত করে দিব না যে, তিনি মাগরিবের (ফরয) নামাযের আগে দু'রাকাআত (নফল) নামায আদায় করে থাকেন। উকবা রাযি. বললেন, (এতে বিস্মত হওয়ার কি আছে?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে তো আমরা তা আদায় করতাম। আমি প্রশ্ন করলাম, তাহলে এখন কিসে আপনাকে বিরত রাখছে? তিনি বললেন, কর্মব্যস্ততা।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "إنّا كنّا نفعله على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, মাগরিবের আগে দুরাকআত পড়া মুস্তাহাব। তবে শর্ত হলো, মাগরিবের নামায যেন ফওত না হয়। "لعلّها مندوب عند المصنّف الخ " (আল আবওয়াব-শায়খুল হাদীস)। এটিই তরজমাতুল বাব ও এর অধীনে বর্ণিত প্রথম হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ হানাফীদের নিকট সহীহ অভিমত হচ্ছে, নামাযে মাগরিবের তাকবীরে উলা ফওত না হলে এর আগে দুরাকাআত আদায় করা মুবাহ। অনুরূপ কেউ কেউ মুস্তাহাব হওয়ার কথাও বর্ণনা করেছেন। তবে হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে, মুস্তাহাব হওয়াটা মুশকিল। আবূ দাউদ ১৮২ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে-

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رضـ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ احَدًا عَلَي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا

আল্লামা আইনী রহ. লেখেন,

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ قَالَ النَّخْعِي لَمْ يُصَلِّيْهَا اَبُوْبَكْرٍ ولا عُمَرُ وَلا عُثْمَانُ رَضِي الله تَعَالي عنهم قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَهِيَ بِدْعَةٌ الخ (عمده ٢٤٦/٧) (قس)

মোদ্দাকথা, আমলগতও তা প্রায় পরিত্যাজ্য। তবে যদি কোন সুযোগ থাকে উদাহরণস্বরূপ ইমাম সাহেব অযূ করতেছেন তাহলে ইমাম সাহেবের অযূ করার ফাঁকে পড়ে নিলে মকরুহবিহীন জায়েয হবে।

بَابُ صَلٰوةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً ذَكَرَه اَنَسٌ وَعَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيْه وَسَلَّمَ

৭৫১. পরিচ্ছেদ ঃ নফল নামায জামাআতে আদায় করা। এ বিষয়ে আনাস ও আয়িশা রাযি. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

١١٢٢ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ فَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بِبَنِي سَالِمٍ وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتْ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتْ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَفْعَلُ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرَةٍ يُصْنَعُ لَهُ فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَا فَعَلَ مَالِكٌ لَا أَرَاهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ذَاكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ ذَاكَ أَلَا تَرَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَمَّا نَحْنُ فَوَاللَّهِ لَا نَرَى وُدَّهُ وَلَا حَدِيثَهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ فَحَدَّثْتُهَا قَوْمًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَتِهِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الرُّومِ فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَظُنُّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُلْتَ قَطُّ فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ إِنْ سَلَّمَنِي حَتَّى أَقْفُلَ مِنْ غَزْوَتِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ وَجَدْتُهُ حَيًّا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَفَلْتُ فَأَهْلَلْتُ بِحَجَّةٍ أَوْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ سِرْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ بَنِي سَالِمٍ فَإِذَا عِتْبَانُ شَيْخٌ أَعْمَى يُصَلِّي لِقَوْمِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ مَنْ أَنَا ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ .

সরল অনুবাদ : ইসহাক রহ. .....ইবনে শিহাব রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহমূদ ইবনে রাবী' আনসারী রাযি. আমাকে খবর দিয়েছেন যে, (শৈশবে তাঁর দেখা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা তাঁর ভাল স্বরণ আছে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের বাড়ীর কূপ থেকে (পানি মুখে নিয়ে বরকতের জন্য) তার মুখমণ্ডলে যে ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন সে কথাও তার ভাল স্বরণ আছে। মাহমূদ রহ. বলেন, ইতবান ইবনে মালিক আনসারী রাযি.- (যিনি ছিলেন বদর জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে উপস্থিত বদরী সাহাবীগণের অন্যতম) কে বলতে শুনেছেন যে, আমি আমার কাওম বনূ সালিমের নামাযে ইমামতি করতাম। আমার ও তাদের (কাওমের মসজিদের) মধ্যে বিদ্যমান একটি উপত্যকা। উপত্যকা বৃষ্টি হলে আমার মসজিদ গমণে অন্তরায় সৃষ্টি করতো। এবং এ উপত্যকা অতিক্রম করে তাদের মসজিদে যাওয়া আমার জন্য কষ্টকর হতো। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলাম, (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) আমি আমার দৃষ্টিশক্তির ঘাটতি অনুভব করছি (এ ছাড়া) আমার ও আমার গোত্রের মধ্যকার উপত্যকাটি বৃষ্টি হলে প্লাবিত হয়ে যায়। তখন তা পার হওয়া আমার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই আমার একান্ত আশা যে আপনি শুভাগমণ করে (বরকত স্বরুপ) আমার ঘরের কোন স্থানে নামায আদায় করবেন, আমি সে স্থানটিকে মুসাল্লা (নামাযের স্থানরুপে নির্ধারিত) করে নিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অচিরেই তা করবো। পরের দিন সূর্যের উত্তাপ যখন বেড়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বকর রাযি. (আমার বাড়ীতে) তাশরীফ আনলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে স্বাগত জানালাম, তিনি উপবেশন না করেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ঘরের কোন জায়গায় আমার নামায আদায় করা তুমি পছন্দ কর? যে স্থানে তাঁর নামায আদায় করা আমার মনঃপূত ছিল, তাঁকে আমি সে স্থানের দিকে ইশারা করে (দেখিয়ে) দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন, আমরা সারিবদ্ধভাবে তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। তিনি দুরাকাআত নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন। তাঁর সালাম ফেরানোর সময় আমরাও সালাম ফিরালাম। এরপর তাঁর উদ্দেশ্যে যে খাযীরা প্রস্তুত করা হচ্ছিল তা আহারের জন্য তাঁর প্রত্যাগমনে আমি বিলম্ব ঘটালাম। ইতিমধ্যে মহল্লার লোকেরা আমার বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থানের সংবাদ শুনতে পেয়ে তাঁদের কিছু লোক এসে গেলেন। এমনকি আমার ঘরে অনেক লোকের সমাগম ঘটলো। তাঁদের একজন বললেন, মালিক (ইবনে দুখায়শিন) করল কি? তাঁকে দেখছি না যে? তাঁদের একজন জবাব দিলেন, সে মুনাফিক! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মুহাব্বাত করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এমন কথা বলবে না। তুমি কি লক্ষ্য করছ না, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করেছে। সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সমধিক অবগত। তবে আল্লাহর কসম! আমরা মুনাফিকদের সাথেই তার ভালবাসা ও আলাপ-আলোচনা দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

করেন, আল্লাহ পাক সে ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সুন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করে। মহমূদ রাযি, বলেন, এক যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে একদল লোকের কাছে তা বর্ণনা করলাম তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবী আবূ আইয়ূব (আনসারী) রাযি. ছিলেন। তিনি সে যুদ্ধে ওফাত পেয়েছিলেন। আর ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া রাযি, রোমানদের দেশে তাদের আমীর ছিলেন। আবূ আইয়ূব রাযি. আমার বর্ণিত হাদীসটি অস্বীকার করে বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি যে কথা বলেছ তা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। ফলে তা আমার কাছে ভারী মনে হল। তখন আমি আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করলাম, যদি এ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তিনি আমাকে নিরাপদ রাখেন, তাহলে আমি ইতবান ইবনে মালিক রাযি.-কে তাঁর কাউমের মসজিদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করবো, যদি তাঁকে জীবিত অবস্থায় পেয়ে যাই। এরপর আমি ফিরে চললাম এবং হজ্জ্ব অথবা উমরার নিয়্যাতে ইহরাম করলাম। এরপর সফর করতে করতে আমি মদীনায় উপনীত হয়ে বনূ সালিম গোত্রে উপস্থিত হলাম। দেখতে পেলাম ইতবান রাযি. যিনি তখন একজন বৃদ্ধ ও অন্ধ ব্যক্তি কাউমের নামাযে ইমামতি করছেন। তিনি নামায শেষ করলে আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং আমার পরিচয় দিয়ে উক্ত হাদীস সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি প্রথমবারের মতই অবিকল হাদীসখানা আমাকে শুনালেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَه فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ " বাক্য দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৮, পেছনে ঃ ৬০-৬১, ৯৫, ১১৬, সামনে ঃ ৫৭২।

অবশিষ্ট ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী দ্বিতীয় খন্ড ৪৫১ নং পৃষ্টা ৪১১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন নফল নামায জামাআতে আদায় করা জায়েয। জমহুর উলামায়ে কেরাম এ মতেরই প্রবক্তা। যে, নফল নামায জামাতে পড়া জায়েয আছে। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনস ও ইতবান রাযি. এর ঘরে নফল নামায জামাআতের সহিত আদায় করেছেন। তাই বৈধ বলা যেতে পারে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ কারো কারো মতে, নফল নামায জামাআতে পড়া মকরুহ। অর্থাৎ মানুষ ডেকে এনে জামাআত কায়েম করা মকরুহ। এক দুজন শরীক হয়ে গেলে কোন অসুবিধা নেই।

جَزِيْرَةٌ ঃ গোশত ও আটা পাকানো। আজকাল উহাকে হালীম বলা হয়।

قَالَ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثْتُهَا قَوْمًا الخ ঃ এই রেওয়ায়ত ও এর প্রথমাংশ বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা আইনী রহ. উক্ত হাদীস থেকে পঞ্চান্নটি মাসআলা বের করেছেন। (উমদাতুল কারী-৭, ২৪৯)

فِيْ غَزْوَتِه الَّتِي تُوُفِّيَ فِيْهَا الخ ঃ পঞ্চম হিজরীতে এই গাযওয়া সংঘটিত হয়েছে। এতে ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া শরীক হয়েছিল। তখন হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রাযি. কাসতানতানীয়্যায় শাহাদাত বরণ করেন। যদিও ৫২ হিজরীতে হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রাযি. শহীদ হয়েছেন বলে একটি রেওয়ায়ত রয়েছে। মোটকথা হযরত মাহমূদ ইবনে রাবী' বলেন, যখন আমি এই হাদীস শুনালাম তখন হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রাযি. অস্বীকার করে বসলেন। কেননা, ইহাতে কেবল কালিমায়ে ঈমানীর শাহাদাত হেতু দোযখের আগুন হারাম হওয়ার ওয়াদা করা হয়েছে। তাঁর মতে, জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য এর পাশাপাশী আমলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে ফরযসমূহ তরক করার পরও দোযখের আগুন হারাম হওয়াটা আপত্তিকর। তাই তিনি অস্বীকার করেছেন। অথবা অস্বীকার করার কারণ হচ্ছে, উক্ত ঘটনা দ্বারা বাহ্যত বুঝা যাচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তি একনিষ্টচিত্তে কালিমায়ে ঈমানী "لا اله الا الله الخ " এর সাক্ষ্য দেয় এবং কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। অথচ কাফিরদের সাথে সম্পর্ক রাখা হারাম। موالات অর্থ বন্ধুত্ব স্থাপন করা। যার নিষেধাজ্ঞা কুরআন শরীফের আয়াত- لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ দ্বারা প্রমাণিত। এতদভিন্ন হাদীসসমূহে এর উপর ধমকী এসেছে।

بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

৭৫২. পরিচ্ছেদ ঃ নফল নামায ঘরে আদায় করা।

١١٢٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ

সরল অনুবাদ : আবুল আলা ইবনে হাম্মাদ রহ. .....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের কিছু কিছু নামায তোমাদের ঘরে আদায় করবে, তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানাবে না। আব্দুল ওহহাব রহ. আইউব রাযি. থেকে হাদীস বর্ণনায় ওহাইব রহ. এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ اِجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ " اَيْ اِجْعَلُوْا صَلَاتَكُمُ النَّافِلَةَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ قوله "صَلَاتِكُمْ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৮, পেছনে ঃ ৬২।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছেন যে, তাতে 'صلوة ' দ্বারা صلوة نافلة তথা নফল নামায উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এটি ব্যাখ্যামূলক তরজমা।

ইমাম বুখারী রহ. হাদীসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরগুলোকে কবরস্থান বানাতে নিষেধ করেছেন। মৃত ব্যক্তির ন্যায় হবে না যে, তোমাদের কারণে তোমাদের ঘর কবরস্থানে পরিণত হয়ে যাবে। বরং তোমরা কোন কোন নামায অর্থাৎ নফল নামায ঘরে আদায় করার চেষ্টা করবে। যেন ঘরে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত নাযিল হয়।

তাছাড়া একটি ব্যাখ্যা এ-ও হতে পারে যে, কোন মেহমান আসলে তার যথাযথ মেহমানদারী করবে। ঘরে আগমণের পর যেন এরকম না হয় যে, সে মনে হয় একটি কবরস্থানে অবস্থান করছে। খানা-পিনা ও নাস্তা বলতে কোন কিছুই তাকে দেয়া হয় না। কমপক্ষে চা-পান আপ্যায়নের চেষ্টা করবে। - والله اعلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَاب فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

৭৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মসজিদে নামাযের ফযীলত।

١١٢٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعًا قَالَ سَمِعْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً ح حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

সরল অনুবাদ : হাফস ইবনে উমর রহ. .....কাযআ' রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সায়ীদ খুদরী রাযি. কে চারটি (বিষয়) বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। আবূ সায়ীদ খুদরী রাযি. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বারটি যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। অন্য সূত্রে আলী রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মসজিদুল হারাম, মসজিদুর রাসূল ও মসজিদুল আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে (নামাযের) উদ্দেশ্যে হাওদা বাঁধা যাবে না। (অর্থাৎ সফর করবে না)।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের শিরোণামের সাথে মিল- এখানে দুটি সনদ রয়েছে। ১. হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের। কিন্তু তাঁর পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করা হয় নি। পরিপূর্ণ হাদীস চার বাব পরে ১৫৯ পৃষ্টা بَابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ এর অধীনে আসতেছে। এতে চতুর্থ কথাটি হল-" لَاتُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَي ثَلَثَةِ مَسَاجِدَ الخ । যার দ্বারা হাদীসটির তরজমাতুল বাবের সাথে মিল স্পষ্ট।

২. হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। এর দ্বারা তো তরজমাতুল বাবের সম্পর্ক একেবারে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৮, সামনে ঃ আবূ সাইদের হাদীস-১৫৯, ২৫১, ২৬৭, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ হজ্জ-৪৩৩, তিরমিযী ঃ সালাত-৪৪।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ لاتشد الرحال الخ ঃ অর্থাৎ আলোচ্য তিনটি মসজিদ ব্যতীত পৃথিবীর সকল মসজিদ মর্যাদাগতভাবে সমান। তাই ফযীলত ও ছওয়াব প্রাপ্তির লক্ষ্যে উক্ত তিন মসজিদ ছাড়া অপর কোন মসজিদে নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে হাওদা বাঁধা অনর্থক বৈ কিছু নয়।

এই ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা গেল, এখানে ইস্তেছনাটি ইস্তেছনায়ে মুত্তাছিল। অর্থাৎ মুস্তাছনা মিনহু হলো মসজিদ। মূল ইবারত এরকম হবে-' لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَي مَسْجِدٍ إِلَّا إِلَي ثَلَثَةِ مَسَاجِدَ '।

অতএব ইলিম অর্জন অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য হাওদা বাঁধা নিঃসন্দেহে জায়েয ও বৈধ।

١١٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাসজিদুল হারাম ব্যতীত আমার এ মসজিদে নামায আদায় করা অপরাপর মসজিদে এক হাজার নামাযের চাইতে উত্তম।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে সামঞ্জস্যতা হাদীসের মতন দ্বারা স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৯, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ৪৪৬, তিরমিযী ঃ সালাত-৪৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তো তরজমাতুল বাব দ্বারাই স্পষ্ট যে, তিনি হারামাইন শরীফাইনে নামায আদায় করার ফযীলত সম্পর্কে আলোকপাত করছেন।

প্রশ্ন ঃ হাদীসে তিনটি মসজিদের আলোচনা হয়েছে। তাহলে তরজমাতুল বাবে কেবল দুটি মসজিদ তথা মসজিদে মক্কা ও মসজিদে মদীনার আলোচনা করা হল কেন?

উত্তর ঃ ইমাম বুখারী রহ. তিন নং মসজিদের জন্য আলাদা তরজমাতুল বাব কায়েম করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই আর কোন আপত্তি রইল না।

প্রশ্ন ঃ মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দাসের জন্য পৃথক তরজমা স্থাপন করলেন কেন? অথচ রেওয়ায়তে একই স্থানে মসজিদত্রয়ের আলোচনা হয়েছে। যদি আলাদা আনারই ছিল তাহলে মসজিদত্রয়কে আলাদা আলাদা উল্লেখ করা উচিত ছিল। কেবল মসজিদে মক্কা মুকাররামা ও মসজিদে মদীনাকে এক স্থানে এবং মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দাসকে অপর জায়গায় আলোচনা করার হেকমত ও রহস্য কি?

জবাব ঃ ইহা তো ইমাম বুখারী রহ. এর তীক্ষ্ণ মেধার পরিচায়ক যে, হারামাইন শরীফাইনের মাঝে পরস্পর সম্পর্ক রয়েছে। আর তা হলো, উভয়টি হতে একটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম ও অপরটিতে মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে। মক্কা-মদীনা ছাড়া আর কোন স্থানের অনুরূপ বিশেষত্ব নেই। এতদভিন্ন এ দুটি হেজাযের মসজিদ। আর মসজিদে আকসা অনেক দূর সিরিয়ায় অবস্থিত একটি মসজিদ। উল্লেখিত বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই ইমাম বুখারী রহ. হারামাইনের মসজিদের বিবরণ দিতে গিয়ে একটি তরজমাতুল বাব এবং মসজিদে আকসার জন্য আলাদা আরেকটি তরজমাতুল বাব কায়েম করেছেন।

এছাড়া ইমাম বুখারী রহ. একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসাআলার দিকে ইশারা করতে চাচ্ছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি মসজিদে হারাম অথবা মসজিদে নববীতে নামায আদায়ের মান্নত করে তাহলে উক্ত মসজিদদ্বয়েই মান্নত পুরা করা জরুরী। তবে বায়তুল মুকাদ্দাসে আদায়ের মান্নত করলে তাতে পড়া আবশ্যক নয়। এ কারণেই মসজিদে মক্কা ও মদীনাকে এক সাথে আলোচনা করেছেন। এবং 'صلوة' শব্দকেও বাড়িয়ে দিয়েছেন। একটি রেওয়ায়ত দ্বারা উক্ত মাসআলার সমর্থন পাওয়া যায় যে, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মান্নত করেছিলাম-

إنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أنْ أصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ صَلِّ هٰهُنَا (ابوداود جلد ثاني كتاب الايمان والنذر صـــ٤٦٨)

এর দ্বারা বুঝা গেল, বায়তুল মুকাদ্দাসের নযর মসজিদে নববীতে পূর্ণ হবে। এর উল্টো মসজিদে নববীর মান্নত বায়তুল মুকাদ্দাসে আদায় করলে পূর্ণ হবে না।

بَابُ مَسْجِدِ قُبَاءَ

৭৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ কুবা মসজিদ।

قُبَا ঃ কাফে পেশ ও বা তাশদীদ ছাড়া হবে। অধিকাংশ আলিমের মতে, বা হরফটি মামদূদা হবে। তবে মদ, কসর এবং মুনসারিফ, গায়রে মুনসারিফ ও মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছ সবই জায়েয আছে।এই 'কুবা' মদীনা মুনাওয়ারা থেকে তিন মাইল বা দু'মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। যেখানে ইসলামী বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ তৈরী করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেছিলেন।

١١٢٦ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى إِلَّا فِي يَوْمَيْنِ يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحًى فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا قَالَ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا

সরল অনুবাদ : ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম রহ. .....নাফি' রাযি. থেকে বর্ণিত যে, ইবনে উমর রাযি. দুদিন ব্যতীত অন্য সময়ে চাশতের নামায আদায় করতেন না, যে দিন তিনি মক্কায় আগমণ করতেন, তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি চাশতের সময় মক্কায় আগমণ করতেন। তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার পর মাকামে ইবরাহীম-এর পিছনে দাঁড়িয়ে দুরাকাআত নামায আদায় করতেন। আর যে দিন তিনি কুবা মসজিদে গমণ করতেন। তিনি প্রতি শনিবার সেখানে গমণ করতেন এবং সেখানে নামায আদায় না করে বেরিয়ে আসা অপছন্দ করতেন। নাফি' রহ. বলেন, তিনি (ইবনে উমর রাযি.) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবা মসজিদ যিয়ারত করতেন-কখনো আরোহী হয়ে, কখনো পায়ে হেটে। নাফি' রহ. বলেন, তিনি (ইবনে উমর রাযি.) তাঁকে আরো বলতেন, আমি আমার সাথীগণকে যেমন করতে দেখেছি তেমন করব। আর কাউকে আমি দিন রাতের কোন সময়ই নামায আদায় করতে বাধা দিই না, তবে তাঁরা যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় (নামায আদায়ের) ইচ্ছা না করে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ مُطَابَقَةُ الْحَدِيْثِ لِلتَّرْجَمَةِ فَإِنَّ الْحَدِيْثَ يَدُلُّ عَلي فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالتَّرْجَمَةُ فِيْهِ (عمده)।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৯, আবার ঃ ১৫৯, সামনে ঃ এতেসাম-১০৮৯, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ হজ্জ-৪৪৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ১. ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা মসজিদে কুবার ফযীলত বর্ণনা করতে চাচ্ছেন। নাসায়ীর রেওয়ায়তে রয়েছে- যে ব্যক্তি কুবা মসজিদে এসে নামায পড়বে সে একটি উমরা আদায় করা সমতুল্য ছওয়াব পাবে। (কাসতালানী তৃতীয় খন্ড) হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. বলেন, আমার কাছে মসজিদে কুবায় দু'রাকাআত নামায আদায় করা বায়তুল মুকাদ্দাসে দু'বার আসা-যাওয়া করা থেকে অধিক প্রিয়। মানবকুল কুবা মসজিদের কতটুকু মর্যাদা তা বুঝলে দলে দলে এখানে আসার চেষ্টা করত। (কাসতালানী তৃতীয় খন্ড) ২. যেহেতু 'لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ ' দ্বারা উপরোক্ত তিনটি মসজিদ ছাড়া অপর কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করার নিষেধাজ্ঞা ও নাজায়েয হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে সেহেতু ইমাম বুখারী রহ. কুবা মসজিদকে তা হতে ইস্তেছনা করছেন। والله اعلم -

بَابُ مَنْ اَتَي مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ

৭৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ প্রতি শনিবার যিনি কুবা মসজিদে আসেন।

١١٢٧ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ

সরল অনুবাদ : মূসা ইবনে ইসমায়ীল রহ. .....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি শনিবার কুবা মসজিদে আসতেন, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো আরোহণ করে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.ও তা-ই করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْ مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৯, পেছনে ঃ ১৫৯, সামনে ঃ ১০৮৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, কোন স্থানে গমণের জন্য কোন দিনকে ধার্য করে নেয়া বেদআত নয়। হ্যাঁ তবে গমণের লক্ষ্যে উক্ত দিনকে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে বিশেষ ছওয়াব রয়েছে মনে করা বেদআত ও নাজায়েয।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি সপ্তাহে দ্বীনী মাসআলা-মাসাইল শিক্ষা দেয়ার জন্য কুবা মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ উক্ত হাদীস দ্বারা এ-ও প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. সবসময় সুন্নতে নববীর অনুকরণ করে চলতেন।

بَابُ اِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

৭৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ পায়ে হেঁটে কিংবা আরোহণ করে কুবা মসজিদে আসা।

١١٢٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. .....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহণ করে অথবা পায়ে হেঁটে কুবা মসজিদে আসতেন। ইবনে নুমাইর রহ. নাফি' রহ. থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে দুরাকাআত নামায আদায় করতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْ " اِيْ رَاكِبًا اَوْ مَاشِيًا "مَسْجِدَ قُبَاء راكبا وماشيا قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটির মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৯, পেছনে ঃ ১৫৯, সামনে ঃ ১০৮৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত বাব দ্বারা উদ্দেশ্য কি? ১. তিন মসজিদ ব্যতীত অপর কোন স্থানে যাওয়ার জন্য হাওদা বাঁধার নিষেধাজ্ঞা দ্বারা হারাম প্রমাণিত হচ্ছে না। বরং এরকম সফর করা জায়েয আছে।

২. لاتشد الرحال দ্বারা এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, বাহনে চড়ে যাওয়া মনে হয় নিষিদ্ধ। তাই ইমাম বুখারী রহ. উক্ত হাদীস উল্লেখ করে বাতলে দিলেন, পায়ে হেটে হোক অথবা বাহনে চড়ে যেভাবে সহজ হবে সেভাবে গমণ দুরুস্ত আছে। এতে কোন অসুবিধা নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি সপ্তাহে কুবাবাসীদের সাথে সাক্ষাত, তাঁদের খোঁজ-খবর নেয়া এবং মাসআলা-মাসাইল ও বিধি-বিধান শিক্ষাদানার্থে তথায় তাশরীফ নিতেন। والله اعلم

بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

৭৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ কবর (রাওযা শরীফ) ও (মসজিদে নববীর) মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানের ফযীলত।

١١٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে যায়িদ-মাযিনী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার ঘর ও মিম্বর-এর মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৯, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ হজ্জ-৪৪৬, নাসায়ী ঃ হজ্জ ও সালাত।

١١٣٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান আর আমার মিম্বর অবস্থিত (রয়েছে) আমার হাউয (কাউসার)-এর উপরে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল" مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ قوله "مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّة বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৭, সামনে ঃ ২৫৩, ৯৭৫, ১০৯০, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ হজ্জ-৪৪৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাব দ্বারা হাদীসটির ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছেন। অর্থাৎ এটি ব্যাখ্যামূলক তরজমা। যেহেতু হাদীসে পাকে "بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِيْ الخ " রয়েছে। বিধায় তিনি বলে দিলেন, হাদীস শরীফে 'بيت ' দ্বারা ঐ ঘর উদ্দেশ্য যে ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর মোবারক অবস্থিত। অর্থাৎ بيت তথা ঘর দ্বারা হযরত আয়িশা রাযি. এর ঘর উদ্দেশ্য। যাতে তাঁকে দাফন করা হয়েছে।

একটি রেওয়ায়তে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে-" قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا بَيْنَ قَبْرِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ (মুসনদে আহমদ-হাদীস-১১৬৩২, অর্থাৎ তৃতীয় খন্ড-৬৪)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ "رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ " ইহা "مابين الخ" মুবতাদার খবর। এর ভাবার্থ বর্ণনায় বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়- ১. (قس) مَنْقُوْلَةٌ مِنْهَا كَالْحَجَرِ الْاَسْوَدِ অর্থাৎ এটি হজরে আসওয়াদের ন্যায় জান্নাত থেকে প্রেরিত একটি টুকরা বিশেষ। ২. এ অংশে নেক আমল করলে জান্নাত লাভের আশা করা যায়। (উমদাতুল ক্বারী) ৩. এই টুকরাটিকে কিয়ামতের দিন জান্নাতের অংশ বিশেষ বানিয়ে দেয়া হবে। - والله اعلم

وَمِنْبَرِيْ عَلَي حَوْضِيْ ঃ ১. আল্লাহ তাআলা এ মিম্বরকে হাওযে কাওছারে পৌছে দেবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর বসে বসে স্বীয় উম্মতকে হাওযে কাওছারের পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করবেন। ২. তথায় ইবাদত-বান্দেগী করলে আল্লাহ তাআলা হাওযে কাওছারের পানি পান করাবেন।

بَابُ مَسْجِد بَيْتِ الْمُقَدَّسِ

৭৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ বায়তুল মুাদ্দাস-এর মসজিদ।

١١٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي

সরল অনুবাদ : আবুল ওয়ালীদ রহ. .....যিয়াদের আযাদকৃত দাস কাযা'আ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সায়ীদ খুদরী রাযি. কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে চারটি বিষয় বর্ণনা করতে শুনেছি, যা আমাকে আনন্দিত ও মুগ্ধ করেছে। তিনি বলেছেন, মহিলারা স্বামী অথবা মাহরাম ছাড়া দুদিনের দূরত্বের পথে সফর করবে না। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনগুলোতে রোযা পালন নেই। দু (ফরয) নামাযের পর কোন (নফল ও সুন্নাত) নামায নেই। এবং ১. মাসজিদুল হারাম, (কা'বা শরীফ ও সংলগ্ন মসজিদ) ২. মাসজিদুল আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদ) এবং ৩. আমার মসজিদ (মদীনার মসজিদে নববী) ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে (নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে) হাওদা বাঁধা যাবে না। (সফর করবে না)

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "وَمَسْجِدِ الْاَقْصي" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটির মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৯, পেছনে ঃ ১৫৮, সামনে ঃ ২৫১, ২৬৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. মসজিদে আকসার (বায়তুল মুকাদ্দাস) ফযীলত বর্ণনা করতে চাচ্ছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কতেক দিন বিরতির পর আবার লেখা-লেখি শুরু করতে গিয়ে উপরোক্ত بسم الله দ্বারা আরম্ভ করেছেন।

بَابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلوة اِذَا كَانَ مِن اَمْرِ الصَّلوة وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس يَسْتَعِيْنُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِه مِنْ جَسَدِه بِمَا شَاءَ وَوَضَعَ اَبُو اِسْحَاقَ قَلَنْسُوَتَه فِي الصَّلوة وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ عَلِيٌّ رضي الله عنه كَفَّه عَلي رُصْغِه الْاَيْسَرِ اِلَّا اَنْ يَحُكَّ جِلْدًا اَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا

৭৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ নামাযের মধ্যে হাতের সাহায্যে করা। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার নামাযের মধ্যে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা (প্রয়োজনে নামায সংশ্লিষ্ট কাজে) সাহায্য নিতে পারে। আবু ইসহাক রহ. নামাযরত অবস্থায় তাঁর টুপী নামিয়ে রেখেছিলেন এবং তা তুলে মাথায় দিয়েছিলেন। আলী রাযি. (নামাযে) সাধারণত তাঁর (ডান হাতের) পাঞ্জা বাম হাতের কব্জির উপরে রাখতেন, তবে কখনো শরীর চুলকাতে হলে বা কাপড় ঠিক করে নিতে হলে তা করে নিতেন।

١١٣٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتٍ خَوَاتِيمَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .....ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তাঁর খালা উম্মুল মুমিনীন মাইমূনা রাযি. এর ঘরে রাত কাটালেন। তিনি বলেন, আমি বালিশের প্রস্থের দিকে শুয়ে পড়লাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সহধর্মিনী বালিশের দৈর্ঘ্যে শয়ন করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যরাতে তার কিছু আগ বা পর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেগে উঠে বসলেন এবং দু'হাতে মুখমণ্ডল মুছে ঘুমের আমেজ দূর করলেন। এরপর তিনি সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। পরে একটি ঝুলন্ত মশকের দিকে এগিয়ে গেলেন, এবং এর পানি দ্বারা উত্তমরূপে উযূ করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমিও উঠে পড়লাম এবং তিনি যেরূপ করেছিলেন, আমিও সেরূপ করলাম। এরপর আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপরে রেখে আমার ডান কানে মোচড়াতে লাগলেন (এবং আমাকে তাঁর পিছন থেকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন) তিনি তখন দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন, তারপর দুরাকাআত, তারপর দুরাকাআত, তারপর দুরাকাআত, এরপর দুরাকাআত, তারপর (শেষ দুরাকাআতের সাথে আর এক রাকাআত দ্বারা বেজোড় করে) বিতর আদায় করে শুয়ে পড়লেন। অবশেষে (ফজরের জামাআতের জন্য) মুআযযিন এলেন। তিনি দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত (কিরাআতে) দুরাকাআত (ফজরের সুন্নাত) আদায় করলেন। এরপর (মসজিদের দিকে) বেরিয়ে যান এবং ফজরের নামায আদায় করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "وَاَخَذَ بِاُذُنِي الْيُمْنى" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫৯-১৬০, পেছনে ঃ ২২, ৩০, ৯৭, ১০০, ১০১, ১১৮, ১৩৫, সামনে ঃ ৬৫৭, ৮৭৭, ৯১৮, ৯৩৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. عَمَلَ فِي الصَّلٰوةِ তথা নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের বর্ণনা দিতে চাচ্ছেন। যেমন হাশীয়্যার নুসখায় "ابواب العمل في الصلوة " রয়েছে। সুতরাং ইমাম বুখারী রহ. রেওয়ায়ত পেশ করে বাতলে দিলেন, নামায সংশোধনের লক্ষ্যে তদসংশ্লিষ্ট কাজ-কাম জায়েয আছে। এর দ্বারা নামায ফাসিদ হবে না। এবং তা প্রমাণিত করার জন্য কয়েকটি আছর উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ কায়দা আছে, عمل كثير এর কারণে নামায বিনষ্ট হয়ে যায় এবং عمل قليل নামাযকে বিনষ্ট করে না।

এখন কথা হলো, قلت ও كثرت এর মাপকাটি কি? এ ব্যাপারে কয়েকটি মতামত রয়েছে- সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, যদি কেউ নামাযী ব্যক্তিকে এরকম কোন কাজ করতে দেখে যে, তার কাজের ধরন দেখে দর্শক নিঃশন্দেহে মনে করে, তিনি নামাযে নন অনুরূপ আমলকে আমলে কাছীর বলে। উদাহরণস্বরূপ নামাযরত কোন মহিলা বাচ্চাকে কুলে তুলে নিয়ে দুধ পান করালে তা আমলে কাছীর বলে গণ্য হবে এবং নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাছাড়া ফুকাহায়ে কেবার থেকে বর্ণিত আছে, যে কাজ করতে উভয় হাত ব্যবহার করতে হয় তাকে আমলে কাছীর বলে। আর যে আমল করতে শুধুমাত্র এক হাত লাগে তাকে আমলে কালীল বলে। - والله اعلم

بَابُ مَا يُنْهِي مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلٰوةِ

৭৬০. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়া।

١١٣٣ – حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا

সরল অনুবাদ : ইবনে নুমায়ের রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাঁর নামাযরত অবস্থায় সালাম করতাম, তিনি আমাদের সালামের উত্তর দিতেন। পরে যখন আমরা নাজাশীর নিকট থেকে ফিরে এলাম, তখন তাঁকে (নামায রত অস্থায়) সালাম করলে তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না। এবং পরে ইরশাদ করলেন, নামাযে অনেক ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা রয়েছে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "فلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا الخ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬০, সামনে ঃ ১৬০, ১৬২, ৫৪৭, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২০৪।

١١٣٤ــ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

সরল অনুবাদ : ইবনে নুমায়ের রহ. .....আব্দুল্লাহ রাযি. সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ইহা পূর্বোল্লেখিত হাদীসের আরেকটি সূত্র।

١١٣٥ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى هُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ

সরল অনুবাদ : ইবরাহীম ইবনে মূসা রহ. .....যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে নামাযের মধ্যে কথা বলতাম। আমাদের যে কেউ তার সংগীর সাথে নিজ দরকারী বিষয়ে কথা বলতো। অবশেষে এ আয়াত নাযিল হল- حافظوا علي الصلوات الاية। "তোমরা তোমাদের নামাযসমূহের সংরক্ষণ কর ও নিয়মানুবর্তীতা রক্ষা কর, বিশেষত মধ্যবর্তী (আসর) নামাযে, আর তোমরা (নামাযে) আল্লাহর উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্ত হও।" (২. ২৩৮) এরপর থেকে আমরা নামাযে নিরব থাকতে আদিষ্ট হলাম।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক "قوله فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ" এ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬০, সামনে ঃ ৬৫০, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২০৪. তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ৫৪, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৩৭, নাসায়ী ঃ সালাত।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তরজমাতুল বাব দ্বারাই স্পষ্ট যে, নামাযে কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ। এছাড়া বাবের অধীনে যে রেওয়ায়তসমূহ এনেছেন সেগুলো দ্বারাও এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ অর্থাৎ আমাদেরকে নামাযে নীরব থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইমামদের মতামত ঃ নামাযে কথাবার্তা বলার মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ- ১. হানাফীদের মতে, নামাযে কথাবার্তা বলা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও নামায ভঙ্গের কারণ। চাই কথাবার্তা কম করুক বা বেশী, ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা ভুলবশতঃ, নামায সংশোধনের উদ্দেশ্যে অথবা নামায সংশোধনের উদ্দেশ্যে নয়, সর্বাবস্থায় তা নামায ভঙ্গের কারণ। ২. হাম্বলীদের এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। তবে সর্বাধিক অগ্রাধিকারী অভিমতটি হানাফীদের মতো। তাহলে বলা যায় হানাফী ও হাম্বলীদের মতে, সবধরণের কথাবার্তা নামায ভঙ্গের কারণ বলে গণ্য হবে। শুরুতে নামাযে কথাবার্তা বলার অনুমতি ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের আগমুহূর্তে ' قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ' দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে। ৩. শাফেয়ীদের মতে, নামাযে কথাবার্তা যদি ভুলবশতঃ হয় এবং কথাবার্তা দীর্ঘ না হয় তাহলে তা নামায ভঙ্গের কারণ হবে না। ৪. মালেকীদের নিকট, নামাযে অল্প কথাবার্তা যদি নামায সংশোধনের জন্য হয়, তাহলে তা নামায ভঙ্গের কারণ হবে না।

হানাফীদের দলীল ঃ ১. কুরআন শরীফের আয়াত "وقوموا لله قانتين " এখানে 'قنوت ' অর্থ নীরব থাকা। আর একাধিক রেওয়ায়ত এর উপর প্রমাণবহন করে যে, এই আয়াতটি নামাযে কথাবার্তা নিষিদ্ধ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এতে কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয় নি। তাই সবধরনের কথাবার্তা নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। ২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর রেওয়ায়ত। ১১৩৩ নং হাদীস ও বুখারী ঃ ১৬০, মুসলিম প্রথম খন্ড ২০৪ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ৩. তৃতীয় দলীল হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াত। ১১৩৫ নং হাদীস, বুখারী ঃ ১৬০, মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২০৪ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য। উভয় হাদীসের অনুবাদ উল্লেখিত হয়েছে।

মোদ্দাকথা, উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা সবধরণের কথাবার্তা রহিত হয়ে গেছে। এছাড়া যুল ইয়াদাইনের হাদীসও উক্ত প্রমাণাদী দ্বারা রহিত। যুল ইয়াদাইনের বিশদ বিবরণ বুখারী ১৬৩ নং পৃষ্টায় আসতেছে। ইনশাআল্লাহুর রাহমান।

بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلٰوةِ لِلرِّجَالِ

৭৬১. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযে পুরুষদের জন্য যে 'তাসবীহ' ও 'তাহমীদ' বৈধ।

١١٣٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ حُبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَؤُمُّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتُمْ فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيقُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. .....সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ আমর ইবনে আওফ এর মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন, ইতিমধ্যে নামাযের সময় উপস্থিত হল। তখন বিলাল রাযি. আবূ বকর রাযি. এর কাছে এসে বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি লোকদের নামাযে ইমামতি করবেন? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তোমরা চাও। তখন বিলাল রাযি. নামাযের ইকামত বললেন, আবূ বকর রাযি. সামনে এগিয়ে গিয়ে নামায শুরু করলেন। ইতিমধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং কাতার ফাঁক করে সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রথম কাতারে দাঁড়ালেন। মুসল্লীগণ 'তাসফীহ' করতে লাগলেন। সাহল রাযি. বললেন, তাসফীহ কি তা তোমরা জান? তা হল 'তাসফীক' (তালি বাজান) আবূ বকর রাযি. নামায অবস্থায় এদিক সেদিক লক্ষ্য করতেন না। মুসল্লীগণ অধিক তালি বাজালে তিনি সে দিকে লক্ষ্য করা মাত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কাতারে দেখতে পেলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইশারা করলেন, যথাস্থানে থাক। আবূ বকর রাযি. তখন দু'হাত তুলে আল্লাহ তাআলার হামদ বর্ণনা করলেন এবং পিছু হেঁটে চলে এলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হয়ে নামায আদায় করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله "فَحَمِدَ اللّٰہَ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

প্রশ্ন ঃ আল্লামা আইনী রহ. একটি আপত্তি বর্ণনা করেছেন যে, তরজমাতুল বাবে তাসবীহ ও তাহমীদের কথা বলা হয়েছে। অথচ হাদীসে তাসবীহের আলোচনা একেবারেই হয় নি। তাহলে হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে কিভাবে সম্পর্ক হলো?

উত্তর ঃ ১. ইমাম বুখারী রহ. তাহমীদের উপর কিয়াস করে তাসবীহকে সাবেত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

২. ইমাম বুখারী রহ. একটি হাদীসের বিভিন্ন সূত্রের প্রতি খেয়াল করে থাকেন। সুতরাং এই হাদীসটিই ১৬২ ও ১৬৫ নং পৃষ্ঠায় আসতেছে। যাতে তাসবীহ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। তাছাড়া হাদীসটি ৯৪ নং পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হয়েছে। ওখানেও তাসবীহ শব্দটি রয়েছে। তো ইমাম বুখারী রহ. এ রেওয়ায়তসমূহের দিকে ইশারা করে দিলেন। فلااشكال।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬০, পেছনে ঃ ৯৪, সামনে ঃ ১৬২, ১৬৫, ৩৭০, ৩৭১, ১০৬৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, নামাযে কোন কিছু ঘটে থাকলে 'তাসবীহ' ও 'তাহমীদ' বলা জায়েয অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ বললে নামায ভঙ্গ হবে না। যেহেতু পূর্বের বাব দ্বারা নামাযে কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ প্রমাণিত করেছিলেন সেহেতু এখন উক্ত বাব কায়েম করে তা হতে তাসবীহ ও তাহমীদকে ইস্তেছনা করত: বলে দিলেন, নামাযে তাসবীহ ও তাহমীদ বলা জায়েয আছে।

بَابُ مَنْ سَمَّي قَوْمًا اَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلوة علي غير مواجهة وهو لايعلم

৭৬২. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযে যে ব্যক্তি পরোক্ষভাবে কারো নাম নিলো অথবা কাউকে সালাম করল অথচ সে তা জানেও না।

١١٣٧ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَقُولُ التَّحِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ وَنُسَمِّي وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

সরল অনুবাদ : আমর ইবনে ইসা রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযের (বৈঠকে) আততাহিয়্যাতু ......বলতাম, তখন আমাদের একে অপরকে সালামও করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে ইরশাদ করলেন, তোমরা বলবে......التحيات لله "যাবতীয় মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহরই জন্য। হে (মহান) নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত (বর্ষিত) হোক। সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর সালিহ বান্দাদের প্রতি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।" কেননা, তোমরা এরূপ করলে আসমান ও যমীনে আল্লাহর সকল সালিহ বান্দাকে তোমরা যেন সালাম করলে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " كُنَّا نَقُوْلُ التَّحِيَّاتُ فِي الصَّلوةِ وَنُسَمِّي وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلي بَعْض" قوله দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬০, পেছনে ঃ ১১৫, সামনে ঃ ৯২০-৯২১, ৯২৬, ৯৩৬-৯৩৭, ১০৯৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের মাঝে মতবিরোধ থাকায় ইমাম বুখারী রহ. 'এরকম কাজ করা জায়েয বা এ কারণে নামায বাতিল হয়ে যাবে' বলে কোন ফায়সালা দেন নি। হাফেয ইবনে হজর আসকালানী রহ. বলেন, " وَكَانَ مَقْصُوْدُ الْبُخَارِي بِهذِهِ التَّرْجَمَةِ اَنَّ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ لَا يَبْطُلُ الصَّلوةُ لِاَنَّ النَّبِيَّ صَلي الله عليه وسلم لَمْ يَاْمُرْهُمْ بِالْاِعَادَةِ الخ " (ফাতহুল বারী) অর্থাৎ পরোক্ষভাবে কারো নাম নিলে অথবা কাউকে সালাম করলে নামায ফাসিদ হবে না। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে اَللّهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ ইত্যাদি বলেছেন বলে প্রমাণিত আছে। বাকী রইল সালাম করা। এর দলীল হল- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী-عَلَيْنَا وَعَلي عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ।

শায়খুল মাশায়েখ মুহাদ্দিছে দেহলভী রহ. বলেছেন-" اَنَّ السَّلَامَ عَلي مُوَاجَهَةِ رَجُلٍ يَفْسُدُ الصَّلوةُ لكِنْ اِذَا كَانَ علي غَيْرِ مُوَاجَهَةٍ كَمَا يَكُوْنُ قَوْلُنَا فِي الصَّلوةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ فَلَيْسَ بِقَاطِعٌ لِلصَّلوةِ " বলাবাহুল্য, নামাযী ব্যক্তি ' السلام عليك ايها النبي ' দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সালাম করে থাকে। কিন্তু নামাযী পরোক্ষভাবে তাঁকে সালাম করে না, তাই প্রত্যক্ষভাবে সালাম না করলে নামায ফাসিদ হবে না। - والله اعلم

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ وهو لا يعلم ঃ অর্থাৎ সালামকারী নামাযী ব্যক্তি বাতিল-সহীহজনিত হুকুম সম্পর্কে অবহিত নয়।

بَابُ التَّصْفِيْقِ لِلنِّسَاءِ

৭৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযে মহিলাদের 'তাসফীক'।

"بَابُ التَّصْفِيْقِ" এখানে 'بَابُ' শব্দটি মুযাফ হয়েছে। তবে আবূ যর ছাড়া অন্যান্য নুসখায় তানভীন দ্বারা অর্থাৎ هذا بَابٌ يُذكرُ فِيْهِ التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ ।

১১৩৮ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

সরল অনুবাদ : আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, (ইমামের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য) পুরুষদের বেলায় তাসবীহ-সুবহানাল্লাহ বলা। তবে মহিলাদের বেলায় 'তাসফীক'।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল"التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ" قوله তে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬০, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ১৮০, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ ১৩৫, তাছাড়া ইবনে মাজাহ ও নাসায়ী।

১১৩৯ – حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

সরল অনুবাদ : ইয়াহইয়া রহ. .....ইবনে সা'দ উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযে (দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে) পুরুষদের বেলায় 'তাসবীহ' আর মহিলাদের বেলায় 'তাসফীক'।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬০, পেছনে ঃ ১৬০, সামনে ঃ ১৬২, ১৬৫, ৩৭০, ৩৭১, ১০৬৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. মালেকীদের মত খন্ডন ও জমহুরের মতামতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করছেন।

জমহুরের মতে, যদি নামাযে কোন কিছু ঘটে থাকে উদাহরণস্বরূপ ইমাম সাহেবের ভূল হওয়ায় লুকমার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে এবং মহিলারা হাতে তালি বাজাবে। মালেকীদের মতে, পুরুষ ও মহিলা সবাই 'সুবাহানাল্লাহ' বলবে। ইমাম বুখারী রহ. জমহুরের অভিমতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে বলে দিলেন যে, 'সুবাহানাল্লাহ' বললে নামায ফাসিদ হবে না।

আল্লামা কাসতালানী রহ. বলেন-

هذا مَذْهَبُ الجُمْهُوْر لِلْأمر به فِيْ روَايَةِ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ عَنْ ابِيْ حَازِمٍ فِي الاحكام بلفظِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ خلافا لِمَالِكٍ حَيْثُ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاء جَمِيْعًا (قس)

আরো বিশদ বিবরণের জন্য কাসতালানী অর্থাৎ ইরশাদুস সারী দেখা যেতে পারে।

بَابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرِي فِي صَلَاتِه اَوْ تَقَدَّمَ بِاَمْرٍ يَنْزِلُ بِه رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِي صلي الله عليه وسلم

৭৬৪.পরিচ্ছেদ ঃ উদ্ভূত কোন কারণে নামাযে থাকা অবস্থায় পিছনে চলে আসা অথবা সামনে এগিয়ে যাওয়া। এ বিষয়ে সাহল ইবনে সা'দ রাযি. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়ত করেছেন।

١١٤٠ – حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَا هُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي بِهِمْ فَفَجِئَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَتُوُفِّيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ صلي الله عليه وسلم —

সরল অনুবাদ : বিশর ইবনে মুহাম্মদ রহ. .....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। মুসলিমগণ সোমবার (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের দিন) ফজরের নামাযে ছিলেন, আবূ বকর রাযি. তাঁদের নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা রাযি. এর হুজরার পর্দা সরিয়ে তাঁদের দিকে তাকালেন। তখন তাঁরা সারিবদ্ধ ছিলেন। তা দেখে তিনি মৃদু হাঁসলেন। তখন আবূ বকর রাযি. তাঁর গোড়ালির উপর ভর দিয়ে পিছে সরে আসলেন। তিনি ধারণা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য আসার ইচ্ছা করছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখার আনন্দে মুসলিমগণের নামায ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন তিনি নামায সুসম্পন্ন করার জন্য তাদের দিকে হাতে ইশারা করলেন। এরপর তিনি হুজরায় প্রবেশ করেন এবং পর্দা ছেড়ে দেন আর সে দিনই তাঁর ওফাত হয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فنكص ابوبكر علي عقبيه" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়। অতঃপর তাঁর ইশারায় সামনে এগিয়ে গেলেন। সুতরাং উভয় অংশের সাথে হাদীসের মিল হয়ে গেল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬০-১৬১, পেছনে ঃ ৯৩-৯৪, ৯৪, ১০৪, সামনে ঃ মাগাযী-৬৪০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, নামাযে এরকম নড়া-চড়া করা জায়েয আছে। তবে শর্ত হচ্ছে, সীনা কিবলামুখী থাকতে হবে। যেমন قهقري এর কয়েদ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে।

তরজমাতুল বাবে "رواه سهل بن سعد الخ" রয়েছে। এর দ্বারা সম্ভবত: ইমাম বুখারী রহ. সামনের হাদীসের দিকে ইশারা করেছেন যে, মাহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর নামাযের ইমামতি করেছেন। যাতে অগ্রগমণ ও পশ্চাদ্ধাবন হয়েছে। বুঝা যাচ্ছে, এ ধরণের নড়া-চড়ায় নামায ফাসিদ হবে না।

بَابُ اِذَا دَعَتِ الْاُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلٰوةِ

৭৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ মা তার নামায রত সন্তানকে ডাকলে।

অর্থাৎ ডাকলে ডাকে সাড়া দেয়া জরুরী কি না? তাছাড়া সাড়া দিলে নামায ফাসিদ হবে কি না?

ইমাম বুখারী রহ. جزا না এনে কেবল শর্ত উল্লেখ করলেন অর্থাৎ কোন বিধান আরোপ করেন নি। কেননা, মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ। তাঁর চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে, মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা হলে তরজমাতুল বাবে কোন সুরাহা না দিয়ে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন।

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْد الرحمن بْن هُرْمُز قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلي اللهُ عَلَيْه وَسَلم نَادَتْ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعته قَالَتْ يَا جُرَيْج قَالَ اَللهُم اُمي وَصَلَاتِيْ فقَالَتْ يَا جُرَيْج قَالَ اللهُم اُمي وَصَلَاتِيْ قَالَتْ يَا جُرَيْجُ قَال اللهُم اُمي وَصَلَاتِيْ قَالَتْ اَللهُم لَا يَمُوْتُ جُرَيْج حَتي يَنْظُرَ فِيْ وَجْه الْمَيَامِيْس وَكَانَتْ تَأْوِيْ اِلي صَوْمَعَته رَاعِيَة تَرْعَي الْغَنَمَ فَوَلَدَتْ فَقِيلَ لَهَا مِمنْ هذَا الْوَلَدُ؟ قَالَتْ مِنْ جُرَيْج نَزَلَ من صَوْمَعته قَالَ جُرَيْج اَيْنَ هذه الَتِيْ تَزْعَمُ ان وَلَدَهَا لِيْ قَالَ يَا بَابُوْسُ مَنْ اَبُوْكَ قَالَ رَاعِي الْغَنَم —

সরল অনুবাদ : লাইস রহ. বলেন, জা'ফর রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক মহিলা তার ছেলেকে ডাকল। তখন তার ছেলে গীর্জায় ছিল। বলল, হে জুরাইজ! ছেলে মনে মনে বলল, ইয়া আল্লাহ! (এক দিকে) আমার মা (এর ডাক) আর (অপর দিকে) আমার নামায। মা আবার ডাকলেন, হে জুরাইজ! ছেলে বলল, ইয়া আল্লাহ! আমরা মা ও আমার নামায। মা (বিরক্ত হয়ে) বললেন, ইয়া আল্লাহ! পতিতাদের সামনে দেখা না যাওয়া পর্যন্ত যেন জুরাইজের মৃত্যু না হয়। এক রাখালিনী যে বকরী চরাতো, সে জুরাইজের গীর্জায় আসা যাওয়া করত। সে একটি সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল-এ সন্তান কার ঔরসজাত? সে জবাব দিল, জুরাইজের ঔরসজাত। জুরাইজ তাঁর গীর্জা থেকে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলো, কোথায় সে মেয়েটি, যে বলে যে, তার সন্তানটি আমার? (সন্তানসহ মেয়েটিকে উপস্থিত করা হলে, নিজে নির্দোষ প্রমাণের উদ্দেশ্যে শিশুটিকে লক্ষ্য করে) জুরাইজ বললেন, হে বাবুস! তোমার পিতা কে? সে বলল, বকরীর অমুক রাখাল।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

"وَقَالَ اللَّيْثُ" (এই রেওয়ায়তটি ইমাম বুখারীর تعليقات হতে একটি। কেননা, তিনি তাঁর যমানা পান নি।)

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "نَادَتْ اِمْرَأَةٌ اِبْنَهَا وَهُوَ فِيْ صَوْمَعَتِه" قوله দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসটির মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬১, সামনে ঃ ৩৩৭, ৪৮৯, তাছাড়া মুসলিম ছানী ঃ ৩১৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মা প্রয়োজনবশত: ডাকলে জবাব দেয়া উচিত। জুরাইজ নামী আবিদের রেওয়ায়ত উল্লেখ করে ইস্তেদলাল করেছেন যে, তিনি মার ডাকে সাড়া না দেয়ায়

বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন। ইমাম বুখারী রহ. 'ام ' এর আলোচনা করেছেন। কেননা, রেওয়ায়তে ام সম্পর্কীয় ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। নতুবা পিতার ক্ষেত্রেও একি হুকুম।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রতিভাত হচ্ছে, বনী ইসরাইলের শরীয়তে নামাযের ভিতর কথাবার্তা বলা জায়েয ছিল। এ জন্যই জুরাইজের মাতা নামায রত অবস্থায়ও তাঁকে ডেকেছেন। কোন জবাব না দেয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে মায়ের বদদোয়া লেগেছে। যেরূপ আমাদের শরীয়তে ইসলামের সূচনাকালে নামাযে কথাবার্তা জায়িয ছিল। অতঃপর আয়াত-وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ অবতীর্ণ হওয়ায় তা রহিত হয়ে গেছে।

মাসআলা ঃ ১. কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ও বড় বিপদাপদে পড়ে ডাকলে সাথে সাথে নামায ভেঙ্গে ফেলবে। উদাহরণ স্বরূপ আগুন লেগে যাওয়া অথবা কোন যালিম ব্যক্তি হত্যা করতে উদ্ধত হওয়া। ফরয অথবা নফল যে কোন নামাযে থাকুক না কেন তা ভেঙ্গে ডাকে সাড়া দেবে। তবে পরবর্তীতে আবার নামায দোহরাতে হবে।

২. মারাত্নক কোন ঘটনা ও বিপদাপদ না হলে সর্বসম্মতিক্রমে ফরয নামাযে রত থাকলে ডাকে সাড়া দেয়া জায়েয নয়। আর নফল নামায পড়লে দু'সূরত হতে পারে-১. 'নামায পড়তেছে' মাতা-পিতার সে সম্পর্কে জানা থাকলে যৎসামান্য কোন কিছু হলে নামায নষ্ট করবে না। ২. নামায রত আছে সে সম্পর্কে জানা না থাকলে নামায ভেঙ্গে দেবে। পরে পুনরায় আদায় করে নেবে। কেননা, নফল নামায শুরু করলে পূর্ণ করা ওয়াজিব।

اَللّٰهُمَّ اُمِّيْ وَصَلَاتِيْ ঃ اي نفسي অর্থাৎ এ কথাটি মনে মনে বলছিলেন।

مَيَامِيْسُ ঃ এটি ميمسة এর বহুবচন। অর্থ : প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত মেয়ে, অশ্লীলা নারী।

بَابُوْسُ ঃ فاعول এর সমওযনে। অর্থ : দুগ্ধপোষ্য শিশু। অথবা ইহা বাচ্চাটির নাম ও উপাধি ছিল। আর 'با ' শব্দটি হরফে নেদা।

بَابُ مَسْحِ الْحَصَا فِي الصَّلٰوةِ

৭৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কংকর সরানো।

١١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً

সরল অনুবাদ : আবূ নু'আইম রহ. .....মু'আইকীব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যে সিজদার স্থানে মাটি সমান করে। তিনি বলেন, যদি তোমার একান্তই করতে হয়, তাহলে একবার।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ اِنْ كُنْتَ قوله "فاعلا فواحدة দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটির সামঞ্জস্যতা খুজে পাওয়া যাচ্ছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬১, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২০৬, আবূ দাউদ প্রথম খন্ড ঃ সালাত-১৩৬, তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ৫০, অনুরূপ নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, একান্তই দরকার হলে সেজদার স্থান হতে একবার কঙ্কর সরানো জায়েয আছে। তবে তা মাকরূহ নয়। জরুরত বলতে সেজদার স্থানে এত বেশী কঙ্কর থাকা

যার কারণে সেজদা করা দুঃসহ হয়ে পড়ে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, প্রয়োজন থাকলে এরকম কাজ করার অনুমতি রয়েছে। যেমন রেওয়ায়ত-"إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً أَيْ مَرَّةً وَاحِدَةً" এর বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা এটাই অনুভূত হচ্ছে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ ইমাম নববী রহ. বলেন, 'اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْمَسْحِ الخ' (শরহে মুসলিম-২০৬) (অর্থাৎ উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, নামাযে কঙ্কর সরানো মাকরুহ) তবে আল্লামা আইনী ও হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী রহ. বলেন, এ মাসআলার উপর উলামায়ে কেরামদের ঐক্যমত রয়েছে বলে ইমাম নববীর দাবী করাটা সহীহ নয়। কেননা, ইমাম মালেক রহ. থেকে জায়েয আছে বলে অভিমত বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য ইমাম নববী এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, মাকরুহ মানে মাকরুহে তানযীহী। জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, মাকরুহে তানযীহী ও জায়েয হওয়া পরস্পর একটি আরেকটির বিপরীত নয়। তবে বিনাপ্রয়োজনে নিঃসন্দেহে সর্বসম্মতিক্রমে মাকরুহ বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন ঃ হাদীসে 'تراب' শব্দ এসেছে এবং তরজমাতুল বাবে 'حصي' তাহলে হাদীস ও তরজমাতুল বাবে সামঞ্জস্যতা কোথায়? **উত্তর ঃ** ১. আল্লামা কিরমানী রহ. জবাব দিতে গিয়ে বলেন, অনেক সময় মাটিতে কঙ্কর থাকে। তো মাটি সমান করে নিলেও তো কঙ্কর সরানো হয়ে যায়। ২. কেউ কেউ বলেন, কঙ্কর ও মাটির বিধান একই। তাই ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে حصا তথা কঙ্কর উল্লেখ করে সেদিকে ইশারা করে দিয়েছেন। ৩. ইমাম বুখারী রহ. যে যে রেওয়ায়তসমূহে কঙ্করের উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর দিকে ইশারা করেছেন। যেমন মুসলিম শরীফ ২০৬ নং পৃষ্টায় حصا শব্দটি এসেছে।

ফায়দা ঃ সহীহ বুখারীতে হযরত মুআইকিব রাযি. হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلٰوةِ لِلسُّجُوْدِ

৭৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযে সিজদার জন্য কাপড় বিছানো।

١١٤٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. .....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামায আদায় করতাম। আমাদের কেউ মাটিতে তার চেহারা (কপাল) স্থির রাখতে সক্ষম না হলে সে তার কাপড় বিছিয়ে উহার উপর সিজদা করত।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬১, পেছনে ঃ ৫৬, ৭৭, ৪০৯, অবশিষ্ট ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী দ্বিতীয় খন্ড দ্রষ্টব্য।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তরজমাতুল বাব দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, কোন লোক প্রচণ্ড গরম হেতু কাপড় বিছিয়ে সেজদা করলে তা বৈধ হবে।

ব্যাখ্যা ঃ শাফেয়ীদের মতে, সংযুক্ত কাপড়ের উপর সেজদা করা নাজায়েয। বিধায় 'ثوبه' শব্দ দ্বারা শাফেয়ীদের বিরোদ্ধে প্রমাণ পেশ করার সুযোগ রয়েছে।

আরো বিশদ বিবরণের জন্য নাসরুল বারী দ্বিতীয় খন্ড ৪০৯ নং পৃষ্টা দেখা যেতে পারে।

بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلٰوة

৭৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযে যে কাজ-কর্ম জায়েয।

١١٤٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلِي فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعْتُهَا فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. .....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায আদায়কালে আমি তাঁর কিবলার দিকে পা ছড়িয়ে রাখতাম; তিনি সিজদা করার সময় আমাকে খোঁচা দিলে আমি পা সরিয়ে নিতাম; তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আবার পা ছড়িয়ে দিতাম।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬১, পেছনে ঃ ৫৬, ৭২, ৭৩, ৭৪, ১৩৬, ৯২৮,। অবশিষ্টাংশের জন্য নাসরুল বারী দ্বিতীয় খন্ড ৪০৯ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

١١٤٤ – حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَأَمْكَنَنِي اللّٰهُ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَام {رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} فَرَدَّهُ اللّٰهُ خَاسِيًا

সরল অনুবাদ : মাহমূদ রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নামায আদায় করার পর বললেন, শয়তান আমার সামনে এসে আমার নামায বিনষ্ট করার জন্য আমার উপর আক্রমণ করল। তখন আল্লাহ পাক আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করলেন, আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে গলা চেপে ধরলাম। আমার ইচ্ছা হয়েছিল, তাকে কোন স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখি। যাতে তোমরা সকাল বেলা উঠে তাকে দেখতে পাও। তখন সুলাইমান আ. এর এ দোয়া আমার মনে পড়ে গেল, ...رب هب لي ملكا "ইয়া রব! আমাকে এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমার পর আর কেউ না হয়।" তখন আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) অপমাণিত করে দূর করে দিলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "فذعته" لِأَنَّ معناه دفعته দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসটির মিল খুজে পাওয়া যাচ্ছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬১. পেছনে ঃ ৬৬, সামনে ঃ ৪৬৪, ৪৮৬-৪৮৭, ৭১০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমলে কাছীরের কারণে নামায বাতিল হয়ে যায়। তবে আমলে কালীলের কারণে নামায বাতিল হয় না। বরং নামাযে আমলে কালীল জায়েয। অর্থাৎ সে সব আমল যা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা দেয়ার সময় খোঁচা দিতেন। অথবা নামাযে কাউকে ঠেলা ধাক্কা দেয়া। এ সব কাজ হেতু নামায বাতিল হবে না। কেননা, এগুলো আমলে কালীল।

আমলে কাছীর যা সর্বসম্মতিক্রমে নামায বাতিল করে দেয় তা হলো-

১. যে আমল উভয় হাত দ্বারা সম্পাদন করতে হয়। যেমন উভয় হাত দ্বারা লঙ্গি ঠিক করতে হয় যা আমলে কাছীর বলে বিবেচিত। ২. কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তি যে কাজকে আমলে কাছীর মনে করবে তাই আমলে কাছীর বলে গণ্য হবে। ৩. যে কাজকে দর্শক বড় বলে ভাবে উদাহরণস্বরূপ ঘরে গিয়ে কাজ-কর্ম করে আসা তাহলে তা নিঃসন্দেহে আমলে কাছীর ও নামায বাতিলকারী।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন রেওয়ায়তে আছে, শয়তান হযরত উমর রাযি. এর ছায়া দেখা মাত্র পলায়ন করত তাহলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার সাথে উমরের তুলনাই হতে পারে না শয়তান তাঁর কাছে কিভাবে আসল?

জবাব ঃ চোর, ডাকাত ও লম্পটরা শহরের প্রধান পুলিশ কর্মচারী দারোগাকে যে পরিমাণ ভয় পায় সেই দারোগা যে বাদশাহর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয় তারা তাকে এতটুকু ভয় পায় না। কেননা, তারা মনে মনে ভাবে বাদশাহ তো আমাদের প্রতি সবসময় দয়াপরশ আছেনই। তাহলে কি দারোগা বাদশাহ থেকেও ক্ষমতাবান বলতে হবে?

بَابُ اِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلٰوةِ وَقَالَ قَتَادَةُ اِنْ اُخِذَ ثَوْبُه يَتْبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلٰوةَ

৭৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযে থাকাকালে পশু ছুটে গেলে। কাতাদা রহ. বলেন, কাপড় যদি (চুরি করে) নিয়ে যাওয়া হয়, তবে নামায ছেড়ে দিয়ে চোরকে অনুসরণ করবে।

আল্লামা কাসতালানী রহ. বলেন, আব্দুর রাজ্জাক وصل করেছেন। তবে তাতে এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে, কোন শিশুকে কূপে পড়ে যেতে দেখলে সাথে সাথে গিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। তখন নামায তরক করে তাকে উদ্ধার করা ওয়াজিব।

وگر بینم که نابینا و چاه هست ـــ اگر خاموش به نشینم گناه است

١١٤٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِالْأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ يُصَلِّي وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِه بِيَدِه فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا قَالَ شُعْبَةُ هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ اللّٰهُمَّ افْعَلْ بِهٰذَا الشَّيْخِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَثَمَانِيَ وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ

সরল অনুবাদ : আদম রহ. .....আযরাক ইবনে কায়স রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আহওয়ায শহরে হারুরী (খারিজী) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলাম। যখন আমরা নহরের তীরে ছিলাম তখন সেখানে এক ব্যক্তি এসে নামায আদায় করতে লাগল আর তার বাহনের লাগাম তার হাতে রয়েছে। বাহনটি (ছুটে যাওয়ার জন্য) টানাটানি করতে লাগল, তিনিও তার অনুসরণ করতে লাগলেন। রাবী শুবা রহ. বলেন, তিনি ছিলেন, (সাহাবী) আবূ বারযাহ আসলামী রাযি.। এ অবস্থা দেখে এক খারিজী বলে উঠলো, ইয়া আল্লাহ! এ বৃদ্ধকে কিছু করুন। বৃদ্ধ নামায শেষ করে বললেন, আমি তোমাদের কথা শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছয়, সাত কিংবা আট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং আমি তাঁর সহজীকরণ লক্ষ্য করেছি। আমার বাহনটির সাথে আগপিছ হওয়া বাহনটিকে তার চারণ ভূমিতে ছেড়ে দেয়ার চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয়। কেননা, তাতে আমাকে কষ্টভোগ করতে হবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُه وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬১, সামনে ঃ ৯০৪।

١١٤٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّه أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ خَسَفَت الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ سُورَةَ أُخْرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلكَ في الثَّانيَة ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا آيَتَان مِنْ آيَات اللَّه فَإذَا رَأَيْتُمْ ذَلكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ في مَقَامي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعدْتُهُ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قطْفًا من الْجَنَّة حينَ رَأَيْتُمُوني جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حينَ رَأَيْتُمُوني تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذي سَيَّبَ السَّوَائبَ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রহ. .....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে) দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ সূরা পাঠ করলেন, এরপর রুকূ' করলেন, আর তা দীর্ঘ করলেন। তারপর রুকূ থেকে মাথা তুলেন এবং অন্য একটি সূরা পাঠ করতে শুরু করলেন। পরে রুকূ সমাপ্ত করে সিজদা করলেন। দ্বিতীয় রাকাআতেও এরূপ করলেন। তারপর বললেন, এ দুটি (চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। তোমরা তা দেখলে গ্রহণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করবে। আমি আমার এ স্থানে দাঁড়িয়ে, আমাকে যা ওয়াদা করা হয়েছে তা সবই দেখতে পেয়েছি। এমনকি যখন তোমরা আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে দেখেছিলে তখন আমি দেখলাম যে, জান্নাতের একটি (আঙ্গুর) গুচ্ছ নেয়ার ইচ্ছা করছি। আর যখন তোমরা আমাকে পিছনে সরে আসতে দেখেছিলে তখন আমি দেখলাম যে, জাহান্নামের এক অংশ অপর অংশকে যেন খেয়ে ফেলছে এবং সেখানে আমর ইবনে লুহাইকে দেখলাম, যে সায়িবাহ প্রথা প্রবর্তন করেছিল।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল " جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ وَفِي قَوْلِه "تَأَخَّرْتُ" قوله বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬১-১৬২, পেছনে ঃ ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, সামনে ঃ ৪৫৪, ৬৬৫, ৭৮৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ নামায আদায় কালে বাহন জন্তু পলায়ন করার চেষ্টা করলে মুসল্লী কি করবে? ইমাম বুখারী রহ. এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেন নি। তবে কাতাদাহ এর আছর উল্লেখ করে এদিকে ইশারা করেছেন যে, এমন পরিস্থিতি দেখা দিলে নামায ভেঙ্গে ফেলা জায়েয আছে। এর দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, নামায তরক করবে। এরপর ইমাম বুখারী রহ. দুটি রেওয়ায়ত এনেছেন। প্রথমটিতে হযরত আবূ বারযা আসলামী রাযি. এর ঘটনা আলোচিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ আবূ বারযা আসলামীর ঘটনাটি ৬৫ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা বসরা ঘেরাও করে নিলে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. মুহাল্লাব ইবনে আবী সাফরাহের নেতৃত্বে একটি সেনাদল তাদের বিরোদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এদিকে খারেজীদের আমীর নাতি' ইবনে আযরাক ছিল। উক্ত যুদ্ধ বসরা ও পারস্যের মাঝামাঝি আহওয়ায নামী স্থানে সংঘটিত হয়েছিল।

মোদ্দাকথা সে যুদ্ধক্ষেত্রে আবূ বারযা আসলামী নামায আদায় করতে লাগলেন। আর তার বাহনের লাগাম তার হাতে ছিল। বাহনটি (ছুটে যাওয়ার জন্য) টানাটানি করতে লাগল, তিনিও তার অনুসরণ করতে লাগলেন। এ অবস্থা দেখে এক খারিজী বলে উঠলো, ইয়া আল্লাহ! দেখো এই বৃদ্ধটি কি না করছে? কোন কোন রেওয়ায়তে তার মন্তব্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে, দেখো নির্বোধ বৃদ্ধ মানুষটি ঘোড়ার মায়ায় নামায তরক করে দিচ্ছে! হযরত আবূ বারযা নামায শেষ করে বললেন, আমি তোমাদের কথা শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছয়, সাত কিংবা আট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং আমি তাঁর সহজীকরণ লক্ষ্য করেছি। আমার বাহনটির সাথে আগপিছ হওয়া বাহনটিকে তার চারণ ভূমিতে ছেড়ে দেয়ার চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয়। কেননা, তাতে আমাকে কষ্টভোগ করতে হবে।

بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلٰوةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ وَنَفَخَ النَّبِيُّ صَلي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيْ سُجُوْدِهِ فِي كُسُوْفٍ

৭৭০. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযে থাকাবস্থায় থুথু ফেলা ও ফুঁ দেয়া। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণের নামাযের সিজদার সময় ফুঁ দিয়েছিলেন।

١١٤٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ فَإِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَوْ قَالَ لَا يَتَنَخَّمَنَّ ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَلَى يَسَارِهِ

সরল অনুবাদ : সুলাইমান ইবনে হারব রহ. .....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কিবলার দিকে নাকের শ্লেষ্মা দেখতে পেয়ে মসজিদের লোকদের উপর রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, আল্লাহ পাক তোমাদের প্রত্যেকের সামনে রয়েছেন, কাজেই তোমাদের কেউ নামাযে থাকাকালে থুথু ফেলবে না বা রাবী বলেছেন, নাক ঝাড়বে না। একথা বলার পর তিনি (মিম্বর থেকে) নেমে এসে নিজের হাতে তা ঘষে ঘষে পরিস্কার করলেন। এবং ইবনে উমর রাযি. বলেন, তোমাদের কেউ যখন থুথু ফেলে তখন সে যেন তার বা দিকে ফেলে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "إِذَا بَزَقَ احدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسارِه" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে। যদিও এটি موقوفا অর্থাৎ ইবনে উমরের অভিমত বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সামনে যে রেওয়ায়ত আসতেছে তাতে مرفوعا নবী করীম হতে বর্ণিত হয়েছে। এখন সামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে আর কোন সংশয়ের অবকাশ রইল না।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬২, পেছনে ঃ ৫৮, ১০৪, ৯০২, বিশদ বিবরণের জন্য নাসরুল বারী তৃতীয় খন্ড বাব ঃ ৪৮৪-হাদীস-৭২৩ দ্রষ্টব্য।

١١٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ان احدكم إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ রহ. .....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে থাকে, তখন তো সে তার রবের সাথে নিবিড় আলাপে মশগুল থাকে। কাজেই সে যেন তার সামনে বা ডানে থুথু না ফেলে; তবে (প্রয়োজনে) বাঁ দিকে বা পায়ের নিচে ফেলবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক " وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِه تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرِي" قوله তে। এর দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, নামাযে থুথু ফেলা জায়েয আছে। তবে শর্ত হলো মসজিদে নামায আদায় না করে থাকলে। পেছনে আলোচিত হয়েছে, মসজিদে নামায পড়ার সময় থুথু ফেলার প্রয়োজন দেখা দিলে স্বীয় কাপড়ে থুথু ফেলে কাপড় দিয়ে মলে নিবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬২, পেছনে ঃ ৩৮, ৫৮, ৫৯, ৭৬, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২০৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. থুথু ফেলা ও ফুঁ দেয়ার বৈধতা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এর উপরোক্ত আছর (نفخ النبي صلي الله عليه وسلم) দ্বারা ফুঁ দেয়ার বৈধতা প্রমাণিত হচ্ছে। আর بزاق মানে থুথু ফেলার বৈধতা হযরত আনস রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস 'ولكن عن شماله تحت قدمه اليسري' দ্বারা সাবেত হচ্ছে।

بَابُ مَنْ صَفَقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم

৭৭১. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত নামাযে হাততালি দেয় তার নামায নষ্ট হয় না। এ বিষয়ে সাহল ইবনে সা'দ রাযি. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

(সাহল ইবনে সা'দ রাযি. এর রেওয়ায়ত ১১৩৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য, এছাড়া সামনেও আসতেছে।)

بَابُ اِذَا قِيْلَ لِلْمُصَلِّي تَقَدَّمْ اَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ فَلَابَأْسَ

৭৭২. পরিচ্ছেদ ঃ মুসল্লীকে আগে বাড়তে অথবা অপেক্ষা করতে বলা হলে সে যদি অপেক্ষা করে তবে এতে দোষ নেই।

١١٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ. .....সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামায আদায় করতেন এবং তাঁরা তাদের লুঙ্গি ছোট হওয়ার কারণে ঘাড়ের সাথে বেঁধে রাখতেন। তাই মহিলাগণকে বলা হল, পুরুষগণ সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত তোমরা (সিজদা থেকে) মাথা তুলবে না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "فَقِيْلَ لِلنِّسَاءِ لا تَرْفَعْنَ الخ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল দেখা যাচ্ছে।

" فَقِيْلَ لِلنِّسَاءِ" সম্ভবত: নামাযের ভিতর বলা হয়েছে- فَقَدْ اَفَادَ الْمَسْأَلَتَيْنِ خِطَابَ الْمُصَلِّيْ وَتَرَبُّصَه بِمَا لَايَضُرُّ وَاِنْ كَانَ قَبْلَهَا اَفَادَ جَوَازَ الْاِنْتِظَارِ ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬২, পেছনে ঃ ১১৩, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ১৮২, আবূ দাউদ ঃ ৯২, নাসায়ী প্রথম খন্ড ঃ সালাত-৮৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত বাব দ্বারা আহনাফের মত খন্ডন করা উদ্দেশ্য। কেননা, তাদের মতে, মুসল্লীকে আগে বাড়তে বা পেছনে যেতে বলার পর নামাযী ব্যক্তি সে নির্দেশ পালন করলে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামদের মতে, নামায ফসিদ হবে না। অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. জমহুর ইমামদের মতামতের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন। তিনি বলেন, কোন নামাযীকে অপেক্ষা করতে বলার পর সে অপেক্ষা করলে নামায ফাসিদ হবে না।

প্রশ্ন ঃ আপত্তি হলো, قِيْلَ لِلنِّسَاءِ তো নামাযের বাহিরে বলা হয়েছে তাহলে এর দ্বারা তরজমাতুল বাব কিভাবে সাবেত হলো? কেননা, হাদীস দ্বারা বাহ্যত এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে না যে, নামায আদায়ের অবস্থায় মহিলাদেরকে বলা হতো।

উত্তর ঃ হাদীসে উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. এর ইস্তেদলাল بكل المحتمل হয়ে থাকে। অর্থাৎ শব্দের দুটি অর্থ হলেও তিনি এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে দ্বিধা করেন না। অতএব এখানে এ-ও হতে পারে যে, মহিলাদেরকে নামায রত অবস্থায় "لَا تَرْفَعْنَ الخ " বলা হয়েছে। এখন উভয় মাসআলা সাবেত হয়ে গেল। পুরুষরা মহিলাদের থেকে আগে বাড়া ও মহিলাদের অপেক্ষা করা।

২. কেবল অপেক্ষার বিবরণ দেয়া উদ্দেশ্য। প্রকাশ থাকে যে, মহিলারা নামাযের ভিতরই অপেক্ষা করেছিলেন।

بَابُ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ

৭৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযে সালামের জবাব দিবে না।

١١٥٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে আবু শায়বাহ রহ. ....আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাঁর নামায রত অবস্থায় সালাম করতাম। তিনি আমাকে সালামের জওয়াব দিতেন। আমরা (আবিসিনিয়া থেকে) ফিরে এসে তাঁকে (সালাতরত অবস্থায়) সালাম করলাম। তিনি জওয়াব দিলেন না এবং পরে বললেন, নামাযে অনেক ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা রয়েছে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬২, পেছনে ঃ ১৬০, সামনে ঃ ৫৪৭, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২০৪।

١١٥١ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ فَقَالَ إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

সরল অনুবাদ : আবূ মা'মার রহ. .....জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর একটি কাজে পাঠালেন, আমি গেলাম এবং কাজটি সেরে ফিরে এলাম। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সালাম করলাম। তিনি জওয়াব দিলেন না। এতে আমার মনে এমন খটকা লাগল যা আল্লাহই ভাল জানেন। আমি মনে মনে বললাম, সম্ভবত আমি বিলম্বে আসার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আবার আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনি কোন উত্তর দিলেন না। ফলে আমার মনে প্রথম বারের চাইতেও অধিক খটকা লাগল। (নামায শেষে) আবার আমি তাঁকে সালাম করলাম। এবার তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, নামাযে ছিলাম বলে তোমার সালামের জবাব দিতে পারিনি। তিনি তখন বাহনের পিঠে কিবলা থেকে ভিন্নমুখী ছিলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের তরজমাতুল বাবের সাথে মিল " إنّما منعني ان اردّ عليك انّي كنت اصلّي " এ قوله স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬২, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২০৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তো তরজমাতুল বাব দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, নামায রত থাকলে সালামের জবাব দেয়া উচিত নয়।

ব্যাখ্যা ঃ কেউ মুসল্লীকে সালাম করলে মুসল্লী 'وعليكم السلام' বলে তার সালামের জওয়াব দিলে সর্বসম্মতিক্রমে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে ইশারায় উত্তর দিলে আহনাফের নিকট মাকরূহ হবে এবং ইমামত্রয়ের মতে, মুবাহ। আমাদের মতেও মনে মনে জবাব দেয়ার সুযোগ রয়েছে। - والله اعلم

بَابُ رَفْعِ الْأَيْدِيْ فِي الصَّلَاةِ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

৭৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ কিছু ঘটলে নামাযে হাত তোলা।

١١٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتُمْ فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيحِ قَالَ سَهْلٌ التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيقُ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا

مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সরল অনুবাদ : কুতাইবা রহ. .....সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এ সংবাদ পৌছল যে কুবায় বনূ আমর ইবনে আওফ গোত্রে কোন ব্যাপার ঘটেছে। তাদের মধ্যে মীমাংসার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন সাহাবীসহ বেরিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেল। বিলাল রাযি. আবূ বকর রাযি. এর কাছে এসে বললেন, হে আবূ বকর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্মব্যস্ত রয়েছেন। এদিকে নামাযের সময় উপস্থিত। আপনি কি লোকদের ইমামতী করবেন? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তুমি চাও। তখন বিলাল রাযি. নামাযের ইকামত বললেন এবং আবূ বকর রাযি. এগিয়ে গেলেন এবং তাকবীর বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং কাতার ফাঁক করে সামনে এগিয়ে গিয়ে কাতারে দাঁড়ালেন। মুসল্লীগণ তখন তাসফীহ করতে লাগলেন। সাহল রাযি. বলেন, তাসফীহ মানে তাসফীক (হাতে তালি দেয়া) তিনি আরো বললেন, আবূ বকর রাযি. নামাযে এদিক সেদিক তাকাতেন না। মুসল্লীগণ বেশী (হাত চাপড়াতে শুরু) করলে তিনি লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে ইশারায় নামায আদায় করার আদেশ দিলেন। তখন আবূ বকর রাযি. তাঁর দু'হাত তুললেন এবং আল্লাহর হামদ বর্ণনা করলেন। তারপর পিছু হেঁটে পিছনে চলে এসে কাতারে দাঁড়ালেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এগিয়ে গেলেন এবং মুসল্লীগণকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে তিনি মুসল্লীগণের দিকে মুখ করে বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের কি হয়েছে? নামাযে রত অবস্থায় কারো কিছু ঘটলে তোমরা হাত চাপড়াতে শুরু কর কেন? হাত চাপড়ানো তো মেয়েদের জন্য। নামাযে রত অবস্থায় কারো কিছু ঘটলে পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। তারপর তিনি আবূ বকর রাযি. এর দিকে লক্ষ্য করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ বকর! তোমাকে আমি ইশারা করা সত্ত্বেও কিসে তোমাকে নামায আদায়ে বাধা দিল? আবূ বকর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা ইবনে আবূ কুহাফার জন্য সঙ্গত নয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬২, পেছনে ঃ ৯৪, ১৬০, সামনে ঃ ৩৭০, ৩৭১, ১০৬৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তরজমাতুল বাব দ্বারাই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, প্রয়োজনবশত: নামাযে হাত উঠানো জায়েয। তা আমলে কাছীর বলে গণ্য হবে না।

ইমাম বুখারী রহ. সামনের ঘটনা দ্বারা ইস্তেদলাল করেছেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর রাযি. কে ইমামতি করার নির্দেশ দিলেন, তখন আবূ বকর রাযি. তাঁর দু'হাত তুললেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইমামতের উপযোক্ত ভেবেছেন বলে। সুতরাং নবী পরবর্তী সময়ে সকল সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন এবং সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম একবাক্যে তা মেনে নিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর পৃথিবীর শ্রেষ্ট মানব।

بَابُ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاة

৭৭৫ . পরিচ্ছেদ ঃ নামাযে কোমরে হাত রাখা।

১১৫৩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاة وَقَالَ هِشَامٌ وَأَبُو هِلَال عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সরল অনুবাদ : আবূ নু'মান রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযে কোমরে হাত রাখা নিষেধ করা হয়েছে। হিশাম ও আবূ হিলাল রহ. ইবনে সীরীন রহ. এর মাধ্যমে আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلٰوةِ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৩, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২০৬, আবূ দাউদ ঃ ১৩৬, তিরমিযী ঃ ৫০।

১১৫৪ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا

সরল অনুবাদ : আমর ইবনে আলী রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোমরে হাত রেখে নামায আদায় করতে লোকদের নিষেধ করা হয়েছে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم اَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا" قوله এ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৩, পেছনে ঃ ১৬৩, মুসলিম, আবূ দাউদ এবং তিরমিযীও বর্ণনা করেছেন।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, নামাযে কোমরে হাত রাখা জায়েয নয়। নিষেধাজ্ঞার কারণ-১. কেননা, তা ইয়াহুদী সুলভ কাজ। ২. অহংকারীদের কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ৩. ইবলীস আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর ঠিক এই অবস্থায় জান্নাত থেকে বের হয়েছিল। তো ইবলীসের সে অবস্থার সাথে যেন সাদৃশ্যপূর্ণ না হয় তাই নিষেধ করা হয়েছে। এটিই অধিক শক্তিশালী কারণ। তাছাড়া এর চাহিদা হলো, নামাযের ভিতর হোক বা বাহিরে সর্বাবস্থায় কোমরে হাত রাখা মাকরূহ।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাব কায়েম করেছেন "بَابُ الْخَصْرِ فِي الصَّلٰوةِ "। 'خصر' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে-১. কেরাআতে সংক্ষিপ্তকরণ, ২. রুকূ-সেজদায় সংক্ষিপ্তকরণ। উভয় সূরতই জায়েয আছে। তবে ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য এটাই বুঝা যাচ্ছে যা 'তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য' শিরোণামের অধীনে বর্ণিত হয়েছে। - والله اعلم

بَابُ يُفَكِّرُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اِنِّيْ لَأُجَهِّزُ جَيْشِيْ وَاَنَا فِي الصَّلَاةِ

৭৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযে মুসল্লীর কোন বিষয় চিন্তা করা। উমর রাযি. বলেছেন, আমি নামাযের মধ্যে আমার সেনাবাহিনী বিন্যাসের চিন্তা করে থাকি।

১১৫৫ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

সরল অনুবাদ : ইসহাক ইবনে মনসূর রহ. .....উকবা ইবনে হারিস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আসরের নামায আদায় করলাম। সালাম করেই তিনি দ্রুত উঠে তাঁর কোন এক সহধর্মিণীর কাছে গেলেন, তারপর বেরিয়ে এলেন। তাঁর দ্রুত যাওয়া আসার ফলে (উপস্থিত) সাহাবীগণের চেহারায় বিস্ময়ের আভাস দেখে তিনি বললেন, নামাযে আমার কাছে রাখা একটি সোনার টুকরার কথা আমার মনে পড়ে গেল। সন্ধ্যায় বা রাতে তা আমার কাছে থাকবে আমি এটা অপছন্দ করলাম। তাই, তা বন্টন করে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে এলাম।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "ذَكَرْتُ وَاَنَا فِي الصَّلٰوةِ تِبْرًا عِنْدَنَا" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যাচ্ছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৩, পেছনে ঃ ১১৭, সামনে ঃ ১৯২, ৯২৮।

১১৫৬ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ فَلَا يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُولُ لَهُ اذْكُرْ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

সরল অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযের আযান হলে শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালায় যাতে সে আযান শুনতে না পায়। তখন তার পশ্চাদ-বায়ূ নিঃসরণ হতে থাকে। মুয়াযযিন আযান শেষে নিরব হলে সে

আবার এগিয়ে আসে। আবার ইকামত বলা হলে পালিয়ে যায়। মুয়াযযিন (ইকামত) শেষ করলে এগিয়ে আসে। তখন সে মুসল্লীকে বলতে থাকে, (ওটা) স্মরণ কর, যে বিষয় তার স্মরণে ছিল না শেষ পর্যন্ত সে কত রাকাআত নামায আদায় করল তা মনে করতে পারে না। আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান রহ. বলেছেন, তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থায় পড়লে (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় যেন দুটি সিজদা করে। একথা আবূ সালামা রহ. আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে শুনেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " فلا يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُولُ له اذْكُرْ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتي لا يَدْرِيْ كَمْ صَلي " قوله দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসটির মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৩, পেছনে ঃ ৮৫, সামনে ঃ ১৬৪, ৪৬৪।

١١٥٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ النَّاسُ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ رَجُلًا فَقُلْتُ بِمَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَةَ فِي الْعَتَمَةِ فَقَالَ لَا أَدْرِي فَقُلْتُ لَمْ تَشْهَدْهَا قَالَ بَلَى قُلْتُ لَكِنْ أَنَا أَدْرِي قَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা রাযি. বেশী হাদীস বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলে আমি জিজ্ঞেস করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গতরাতে ইশার নামাযে কোন সূরা পড়েছেন? লোকটি বলল, আমি জানি না। আমি বললাম, কেন তুমি কি সে নামাযে উপস্থিত ছিলে না? সে বলল, হাঁ, ছিলাম। আমি বললাম, কিন্তু আমি জানি তিনি অমুক অমুক সূরা পড়েছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ مُطَابَقَةُ الْحَدِيْثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ اَنَّ ذٰلِكَ الرَّجُلَ كَانَ مُتَذَكِّرًا فِي الصَّلٰوةِ بِفِكْرٍ دُنْيَوِيٍّ حَتي لَمْ يَضْبَطْ مَا قَرَاَه رَسُوْلُ اللهِ صلي عليه وسلم فِيْهَا وَيَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ مِنْ حَيْثُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ مُتَفَكِّرًا بَاسِرِ الصَّلٰوةِ حَتي ضَبَطَ مَا قَرَاَ رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৩।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, নামাযে কোন বিষয়ে চিন্তা করা যদিও একটি আমল বিশেষ তবে এর দ্বারা নামায ফাসিদ হবে না। বাবের প্রথম হাদীসে রয়েছে- খোদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ذُكِرْتُ وَاَنَا فِي الصَّلٰوةِ " (নামাযে আমার কাছে রাখা একটি সোনার টুকরার কথা আমার মনে পড়ে গেল) এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, নামাযে সোনার কথা স্মরণ হয়েছিল। অপর এক রেওয়ায়তে আছে- "اذكر ما لم يكن يذكر " ((ওটা) স্মরণ কর, যে বিষয় তার স্মরণে ছিল না)। নামাযে শয়তানের কুমন্ত্রনা হেতু কোন বিষয়ে চিন্তা করলে নামায ফাসিদ হবে না। ইমাম আযম আবূ হানীফা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, একদা এক লোক কিছু মাল যমীনে পুতে রেখেছিল। কিন্তু প্রয়োজনকালে কোথায় পুতে রেখেছে তা ভুলে গেল। ইমাম সাহেবের নিকট এর সুরাহা চাইলে তিনি তাকে বললেন, তুমি নফল নামায পড়া শুরু কর। কেননা, শয়তান সারা রাত ইবাদত-বন্দেগী করা সহ্য করতে না পেরে সাথে সাথে এসে পুতে রাখা বস্তু সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেবে। যেন সে নামায তরক করে পুতে রাখা জিনিসটি তালাশে নিমগ্ন থাকে। বাস্তবে তাই ঘটল।

তৃতীয় রেওয়ায়তে "لاادري " দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, ঐ সাহাবী নামায রত অবস্থায় অন্য কোন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। এ জন্যেই তো 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সূরা পড়েছেন' তার স্মরণে থাকে নি।

اَبْوَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاة

নামাযে সেজদায়ে সাহু

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللهِ সম্পর্কে তো বিশদ বিবরণ আলোচিত হয়েছে। নাসরুল বারী প্রথম খন্ড ১৭২ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য। সারাংশ হলো, এ বিসমিল্লাহ পৃথক কোন كتاب এর সূচনাজনিত بسم الله নয়। বরং যখন কোন উযর ও প্রয়োজন হেতু লেখালেখি বন্ধ করতে হয়েছে। অতঃপর লেখালেখি আরম্ভ করার সময় بسم الله লেখেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ اِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَي الْفَرِيْضَة

৭৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ ফরয নামাযে দুরাকাআতের পর দাঁড়িয়ে পড়লে সিজদায়ে সাহু প্রসঙ্গে।

١١٥٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে বুহায়না রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুরাকাআত আদায় করে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লীগণ তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন তাঁর নামায সমাপ্ত করার সময় হলো এবং আমরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলাম, তখন তিনি সালাম ফিরানোর আগে তাকবীর বলে বসে বসেই দুটি সিজদা করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " صَلّي لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلوَاتِ ثُمَّ قَامَ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৩, পেছনে ঃ ১১৪-১১৫, সামনে ঃ ১৬৩, ১৬৪, ৯৮৬, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২১১, তিরমিযী প্রথম খন্ড ঃ ৫১, আবূ দাউদ ঃ ১৪৮।

١١٥٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে বুহায়না রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের দুরাকাআত আদায় করে দাঁড়িয়ে গেলেন। দুরাকাআতের পর তিনি বসলেন না। নামায শেষ হয়ে গেলে তিনি দুটি সেজদা করলেন এবং এরপর সালাম ফিরালেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ " قَامَ مِنْ اِثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَهُوَ مَعْنَي قَوْلِهِ فِي التَّرْجَمَةِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَي الْفَرِيْضَةِ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৩, অবশিষ্টাংশের জন্য বাবের প্রথম রেওয়ায়ত ১১৫৮ নং হাদীস দেখা যেতে পারে।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ১. ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাব কায়েম করেছেন 'কারো প্রথম বৈঠক ছুটে গেলে সে কি করবে?' নিচে হাদীস উল্লেখ করে বাতলে দিয়েছেন যে, এমন ব্যক্তি সেজদায়ে সাহু করতে হবে।

২. কেউ কেউ বলেন, দু'রাকাআতের পর তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে বসে যাবে। ইমাম বুখারী রহ. তাদের মতামত খন্ডন করত: বলেছেন, না বসে বরং সেজদায়ে সাহু করবে। এটাই জমহুর উলামাদের মযহব। তো ইমাম বুখারী রহ. জমহুরের মতামতকে সমর্থন করেছেন।

সেজদায়ে সাহুর হুকুম ঃ ১. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে, সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব। (উমদাতুল কারী)

২. ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে, সুন্নত। (উমদাতুল কারী)

সেজদায়ে সাহু কখন করবে? সালাম ফিরানোর আগে না পরে? ১. হানাফীদের মতে, সেজদায়ে সাহু সর্বাবস্থায় সালাম ফিরানোর পর হবে। সালাম দ্বারা সালামে ফসল উদ্দেশ্য নয়। বরং সালামে সাহু উদ্দেশ্য। ২. ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নিকট সালাম ফেরানোর পূর্বে। ৩. ইমাম মালেক রহ. ব্যাখ্যামূলক মতামত পেশ করেছেন, যদি নামাযে কোন আমল বাদ পড়ার কারণে সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় তাহলে সালামের আগে আদায় করবে। আর কোন আমল বাড়িয়ে দেয়ার কারণে হয় তাহলে সালাম ফেরানোর পর হবে। ইমাম মালেক রহ. এর মত স্বরণে রাখার জন্য হযরত শায়খুল হাদীস রহ. এর তাকরীরে বুখারীতে এভাবে রয়েছে " القاف بالقاف والدال بالدال " অর্থাৎ القبل بالنقصان والبعد بالزيادة । ৪. ইমাম আহমদ এর মতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যে যে ক্ষেত্রে সালামের পূর্বে সেজদায়ে সাহু প্রমাণিত সেখানে আমরাও সালামের পূর্বে সেজদায়ে সাহুর আমল অব্যাহত রাখবো। উদাহরণস্বরূপ বাবের হাদীসমূহে প্রথম বৈঠক ছেড়ে দেয়ার কারণে সেজদায়ে সাহুর কথা এসেছে। আর যে যে ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সালামের পরের কথা প্রমাণিত সেখানে সালামের পরে আমল চালিয়ে যাবো। উদাহরণস্বরূপ চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে দুরাকাআতে সালাম ফেরানোর ক্ষেত্রে। যেমন একটি বাব পরে হযরত যুল-ইয়াদাইনের হাদীস আসতেছে। আর যেসব সূরতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোন কিছু প্রমাণিত নেই সেখানে সেজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে হবে।

ফায়দা ঃ ইমামদের মাঝে এই এখতেলাফ কেবল উত্তম অনুত্তমের।

بَابُ اِذَا صَلَّي خَمْسًا

৭৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ নামায পাঁচ রাকাআত আদায় করলে।

১১৬০ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ

সরল অনুবাদ : আবুল ওয়ালীদ রহ. .....আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায পাঁচ রাকাআত আদায় করলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, নামায কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন, এ প্রশ্ন কেন? (প্রশ্নকারী) বললেন, আপনি তো পাঁচ রাকাআত নামায আদায় করেছেন। অতএব তিনি সালাম ফিরানোর পর দুটি সেজদা করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ হাদীসের শিরোণামের সাথে মিল "قوله "صلي الظهر خمسا বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৩, পেছনে ঃ ৫৮, সামনে ঃ ৯৮৭, ১০৭৭, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ২১২।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ১. ইমাম বুখারী রহ. এর পূর্ববর্তী বাব ও উপরোক্ত বাব দ্বারা نقصان তথা হ্রাস করা এবং زيادة তথা বৃদ্ধি করার মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, কোন কিছু হ্রাস করলে সালাম ফেরানোর আগে সেজদায়ে সাহু করবে এবং বৃদ্ধি করলে সালামের পর। যেমন মালেকীদের মতে। যেন ইমাম বুখারী রহ. ইমাম মালেক রহ. এর মতামতকে সমর্থন জানাচ্ছেন। ২. ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হানাফীদের মত খন্ডন করা। কেননা, হানাফীদের মতে, শেষ রাকাআতে তথা শেষ বৈঠক না করলে নামায হবে না। কারণ শেষ বৈঠক ফরয। তবে শেষ বৈঠক আদায় করে ভূলবশতঃ দাঁড়িয়ে গেলে সেজদায়ে সাহু করলে চলবে। এ জন্য যে, ওয়াজিব তরক করলে সেজদায়ে সাহু আসে কোন ফরয পরিত্যাগ করার দ্বারা নয়। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. বাতলে দিয়েছেন, সেজদায়ে সাহু যথেষ্ট বলে ধর্তব্য হবে। চাই শেষ বৈঠক করুক বা নাই করুক।

জবাব ঃ হাদীসটিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ বৈঠক করার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়ার মতো নয় যেরুপ শেষ বৈঠক না করার কথা বুঝা যাচ্ছে। তাই 'اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال' কায়দা দ্বারা হাদীসটি তাদের দলীল হিসেবে পেশ করা যাবে না। হ্যাঁ যদি শেষ বৈঠক করেন নি প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে হানাফীদের পক্ষে হাদীসটির জবাব দেয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। والله اعلم -

بَابُ اذا سَلَّمَ فِيْ رَكْعَتَيْنِ اَوْ فِي ثَلاث فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُوْدِ الصَّلَاة اَوْ اَطوَلَ

৭৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাকাআতে সালাম ফিরিয়ে নিলে নামাযের সিজদার ন্যায় বা তার চাইতে দীর্ঘ দুটি সিজদা করা।

١١٦١ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَقَصَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ أَحَقٌّ مَا يَقُولُ قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ سَعْدٌ وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সরল অনুবাদ : আদম রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে যুহর বা আসরের নামায আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। তখন যুল-ইয়াদাইন রাযি. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামায কি কম হয়ে গেল? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, সে যা বলছে, তা কি ঠিক আছে? তাঁরা বললেন, হাঁ। তখন তিনি আরও দুরাকাআত নামায আদায় করলেন। পরে দুটি সিজদা করলেন। সা'দ রাযি. বলেন, আমি উরওয়া ইবনে যুবাইর রাযি. কে দেখেছি, তিনি মাগরিবের দুরাকাআত নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং কথা বললেন। পরে অবশিষ্ট নামায আদায় করে দুটি সিজদা করলেন। এবং বললেন, নবী করীম সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এরূপ করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "فصلي ركعتين اخريين ثم سجد سجدتين" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে। এর দ্বারা তো কেবল দ্বিতীয় রাকাআতে সালাম ফেরানোর কথা বোধগম্য হচ্ছে। কিন্তু তরজমাতুল বাবের অপর অংশ "في ثلاث" সম্পর্কে হাদীসে তো আলোচনা হয় নি।

জবাব ঃ এর উত্তরে বলা যায় যে, মুসলিম শরীফে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তৃতীয় রাকাআতে সালাম ফিরিয়ে নেয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাব দ্বারা ঐ রেওয়ায়তটির দিকে ইশারা করেছেন। অতএব সামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৩, পেছনে ঃ ৬৯, ৯৯, সামনে ঃ ৮৯৪, ১০৭৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে চাই দু'রাকাআত আদায় করে অথবা তিন রাকাআত আদায় করে সালাম ফিরানো হোক অবশিষ্ট রাকাআতসমূহ পুরা করে সেজদায়ে সাহু করবে।

ব্যাখ্যা ঃ যুল-ইয়াদাইনের নাম خِرْبَاق । খাতে যের ও রা সাকিন হবে। (কিরমানী)

بَابُ مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِيْ سجْدَتَي السَّهْوِ وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا وقَالَ قَتَادَةُ لَا يَتَشَهَّدُ

৭৮০. পরিচ্ছেদ ঃ সিজদায়ে সাহুর পর তাশাহহুদ না পড়লে। আনাস রাযি. ও হাসান (বাসরী) রহ. সালাম ফিরিয়েছেন। কিন্তু তাশাহহুদ পড়েন নি। কাতাদাহ রহ. বলেছেন, তাশাহহুদ পড়বে না।

١١٦٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুরাকাআত আদায় করে নামায শেষ করলেন। যুল-ইয়াদাইন রাযি. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামায কি কম করে দেয়া হয়েছে? না কি আপনি ভুলে গেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? মুসল্লীগণ বললেন, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে আরও দু'রাকাআত নামায পড়লেন। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে অল্লাহু আকবার বলে সিজদা করলেন, স্বাভাবিক সিজদার মতো বা তার চেয়ে দীর্ঘ। এরপর তিনি মাথা তুললেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট। কেননা, এই সূরতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহহুদ পাঠ করেন নি।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৪, পেছনে ঃ ৬৯, ৯৯, ১৬৩, সামনে ঃ ৮৯৪, ১০৭৭।

١١٦٣ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ قَالَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

সরল অনুবাদ : সুলাইমান ইবনে হারব রহ. .....সালামা ইবনে আলকামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ (ইবনে সীরীন) রহ. কে জিজ্ঞেস করলাম, সিজদায়ে সাহুর পর তাশাহহুদ আছে কি? তিনি বললেন, আবূ হুরায়রা রাযি. এর হাদীসে তা নেই।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসটির মিল " قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ قَالَ لَيسَ فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ " তে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৪, ৬৯, ৯৯, ১৬৩, ১৬৪, সামনে ঃ ১৬৪, ৮৯৪, ১০৭৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, সেজদায়ে সাহুর পর তাশাহহুদ পড়বে না।

ব্যাখ্যা ঃ ইহা একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা। হানাফীদের মতে, তাশাহহুদ পড়বে। বরং সেজদায়ে সাহু সালাম ফেরানোর পর আদায় করলে তো জমহুর হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে, তাশাহহুদ পড়তে হবে।

ইমাম বুখারী রহ. যুল-ইয়াদাইনের হাদীস দ্বারা তাশাহহুদ না পড়ার উপর যে দলীল পেশ করেছেন যে, যুল-ইয়াদাইনের হাদীসে তাশাহহুদের কোন উল্লেখই নেই তা সহীহ নয়। কেননা, উল্লেখ না থাকা তাশাহহুদ না পড়াকে আবশ্যক করে না। অতএব এর দ্বারা তাশাহহুদ না পড়ার উপর ইস্তেদলাল করা সঠিক নয়। বিশেষ করে যখন অন্য একটি হাদীসে সেজদায়ে সাহুর পর তাশাহহুদ পাঠ করেছেন বলে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

بَابُ يُكَبِّرُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

৭৮১. পরিচ্ছেদ ঃ সিজদায়ে সাহুতে তাকবীর বলা।

١١٦٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَكْبَرُ ظَنِّي الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ قَالَ بَلَى قَدْ نَسِيتَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ

সরল অনুবাদ : হাফস ইবনে উমর রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিকালের কোন এক নামায দুরাকাআত আদায় করে সালাম ফিরালেন। মুহাম্মদ রহ. বলেন, আমার প্রবল ধারণা, তা ছিল আসরের নামায। তারপর মসজিদের একটি কাষ্ঠ খন্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং উহার উপর হাত রাখলেন। মুসল্লীগণের ভিতরে সামনের দিকে আবূ বকর রাযি. ও উমর রাযি.ও ছিলেন। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, নামায কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? কিন্তু এক ব্যক্তি, যাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-ইয়াদাইন বলে ডাকতেন, জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি ভুলে গেছেন, না কি নামায কমিয়ে দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন, আমি ভুলিনি আর নামাযও কম করা হয়নি। তখন তিনি দুরাকাআত নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন। এরপর তাকবীর বলে সিজদা করলেন, স্বাভাবিক সিজদার ন্যায় বা তার চেয়ে দীর্ঘ। তারপর মাথা উঠিয়ে আবার তাকবীর বলে মাথা রাখলেন অর্থাৎ তাকবীর বলে সিজদায় গিয়ে স্বাভাবিক সিজদার মতো অথবা তার চাইতে দীর্ঘ সিজদা করলেন। এরপর মাথা উঠিয়ে তাকবীর বললেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৪, পেছনে ঃ ৬৯, ৯৯, ১৬৩, সামনে ঃ ৮৯৪, ১০৭৭।

١١٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ فِي التَّكْبِيرِ

সরল অনুবাদ : কুতাইবা ইবনে সায়ীদ রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনা আসাদী রাযি. যিনি বনূ আব্দুল মুত্তালিবের সাথে মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ ছিলেন তাঁর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামাযে (দুরাকাআত আদায় করার পর) না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায পূর্ণ করার পর সালাম ফিরাবার আগে তিনি বসা অবস্থায় ভুলে যাওয়া বৈঠকের স্থলে দুটি সিজদা সম্পূর্ণ করলেন, প্রতি সিজদায় তাকবীর বললেন। মুসল্লীগণও তাঁর সাথে সিজদা করল। ইবনে শিহাব রহ. থেকে তাকবীরের কথা বর্ণনায় ইবনে জুরাইজ রহ. লায়েস রহ. এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৪, পেছনে ঃ ১১৪, ১১৫, ১৬৩, সামনে ঃ ৯৮৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেজদায়ে সাহু আদায়কালে তাকবীর তথা الله اكبر বলা উচিত। বরং উভয় সেজদাতে الله اكبر বলা চাই। হাদীস দ্বারা ইহাই প্রতিভাত হচ্ছে। আহনাফ, শাওয়াফে' ও হাম্বলীরা এ মতেরই প্রবক্তা।

২. সম্ভবত: ইমাম বুখারী রহ. মালেকীদের মতামত খন্ডন করতে চাচ্ছেন। যারা বলে থাকেন যে, সালাম ফেরানোর পর সেজদায়ে সাহু আদায় করলে প্রথম তাকবীরে তাহরীমা বলা বাঞ্ছনীয়। অতঃপর সেজদায়ে সাহুর তাকবীর। বুখারী রহ. জমহুরের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। - والله اعلم

بَابُ اذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّي ثَلَاثًا اَوْ اَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

৭৮২. পরিচ্ছেদ ঃ নামায তিন রাকাআত আদায় করা হল না কি চার রাকাআত, তা মনে করতে না পারলে বসা অবস্থায় দুটি সিজদা করা।

١١٦٦ – حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

সরল অনুবাদ : মুয়ায ইবনে ফাযালা রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালায় যাতে আযান শুনতে না পায় আর পশ্চাদ-বায়ূ সশব্দে নির্গত হতে থাকে। আযান শেষ হয়ে গেলে সে এগিয়ে আসে। আবার নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হলে সে পিঠ ফিরিয়ে পালায়। ইকামত শেষ হয়ে গেলে আবার ফিরে আসে। এমনকি সে নামায রত ব্যক্তির মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে এবং বলতে থাকে, অমুক অমুক বিষয় স্মরণ কর, যা তার স্মরণে ছিল না। এভাবে সে ব্যক্তি কত রাকাআত নামায আদায় করেছে তা স্মরণ করতে পারে না। তাই, তোমাদের কেউ তিন রাকাআত বা চার রাকাআত নামায আদায় করেছে, তা মনে রাখতে না পারলে বসা অবস্থায় দুটি সেজদা করবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّي الخ" দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৪, পেছনে ঃ ৮৫, ১৬৩, সামনে ঃ ৪৬৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, কারো নামাযের রাকআতের সংখ্যায় সন্দেহ হলে তিন রাকাআত আদায় করেছে না চার রাকাআত তখন বসাবস্থায় দুটি সেজদা করবে। এটাই ইমাম হাসান বসরী রহ. এর মযহব। অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. হাসান বসরী রহ. এর মতামতকে সমর্থন করছেন। - والله اعلم

ইমামদের মতামতসমূহ ঃ হানাফীদের মতে, এই মাসআলাটি মুছাল্লাছ। তার তিনটি সূরত হতে পারে।

১. ইস্তীনাফ (পুনরায় নামায পড়তে হবে)।

২. بناء علي الاقل المتيقن অর্থাৎ কমের উপর বেনা করবে।

৩. بناء علي الظن الغالب অর্থাৎ যে দিকে ধারণা প্রবল হয় সে অনুযায়ী বেনা করবে। একেই تحري বলা হয়। মুসল্লীর এ অবস্থা যদি প্রথমবার সংঘটিত হয় তাহলে ইস্তীনাফ তথা নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। আর গতানুগতিকভাবে সন্দেহ হতে থাকলে تحري অর্থাৎ চিন্তাভাবনা করে ফায়সালা নেবে। যে দিকে প্রবল ধারণা হবে সে অনুযায়ী আমল করবে। আর যদি কোন দিকে প্রবল ধারণা সৃষ্টি না হয়, তবে بناء علي الاقل করবে। অর্থাৎ কমের উপর বেনা করবে। উদাহরণস্বরূপ কারো তিন রাকাআত আদায় করেছে না চার রাকাআত সে ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হলে চিন্তাভাবনা করবে। যে দিকে প্রবল ধারণা হবে সে অনুযায়ী আমল করবে। অন্যথায় কমের উপর বেনা করবে। অর্থাৎ তিন রাকাআত হয়েছে ধরে এর সাথে আরেক রাকাআত মিলিয়ে নেবে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. بناء علي الاقل এর প্রবক্তা। আর যে যে রেওয়ায়তে تحري এর কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বলেন, تحري এর অর্থ ইচ্ছা করা অর্থাৎ সঠিক ফায়সালা নেয়া। তিনি বলেন, সঠিক বিষয় হল بناء علي الاقل তথা কমের উপর বেনা করা।

৩. ইমাম মালেক রহ. বলেন, যদি মুসল্লী مستنكح অর্থাৎ এমন ব্যক্তি হন যার বেশী বেশী সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য হুকুম হল তিনি تحري করবেন। স্বীয় প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমল করবেন। আর غير مستنكح হলে بناء علي اليقين করবেন।

৪. ইমাম আহমদ রহ. এর প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে, ইমাম এবং মুনফারিদের মাঝে পার্থক্য আছে। ইমাম সাহেব প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমল করবেন। আর মুনফারিদ তথা একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তি بناء علي الاقل الخ করবে। (الدر المنضود جلد ثاني)

بَابُ السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما سَجْدَتَيْنِ بعْدَ وِتْرِه

৭৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ ফরয ও নফল নামাযে ভুল হলে। ইবনে আব্বাস রাযি. বিতরের পর দুটি সিজদা (সাহু) করেছেন।

١١٦٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ালে শয়তান এসে তাকে সন্দেহে ফেলে, এমনকি সে বুঝতে পারে না যে, সে কত রাকাআত নামায আদায় করেছে। তোমাদের কারো এ অবস্থা হলে সে যেন বসা অবস্থায় দুটি সেজদা করে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّي لَايَدْرِيْ كَمْ صَلَّي الخ" قوله হাদীসাংশ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৪, পেছনে ঃ ৮৫, ১৬৩, সামনে ঃ ৪৬৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, ফরয এবং নফল সব নামাযে সেজদায়ে সাহু আদায় করতে হবে। জমহুর ইমামদের মাসলাক ইহাই। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ইমাম ইবনে সীরীন ও কাতাদাহ থেকে সাহু সেজদার ক্ষেত্রে ফরয ও নফল নামাযের মাঝে ব্যবধান আছে বলে অভিমত বর্ণনা করেছেন। প্রতিভাত হচ্ছে ইমাম বুখারী রহ. তাদের মতামত খন্ডন করত: জমহুরের অভিমতের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করছেন। - والله اعلم

بَابُ اذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَاَشَارَ بِيَدِه وَاسْتَمَعَ

৭৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযে থাকাবস্থায় কেউ তার সাথে কথা বললে এবং তা শুনে যদি সে হাত দিয়ে ইশারা করে।

অর্থাৎ যদি কেউ নামাযী ব্যক্তিকে বলে, নামায পড়ে ঘরে চলে আসবে। কাজ আছে। তো মুসল্লী হাত দিয়ে ইশারা করে বুঝায় যে, আমি তোমার কথা শ্রবণ করেছি। তাহলে এতে কোন দোষ নেই।

١١٦٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ

بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَا إِنَّا أُخْبِرْنَا عَنْكِ أَنَّكِ تُصَلِّيهِمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا فَقَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ فَفَعَلَتْ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ

সরল অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইমান রহ.......কুরাইব রহ. থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা এবং আব্দুর রহমান ইবনে আযহার রাযি. তাকে আয়িশা রাযি. এর কাছে পাঠালেন এবং বলে দিলেন, তাঁকে আমাদের সকলের তরফ থেকে সালাম পৌঁছিয়ে আসরের পরের দুরাকাআত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তাঁকে একথাও বলবে যে, আমরা খবর পেয়েছি যে, আপনি সে দুরাকাআত আদায় করেন, অথচ আমাদের কাছে পৌছেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দুরাকাআত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে আব্বাস রাযি. আরও বললেন যে, আমি উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর সাথে এ নামাযের কারণে লোকদের মারধর করতাম। কুরাইব রহ. বলেন, আমি আয়িশা রাযি. এর কাছে গিয়ে তাঁকে তাঁদের পয়গাম পৌছিয়ে দিলাম তিনি বললেন, উম্মে সালামা রাযি. কে জিজ্ঞেস কর। (কুরাইব বলেন) আমি সেখান থেকে বের হয়ে তাঁদের কাছে গেলাম এবং তাঁদেরকে আয়িশা রাযি. এর কথা জানালাম। তখন তাঁরা আমাকে আয়িশা রাযি. এর কাছে যে বিষয় নিয়ে পঠিয়েছিলেন, তা নিয়ে পুনরায় উম্মে সালামা রাযি. এর কাছে পাঠালেন। উম্মে সালামা রযি. বললেন, আমিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তা নিষেধ করতে শুনেছি। অথচ তারপর তাঁকে তা আদায় করতেও দেখেছি। একদিন তিনি আসরের নামাযের পর আমার ঘরে তশরীফ আনয়ন করেন। তখন আমার কাছে বনূ হারাম গোত্রের আনসারী কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। আমি বাঁদীকে এ বলে তাঁর কাছে পাঠালাম যে, তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলবে, উম্মে সালামা রাযি. আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন, আপনাকে (আসরের পর নামাযের) দুরাকাআত নিষেধ করতে শুনেছি; অথচ দেখছি, আপনি তা আদায় করছেন? যদি তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন, তাহলে পিছনে সরে থাকবে, বাঁদী তা-ই করল। তিনি ইশারা করলেন, সে পিছনে সরে থাকল। নামায শেষ করে তিনি বললেন, হে আবূ উমায়্যার কন্যা! আসরের পরের দুরাকাআত নামায সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছ। আব্দুল কায়েস গোত্রের কিছু লোক আমার কাছে এসেছিল। তাদের কারণে যুহরের পরের দুরাকাআত আদায় করা থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এ দুরাকাআত সে দুরাকাআত।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فَإِنْ اشَارَه بِيَدِه فَاسْتَأْخَرِيْ عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَاشَارَ بِيَدِه" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৪-১৬৫, সামনে ঃ মাগাযী-৬২৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, নামায রত অবস্থায় কারো কথা শুনে নিলে নামায দুরুস্ত হয়ে যাবে। নামাযে কোন ক্ষতি হবে না। এমনকি যদি মুসল্লী হাত দিয়ে ইশারা করে বাতলে দেয় যে, আমি তোমার কথা শুনেছি তবুও নামায ফাসিদ হবে না।

ব্যাখ্যা ঃ নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী অষ্টম খন্ড ৪৪২-৪৪৮ নং পৃষ্টায় হাদীসটির বিশদ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে সেখানে দেখা যেতে পারে।

بَابُ الْاشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَه كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ

৭৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে ইশারা করা। কুরাইব রহ. উম্মে সালামা রাযি. সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

١١٦٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ

أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا الْتَفَتَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সরল অনুবাদ : কুতাইবা ইবন সায়ীদ রহ.......সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সংবাদ পৌছে যে, বনূ আমর ইবনে আওফ-এ কিছু ঘটেছে। তাদের মধ্যে আপোস করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন সাহাবীসহ বেরিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেল। বিলাল রাযি. আবূ বকর রাযি. এর কাছে এসে বললেন, হে আবূ বকর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এদিকে নামাযের সময় হয়ে গিয়েছে, আপনি কি নামাযে লোকদের ইমামতি করতে প্রস্তুত আছেন? তিনি বললেন, হাঁ যদি তুমি চাও। তখন বিলাল রাযি. ইকামত বললেন এবং আবূ বকর রাযি. সামনে এগিয়ে গিয়ে লোকদের জন্য তাকবীর বললেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং কাতারের ভিতর দিয়ে হেঁটে (প্রথম) কাতারে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লীগণ তখন হাততালি দিতে লাগলেন। আবূ বকর রাযি. এর অভ্যাস ছিল যে, নামাযে এদিক সেদিক তাকাতেন না। মুসল্লীগণ যখন বেশী পরিমাণে হাততালি দিতে লাগলেন, তখন তিনি সেদিকে তাকালেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইশারা করে নামায আদায় করতে থাকার নির্দেশ দিলেন। আবূ বকর রাযি. দু'হাত তুলে আল্লাহর হামদ বর্ণনা করলেন এবং পিছনের দিকে সরে গিয়ে কাতারে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এগিয়ে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে মুসল্লীগণের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের কি হয়েছে, নামাযে কোন ব্যাপার ঘটলে তোমরা হাততালি দিতে থাক কেন? হাততালি তো মেয়েদের জন্য। কারো নামাযের মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দিলে সে যেন 'সুবহানাল্লাহ' বলে। কারণ, কেউ অন্যকে 'সুবহানাল্লাহ' বলতে শুনলে অবশ্যই সেদিকে লক্ষ্য করবে। তারপর তিনি বললেন, হে আবূ বকর! তোমাকে আমি ইশারা করা সত্ত্বেও কিসে তোমাকে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করতে বাধা দিল? আবূ বকর রাযি. বললেন, কুহাফার ছেলের জন্য এ সমীচিন নয় যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : "فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ" قوله হাদীসাংশ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে। কেননা, তা ইঙ্গিতকারী ব্যক্তির নড়াচড়া করার মতো। এটি জায়েয হলে ইশারাও জায়েয হওয়ার কথা। এতদভিন্ন "فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُ" দ্বারাও সামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হতে পারে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১৬৫, পেছনে : ৯৪, ১৬০, ১৬২, সামনে : ৩৭০, ৩৭১, ১০৬৬।

١١٧٠ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ تُصَلِّي قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ

সরল অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইমান রহ. .....আসমা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা আয়িশা রাযি এর কাছে গেলাম, তখন তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন, আর লোকেরাও নামাযে দাঁড়ানো ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকদের অবস্থা কি? তখন তিনি তাঁর মাথা দ্বারা আকাশের দিকে ইশারা করলেন। আমি বললাম, ইহা কি নিদর্শন? তিনি আবার তাঁর মাথার ইশারায় বললেন, হ্যাঁ।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا اَيْ نَعَمْ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৫, পেছনে ঃ ১৮, ৩০-৩১, ১২৬, ১৪৪, ১৪৫, সামনে ঃ ৩৪২, ১০৮২, ১১৭১।

١١٧١ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا

সরল অনুবাদ : ইসমায়ীল রহ. .....নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর ঘরে বসে নামায আদায় করছিলেন। একদল সাহাবী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে লাগলেন। তিনি তাঁদের প্রতি ইশারা করলেন, বসে যাও। নামায শেষ করে তিনি বললেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য। কাজেই তিনি রুকূ করলে তোমরা রুকূ করবে; আর তিনি মাথা তুললে তোমরাও মাথা তুলবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে "قوله فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ" হাদীসাংশ দ্বারা মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৫, পেছনে ঃ ৯৫, ১৫০, সামনে ঃ ৮৪৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তরজমাতুল বাব দ্বারাই সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, মাথা বা হাত দিয়ে ইশারা করলে নামায ফাসিদ হবে না।

প্রশ্ন ঃ বাহ্যত উপরোক্ত বাব ও পূর্বের বাবে তাকরার অনুভূত হচ্ছে।

উত্তর ঃ আগের বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল নামাযে কারো কথা শুনাতে কোন অসুবিধা নেই। উক্ত বাব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইশারা করাতে কোন দোষ নেই। فلااشكال

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ الْجَنَائِز

ইমাম বুখারী রহ. নামায ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়াদীর আলোচনা শেষ করে এখন নামাযে জানাযার বর্ণনা শুরু করছেন। جَنَائِز শব্দটি جنز বাবে ضرب হতে নির্গত। যার অর্থ : লুকানো ও গোপন করা। جَنَائِز ইহা جنازة এর বহুবচন। জীমে যবর ও যের দ্বারা। জীমে যবর হলে অর্থ হবে মৃত ব্যক্তি। যাকে চৌপায়ায় উঠিয়ে দাফনের জন্য নেয়া হয়। আর জীমে যের হলে ঐ খাটিয়া যা দ্বারা মাইয়েতকে বহন করা হয়। কেউ কেউ এর বিপরীতও বলেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ وَمَنْ كَانَ اخِرُ كَلَامِه لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَقِيْلَ لِوَهْبِ ابْنِ مُنَبِّه اَلَيْسَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلٰي وَلٰكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ اِلَّا لَه اَسْنَانٌ فَاِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَه اَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَاِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ

৭৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ জানাযা সম্পর্কিত হাদীস এবং যার শেষ কালাম 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। ওয়াহহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. কে জিজ্ঞেস করা হল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি বললেন, অবশ্যই। তবে যে কোন চাবির দাঁত থাকে। তুমি দাঁত যুক্ত চাবি আনতে পারলে তোমার জন্য (জান্নাতের) দরজা খুলে দেয়া হবে। অন্যথায় তোমার জন্য খোলা হবে না।

ব্যাখ্যা ঃ وَمَنْ كَانَ اخِرُ كَلَامِه لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এর (অর্থাৎ من এর) جزاء হচ্ছে دَخَلَ الْجَنَّةَ। যেমন হযরত মুয়ায রাযি. এর হাদীসে রয়েছে। (উমদাতুল কারী)

দাঁত দ্বারা নেক আমলসমূহ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ করণীয় কাজগুলো আদায় করা ও বর্জনীয় কাজ-কাম থেকে বেঁচে থাকা।

ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহ রাযি. এর উক্ত হাদীসে مقطوع এর ভাবার্থ একটি مرفوع হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইমাম বায়হাকী রহ. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়ামনে প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন, আহলে কিতাবীরা তোমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করবে, জান্নাতের চাবি কোনটি? উত্তরে তাঁদেরকে বলে দিবে, لاإله إلا الله এর সাক্ষ্য দেয়া। তবে এটি দাঁতবিহীন চাবি। দাঁত বিশিষ্ট চাবি আনতে পারলে তোমার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে। অন্যথায় নয়। অর্থাৎ কেবল কালিমায়ে ইমানীর সাক্ষ্য দিলেই জান্নাতের দরজা খুলা হবে না। যেরূপ দাঁতহীন চাবি দিয়ে দ্রুত তালা খুলা যায় না। হ্যাঁ তবে অনেক চেষ্টা তদবির করার পর হয়তো খুলে যেতে পারে। অনুরূপভাবে যদি নেক আমল না থাকে তাহলে আল্লাহর মর্জির উপর নির্ভর করবে। চাইলে তিনি তাকে দয়াপরশ হয়ে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেবেন। আর ইচ্ছা হলে শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামে প্রবিষ্ট করাবেন। لاإله إلا الله দ্বারা পূর্ণ কালিমা অর্থাৎ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ উদ্দেশ্য।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, হাদীস শরীফে যে مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ রয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মৃত্যুকালীন সময়ে পড়া। এটাই সংখ্যাগরিষ্ট আলিমদের অভিমত।

١١٧٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي أَوْ قَالَ بَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ

সরল অনুবাদ : মূসা ইবনে ইসমায়ীল রহ. .....আবূ যার (গিফারী) রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন আগন্তুক (হযরত জিবরীল আ.) আমার রব এর কাছ থেকে এসে আমাকে খবর দিলেন অথবা তিনি বলেছিলেন, আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে। আমি বললাম, যদিও সে যিনা করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে? তিনি বললেন, যদিও সে যিনা করে থাকে ও চুরি করে থাকে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ مُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي التَّرْجَمَةِ مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَإِنْ تَرْكَ الْإِشْرَاكِ هُوَ التَّوْحِيدُ وَالْقَوْلُ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ هُوَ التَّوْحِيدُ بِعَيْنِهِ ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৫, সামনে ঃ ৩২১, ৪৫৭, ৮৬৭, ৯২৭, ৯৫৩-৯৫৪, ১১১৫।

١١٧٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

সরল অনুবাদ : উমর ইবনে হাফস রহ. .....আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আল্লাহর সাথে শরিক করা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুর শরিক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ مُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الَّذِي يَمُوتُ مُشْرِكًا يَدْخُلُ النَّارَ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الَّذِي يَمُوتُ وَلَايُشْرِكُ بِاللهِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَلِذٰلِكَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضـــ :قُلْتُ أَنَا: إِلَى اٰخِرِهِ . وَالَّذِي لَايُشْرِكُ بِاللهِ هُوَ الْقَائِلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَوَقَعَ التَّطَابُقُ بَيْنَ التَّرْجَمَةِ وَالْحَدِيثِ (عمده)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৫, সামনে ঃ ৬৪৬, ৯৮৮-৯৮৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর 'مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهِ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মরণকালে জ্ঞান থাকা পর্যন্ত এর উপর একীন বিশ্বাস থাকা অথবা মরার সময় কালিমায়ে ঈমানী পড়েছে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ বাবের প্রথম হাদীসে 'أتاني آت من ربي' দ্বারা হযরত জিবরাইল আ. উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ঃ বাবের দ্বিতীয় হাদীস যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কর্তৃক বর্ণিত এর উপর আপত্তি জাগে, মুসলিম শরীফে তো এর সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুর শরিক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যে আল্লাহর সাথে শরিক করা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

জবাব ঃ ইমাম নববী উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. উভয় উক্তি নবী থেকে শুনেছেন। কিন্তু যখন যেটি স্মরণ হয়েছে তখন সেটি বর্ণনা করেছেন। فلا اشكال

بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

৭৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ জানাযায় অনুগমনের নির্দেশ।

এ মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ যে, মাইয়েতের আগে আগে চলা উত্তম না পিছনে পিছনে চলা উত্তম?

আহনাফের মতে, পিছনে পিছনে চলা উত্তম। আর শাফেয়ীদের মতে, আগে আগে চলা উত্তম। আরো বিশদ বিবরণের জন্য নাসরুল বারী প্রথম খন্ড ৩২২ নং পৃষ্টা দেখা যেতে পারে।

١١٧٤ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ

সরল অনুবাদ : আবুল ওয়ালীদ রহ. .....বারাআ ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি বিষয়ে আমাদের আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয়ে আমাদের নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের আদেশ করেছেন- ১. জানাযার অনুগমন করতে, ২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নিতে, ৩. দাওয়াত দাতার দাওয়াত কবূল করতে, ৪. মাযলূমকে সাহায্য করতে, ৫. কসম থেকে দায়মুক্ত করতে, ৬. সালামের জবাব দিতে এবং ৭. হাঁচিদাতাকে (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে) খুশী করতে। আর তিনি নিষেধ করেছেন- ১. রুপার পাত্র, ২. সোনার আংটি, ৩. রেশম, ৪. দীবাজ,(রেশমী কাপড়) ৫. কাসসী (কেস রেশম), ৬. ইসতিবরাক (তসর জাতীয় রেশম) ব্যবহার করতে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله "امرنا باتباع الجنائز দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৫-১৬৬, সামনে ঃ ১৩৩, ৭৭৭, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৬৮, ৮৭০, ৮৭১, ৯১৯, ৯২১, ৯৮৪।

١١٧٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ

وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَرَوَاهُ سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমি বলতে শুনেছি যে, এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক পাঁচটি- ১. সালামের উত্তর দেয়া, ২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেওয়া, ৩. জানাযার অনুগমন করা, ৪. দাওয়াত কবূল করা এবং ৫. হাঁচি দাতাকে (ইয়ারহামুকাল্লাহু বলে) দোআ করা। আব্দুর রাযযাক রহ. আমর ইবনে আবূ সালামা রহ. এর অনুসরণ করেছেন। আব্দুর রাযযাক রহ. বলেন, আমাকে মা'মার রহ. এরূপ অবহিত করেছেন এবং এ হাদীস সালামা রহ. উকাইল রহ. থেকে রিওয়ায়ত করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : "وَاِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ" قوله হাদীসাংশ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১৬৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত বাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা ও যত তাড়াতাড়ী সম্ভব তা সেরে নেয়া এভাবে যে, মাইয়েতের পিছনে লেগে থাকা ও সকাল সকাল গোসল ও কাফনের কাজ থেকে ফারিগ হয়ে দাফনের কাজ সম্পন্ন করা।

বাকী রইল এ মাসআলাটি যে, মাইয়েতের আগে আগে চলবে না পিছনে পিছনে? এ সম্পর্কে আলোচনা চলে গেছে যে, এ মাসআলাটি এখতেলাফী। আহনাফের মতে, পিছনে পিছনে চলা উত্তম। তা বর্ণনার্থে ইমাম বুখারী রহ. আলাদা একটি বাবও কায়েম করেছেন। ১৭৬-১৭৭ নং পৃষ্ঠা।

হাদীসের ব্যাখ্যা : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَي الْمُسْلِمِ الخ : মুসলিমের রেওয়ায়তে 'يَجِبُ عَلَي الْمُسْلِمِ الخ' রয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে এখানে 'حق' অর্থ ايجاب তথা ওয়াজিব। তাও ايجاب علي الكفاية।

বাকী রইল কোন রেওয়ায়ত দ্বারা সাত এবং কোন রেওয়ায়ত দ্বারা পাঁচটি হকের কথা প্রমাণিত হচ্ছে। এর সামাধানে বলা যায় কোনটিতেও حصر তথা সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়। তাই বিভিন্ন সংখ্যার ক্ষেত্রে আপত্তির নিরসন হয়ে গেল। - والله اعلم

بَابُ الدُّخُوْلِ عَلَي الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ اذَا اُدْرِجَ فِيْ كَفْنِه

৭৮৮. পরিচ্ছেদ : কাফন পরানোর পর মৃত ব্যক্তির কাছে যাওয়া।

١١٧٦ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ يَا

نَبِيَّ اللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ فَأَبَى فَقَالَ اجْلِسْ فَأَبَى فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِينَ } وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنْزَلَ الله حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَتْلُوهَا

সরল অনুবাদ : বিশর ইবনে মুহাম্মদ রহ. .....আবূ সালামা রহ. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনী আয়িশা রাযি. আমাকে বলেছেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের খবর পেয়ে) আবূ বকর রাযি. 'সুনহ' এ অবস্থিত তাঁর বাড়ী থেকে ঘোড়ায় চড়ে চলে এলেন এবং নেমে মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে লোকদের সাথে কোন কথা না বলে আয়িশা রাযি. এর ঘরে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে অগ্রসর হলেন। তখন তিনি একখানি 'হিবারাহ' ইয়ামানী চাঁদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। আবূ বকর রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখমন্ডল উন্মুক্ত করে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়লেন এবং চুমু খেলেন, তারপর কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া নবী আল্লাহ! আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আল্লাহ আপনার জন্য দুই মৃত্যু একত্রিত করবেন না। তবে যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল তা তো আপনি কবূল করেছেন। আবূ সালামা রহ. বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. আমাকে খবর দিয়েছেন যে, (তারপর) আবূ বকর রাযি. বেরিয়ে এলেন। তখন উমর রাযি. লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। আবূ বকর রাযি. তাঁকে বললেন, বসে পড়ুন। তিনি তা মানলেন না। তখন আবূ বকর রাযি. কালিমা-ই শাহাদাতের দ্বারা (বক্তব্য) আরম্ভ করলেন। লোকেরা উমর রাযি. কে ছেড়ে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হন। আবূ বকর রাযি. বললেন.......আম্মা বা'দ, তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইবাদত করতে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যিই ইনতিকাল করেছেন। আর যারা মহান আল্লাহর ইবাদত করতে, নিশ্চয় আল্লাহ চিরঞ্জীব, অমর। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, وما محمد الا رسول ......الي الشاكرين অর্থাৎ মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র .....শাকিরীন পর্যন্ত। আল্লাহর কসম! যেন লোকদের জানাই ছিল না যে, আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেন। এখনই যেন লোকেরা আয়াতখানি তার কাছ থেকে পেলেন। প্রতিটি মানুষকেই তখন ঐ আয়াত তিলাওয়াত করতে শোনা গেল।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "اقبل ابوبكر علي فرسه الخ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে। বলাবাহুল্য হযরত আবূ বকর রাযি. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আগমন করেছিলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৬, সামনে ঃ ৫১৭, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪১, ৮৫১, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহও বর্ণনা করেছেন।

١١٧٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَهُ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ فَقَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا

সরল অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ..... আনসারী মহিলা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বাইআতকারী উম্মুল আলা রাযি. থেকে বর্ণিত, (হিজরতের পরে) কুরআর (লটারী) মাধ্যমে মুহাজিরদের বন্টন করা হচ্ছিল। তাতে উসমান ইবনে মাযউন রাযি. আমাদের ভাগে পড়লেন, আমরা (সাদরে) তাঁকে আমাদের বাড়ীতে স্থান দিলাম। এক সময় তিনি সেই রোগে আক্রান্ত হলেন, যাতে তাঁর মৃত্যু হল। যখন তাঁর মৃত্যু হল এবং তাঁকে গোসল করিয়ে কাফনের কাপড় পরানো হল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করলেন। তখন আমি বললাম, হে আবুস-সায়িব, আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আপনার সম্বন্ধে আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি করে জানলে যে, আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করেছেন? আমি বললাম, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আল্লাহ আর কাকে সম্মানিত করবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁর ব্যাপার তো এই যে, নিশ্চয় তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং আল্লাহর কসম! আমি তাঁর জন্য মঙ্গল কামনা করি। আল্লাহর কসম! আমি জানি না আমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে, অথচ আমি আল্লাহর রাসূল। সেই আনসারী মহিলা বলেন, আল্লাহর কসম! এরপর আর কোন দিন আমি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে পবিত্র বলে মন্তব্য করব না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : قوله "دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে। অর্থাৎ হযরত উছমান ইবনে মাযউন রাযি. কে গোসল ও কাফনের কাপড় পরানোর পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে তাশরীফ আনয়ন করলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১৬৬, সামনে : ৩৬৯-৩৭০, ৫৫৯, ১০৩৭, ১০৩৯, নাসায়ীও রেওয়ায়ত করেছেন।

١١٧٨ـ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِثْلَهُ وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ مَا يُفْعَلُ بِهِ وَتَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَعْمَرٌ

সরল অনুবাদ : সায়ীদ ইবনে উফাইর রহ. লায়েস রহ. সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর নাফি' ইবনে ইয়াযীদ রহ. উকাইল রহ. সূত্রে বলেন, 'ما يفعل به' তার সাথে কি ব্যবহার করা হবে? শুয়াইব, আমর ইবনে দীনার ও মা'মার রহ. উকাইল রহ. এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা পূর্বের হাদীসের মত। অর্থাৎ এটি আগের হাদীসই অপর একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে।

١١٧٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي وَيَنْهَوْنِي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْهَانِي فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. .....জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (উহুদ যুদ্ধে) আমার পিতা (আব্দুল্লাহ রাযি.) শহীদ হয়ে গেলে আমি তাঁর মুখমন্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে কাঁদতে লাগলাম। লোকেরা আমাকে নিষেধ করতে লাগল। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিষেধ করেন নি। আমার ফুফী ফাতিমা রাযি.ও কাঁদতে লাগলেন। এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কাঁদ বা না-ই কাঁদ (উভয় সমান) তোমরা তাকে তুলে নেয়া পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তাঁদের ডানা দিয়ে ছায়া বিস্তার করে রেখেছেন। ইবনে জুরাইজ রহ. মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রহ. সূত্রে জাবির রাযি. থেকে হাদীস বর্ণনায় শু'বা রাযি. এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসটি "جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ" قوله দ্বারা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৬, সামনে ঃ ১৭২, ৩৯৫, মাগাযী ঃ ৫৮৪, মুসলিম ও নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, ১. মানুষ মরে গেলে যেহেতু তার সৌন্দর্যতা ও শারিরীক অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায় এ থেকে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, মনে হয় তখন তাকে দেখা জায়েয হবে না। যেরূপ ইবরাহীম নাখয়ী রহ. বলে থাকেন যে, কেবল গোসলদাতা ও কাফনের কাপড় পরানে ওয়ালা দেখতে পারবে। তো ইমাম বুখারী রহ. হাদীস পেশ করে বাতলে দিলেন গোসলদাতা প্রমূখ ছাড়াও অন্যান্যরা মাইয়েতকে দেখা বৈধ আছে। ২. উদ্দেশ্য হলো, বিনা দ্বিধায় মৃত ব্যক্তি দেখতে প্রবেশ করা উচিত নয়। বরং গোসল ও কাফন পরিয়ে নেয়ার পর দেখতে যাওয়া বাঞ্ছণীয়। যেন তার গুপ্তাঙ্গসমূহের উপর কারো নযর না পড়ে। যেমন বুখারী রহ. এর তরজমাতুল বাব 'اذا ادرج في اكفانه' দ্বারা বোধগম্য হয়। - والله اعلم

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাবে তিনটি রেওয়ায়ত উল্লেখ করেছেন-

প্রথম রেওয়ায়তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের কথা আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর রাযি. তাঁর চেহারা মোবারক খুলে চুমা দিয়েছেন। এবং "يَا نَبِيَّ اللهِ لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ" বাক্যটি বলেছেন। হযরত আবূ বকর রাযি. যখন দেখলেন হযরত উমর রাযি. বেশ আবেগী হয়ে উপস্থিত মানুষদেরকে লক্ষ্য করে বলতেছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা যান নি। বরং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেছেন। উমরের কথানুযায়ী যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুটি মৃত্যু একত্রিত হয়ে যায়।

তাই আবূ বকর রাযি. তাঁর বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে বললেন, তাঁর তো প্রকৃত ওফাত হয়ে গেছে। এখন তাঁর উপর আবার কোন মওত আসবে না।

২. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে চলে যাওয়ার পর জীবিত থেকেই কবর যিন্দেগী কাটাবেন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়তে হযরত উছমান ইবনে মাযউন রাযি. এর মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর ওফাত হলে তাঁকে গোসল এবং কাফন পরানোর পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছিলেন। তখন ইরশাদ করেছেন, "وَاللهِ مَا أدرِيْ وَأنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفعَلُ بِيْ " তাছাড়া লাইছের রেওয়ায়তেও অনুরূপ (অর্থাৎ مَايُفعَلُ بِيْ) বর্ণিত হয়েছে। তবে নাফে' এর রেওয়ায়তে 'مَايُفعَلُ بِه ' এসেছে।

অধিক বিশুদ্ধ কোনটি? সহীহ অভিমত হলো, 'مايفعل به ' অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। আর 'ما يفعل بي ' এর ব্যাপারে আল্লামা আইনী রহ. বলেছেন-

قَالَ الدَّاوديْ : مَا يُفعَلُ بِيْ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ مَا يُفعَلُ به اي بِعُثمَانَ لِاَنَّه لَا يَعلَمُ مِنْ ذَلِكَ اِلَّا مَايُوحي اِلَيهِ (عمده)

আর 'ما يفعل بي ' কে বিশুদ্ধ মেনে নিলে মতলব হবে- ١۔ مَا يُفعَلُ بِيْ فِيْ اَمرِ الدُّنيَا۔

অর্থাৎ আমার সাথে দুনিয়াবী বিষয়াদীর ব্যাপারে কি ব্যবহার করা হবে আমি জানি না।

٢۔ مَا يُفعَلُ بِيْ فِيْ مَرَاتِبِ الجَنَّةِ وَدَرَجَاتِهَا وَلَا قطعَ لِيْ فِيْ اَيِّ مَرتَبَةٍ اَكُوْنَ اَنَا ۔

অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের তো ইলিম রয়েছে তবে, বেহেশতের বিভিন্ন স্তর হতে আমার জন্য কোন স্তর নির্ধারিত এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত জানি না।

بَابُ الرَّجُلِ يَنْعِي اِلَي اَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسه

৭৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পরিজনের কাছে তার মৃত্যু সংবাদ পৌছানো।

١١٨٠ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

সরল অনুবাদ : ইসমায়ীল রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। নাজাশী যে দিন মারা যান সেদিন-ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যু সংবাদ দেন এবং জানাযার স্থানে গিয়ে লোকদের কাতারবদ্ধ করে চার তাকবীর আদায় করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "نَعي النَّجَاشِيْ الخ" হাদীসাংশ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৬-১৬৭, সামনে ঃ ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ৫৪৮, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খণ্ড ঃ ৩০৯, তিরমিযী ও ও নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন।

١١٨١ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَذْرِفَانِ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ

সরল অনুবাদ : আবূ মা'মার রহ. .....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মূতা যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনায়) বললেন, যায়েদ রাযি. পতাকা বহন করেছেন তারপর শহীদ হয়েছেন। এরপর জা'ফর রাযি. (পতাকা) হাতে নিয়েছে; সেও শহীদ হয়। তারপর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. (পতাকা) ধারণ করে এবং সেও শহীদ হয়। এ সংবাদ বলছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুচোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। এরপর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযি. পরামর্শ ছাড়াই (পতাকা) হাতে তুলে নেয় এবং তাঁর দ্বারা বিজয় সূচিত হয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : قوله "اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ الخ" দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১৬৭, সামনে : ৩৯২, ৪৩১, ৫১২, ৫৩১, মাগাযী : ৬১১।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, মৃতের পরিবার-পরিজনের কাছে তার মৃত্যু সংবাদ দেয়া জায়েয আছে। যদিও বাহ্যত মৃত্যু সংবাদ শুনে পরিবার-পরিজনদের কষ্টানুভব হয় এরপরও কোন উপকারীতার প্রতি লক্ষ্য করে মৃত্যু সংবাদ দেয়া বৈধ আছে।

ব্যাখ্যা : তরজমাতুল বাবে 'بنفسه' শব্দের যমীর 'رجل ناعي' এর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। হাদীসে আইয়ামে জাহিলীয়্যাত পদ্ধতিতে মৃত্যু সংবাদ দেয়ার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কারণ অজ্ঞ যুগের লোকেরা হাট বাজারে চিল্লা চিৎকার করে মৃত্যুর এলান করতো। অনুরুপ মৃত্যু সংবাদ দেয়া নিষিদ্ধ। তবে পরিবার পরিজনকে মরার সংবাদ পৌছানো জায়েয ও বৈধ। যেরুপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হাবশার বাদশাহ নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ ঘোষনা করেছিলেন। এ ছাড়া মূতা যুদ্ধে হযরত যায়েদ, জা'ফর ও আব্দুল্লাহ রাযি. প্রমূখ সাহাবায়ে কেরামের শাহাদত বরণের ঘোষনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন।

মূতা যুদ্ধের বিশদ বিবরণ নাসরুল বারী অষ্টম খন্ড কিতাবুল মাগাযীতে রয়েছে।

গায়েবানা নামাযে জানাযা : অনুপস্থিত মাইয়েতের উপর নামাযে জানাযা পড়া সহীহ কি না? এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়- ১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে, গায়েবানা নামাযে জানাযা সহীহ ও বৈধ। ২. ইমাম আবূ হানীফা ও মালেকের মতে, গায়েবানা নামাযে জানাযা আদায় করা বৈধ নয়। ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন, অধিকাংশ উলামাদের মাসলাক এটাই।

প্রথম পক্ষের দলীল হচ্ছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবশার বাদশাহ নাজাশীর জানাযার নামায পড়েছেন। অথচ তিনি হাবশায় মৃত্যুবরণ করেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় জামাআতের সহিত তাঁর উপর জানাযার নামায আদায় করেছেন। হানাফীদের নিকট নামাযে জানাযা সহীহ হওয়ার জন্য মাইয়েতের সমস্ত শরীর কিংবা মাথাসহ বেশ অর্ধেক শরীর মুসল্লীর সামনে বিদ্যমান থাকা শর্ত।

জবাব : ১. নাজাশীর উপর নামাযে জানাযা আদায় করা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বৈশিষ্টাবলী হতে একটি। যা অন্য কারো জন্য জায়েয হবে না। ২. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. হতে বর্ণিত, যখন নাজাশীর ইন্তেকাল হল তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, اِنَّ اَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّيَ فَقُوْمُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ الخ (عمده) বলাবাহুল্য, এ সংবাদ প্রদান তাঁর মুজেযা ও বৈশিষ্টাবলী হতে। ৩. হাবশায় নাজাশীর জানাযার নামায হয় নি। বিধায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযার নামায পড়েছেন। ৪. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. এর একটি হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে-فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ وَنَحْنُ لَا نَرِي اِلَّا اَنَّ الْجَنَازَةَ قُدَّامَنَا (আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে নামায আদায়কালে নাজাশীর মৃত দেহ আমাদের সামনে দেখতেছিলাম)। জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে, এটি তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রকাশ্য মুযেজা বলে ধর্তব্য হবে যে, তাঁর মৃত দেহই সরাসরি হাযির ছিল। ইহা একমাত্র তাঁরই বিশেষত্ব বলতে হবে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে বিভিন্ন স্থানে সাহাবায়ে কেরামগণ ওফাত লাভ করেছেন এবং কেউ কেউ শহীদ হয়েছেন। কিন্তু দুই তিনটি ঘটনা ছাড়া গায়েবানা নামাযে জানাযার কথা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাই বলা যায় বিশুদ্ধ অভিমত হলো, তা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বৈশিষ্ট ছিল। - والله اعلم

بَابُ الْاِذْنِ بِالْجَنَازَةِ وَقَالَ اَبُوْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هرَيْرَةَ رَضِي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلي الله عَلَيْه وَسَلم اَلَا اذَنْتُمُوْنِيْ

৭৯০. পরিচ্ছেদ ঃ জানাযার সংবাদ দেয়া। আবূ রাফি' রহ. আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমাকে কেন খবর দিলে না?

এই তরজমাটি পূর্বের তরজমাতুল বাবের সাথে সংযুক্ত। কেননা, আগের বাবে পরিবার পরিজনকে মৃত্যু সংবাদ পৌছানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং উপরোক্ত তরজমায় জানাযার নামাযের তৈয়ারীর ঘোষনা দেয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। যেন মানুষ জানাযার নামাযে শরীক হতে পারে।

وَقَالَ اَبُوْ رَافِعٍ الخ ঃ আর আবূ রাফে' হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কেন আমাকে সংবাদ দিলে না?

আবূ রাফে' কর্তৃক বর্ণিত এ রেওয়ায়তটি بَابُ كنس المَسْجِدِ এর মধ্যে موصولا বর্ণিত হয়েছে। নাসরুল বারী তৃতীয় খন্ড ৪১ নং পৃষ্টা ৩১২ নং বাব ৪৪৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

সারাংশ হল, এক কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ অথবা মহিলা মসজিদে নববী ঝাড়ু দিত। সে মারা গেলে সাহাবায়ে কেরাম তার কাফন দাফনের কাজ সম্পন্ন করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অসুস্থতার সময় খোঁজ-খবর নিতেন। সে ধারাবাহিকতায় ঐ দিন সাহাবাদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তারা সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বর্ণনা করলেন। এতদশ্রবণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমাকে কেন জানালে না? এ থেকে ইমাম বুখারী রহ. মাসআলা বের করেছেন যে, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া ও কাফন পরানো হয়ে গেলে নামাযে শরীক হওয়ার জন্য মানুষদের মাঝে ঘোষনা করবে।

١١٨٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي قَالُوا كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ রহ. .....ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মারা গেল। যার অসুস্থতার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোঁজ-খবর নিতেন। তার মৃত্যু হয় এবং রাতেই লোকেরা তাঁকে দাফন করেন। সকাল হলে তাঁরা (এ বিষয়ে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অবহিত করেন। তিনি বললেন, আমাকে সংবাদ দিতে তোমাদের কিসে বাধা দিল? তারা বলল, তখন ছিল রাত এবং ঘোর অন্ধকার। তাই আপনাকে কষ্ট দেয়া আমরা পছন্দ করিনি। তিনি ঐ ব্যক্তির কবরের কাছে গেলেন এবং তাঁর উপর নামাযে জানাযা আদায় করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "مَا مَنَعَكُم اَنْ تُعْلِمُوْنِي" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যাচ্ছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৭, পেছনে ঃ ১১৮, সামনে ঃ ১৭৬, ১৭৬, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযীও বর্ণনা করেছেন।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, মাইয়েতের গোসল ও কাফনের কাজ সেরে নিলে মানুষদের মাঝে এলান করা উচিত। যেন সবাই নামাযে জানাযায় শরীক হতে পারে। এ সূরতে বাবের মূল ইবারত এরকম হবে- بَابُ الاِطِّلاعِ بِتَهَيُّوْ الْجَنَازَةِ ।

بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ له وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ وَقَالَ اللهُ عز وجل{ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ }

৭৯১. পরিচ্ছেদ ঃ সন্তানের মৃত্যুতে সাওয়াবের আশায় সবর করার ফযীলত। আল্লাহ তাআলার বাণী- "আর সবরকারীদের সুসংবাদ প্রদান করুন"।

١١٨٣ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثة لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِه إِيَّاهُمْ

সরল অনুবাদ : আবূ মা'মার রহ. .....আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলিমের তিনটি সন্তান সাবালিগ হওয়ার আগে মারা গেলে তাদের প্রতি তাঁর রহমত স্বরূপ অবশ্যই আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করাবেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে " ما مِنَ النَّاسِ مِنْ مسلِمٍ يتَوَفي له ثلاثة له الخ" قوله হাদীসাংশের মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৭, সামনে ঃ ১৮৪, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।

١١٨٤ – حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِن الْوَلَدِ كن لها حِجَابًا مِن النَّارِ قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَان قَالَ وَاثْنَان وَقَالَ شَرِيكٌ عَنْ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ

সরল অনুবাদ : মুসলিম রহ. .....আবূ সায়ীদ রাযি. থেকে বর্ণিত। মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আরয করলেন, আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করে দিন। এরপর তিনি একদিন তাদের ওয়ায-নসীহত করলেন এবং বললেন, যে স্ত্রীলোকের তিনটি সন্তান মারা যায়, তারা তাঁর জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে। তখন এক মহিলা প্রশ্ন করলেন, দুসন্তান মারা গেলে, তিনি বললেন, দুসন্তান মারা গেলেও। শরীক রহ. ......আবূ সায়ীদ ও আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, যারা বালিগ হয়নি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ مَاتَ لَها ثلاثة مِنَ الوَلَدِ الخ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৭, পেছনে ঃ ২০, ২১, সামনে ঃ ১০৮৭।

١١٨٥ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

সরল অনুবাদ : আলী রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলিমের তিনটি (নাবালিগ) সন্তান মারা গেল, তারপরও সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে-এমন হবে না। তবে শুধু কসম পূর্ণ হওয়ার পরিমাণ পর্যন্ত।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটির সামঞ্জস্যতা " لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ الخ" قوله বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৭, সামনে ঃ ৯৮৫, মুসলিম ও ইবনে মাজাহ।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, শিশু সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণের ফযীলত বর্ণনা করা।

ব্যাখ্যা ঃ সন্তানের মৃত্যুতে সবর করলে হাদীসে বিভিন্ন সুসংবাদের কথা বলা হয়েছে। যেমন কোন কোন রেওয়ায়তে জান্নাতে প্রবেশ করা, আবার কোন কোনটিতে সবর করলে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে না বলা হয়েছে।

ইমাম বুখারী রহ. একটি জামে' বাব কায়েম করে তার অধীনে তিন ধরণের হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম রেওয়ায়ত বেহেশতে প্রবেশ সংক্রান্ত। দ্বিতীয় রেওয়ায়ত জাহান্নামে প্রবেশ না করা সংক্রান্ত। আর তৃতীয় হাদীস কসম পূর্ণ হওয়ার পরিমাণ পর্যন্ত দোযখে প্রবেশ করা।

উপরোক্ত তিন অবস্থা পৃথক তিন ব্যক্তি সম্পর্কে। এক ব্যক্তি যে কোন পাপরাজি করে নি সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো, যে অতি অল্প গোনাহ করেছে। সে সবর করলে তার গোনাহ মা'ফ করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে। তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে, যার গোনাহের পরিমাণ অনেক বেশী। তাকে অল্পক্ষণের জন্য দোযখে নিক্ষিপ্ত করে আবার বের করে আনা হবে। আর তা কম সবরের কারণে হবে। (তাকরীরে বুখারী শায়খুল হাদীস)

تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ঃ অর্থাৎ কসম পূর্ণ করার পরিমাণ পর্যন্ত দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। যেমন এক ব্যক্তি শপথ করল 'আমি আজ খালেদের ঘরে যাবো।' অতঃপর সে গিয়েছে। তবে সামান্য সময়ও তথায় অবস্থান না করে চলে আসল। তবুও তার কসম পরিপূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (سورة مريم ٧١) (তোমাদের প্রত্যেকেই দোযখের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে) অর্থাৎ প্রত্যেক লোক চাই সে মুমিন হোক বা কাফির, নেককার হোক বা বদকার পুলসিরাতের পুল অতিক্রম করতে হবে। সে পুলটি দোযখের উপর স্থাপিত এবং জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা একমাত্র এটিই।

১. অতএব মুমিন ব্যক্তি দোযখে যাবে মানে এই পুলের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। ২. জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে অতঃপর তা থেকে বের হবে। যেমন উপরে উল্লেখিত হয়েছে। - والله اعلم

بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ اصْبِرِيْ

৭৯২. পরিচ্ছেদ ঃ কবরের কাছে কোন মহিলাকে বলা, সবর কর।

١١٨٦ – حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي

সরল অনুবাদ : আদম রহ. ....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরের কাছে উপস্থিত এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে তখন কাঁদছিল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সবর কর।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "وَاصْبِرِي" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৭, সামনে ঃ ১৭১, ১৭৪, ১০৫৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন সময় উপদেশ নসীহত করা জায়েয আছে। কেননা, সে বিপদগ্রস্ত থাকায় ফিতনায় পড়ার কোন আশংকা নেই।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে 'عِنْدَ الْقَبْرِ' কয়েদ থাকায় তরজমাতুল বাবেও عند القبر লাগানো হয়েছে। অন্যথায় এটি قيد احترازي নয়।

بَابُ غَسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوْئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ابْنًا لِسَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ وَصَلَّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما اَلْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا وَقَالَ سَعِيْدٌ لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ وَقَالَ النَّبِي صلي الله عليه وسلم اَلْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ

৭৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ বরই পাতার পানি দ্বারা মৃতকে গোসল ও অযু করানো। ইবনে উমর রাযি. সায়ীদ ইবনে যায়েদ রাযি. এক (মৃত) পুত্রকে সুগন্ধি মাখিয়ে দিলেন, তাকে বহন করলেন এবং জানাযার নামায আদায় করলেন অথচ তিনি (নতুন) অযু করেন নি। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, জীবিত ও মৃত কোন অবস্থায়ই মুসলিম অপবিত্র নয়। সা'দ রাযি. বলেন, (মৃতদেহ) অপবিত্র হলে আমি তা স্পর্শ করতাম না। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন অপবিত্র হয় না।

١١٨٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ

সরল অনুবাদ : ইসমায়ীল ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. .....উম্মে আতিয়্যাহ আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা (যায়নাব রাযি.) এর ইন্তিকাল হলে তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা তাকে তিন, পাঁচ প্রয়োজন মনে করলে তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবার কর্পুর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাঁদরখানি আমাদের দিয়ে বললেন, এটি তাঁর গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : শিরোণামের সাথে "قوله "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا الي اخره بِمَاءٍ وَسِدْرٍ" হাদীসাংশ দ্বারা মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১৬৭, পেছনে : ২৯, সামনে : ১৬৮, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড : ৩০৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তো তরজমাতুল বাব দ্বারাই একেবারে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। তিনি বলতে চাচ্ছেন, কোন মুসলমান মারা গেলে তাকে গোসল দেয়া জরুরী। যেমন হাদীসে রয়েছে- এক মুসলমানের অপর মুসলমানের উপর কয়েকটি হক আছে। তন্মধ্যে একটি হলো, কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো ইত্যাদি।

হাদীসের ব্যাখ্যা : فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ : অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাঁদরকে বরকতের জন্য হযরত যায়নবের কাফনের ভিতর তার শরীরের সাথে যেন জড়িয়ে রাখা হয়।

আল্লামা আইনী রহ. এর অধীনে লেখেন, وَهُوَ اَصلٌ فِي التَّبَرُّك بِاٰثَار الصَّالِحِيْنَ (উমদাতুল কারী, ৮ম খন্ড-৪১)

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, "وَهذِهِ التَّرْجَمَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلي اُمُور الخ " ১. মাইয়েতকে গোসল দেয়া ফরয না ওয়াজিব না সুন্নত?

জবাব : (عمده) وَالغسلُ وَالتَّكْفِيْنُ وَالصَّلٰوةُ فَرْضٌ عَلَي الكِفَايَةِ মাইয়েতকে একবার গোসল দেয়া ফরযে কেফায়া। (আওজায) ইমাম নববী রহ. সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো, তার উপর জানাযার নামায পড়া এবং দাফন করা ফরযে কেফায়া।

২. মাইয়েতকে অযূ করানো সুন্নত। ৩. পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে বরই পাতা দ্বারা গোসল দেয়াও সুন্নত।

এই বাবের অধীনে আল্লামা আইনী রহ. সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। فليراجع ثمه ।

بَابُ مَا يُسْتَحبُّ اَنْ يَغْسِلَ وِتْرًا

৭৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ বেজোড় সংখ্যায় গোসল দেয়া মুস্তাহাব।

١١٨٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اخبرنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَكَانَ فِيهِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ রহ. .....উম্মে আতিয়্যাহ আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা (যায়নাব রাযি.) এর ইন্তিকাল হলে তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা তাঁকে তিন, পাঁচ প্রয়োজন মনে করলে, তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পূর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পূর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাঁদরখানি আমাদের দিকে দিয়ে বললেন, এটি তাঁর ভিতরের কাপড় হিসেবে পরাও। আইয়ূব রহ. বলেছেন, হাফসা রহ. আমাকে মুহাম্মদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস শুনিয়েছেন। তবে তাঁর হাদীসে রয়েছে, তাকে বে-জোড় সংখ্যায় গোসল দেবে। আরও রয়েছে, তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার করে আরো তাতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা তার ডান দিক থেকে এবং তার অযূর স্থানসমূহ থেকে শুরু করবে।" তাতে একথাও রয়েছে-(বর্ণনাকারিণী) উম্মে আতিয়্যাহ রাযি. বলেছেন, আমরা তার চুলগুলি আঁচড়ে তিনটি বেণী করে দিলাম।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "اغسلنها ثلاثا او خمسا الخ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে। কেননা, তরজমাতুল বাবে وترا শব্দটি شفع তথা জোড় এর বিপরীত (বেজোড় সংখ্যা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৭, পেছনে ঃ ২৯, সামনে ঃ ১৬৭, ১৬৮, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ৩০৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ মৃত ব্যক্তির সমস্ত শরীর পূর্ণরূপে একবার ধৌত করা ফরয। তবে তিনবার ধোয়া সুন্নত। এটাই সর্বজনস্বীকৃত মাসআলা। কিন্তু হাসান বসরী ও ইমাম মুযানী রহ. প্রমুখের মতে, তিনবার ধোয়া ওয়াজিব। ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তাদের মত খন্ডন করে জমহুর উলামায়ে কেরামের মতামতের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করছেন। যেমন তরজমাতুল বাব দ্বারা তিনবার ধোয়া সুন্নত বুঝা যাচ্ছে। - والله اعلم

بَابُ يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيِّتِ

৭৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির (গোসল) ডান দিক থেকে শুরু করা।

١١٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا

সরল অনুবাদ : আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. .....উম্মে আতিয়্যাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যার গোসলের ব্যাপারে ইরশাদ করেন, তোমরা তাঁর ডান দিক থেকে এবং অযূর স্থানসমূহ থেকে শুরু করবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের হাদীসের সাথে মিল "قوله "اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৭-১৬৮, পেছনে ঃ ২৯, সামনে ঃ ১৬৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে গোসল বা অযূ কোনটির সাথে নির্দিষ্ট করেন নি। যার দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য একেবারে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ১. গোসল অথবা অযূ যে কোন কাজের সূচনা ডান দিক থেকে করা চাই। সে সব কাজ-কর্ম ছাড়া যেগুলোকে হাদীস দ্বারা ইস্তেছনা করা হয়েছে। যেমন ইস্তেঞ্জা ইত্যাদি।

২. ইমাম তাদের মত খন্ডন করেছেন যারা বলে থাকেন, মাথা থেকে শুরু করবে অতঃপর দাড়ী। যেমন আবূ কিলাবা থেকে বর্ণিত হয়েছে। والله اعلم -

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে "مَيَامِنِ الْمَيِّتِ" এর কয়েদ উল্লেখ করে বাতলে দিলেন, গোসলদাতার ডান দিক নয় বরং মাগসূল তথা মৃতের ডান দিক থেকে শুরু করবে।

بَابُ مَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنَ الْمَيِّتِ

৭৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির অযূর স্থানসমূহ।

١١٩٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا غَسَّلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا

সরল অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইবনে মূসা রহ. .....উম্মে আতিয়্যাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা (যায়নাব রাযি.) কে গোসল দিতে যাচ্ছিলাম, গোসল দেয়ার সময় তিনি আমাদের বলেন, তোমরা তাঁর ডান দিক থেকে এবং অযূর স্থানসমূহ থেকে শুরু করবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৮, পেছনে ঃ ২৯, ১৬৭, ১৬৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, মাইয়েতকে গোসল দেয়ার সময় অযুর স্থানসমূহ থেকে গোসল শুরু করা সুন্নত। পাশাপাশি যারা মাথা হতে গোসল সূচনা করার কথা বলেন, তাদের মতও খন্ডন করা উদ্দেশ্য। যেমন আবূ কেলাবা প্রমূখ। তবে কুলি ও নাকে পানি দেবে না। একটি কাপড়ের টুকরা দিয়ে মুখের ভিতর পরিস্কার করে নেবে। এর উপরই আমল চলে আসছে। - والله اعلم

بَابُ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

৭৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষের ইযার দিয়ে মহিলার কাফন দেয়া যায় কি?

١١٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ

সরল অনুবাদ : আব্দুর রহমান ইবনে হাম্মাদ রহ. .....উম্মে আতিয়্যাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যার ইন্তিকাল হলে তিনি আমাদের বললেন, তোমরা তাকে তিনবার পাঁচবার অথবা যদি তোমরা প্রয়োজন মনে কর, তবে তার চাইতে অধিকবার গোসল দাও। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাবে। আমরা শেষ করে তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর কোমর থেকে তাঁর চাঁদর (খুলে দিয়ে) বললেন, এটি তাঁর ভিতরের কাপড় হিসেবে পরিয়ে দাও।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ اِزَارَه وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৮, পেছনে ঃ ২৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য এ মাসআলা বর্ণনা করা যে, পুরুষের ইযার দ্বারা মহিলার কাফন দেয়া বৈধ। এটি সর্বসম্মত মাসআলা।

প্রশ্ন ঃ যেহেতু এটি সর্বসম্মত মাসআলা এবং হাদীস শরীফ দ্বারাও সুস্পষ্টভাবে বৈধতা প্রমাণিত হচ্ছে এরপরও ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে 'هل ' শব্দটি কেন উল্লেখ করলেন? যা দ্বারা তাঁর এ ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ততার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে।

জবাব ঃ হাদীসের ভাষ্য দ্বারা বুঝা যাচ্ছে ইযারদাতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বিধায় এটি তাঁরই বিশেষত্ব হতে পারে অথবা উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট কিংবা প্রয়োজনবশত: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের প্রতি লক্ষ্য করে ইমাম বুখারী রহ. 'هل ' শব্দটি ব্যবহার করে পাশাপাশি মাসআলা বলে দিলেন, সবার জন্য জায়েয আছে। তরজমাতুল বাব দ্বারা এটাই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে।

بَابُ يَجْعَلُ الْكَافُوْرُ فِيْ الاخِيْرَةِ

৭৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ গোসলে কর্পূর ব্যবহার করবে শেষবারে।

١١٩٢ – حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ وقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِنَحْوِهِ وَقَالَتْ إِنَّهُ قَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

সরল অনুবাদ : হামিদ ইবনে উমর রহ. .....উম্মে আতিয়্যাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যাগণের মধ্যে একজনের ইন্তিকাল হল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে গেলেন এবং বললেন, তোমরা তাঁকে তিনবার পাঁচবার অথবা যদি তোমরা প্রয়োজন মনে কর, তবে তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দ্বারা গোসল দাও। শেষবারে কর্পূর (অথবা তিনি বলেন) 'কিছু কর্পূর) ব্যবহার করবে। গোসল শেষ করে আমাকে জানাবে। উম্মে আতিয়্যাহ রাযি. বলেন, আমরা শেষ করে তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাঁদর আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটি তাঁর ভিতরের কাপড় হিসেবে পরাও। আইয়ূব রহ. হাফসা রহ. সূত্রে উম্মে আতিয়্যাহ রাযি. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং তাতে তিনি (উম্মে আতিয়্যাহ রাযি.) বলেছেন, তিনি ইরশাদ করেছিলেন, তাঁকে তিন, পাঁচ, সাত বা প্রয়োজনবোধে তার চাইতে অধিকবার গোসল দাও। হাফসা রহ. বলেন, আতিয়্যাহ রাযি. বলেন, আমরা তাঁর মাথার চুলকে তিনটি বেণী বানিয়ে দেই।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا" হাদীসাংশ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটির মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৮, ১১৯০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ হাদীস শরীফে "وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا" বাক্যে 'واجعلن' শব্দটি আমরের সীগা। আর আমরের সীগায় ইজাব ও ইস্তেহবাব উভয় বিধানের সম্ভাবনা থাকায় ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে কোন হুকুম আরোপ করেন নি।

ইমাম চতুষ্টয়ের মতে, শেষবার গোসল দেয়ার সময় কর্পূর ব্যবহার করা মুস্তাহাব। হাদীসুল বাব দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয়। ইমাম বুখারী রহ.ও জমহুর ইমামদের মতামতকে সমর্থন জানাচ্ছেন যে, গোসলে শেষবার কর্পূর ঢালা মুস্তাহাব।

ব্যাখ্যা ঃ "فِي الْآخِرَةِ اَيْ فِي الْغَسْلَةِ الْآخِرَةِ"

"قَالَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ وَجَعَلْنَا رَاْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ" অর্থাৎ মাথার চুলের তিনটি বেণী বানাবে। এটি হযরত উম্মে আতিয়্যার কাজ বিশেষ। কোন রেওয়ায়ত দ্বারা 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম নির্দেশ দিয়েছেন' বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। মাসআলাটির বিবরণ অচিরেই আসতেছে।

بَابُ نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لَا بَأْسَ اَنْ يَنْقُضَ شَعَرُ الْمَرْأَةِ

৭৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের চুল খুলে দেয়া। ইবনে সীরীন রহ. বলেছেন, মহিলার চুল খুলে দেয়ায় কোন দোষ নেই।

১১৯৩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ قَالَتْ حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

সরল অনুবাদ : আহমদ রহ. .....উম্মে আতিয়্যাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যার মাথার চুল তিনটি বেণী করে দেন। তাঁরা তা খুলেছেন, এরপর তা ধুয়ে তিনটি বেণী করে দেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে "قوله نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ" হাদীসাংশ দ্বারা মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৮, পেছনে ঃ ২৯, ১৬৭, সামনে ঃ ১৬৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো, মাইয়েত মহিলা হলে গোসলে তার বেণী খুলে দেবে। যেন সহজে চুলের গোড়ায় পানি পৌছতে পারে।

بَابُ كَيْفَ الْاِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّبِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

৮০০. পরিচ্ছেদ ঃ মৃতের গায়ে কিভাবে কাপড় জড়ানো হবে। হাসান রহ. বলেছেন, পঞ্চম বস্ত্রখণ্ড দ্বারা কামীসের নীচে উরুদ্বয় ও নিতম্বদ্বয় বেঁধে দিবে।

১১৯৪ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتْ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ لَا أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيهِ وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلَا تُؤْزَرَ

সরল অনুবাদ : আহমদ রহ. .....আইয়ুব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে সীরীন রহ. কে বলতে শুনেছি যে, আনসারী মহিলা উম্মে আতিয়্যাহ রাযি. আসলেন, যিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বাইয়াতকারীদের অন্যতম। তিনি তাঁর এক ছেলে দেখার জন্য দ্রুততার সাথে বসরায় এসেছিলেন, কিন্তু তিনি তাকে পাননি। তখন তিনি আমাদের হাদীস শুনালেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ নিয়ে আসেন, তখন আমরা তাঁর কন্যাকে গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা তাঁকে তিনবার, পাঁচবার, অথবা প্রয়োজনবোধে তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দ্বারা গোসল দাও। আর শেষবার কর্পূর দিও। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাবে। তিনি বলেন, আমরা যখন শেষ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাঁদর আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটাকে তাঁর গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও। উম্মে আতিয়্যাহ রাযি. এর বেশী বর্ণনা করেন নি। (আইয়্যুব রহ. বলেন,) আমি জানি না, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন কন্যা ছিলেন? তিনি বলেন, 'اشعار ' অর্থ গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও। ইবনে সীরীন রহ. মহিলা সম্পর্কে এরূপই আদেশ করতেন যে, ভিতরের কাপড় (চাঁদরের মত পূর্ণ শরীরে) জড়িয়ে দিবে ইযারের মত ব্যবহার করবে না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "وَزَعَمَ اَنَّ الْاِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيْهِ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৮, পেছনে ঃ ২৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ হাদীস শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন "اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ"। ইমাম বুখারী রহ. 'الْفُفْنَهَا ' (অর্থাৎ গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও) দ্বারা 'اشعار ' এর তাফসীর করতে চাচ্ছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, মহিলাদের কাফনে সাধ্য থাকলে পাঁচটি কাপড় সুন্নত। সামর্থ না থাকলে একটি কাপড় দ্বারাও কাফন পরালে যথেষ্ট হবে। বিশদ বিবরণের জন্য ফিকহের কিতাবাদী মোতালাআ করা চাই।

شِعَار ঃ এমন কাপড়কে বলে যা কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া গায়ের সাথে জড়িয়ে রাখা হয়। যেমন গেঞ্জী হচ্ছে شعار এবং জামা হলো, دثار ।

لا اَدْرِيْ اَي بَنَاتِهِ الخ ঃ এই বাক্যটি রাবী আইয়ূবের। মুসলিম শরীফের বরাতে বর্ণিত হয়েছে যে, উনি সাইয়েদাহ যায়নাব রাযি. ছিলেন। যিনি অষ্টম হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। والله اعلم -

بَابُ هَلْ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْاَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ

৮০১. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের চুলকে তিনটি বেণী করা।

١١٩٥ – حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ ضَفَرْنَا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَقَالَ وَكِيعٌ عن سُفْيَان نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا

সরল অনুবাদ : কাবীসা রহ. .....উম্মে আতিয়্যাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যার কেশগুচ্ছ বেণী পাকিয়ে দিয়েছিলাম, অর্থাৎ তিনটি বেণী। ওয়াকী' রহ. বলেন, সুফিয়ান রহ. বলেছেন, মাথার সামনের অংশে একটি বেণী এবং দুপাশে দুটি বেণী।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৮, পেছনে ঃ ২৯, ১৬৭, ১৬৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে 'هل ' শব্দটি বৃদ্ধি করে এদিকে ইশারা করেছেন যে, উক্ত মাসআলায় মতবিরোধ রয়েছে-

১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রহ. এর মতে, মহিলার চুল বেঁধে তিনটি বেণী করে মাথার নীচে ফেলে দেয়া মুস্ত-াহাব। ইমাম বুখারী রহ. এর উপর পৃথক বাব কায়েম করতেছেন।

২. আহনাফের মতে, চুলকে দু'ভাগে ভাগ করে (অর্থাৎ দুটি বেণী করে) বুকের উপর ফেলে রাখবে। ইমাম বুখারী রহ. শাফেয়ীপন্থিদের পক্ষাবলম্বন করে হাদীসুল বাব দ্বারা ইস্তেদলাল করছেন।

জবাব ঃ ১. হয়তো ইহা হযরত উম্মে আতিয়া রাযি. এর নিজস্ব আমল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ নয়। ২. এতদভিন্ন এ-ও হতে পারে যে, রাসূল এ সম্পর্কে জানেন না। তাই তাকরীরে রাসূল বলারও কোন সুযোগ নেই। ৩. এখানে তো নাজায়েয ও হারাম হওয়া না হওয়ার কোন মতানৈক্য নয়। তাছাড়া হানাফীদের নিকট চুল আঁচড়ানোও সুন্নত নয়। কেননা, তা সৌন্দর্যতা বাড়ায়। - والله اعلم

بَابُ يُلْقِي شَعَرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا ثَلاثَةَ قُرُوْنٍ

৮০২. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলার চুল তিনটি বেণী করে তার পিছনে রাখা।

١١٩٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. .....উম্মে আতিয়্যাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যাগণের মধ্যে একজনের ইন্তিকাল হলে। তিনি আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা তাকে বরই পাতার পানি দিয়ে বে-জোড় সংখ্যক তিনবার পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে ততোধিকবার গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর অথবা তিনি বলেছিলেন, কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে। তোমরা গোসল শেষ করে আমাকে জানাবে। আমরা শেষ করে তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাঁদর আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন, আমরা তাঁর মাথার চুলগুলো তিনটি বেণী করে পিছনে রেখে দিলাম।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৮-১৬৯, পেছনে ঃ ২৯, ১৬৭, ১৬৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা হানাফীদের অভিমতকে খন্ডন করা উদ্দেশ্য যে, চুল সামনে বুকের উপর না রেখে পেছনে মাথার নীচে রাখবে। এটাই শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মাসলাক। বুঝা গেল, উক্ত মাসআলায় ইমাম বুখারী রহ. শাফেয়ী প্রমূখদের মত সমর্থন করেছেন।

بَابُ الثِّيَابِ الْبِيْضِ لِلْكَفَنِ

৮০৩. পরিচ্ছেদ ঃ কাফনের জন্য সাদা কাপড়।

١١٩٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রহ. .....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তিনখানা ইয়ামনী সাহুলী সাদা সূতী কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়। তার মধ্যে কামীস এবং পাগড়ী ছিল না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের হাদীসের সাথে মিল "قوله بِيْضٍ" তে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৯, সামনে ঃ ১৬৯, এছাড়া তিরমিযী ঃ ১১৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সাদা কাপড়ে কাফন পরানো হয়েছে সেহেতু সাদা কাপড় দ্বারা কাফন পরানো উত্তম।

তিরমিযী শরীফে একটি হাদীস রয়েছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ بِيَاضِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ (ترمذي اول ١١٨)

ইমাম বুখারী রহ. উক্ত হাদীসের প্রতি ইশারা করে বলেছেন, সাদা কাপড় দ্বারা কাফন পরানো উত্তম।

ব্যাখ্যা ঃ سَحُوْلِيَّة ঃ سحول ইয়ামনের একটি জায়গার নাম। যেখানে এই কাপড়টি তৈরী হতো। يمانية ঃ ইয়ামনের দিকে মনসূব। بيض ঃ ابيض অর্থ সাদা এর বহুবচন। كرسف ঃ কাফে পেশ, রাতে সাকিন ও সীনে পেশ হবে। অর্থ : তুলা।

بَابُ الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

৮০৪. পরিচ্ছেদ ঃ দুকাপড়ে কাফন দেয়া।

١١٩٨ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

সরল অনুবাদ : আবূ নুমান রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরাফাতে উকূফ অবস্থায় হঠাৎ তার উটনী থেকে পড়ে যায়। এতে তাঁর ঘাড় মটকে গেল অথবা রাবী বলেছেন, তাঁর ঘাড় মটকিয়ে দিল। (এতে সে মারা যায়)। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দুকাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাঁকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তাঁর মাথা ঢাকবে না। কেননা, কিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পাঠ করতে করতে উত্থিত হবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "كَفِّنُوهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৯, সামনে ঃ ১৬৯, ২৪৮, ২৪৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, তিনটি কাফন জরুরী নয়। বরং প্রয়োজনবোধে দুটি কাফনে যথেষ্টকরণ জায়েয আছে। জরুরী তো কেবল এমন বস্ত্র কাফন হিসেবে ব্যবহার করা যা মাইয়েতকে ঢেকে রাখবে। ইহাই জমহুরের অভিমত। - والله اعلم

بَابُ الْحَنُوْطِ لِلْمَيِّتِ

৮০৫. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য সুগন্ধি ব্যবহার।

١١٩٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

সরল অনুবাদ : কুতাইবা রহ. .....ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আরাফাতে উকূফ (অবস্থান) কালে হঠাৎ তার সাওয়ারী থেকে পড়ে যায়। ফলে তার ঘাড় মটকে গেল অথবা রাবী বলেন, দ্রুত মৃত্যুমুখে ফেলে দিল। (ফলে তিনি মারা গেলেন) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু'কাপড়ে তাঁকে কাফন দাও; তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা আবৃত করবে না। কেননা, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উত্থিত করবেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "لَاتُحَنِّطُوْهُ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৯, পেছনে ঃ ১৬৯, সামনে ঃ ২৪৮, ২৪৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. মৃতের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব হওয়াকে প্রমাণিত করতে চাচ্ছেন। পক্ষান্তরে আয়েম্মায়ে আরবায়ার মতেও মুস্তাহাব। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম মাইয়েতের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন। ইহরাম বাধার কারণে। তো গায়রে মুহরিম মৃতের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা বৈধ হবে। তাছাড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিষেধ করাই এ কথার উপর সুস্পষ্ট দলীল যে, মৃতের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। - والله اعلم

بَابُ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ

৮০৬. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তিকে কিভাবে কাফন দেয়া হবে?

١٢٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

সরল অনুবাদ : আবূ নূমান রহ. .....ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তির উট তার ঘাড় মটকে দিল। (ফলে সে মারা গেল)। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। সে ছিল ইহরাম অবস্থায়। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দুকাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা আবৃত করো না। কেননা, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাকে মুলাব্বিদ অবস্থায় উঠাবেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "لَاتُخَمِّرُوْا رَاْسَه" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৯, পেছনে ঃ ১৬৯, সামনে ঃ ২৪৮, ১৪৯।

١٢٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ أَيُّوبُ فَوَقَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرٌو فَأَقْصَعَتْهُ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আরাফাতে অবস্থান করছিল। সে তার সাওয়ারী থেকে পড়ে গেল। (পরবর্তী অংশের বর্ণনায়) আইয়ূব রহ. বলেন, 'فوقصته' তার ঘাড় মটকে দিল। আর আমর রহ. বলেন, 'فاقعصته' তাকে দ্রুত মৃত্যুমুখে ঠেলে দিল। ফলে সে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও এবং দু'কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথাও আবৃত করবে না। কেননা, তাকে আল্লাহ তা'লা কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "لَا تُخَمِّرُوْا رَاْسَه" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে। এই হাদীসও হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কর্তৃক বর্ণিত। যা উপরে অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৯, পেছনে ঃ ১৬৯, সামনে ঃ ২৪৮, ২৪৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ হওয়ায় ইমাম বুখারী রহ. কোন সুরাহা না দিয়ে কেবল ইশারা করে দিয়েছেন। মাসআলা হলো, মুহরিম কোন ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে ইহরামের প্রতি লক্ষ্য করে তাকে কাফন পরানো হবে কি না?

১. শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে, মুহরিমের ন্যায় তার মাথা ঢাকা যাবে না এবং সুগন্ধিও ব্যবহার করাবে না।

২. হানাফী ও মালেকীদের মতে, তাকেও হালাল তথা গায়রে মুহরিমের ন্যায় কাফন পরানো হবে। ' لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدم اِنْقَطعَ عملُه اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ' আর ইহরামও তো একটি আমল। তাই মরে গেলে সে আমলের কার্যকরিতা বন্ধ হয়ে যাবে।

বাবের হাদীসটি ঐ সাহাবীর সাথে নির্দিষ্ট। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'يبعثُه ' খাস শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া 'لَاتُحَنِّطُوْهُ ولَا تُخَمِّرُوْا رَاْسَه ' এর যমীরসমূহও নির্দিষ্টতার প্রতি ইঙ্গিতবহ হচ্ছে।

بَابُ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيْصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيْصٍ

৮০৭. পরিচ্ছেদ ঃ সেলাইকৃত বা সেলাইবিহীন কামীস দিয়ে কাফন দেয়া এবং কামীস ব্যতীত কাফন দেয়া।

١٢٠٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عبدالله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ فَقَالَ آذِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ فَآذَنَهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَيْسَ اللّٰهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ قَالَ { اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ } فَصَلَّى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ }

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক সর্দার) এর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র (যিনি সাহাবী ছিলেন) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, আপনার জামাটি আমাকে দান করুন। আমি তা দিয়ে আমার পিতার কাফন পরাতে ইচ্ছা করি। আর আপনি তার জানাযা পড়বেন এবং তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জামাটি তাঁকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমাকে সংবাদ দিও, আমি তার জানাযা আদায় করব। তিনি তাঁকে সংবাদ দিলেন। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা আদায়ের ইচ্ছা করলেন, তখন উমর রাযি. তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আল্লাহ কি আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা আদায় করতে নিষেধ করেন নি? তিনি বললেন, আমাকে তো দুটির মধ্যে কোন একটি করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আপনি তাদের (মুনাফিকদের) জন্য মাগফিরাত কামনা করুন বা মাগফিরাত কামনা না-ই করুন (একই কথা) আপনি যদি সত্তর বারও তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন; কখনো আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। কাজেই তিনি তার জানাযা পড়লেন, তারপর নাযিল হল, "তাদের কেউ মারা গেলে কখনও আপনি তাদের জানাযা আদায় করবেন না।"

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ مُطابَقَةُ الحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ إِشْتِمَالِهِ عَلَي الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ وذلِكَ انَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ تَعَالي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعطي قَمِيصَه لِعَبْدِ اللهِ ابْنِ ابي وكَفَّنَ فِيْهِ (عمده) ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৯, সামনে ঃ তাফসীর-৬৭৩, ৬৭৪, ৮৬২।

١٢٠٣ – حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ

সরল অনুবাদ : মালিক ইবনে ইসমায়ীল রহ. .....জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে দাফন করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার (কবরের) কাছে এলেন এবং তাকে বের করলেন। তারপর তার উপর থুথু দিলেন, আর নিজের জামাটি তাকে পরিয়ে দিলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসটির মিল "وَاَلْبَسَه قَمِيصَه" قوله তে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৯, সামনে ঃ ১৮০, ৪২২, ৮৬২।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, অনুরূপ জামায় কাফন দেয়া জায়েয আছে। চাই তা সেলাই করা হোক বা না হোক। উভয়রকম জামা কাফন হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ।

ব্যাখ্যা ঃ يُكَفُّ اَوْ لَا يُكَفُّ ঃ কে তিনভাবে ضبط করা হয়েছে-

১. উভয়টি মুযারে' মাজহুলের সীগাহ। তরজমার এরাব দ্বারা ইহাই স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে। অর্থাৎ কাপড়ের আঁচল যেন না খুলে সে জন্য সেলাই করা হবে। আর আঁচল সেলাইবিহীন হলে তাকে 'غير مكفوف الاطراف' বলে। কাফনে উভয়ধরণের কাপড় জায়েয।

২. উভয়টি মুযারে' মারুফের সীগাহ। অর্থাৎ ইয়াতে যবর ও কাফে পেশ ফাতে তাশদীদ। অর্থ : বাধা দেয়া। অর্থাৎ বুযূর্গদের কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া তাবাররুক হিসেবে বৈধ। চাই এ কারণে শাস্তি প্রতিহত হোক বা না হোক। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের সরদার আব্দুল্লাহ ইবন উবাই কে স্বীয় জামা দিয়েছেন। অথচ এ জামা তার কোন উপকারে আসবে না।

৩. তৃতীয় সূরত 'يكف او لايكف' كِفَايَة থেকে নির্গত। তখন বলতে হবে লেখনের সময় ইয়া পড়ে গেছে। অর্থাৎ কাফনে জামা দেয়া বৈধ। চাই যথেষ্ট হোক বা নাই হোক। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামা তার জন্য যথেষ্ট হওয়ার কথা নয়। কেননা, সে দীর্ঘ উচ্চতাসম্পন্ন লোক ছিল।

প্রশ্ন ঃ এই বাবের অধীনে দুটি রেওয়ায়ত আনা হয়েছে। বাহ্যত উভয়টির মাঝে দ্বন্দ্ব প্ররিলক্ষিত হচ্ছে। প্রথম রেওয়ায়তে "اَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" এর অর্থ হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। فلااشكال ।

ঘটনা হচ্ছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কামীস দেয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহর বন্ধু-বান্ধব মহানবীকে কষ্ট দেয়া ঠিক হবে না ভেবে আব্দুল্লাহর জানাযা তৈরী করে কবরে রেখে দিয়েছেন। ইত্যবসরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে পৌছে গেলেন। নবী আবার তাকে কবর থেকে বের করালেন এবং তার উপর থুথু ফেলে নিজের কামীস পরালেন। এর উপর জানাযার নামায পড়লেন। তখন হযরত উমর রাযি. আঁচল ধরে তাঁকে নামায পড়া থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেন। - والله اعلم

بَابُ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

৮০৮. পরিচ্ছেদ ঃ কামীস ব্যতীত কাফন।

١٢٠٤ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

সরল অনুবাদ : আবূ নুআইম রহ. .....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তিন খানি সূতী সাদা সাহূলী (ইয়ামনী) কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে কামীস পাগড়ী ছিল না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ" قوله দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৯, সামনে ঃ ১৬৯, ১৮৬, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ৩০৫-৩০৬।

١٢٠٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. .....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তিনখানা কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছে, তাতে কামীস ও পাগড়ী ছিল না। আবূ আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, আবূ নুআইম রহ. 'ثَلَاثَةٌ' শব্দটি বলেন নি। আর আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়ালীদ রহ. থেকে হাদীস বর্ণনায় 'ثَلَاثَةٌ' শব্দটি বলেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৯, পেছনে ঃ ১৬৯, সামনে ঃ ১৮৬, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ৩০৫-৩০৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, হানাফী ও মালেকীদের মত খন্ডন করা। কেননা, হানাফীদের মতে, কামীস মুস্তাহাব। হানাফীদের মতে, কাফনে তিনটি কাপড় থাকবে-১. চাঁদর, ২. ইযার, ৩. জামা।

শাফেয়ী ও হাম্বলীদের নিকট তিনটি চাঁদর। মালেকীদের মতে, তিনটি চাদর, একটি কামীস এবং একটি পাগড়ী। ইমাম বুখারী রহ. শাফেয়ীদের মতামতকে সমর্থন করছেন।

হানাফীরা হাদীসুল বাবের জবাব দিতে গিয়ে বলেন, উভয়রকমের হাদীস আছে। ইবন আদী হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাযি. থেকে কামিলে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছে। তা হল জামা, ইযার ও লেফাফা। (উমদাতুল কারী) এদিকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি নিজ সাহেবজাদা ওয়াকিদের পাঁচটি কাপড়ে কাফন দিয়েছিলেন যাতে একটি কামীস ছিল। (উমদাতুল কারী) আর কায়দা আছে, مثبت রেওয়ায়ত نافي রেওয়ায়ত থেকে অগ্রগণ্য হয়। - والله اعلم

ফায়দা ঃ পুরুষকে পাঁচের অধিক কাফন পরানো নিষিদ্ধ ও অপব্যয় বৈ কিছুই নয়। তবে পাঁচটি কাপড়ে কাফন দেয়া জায়েয আছে। যদিও তিনটি পরানো উত্তম। - والله اعلم

بَابُ الْكَفَنِ بِلَا عِمَامَةٍ

৮০৯. পরিচ্ছেদ ঃ পাগড়ী ব্যতীত কাফন।

١٢٠٦ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

সরল অনুবাদ : ইসমায়ীল রহ. ....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তিনখানা সাদা সাহুলী কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে কোন কামীস ও পাগড়ী ছিল না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে قوله "لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ" হাদীসাংশ দ্বারা মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬৯, পেছনে ঃ ১৬৯, সামনে ঃ ১৮৬, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ৩০৫-৩০৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, পুরুষের কাফনে পাগড়ী নেই।

আকাবিরে মুতাআখখিরীন বলেন, মাশায়েখ ও আকাবিরের কাফনে পাগড়ী জায়েয। তবে মাকরুহ নয়। যেমন ১২০৫ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবনে উমর রাযি. স্বীয় পুত্র ওয়াকিদকে পাগড়ী পরিয়েছিলেন। তবে সংখ্যাগরিষ্ট উলামাদের মতে, পাগড়ী পরাবে না। অর্থাৎ পাগড়ী পরানো সুন্নত নয়। তবে পরিয়ে নিলে মাকরুহ ব্যতিরেকে জায়েয হবে।

بَابُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ وَقَالَ سُفْيَانُ أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلُ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ

৮১০. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ থেকে কাফন দেয়া। আতা, যুহরী, আমর ইবনে দীনার এবং কাতাদা রহ. একথা বলেছেন। আমর ইবনে দীনার রহ. আরও বলেছেন, সুগন্ধিও সমস্ত সম্পদ থেকে দিতে হবে। ইবরাহীম রহ. বলেছেন, (সম্পদ থেকে) প্রথমে কাফন তারপর ঋণ পরিশোধ, এরপর ওয়াসিয়াত পূরণ করতে হবে। সুফিয়ান রহ. বলেছেন, কবর ও গোসল দেয়ার খরচও কাফনের অন্তর্ভুক্ত।

١٢٠٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا بِطَعَامِهِ فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي

فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ وَقُتِلَ حَمْزَةُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ خَيْرٌ مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي

সরল অনুবাদ : আহমদ ইবনে মুহাম্মদ মাক্কী রহ. .....সা'দ রহ. এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. কে খাবার দেয়া হল। তখন তিনি বললেন, মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি. শহীদ হন আর তিনি আমার চাইতে শ্রেষ্ট ছিলেন অথচ তাঁর কাফনের জন্য একখানি চাঁদর ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি। হামযা রাযি. বা অপর এক ব্যক্তি শহীদ হন, তিনিও ছিলেন আমার চাইতে শ্রেষ্ট, অথচ তাঁর কাফনের জন্যও একখানি চাঁদর ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। তাই আমার আশংকা হয়, আমাদের নেক আমলের বিনিময় আমাদের এ পার্থিব জীবনে আগেই দেয়া হল। তারপর তিনি কাঁদতে লাগলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "فَلَمْ يُوجَدْ له مَايُكَفَّنُ فِيْه اِلَّا بُرْدَةٌ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭০, সামনে ঃ ১৭০, মাগাযী ঃ ৫৭৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. জমহুর ইমামদের রায়ের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করছেন। জমহুরের মতে, কবর খনন করা, কাফনের কাপড়, কবর খননকারী ও গোসলদাতার পারিশ্রমিক এমনকি সুগন্ধি ইত্যাদির খরচও কাফনের অন্তর্ভূক্ত। উক্ত পূর্ণ খরচ মৃতের সমস্ত সম্পদ থেকে দিতে হবে। যেন ইমাম বুখারী রহ. সে সব লোকদের মত খন্ডন করতে চাচ্ছেন যারা বলে, খরচ এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে দিবে। যেমন তাউস ও ফাল্লাস ইবনে উমর প্রমূখ। (উমদাতুল কারী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

كَفَّنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ فِيْ بُرْدَتِه وَحَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلب رَضِيَ اللهُ تَعَالي عَنْه فِيْ بُرْدَتِه وَلَمْ يَلْتَفِتْ اِلي غَرِيْمٍ وَلَا اِلي وَصِيَّةٍ وَلَا اِلي وَارِثٍ وَبَدَا بِالتَّكْفِيْنِ عَلي ذٰلِكَ كُلِّه فعلِمَ اَنَّ التَّكْفِيْنَ مُقَدَّمٌ وَاَنَّه مِنْ جَمِيْعِ المَالِ لِاَنَّ جَمِيْعَ مَالِهِمَا كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بُرْدَةٌ (عمده)

بَابُ اِذَا لَمْ يُوْجَدْ اِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

৮১১. পরিচ্ছেদ ঃ একখানা কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড় পাওয়া না গেলে।

١٢٠٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنْ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ أُعْطِينَا مِن الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রহ. .....ইবরাহীম রাযি. থেকে বর্ণিত। একদা আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. কে খাদ্য পরিবেশন করা হল, তখন তিনি সিয়াম পালন করছিলেন। তিনি বললেন,

মুসআব ইবনে উমাইর রাযি. শহীদ হন। তিনি ছিলেন, আমার চাইতে শ্রেষ্ট। (অথচ) তাঁকে এমন একখানা চাঁদর দিয়ে কাফন দেয়া হল যে, তাঁর মাথা ঢাকলে তাঁর দুপা বাইরে থাকে আর দুপা ঢাকলে মাথা বাইরে থাকে। (বর্ণনকারী বলেন) আমার মনে পড়ে, তিনি আরও বলেছিলেন, হামযা রাযি. শহীদ হন। তিনিও ছিলেন আমার চাইতে শ্রেষ্ট। তারপর আমাদের জন্য পৃথিবীতে অত্যধিক প্রাচুর্য দেয়া হয়েছে। আশংকা হয় যে, আমাদের নেক আমলগুলো (এর বিনিময়) আমাদের আগেই দিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি খাদ্যও পরিহার করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ"وَهُوَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ **দ্বারা** বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭০, পেছনে ঃ ১৭০, সামনে ঃ ৫৭৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, যদি কেবল একখানা কাপড়ের সামর্থ থাকে তাহলে শুধু একটি কাপড় দিয়ে কাফন দিতে পারবে। কারো কাছ থেকে বাকীগুলো চেয়ে আনার কোন প্রয়োজন নেই।

ব্যাখ্যা ঃ حتي ترك الطعام ঃ এটি ইফতারের সময় ছিল।

بَابُ اذا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا الَّا مَايُوَارِيْ رَأْسَه اَوْ قَدَمَيْه غطّي به رَأسه

৮১২. পরিচ্ছেদ ঃ মাথা বা পা আবৃত করা যায় এতটুকু ব্যতীত অন্য কোন কাফন না পাওয়া গেলে, তা দিয়ে কেবল মাথা ঢাকা হবে।

১২০৯ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ و لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ بِهِ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ

সরল অনুবাদ : আমর ইবন হাফস ইবনে গিয়াস রহ. .....খাব্বাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মদীনা হিজরত করেছিলাম, এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়েছিলাম। আমাদের প্রতিদান আল্লাহর দরবারে নির্ধারিত হয়ে আছে। এরপর আমাদের মধ্যে অনেকে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বিনিময়ের কিছুই ভোগ করে যান নি। তাঁদেরই একজন মুসআব ইবনে উমাইর রাযি.। আর আমাদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছেন যাঁদের অবদানের ফল পরিপক্ক হয়েছে। আর তাঁরা তা ভোগ করছেন। মুসআব রাযি. উহুদের দিন শহীদ হলেন। আমরা তাঁকে কাফন দেয়ার জন্য এমন একখানি চাঁদর ছাড়া আর কিছুই পেলাম না; যা দিয়ে তাঁর দু' পা বাইরে থাকে আর তাঁর দু পা ঢেকে দিলে তাঁর মাথা বাইরে থাকে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা ঢেকে দিতে এবং তাঁর দু'খানা পায়ের উপর ইযখির দিয়ে দিতে আমাদের নির্দেশ দিলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ বাবের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক " قَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ بِهِ إِلَّا بُرْدَةٌ الخ " قوله বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭০, সামনে ঃ ৫৫১, ৫৫৬, মাগাযী ঃ ৫৭৯, আবার ঃ ৫৮৪-৫৮৫, ৯৫২, ৯৫৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য কি? বাব ও হাদীস থেকে একেবারে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে যে, কাফনের জন্য একখানা চাঁদর ছাড়া আর কোন কিছু পাওয়া না গেলে তা দিয়ে কেবল মাথাকে ঢাকা হবে। কেননা, মাথা সর্বাধিক সম্মানিত অঙ্গ এবং পায়ের উপর ইযখিরের মতো কোন জিনিষ দিয়ে দেবে।

মাথাকে অগ্রাধিকার দেয়ার অর্থ হচ্ছে, সতর ঢাকার পর মাথা ঢেকে নেবে। তবে চাঁদর আরো ছোট হলে প্রথমে সতর ঢাকতে হবে। - والله اعلم।

بَابُ مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمنِ النَّبِيِّ صلي الله عَلَيْه وَسَلَّم فَلَمْ يُنْكِرْ عليْه

৮১৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে যে নিজের কাফন তৈরী করে রাখল, অথচ তাঁকে এতে নিষেধ করা হয় নি।

١٢١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيه عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِبُرْدَة مَنْسُوجَة فيهَا حَاشِيَتُهَا أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لأَكْسُوَكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ فَحَسَّنَهَا فُلَانٌ فَقَالَ اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا فَقَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ قَالَ إِنِّي وَاللَّه مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهَا إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. .....সাহল রাযি. থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একখানা বুরদাহ (চাঁদর) নিয়ে এলেন যার সাথে ঝালর যুক্ত ছিল। সাহল রাযি. বললেন, তোমরা জান, বুরদাহ কি? তারা বলল, চাঁদর। সাহল রাযি. বললেন, ঠিকই। মহিলা বললেন, চাঁদরখানি আমি নিজ হাতে বুনেছি এবং তা আপনার পরিধানের জন্য নিয়ে এসেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর চাঁদরের প্রয়োজনও ছিল। এরপর তিনি তা ইযাররূপে পরিধান করে আমাদের সামনে তাশরীফ আনেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তার সৌন্দর্য বর্ণনা করে বললেন, বাহ! এ যে কত সুন্দর! আমাকে তা পরার জন্য দান করুন। সাহাবীগণ বললেন, তুমি ভাল কর নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তাঁর প্রয়োজনে পরেছেন, তবুও তুমি তা চেয়ে বসলে। অথচ তুমি জান যে, তিনি কাউকে বিমুখ করেন না। ঐ ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আমি তা পরার উদ্দেশ্যে চাইনি। আমার চাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য যেন তা আমার কাফন হয়। সাহল রাযি. বলেন, শেষ পর্যন্ত তা তাঁর কাফনই হয়েছিল।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله "إنما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা খুজে পাওয়া যাচ্ছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭০, সামনে ঃ বুয়ূ'-২৮১, ৮৬৪, ৮৯২।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হল মরার আগে কাফন তৈরী করা বৈধ। জমহুর ফুকাহায়ে কেরাম এ মতরেই প্রবক্তা। তবে মৃত্যুবরণের পূর্বে কবর খনন করানো নাজায়েয। কেননা, কোথায় মারা যাবে সে সম্পর্কে তো তার জানা নেই। পক্ষান্তরে কাফন নিজের সাথে রাখতে পারবে বলে তা জায়েয।

بَابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

৮১৪. পরিচ্ছেদ ঃ জানাযার পিছনে মহিলাদের অনুগমণ।

١٢١١ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ اها قَالَتْ نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

সরল অনুবাদ : কাবীসা ইবনে উকবা রহ. .....উম্মে আতিয়্যাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জানাযার অনুগমণ করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমাদের উপর কড়াকড়ি করা হয় নি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله "نهينا عن إتباع الجنائز الخ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭০, সামনে ঃ ৮০৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ মহিলাদের জানাযার পিছনে পিছনে যাওয়া মাকরূহ। তরজমাতুল বাবে ইমাম বুখারী রহ. জায়েয কি না? এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট হুকুম বর্ণনা করেন নি। তবে হাদীসুল বাব দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তাঁর মতে, মহিলাদের জানাযার পিছনে অনুগমণ মাকরূহে তানযীহী।

ব্যাখ্যা ঃ এ মাসআলায় বিভিন্ন ভাষ্যের হাদীস থাকায় ইমাম বুখারী রহ. সুস্পষ্টভাবে বৈধতা বা হুরমতের কোন বিধান আরোপ করেন নি-

১. ইমাম মালেকের মতে, মহিলাদের জানাযার পিছনে অনুগমণ জায়েয। তবে যুবতী মহিলাদের যাওয়া মাকরূহ।

২. ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে, মাকরূহ। তবে হারাম নয়।

৩. ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর নিকট মাকরূহে তানযীহী। আর কেউ কেউ মাকরূহে তাহরীমী বর্ণনা করেছেন।

بَابُ احداد الْمَرْأَة عَلي غَيْرِ زَوْجِهَا

৮১৫. পরিচ্ছেদ ঃ স্বামী ব্যতীত অন্যের জন্য স্ত্রীলোকের শোক প্রকাশ।

١٢١٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. .....মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে আতিয়্যাহ রাযি. এর এক পুত্রের ইন্‌তিকাল হল। তৃতীয় দিনে তিনি হলুদ বর্ণের সুগন্ধি আনিয়ে ব্যবহার করলেন, আর বললেন, স্বামী ছাড়া অন্য কারো জন্য তিন দিনের বেশী শোক করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "نُهِينَا اَنْ نَحُدَّ اكثرَ مِنْ ثَلَاثٍ اِلَّا لِزَوْجٍ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭০, সামনে ঃ ৮০৪।

١٢١٣ – حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

সরল অনুবাদ : হুমাইদী রহ. .....যায়নাব বিনতে আবূ সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন শাম (সিরিয়া) থেকে আবূ সুফিয়ান রাযি. এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছল, তার তৃতীয় দিন উম্মে হাবীবা রাযি. হলুদ বর্ণের সুগন্ধি আনলেন এবং তাঁর উভয় গাল ও বাহুতে মাখলেন। এরপর বললেন, অবশ্য আমার এর কোন প্রয়োজন ছিল না, যদি আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ কথা বলতে না শোনতাম যে স্ত্রীলোক আল্লাহ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ইমান রাখে তার পক্ষে স্বামী ব্যতীত অন্য কনো মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নয়। অবশ্য স্বামীর জন্য সে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা স্পষ্ট তা এভাবে যে, এতে স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য শোক পালন করার কথা রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭০-১৭১, সামনে ঃ ৮০৩।

ব্যাখ্যা ঃ إِحْدَادٌ ঃ অর্থ : বাধা দেয়া, বিরত রাখা, ভাল পোশাক ও সুগন্ধি ব্যবহার না করা। অর্থাৎ শোক পালন করা।

نَعْيٌ ঃ নূনে যবর, আইন সাকিন ও ইয়া তাশদীদবিহীন। অর্থ : কারো মৃত্যু সংবাদ। নূনে যবর, আইনে যের ও ইয়া তাশদীদযুক্তও বর্ণিত হয়েছে।

نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ الخ ঃ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন-

قوله مِنَ الشَّامِ نَظَرٌ لِاَنَّ اَبَا سُفْيَانَ مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ اَهْلِ العِلْمِ بِالْاَخْبَارِ الخ (فتح)

হযরত শায়খুল হাদীস রহ. বলেন, এখানে বুখারীর রেওয়ায়তে ভুল হয়ে গেছে। কেননা, আবূ সুফিয়ান মদীনায়ই ইন্তেকাল করেছিলেন। সম্ভবত: ابي سفيان এর আগে ابن শব্দটি ছুটে গেছে অর্থাৎ ابن ابي سفيان হবে। কারণ, তাঁর ভাইয়ের ইন্তেকাল শিরিয়ায় হয়েছিল। আর ابي سفيان শব্দটি সহীহ মানলে من الشام কে ভূল সাব্যস্ত করে এর স্থলে من المدينة সহীহ বলতে হবে। (তাকরীরে বুখারী চতুর্থ খন্ড)

١٢١٤ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ان تحدّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ بِهِ ثُمَّ قَالَتْ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ان تحدّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

সরল অনুবাদ : ইসমায়ীল রহ. .....যায়নাব বিনতে আবূ সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা রাযি. এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যে স্ত্রীলোক আল্লাহ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ইমান রাখে তার পক্ষে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নয়। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন (হালাল)। এরপর যায়নাব বিনতে জাহশ রাযি. এর ভাইয়ের মৃত্যু হলে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি কিছু সুগন্ধি আনিয়ে তা ব্যবহার করলেন। এরপর বললেন, সুগন্ধি ব্যবহারে আমার কোন প্রয়োজন নেই, তবু যেহেতু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ইমান রাখে এমন কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়িয নয়। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন (পালন করবে)।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "لَا يَحِلُّ لِاِمْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ الخ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭১, পেছনে ঃ ১৭০, সামনে ঃ ৮০৩, ৮০৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, কারো মাতা-পিতা অথবা অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ভাই প্রমূখ বা পাড়া প্রতিবেশী কেউ মারা গেলে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়েয নয়। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, তিন দিনের চেয়ে কম শোক পালন করা বৈধ। যেমন ওফাতের দিনই শোক পালন করলেও জায়েয হবে। وليس ذلك بواجب।

بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

৮১৬. পরিচ্ছেদ ঃ কবর যিয়ারত।

১২১৫ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

সরল অনুবাদ : আদম রহ. .....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি কবরের পাশে কাঁদছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং সবর কর। মহিলাটি বললেন, আমার কাছ থেকে চলে যান। আপনার উপর তো আমার মত মুসিবত আসেনি। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে চিনতে পারেন নি। পরে তাকে বলা হল, তিনি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুয়ারে হাযির হলেন, তাঁর কাছে কোন পাহারাদার পেলেন না। তিনি আরয করলেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তিনি বললেন, সবর তো বিপদের প্রথম অবস্থাতেই।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "مَرَّ النَّبِيُّ صلي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِيْ عِنْدَ قَبْرِه" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭১, পেছনে ঃ ১৬৭, সামনে ঃ ১৭৪, ১০৫৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাব "باب زيارة القبور" কে ব্যাপক রেখে দিয়েছেন। কবর যিয়ারত জায়েয কি না? এ সম্পর্কে কোন ফায়সালা দেন নি। এবং কোন ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করেন নি। তবে যে রেওয়ায়ত উল্লেখ করেছেন সেটি তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করছে যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মহিলাকে কবরের পাশে কাঁদতে দেখে তাকে কবর যিয়ারত থেকে নিষেধ না করে বরং সবরের শিক্ষা দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রতিভাত হচ্ছে, ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্য, মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত জায়েয। আর যখন মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত জায়েয প্রমাণিত হল তখন পুরুষদের জন্য আরো সঙ্গত কারণে জায়েয হওয়ার কথা।

যেহেতু এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে সেহেতু ইমাম বুখারী রহ. পরিস্কার কোন বিধান আরোপ করেন নি। নবী করীম প্রথমে কবর যিয়ারত হতে বারণ করেছিলেন। তবে পরে অনুমতি প্রদান করেছেন। যেমন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-"كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا " (উমদাতুল কারী-মুসলিমের বরাতে)

সারনির্যাস হলো, মহিলারা বেশী বেশী কবর যিয়ারতে যাওয়া অনুচিত। অন্যথায় মৃত্যু স্মরণে যেরকম পুরুষ কবর যিয়ারতের মুখাপেক্ষী ঠিক অদ্রূপ মহিলারাও। তবে বিভিন্ন ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার আশংকায় মহিলাদের জন্য মাকরূহ। ১. কেননা তারা উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করে। ২. পর্দা লঙ্ঘন হওয়ার ভয়ে। ৩. পুরুষদের সাথে সংমিশ্রণের আশংকা। তবে জমহুর উলামাদের ঐক্যমতে, পুরুষদের জন্য কবর যিয়ারত মুস্তাহাব। - والله اعلم

بَابُ قَوْلِ النَّبِي صَلي الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاء اَهْله عَلَيْه اذَا كَانَ النَّوْحُ منْ سُنَّته لقَوْل الله تَعَالي :{ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا } وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكلكم مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّته فَإِذَا لَمْ يَكُنْ منْ سُنَّته فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { و لَا تَزرُ وَازرَةٌ وِزْرَ أُخرى } وَهُوَ كَقَوْله { وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلهَا لَا يُحْمَلْ منْهُ شَيْءٌ } وَمَا يُرَخَّصُ من الْبُكَاءِ في غَيْرِ نَوْحٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفلٌ منْ دَمهَا وَذَلكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

৮১৭. পরিচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী-'পরিবার-পরিজনের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয়, যদি বিলাপ করা তার অভ্যাস হয়ে থাকে। কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। (সূরা তাহরীম-৬) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কিন্তু তা যদি তার অভ্যাস না হয়ে থাকে তাহলে তার বিধান হবে যা আয়িশা রাযি. উদ্ধৃত করেছেন, নিজ বোঝার বহনকারী কোন ব্যক্তি অপরের বোঝা বহন করবে না। আর এ হলো আল্লাহ পাকের এ বাণীর ন্যায়- "কোন (গুনাহের) বোঝা বহনকারী ব্যক্তি যদি কাকেও তা বহন করতে আহ্বান করে তবে তা থেকে এর কিছুই বহন করা হবে না। (সূরা ফাতির-১৮) আর বিলাপ ছাড়া কান্নার অনুমতি দেয়া হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অন্যায়ভাবে কাউকে খুন করা হলে সে খুনের অপরাধের অংশ প্রথম আদম সন্তান (কাবিল) এর উপর বর্তাবে। আর তা এ কারণে যে, সেই প্রথম ব্যক্তি যে খুনের প্রবর্তন করেছে।

١٢١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ وَمُحَمَّدٌ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّه أَخْبَرَنَا عَاصمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَني أُسَامَةُ بْنُ زَيْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْسَلَتْ بنت النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلَيْه إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَأْتنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّه مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْه تُقْسمُ عَلَيْه لَيَأْتيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابت وَرِجَالٌ فَرُفعَ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ قَالَ حَسبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنٌّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّه مَا هَذَا فَقَالَ هَذه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ في قُلُوب عبَاده وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ منْ عبَاده الرُّحَمَاءَ

সরল অনুবাদ : আবদান ও মুহাম্মদ রহ. .....উসামা ইবনে যায়িদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা (যায়নাব) তাঁর খিদমতে লোক পাঠালেন যে, আমার এক পুত্র মুমূর্ষ অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমাদের এখানে আসুন। তিনি বলে পাঠালেন, (তাকে) সালাম দিবে এবং বলবে, আল্লাহরই অধিকারে যা কিছু তিনি নিয়ে যান আর তাঁরই অধিকারে যা কিছু তিনি দান করেন। তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কাজেই সে যেন সবর করে এবং সাওয়াবের আশায় থাকে। তখন তিনি তাঁর কাছে কসম দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আসেন। তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন সা'দ ইবনে উবাদা, মুয়ায ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. এবং আরও কয়েকজন। তখন শিশুটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে তুলে দেয়া হল। তখন তার জান ছটফট করছিল। রাবী বলেন, আমার ধারণা, তিনি এ বলেছিলেন, যেন তার শ্বাস মশকের মত (আওয়ায হচ্ছিল) আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সা'দ রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একি? তিনি বললেন, এ হচ্ছে রহমত, যা আল্লাহ পাক তাঁর বান্দার অন্তরে আমানত রেখেছেন। আর আল্লাহ পাক তো তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ" بطاء من غير نوح দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে। বুঝা গেল চিল্লা চিৎকার না করে কেবল অশ্রু ভাসিয়ে ক্রন্দন করা জায়েয। فلايُوَاخذ به البَاكِيْ ولَا المَيِّت।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭১, সামনে ঃ ৮৪৪, ৯৭৬, ৯৮৪, ১০৯৭, ১১০৯।

১২১৭ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَانْزِلْ قَالَ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. .....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা (উম্মে কুলসুম রাযি.) এর জানাযায় উপস্থিত হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের পাশে বসেছিলেন। আনাস রাযি. বলেন, তখন আমি তাঁর চোখ থেকে পানি ঝরতে দেখলাম। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে আজ রাতে স্ত্রী মিলন করে নি? আবূ তালহা রাযি. বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি (কবরে) অবতরণ কর। রাবী বলেন, তখন তিনি (আবূ তালহা রাযি.) তাঁর কবরে অবতরণ করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ" হাদীসাংশ দ্বারা বাবের সাথে মিল ঘটেছে। অর্থাৎ তরজমাতুল বাবের দ্বিতীয়াংশ "وَمَا يُرَخَّصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِيْ غَيْرِ نَوْحٍ" এর সাথে সামঞ্জস্যতা স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭১, সামনে ঃ ১৭৯।

١٢١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قال اخبرنا عَبْدُ اللَّهِ قال أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيَتْ بنت لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ لِي فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا

সরল অনুবাদ : আবদান রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবূ মুলাইকা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কায় উসমান রাযি. এর এক কন্যার ওফাত হল। আমরা সেখানে (জানাযায়) শরীক হওয়ার জন্য গেলাম। ইবনে উমর এবং ইবনে আব্বাস রাযি.ও সেখানে হাযির হলেন। আমি তাঁদের দুজনের মাঝে বসা ছিলাম, অথবা তিনি বলেছেন, আমি তাঁদের একজনের পাশে গিয়ে বসলাম, পরে অন্যজন এসে আমার পাশে বসলেন। (কান্নার আওয়ায শুনে) ইবনে উমর রাযি. আমর ইবনে উসমানকে বললেন, তুমি কেন কাঁদতে নিষেধ করছ না? কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিজনদের কান্নার কারণে আযাব দেয়া হয়। তখন ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, উমর রাযি.ও এরকম কিছু বলতেন। এরপর ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করলেন, উমর রাযি. এর সাথে মক্কা থেকে ফিরছিলাম। আমরা বায়দা (নামক স্থানে) পৌছলে উমর রাযি. বাবলা গাছের ছায়ায় একটি কাফেলা দেখতে পেয়ে আমাকে বললেন, গিয়ে

দেখো তো এ কাফেলা কারা? ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমি গিয়ে দেখলাম সেখানে সুহাইব রাযি. রয়েছেন। আমি তাঁকে তা জানালাম। তিনি বললেন, তাঁকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস। আমি সুহাইব রাযি. এর নিকট আবার গেলাম এবং বললাম, চলুন, আমীরুল মুমিনীনের সাথে সাক্ষাত করুন। এরপর যখন উমর রাযি. (ঘাতকের আঘাতে) আহত হলেন, তখন সুহাইব রাযি. তাঁর কাছে এসে এ বলে কাঁদতে লাগলেন, হায় আমার ভাই! হায় আমার বন্ধু! এতে উমর রাযি. তাঁকে বললেন, তুমি আমার জন্য কাঁদছো? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তির জন্য তার আপন জনের কোন কোন কান্নার কারণে অবশ্যই তাকে আযাব দেয়া হয়। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, উমর রাযি. এর ওফাতের পর আয়িশা রাযি. এর কাছে আমি উমর রাযি. এর এ উক্তি উল্লেখ করলাম। তিনি বলেন, আল্লাহ উমর রাযি. কে রহম করুন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেন নি যে, আল্লাহ ঈমানদার (মৃত) ব্যক্তিকে, তার জন্য তার পরিজনের কান্নার কারণে আযাব দিবেন। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কাফিরদের আযাব বাড়িয়ে দেন, তার জন্য তার পরিজনের কান্নার কারণে। এরপর আয়িশা রাযি. বললেন, আল্লাহর কুরআনই তোমাদের জন্য যথেষ্ট (ইরশাদ হয়েছে)- "বোঝা বহনকারী কোন ব্যক্তি অপরের বোঝা বহন করবে না।" তখন ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, আল্লাহই (বান্দাকে) হাঁসান এবং কাঁদান। রাবী ইবনে মুলাইকা রহ. বলেন, আল্লাহর কসম! (এ কথা শুনে) ইবনে উমর রাযি. কোন মন্তব্য করলেন না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "انَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِه عَلَيْهِ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭১-১৭২, সামনে ঃ ১৭৪।

١٢١٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَا أَخَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ

সরল অনুবাদ : ইসমায়ীল ইবনে খলীল রহ. .....আবূ বুরদার পিতা (আবূ মূসা আশআরী রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন উমর রাযি. আহত হলেন, তখন সুহাইব রাযি. হায় আমার ভাই! বলতে লাগলেন। উমর রাযি. বললেন, তুমি কি জান না? যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জীবিতদের কান্নার কারণে অবশ্যই মৃতদের আযাব দেয়া হয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "إنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭২, সামেন ঃ ৫৬৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা বিভিন্ন হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্যবিধান করেছেন। অর্থাৎ تعذيب الميت ببكاء اهله এর ব্যাপারে পরস্পর বিপরীতমুখী হাদীস পরিলক্ষিত হয়। তো ইমাম বুখারী রহ. উভয় ধরনের রেওয়ায়তের মাঝে সামঞ্জস্যবিধান করতে চাচ্ছেন। যার সারাংশ হচ্ছে, উভয়রকম রেওয়ায়তের প্রয়োগস্থল আলাদা আলাদা। - فلا تعارض ولا اشكال

হযরত উমর রাযি. ছাড়াও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِه" উক্ত রেওয়ায়ত দ্বারা এ-ও বুঝা যাচ্ছে, হযরত উমর রাযি.ও প্রায় অনুরূপই বলতেন। তাছাড়া পরে বর্ণিত ১২১৯ নং হাদীসে উমর রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ"। এর উল্টো হযরত ইবনে আব্বাস ও আয়েশা রাযি. تعذيب الميت ببكاء اهله (মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার পরিজনদের কান্নার কারণে শাস্তি প্রদান) এর অস্বীকার করে থাকেন। ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে "إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِه الخ" দ্বারা তাতবীক বর্ণনা করেছেন যে, تعذيب ميت ببكاء اهله তখন হবে যখন তার ক্রন্দন তাদের কান্নার কারণ হবে। যেমন মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় বিলাপ করত। কেউ মারা গেলে চিল্লা চিৎকার করে কান্নাকাটি করত। ঘরের সবাই তার দেখাদেখিতে বিলাপ করত। তো যেহেতু সে একটি বদ আমল চালু করেছে তাই সে মারা যাওয়ার পর পরিবার পরিজন বিলাপ করলে তাকে আযাব দেয়া হবে। দলীল- من سن سنة سيئة الخ। অনুরূপ যদি সে অসিয়ত করে যে, আমি মারা গেলে তোমরা আমার মত বিলাপ করবে অথবা তার ঘরের লোকেরা কেউ মারা গেলে বিলাপ করত কিন্তু সে তাদেরকে নিষেধ করত না। তাই অন্যায় কাজ থেকে তাদেরকে বারণ না করায় তাকে শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু যদি মাইয়েত উপরোক্ত পাপরাজি না করে তাহলে পরিবার পরিজনের বিলাপ করায় তার আযাব হবে না। كَمَا قَالَ تَعَالَي لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَي।

ফায়দা ঃ উক্ত মাসআলার বিশদ বিবরণের জন্য নাসরুল বারী অষ্টম খন্ড কিতাবুল মাগাযী ৩৬-৩৭ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

١٢٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .....নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইয়াহুদী মেয়েলোকের (কবরের) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার পরিবারের লোকেরা তার জন্য কান্নাকাটি করছিল। তখন তিনি বললেন, তারা তো তার জন্য কান্নাকাটি করছে। অথচ তাকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল "وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا" এ قوله।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭২, সামনে ঃ ৫৬৭।

بَابُ مَايُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَي الْمَيِّتِ وَقَالَ عمَرُ رضي الله عنه دَعْهُنَّ يَبْكِيْنَ عَلي ابِيْ سُلَيْمَان مَا لَمْ يَكُنْ نَقْع اَوْ لَقْلَقَةٌ وَالنَّقْعُ التُّرَابُ عَلَي الرَّأْسِ وَاللَّقْلَقَةُ الصَّوْتُ

৮১৮. পরিচ্ছেদ ঃ মৃতের জন্য বিলাপ অপছন্দনীয়। উমর রাযি. বলেন, আবু সুলাইমান (খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি.) এর জন্য তাঁর (পরিবার-পরিজনকে) কাঁদতে দাও। যতক্ষণ 'نقع ' (নাক) অথবা 'لقلقة ' (লাকলাকা) না হয়। 'নাক' মানে মাথায় মাটি নিক্ষেপ, আর 'লাকলাকা' হল, চিৎকার।

١٢٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

সরল অনুবাদ : আবূ নুআইম রহ. .....মুগীরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা অন্য কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মত নয়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন অবশ্যই তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়। (মুগীরা রাযি. আরও বলেছেন) আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আরও বলতে শুনেছি, যে (মৃত) ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা হয়, তাকে বিলাপকৃত বিষয়ের উপর আযাব দেয়া হবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "مَنْ نِيْحَ عليْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭২।

١٢٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَقَالَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ

সরল অনুবাদ : আবদান রহ. .....উমর রাযি. সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য কৃত বিলাপের বিষয়ের উপর কবরে আযাব দেয়া হয়। আব্দুল আলা রহ. .....কাতাদা রহ. থেকে বর্ণনায় আবদান রহ. এর অনুসরণ করেছেন। আদম রহ. শু'বা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য জীবিতদের কান্নার কারণে আযাব দেয়া হয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমার সাথে হাদীসটির মিল " الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِه بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ " قوله তে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭২।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, বিলাপ করে চিল্লা চিৎকার দিয়ে কান্নাকাটি করা নিষিদ্ধ। তবে কোন আওয়াজ ছাড়া দুংখ বেদনায় অশ্রুবর্ষণ নিঃসন্দেহে জায়েয।

بَابٌ

৮১৯. পরিচ্ছেদ

এই বাবের কোন তরজমা কায়েম করেন নি। কোন কোন নুসখায় তো 'باب'ও নেই। তো এটি পূর্বের বাব 'ما يكره من النياحة' এর অন্তর্গত।

১২২৩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا بِنت عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو قَالَ فَلِمَ تَبْكِي أَوْ لَا تَبْكِي فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ

সরল অনুবাদ : আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. .....জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন আমার পিতাকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্তিত অবস্থায় নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে রাখা হল। তখন একখানি কাপড় দিয়ে তাঁকে ঢেকে রাখা হয়েছিল। আমি তাঁর উপর থেকে আবরণ উন্মোচন করতে আসলে, আমার কাওমের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। পুনরায় আমি আবরণ উন্মুক্ত করতে থাকলে আমার কাওমের লোকেরা (আবার) আমাকে নিষেধ করল। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হল। তখন তিনি এক রোদনকারিনীর আওয়াজ শুনে জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? লোকেরা বলল, আমরের মেয়ে অথবা (তারা বলল) আমরের বোন। তিনি বললেন, কাঁদো কেন? অথবা বলেছেন, কেঁদো না। কেননা, তাঁকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তাঁদের পাখা বিস্তার করে তাঁকে ছায়া দিয়ে রেখেছিলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ যেহেতু বাবটি তরজমাবিহীন এবং আগের বাব থেকে বিচ্ছিন্নের ন্যায় তাই পূর্বের বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যতা "قوله "مَنْ هذِهِ দ্বারা। এটি অস্বীকৃতিমূলক ইস্তেফহাম। ২. لَاتَبْكِي দ্বারাও মিল হতে পারে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭২, পেছনে ঃ ১৬৬, সামনে ঃ ৩৯৫, ৫৮৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, অনিচ্ছায় কান্নার আওয়াজ বের হয়ে আসলে তা নিষিদ্ধ বিলাপের অন্তর্ভূক্ত হবে না। যেন ইমাম বুখারী রহ. আগের বাব "مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ" হতে এক প্রকার ক্রন্দনকে ইস্তেছনা করছেন। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কান্নার আওয়াজ শুনে ইরশাদ করলেন, 'কেঁদো না। কারণ তাঁকে ফিরিশতারা ডানা বিস্তার করে ছায়া দিতেছেন।' বুঝা গেল সবরকমের কান্নাকাটি মাকরূহ নয়। সুতরাং ইমাম বুখারী রহ. বাব কায়েম করছেন, জামার বুক ও আঁচল ছিঁড়ে ফেলে বিলাপ করা নিষিদ্ধ। - والله اعلم

بَابُ لَيسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوْبَ

৮২০. পরিচ্ছেদ ঃ যারা জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।

মতলব হচ্ছে ليس من هدينا অর্থাৎ আমরা মুসলমানদের তরীকার উপর নয়। বরং কাফিরদের তরীকা গ্রহণ করে নিল। যেহেতু সর্বসম্মত মাসআলা হচ্ছে, গোনাহের কারণে মুসলমান কাফির হয় না তাই এই ইরশাদ বর্ৎসনার উপর প্রযোজ্য হবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলী যুগের প্রথা দূর করার মানসে বলেছেন, " لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوْبَ وَضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَدَعَا بِدَعْوَي الجَاهِلِيَّةَ " এ প্রতিটি কাজই নিষিদ্ধ। বিধায় ইমাম বুখারী রহ. প্রতিটি বস্তুর বর্ণনার্থে আলাদা আলাদা বাব কায়েম করে বাতলে দিয়েছেন, উপর্যোক্ত প্রতিটি কাজ নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়।

١٢٢٤ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

সরল অনুবাদ : আবূ নুআইম রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা (মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশে) গাল চাপড়ায়, জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলীয়াত যুগের মতো চীৎকার দেয়, তারা আমাদের দলভূক্ত নয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে মিল " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ قوله "الجُيُوْبَ বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭২, সামনে ঃ ১৭৩, ৪৯৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হল এই নিন্দনীয় প্রতিটি কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

بَابُ رِثاء النَّبِي صَلي الله عَلَيْه وَسَلَّم سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

৮২১. পরিচ্ছেদ ঃ সা'দ ইবনে খাওলা রাযি. এর প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শোক প্রকাশ।

"رثاء" রা'তে যের হবে। এখানে 'رثا' অর্থাৎ مرثية দ্বারা দুংখ-বেদনা ও আফসূস করা উদ্দেশ্য। মুরছিয়্যা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, তা বলা হয়, মৃতের মান মর্যাদা সুন্দর চরিত্র ও জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে মানুষদেরকে ক্রন্দন করানো। চাই পদ্য হোক বা গদ্য। ইহা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।

١٢٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ يُوسُفَ قال أَخْبَرَنَا مَالكٌ عَنْ ابْنِ شهَاب عَنْ عَامرِ بْنِ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَّاص عَنْ أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّة الْوَدَاعِ منْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي من الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَال وَلَا يَرِثُني إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ منْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّه إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِه دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنْ الْبَائِس سَعْد بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .....সাদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে একটি কঠিন রোগে আমি আক্রান্ত হলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য আসতেন। একদিন আমি তাঁর কাছে আরয করলাম, আমার রোগ চরমে পৌঁছেছে আর আমি সম্পদশালী। একটি মাত্র কন্যা ছাড়া কেউ আমার ওয়ারিস নেই। তবে আমি কি আমার সম্পদের দু'তৃতীয়াংশ সাদাকা করতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি আবার আরয করলাম, তাহলে অর্ধেক। তিনি বললেন, না। এরপর তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশও বিরাট পরিমাণ অথবা অধিক। তোমার ওয়ারিসদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া, তাদের অভাবগ্রস্ত রেখে যাওয়া মানুষের কাছে হাত পাতার চাইতে উত্তম। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয় কর না কেন? তোমাকে তার বিনিময় দেয়া হবে। এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে (তারও প্রতিদান পাবে)। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আফসুস) আমি আমার সাথীদের থেকে পিছনে থেকে যাব? তিনি বললেন, তুমি পিছনে থেকে নেক আমল করতে থাক, তাহলে তাতে তোমার মর্যাদা ও উন্নতি বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। তাছাড়া, সম্ভবত, তুমি পিছনে (থেকে যাবে)। যার ফলে তোমার দ্বারা অনেক কাওম উপকার লাভ করবে। আর অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! আমার সাহাবীগণের হিজরত বলবৎ রাখুন। পশ্চাতে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস সা'দ ইবনে খাওলার জন্য (এ বলে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করছিলেন, যেহেতু মক্কায় তাঁর ইনতিকাল হয়েছিল।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله "لكِنْ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ الي اخره দ্বারা বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৩, পেছনে ঃ ১৩, সামনে ঃ ৩৮২, ৩৮৩, ৫২০, ৬৩২, ৮০৬, ৮৪৫, ৮৪৬, ৯৪৩, ৯৯৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা একটি সন্দেহের নিরসন করতে চাচ্ছেন। হাদীসুল বাবের ভাষ্য হল "يَرْثِي له رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ " এবং মুসনাদে আহমদের হাদীসের ভাষ্য-"انَّه عَلَيْهِ السَّلَام نَهي عَنِ الْمَرَاثِيْ " বাহ্যত উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

জবাব ঃ হাদীস শরীফে 'يرثي له الخ' দ্বারা প্রচলিত مرثية উদ্দেশ্য নয়। বরং কেবল দুঃখ বেদনা ও আক্ষেপ অনুতাপের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। অর্থাৎ যে কোন ক্রন্দন ও শোক প্রকাশ নিষিদ্ধ নয়। জাহেলী যুগের লোকদের ন্যায় চিল্লা চিৎকার করে ক্রন্দন, মাথায় আঘাত, জামার বুক ছিঁড়ে ফেলা এবং মৃত ব্যক্তির সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করে مرثيه (শোক প্রকাশ) করা নিষিদ্ধ। তবে মাইয়েতের পরকালে পাড়ি জমানোর বিরহে অশ্রু বর্ষণ অথবা মনের অজান্তে আস্তে আস্তে আওয়াজ বের হওয়াতে কোন দোষ নেই। বরং তা জায়েয বলে গণ্য হবে। সুতরাং হযরত ফাতেমা রাযি. থেকে বর্ণিত-

صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ لَوْ انَّهَا ـ صُبَّتْ عَلَي الْاَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا

ব্যাখ্যা ঃ أُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِيْ ঃ হযরত সা'দ রাযি. বলতে চাচ্ছেন, অন্যান্য সাহবীগণ মাহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গি হয়ে মদীনা মুনাওয়ারা চলে যাবেন। আর আমি মক্কার যমীনে থেকে থেকে মরতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সন্তনা দিতে গিয়ে বললেন, তুমি পিছনে থেকে নেক আমল করতে থাক, তাহলে তাতে তোমার মর্যাদা ও উন্নতি বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। হয়তো তুমি জীবিত থাকবে। অর্থাৎ আরোগ্যলাভ করবে এবং তোমার দ্বারা অনেক মুসলমান উপকৃত হবে এবং কাফির-মুশরিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

উক্ত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি বড় মুজিযার কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি যেরূপ সুসংবাদ দিয়েছিলেন ঠিক তদ্রুপই ঘটল যে, আরোগ্য লাভ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পরও জীবিত থেকে ইরাক ও ইরানের বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন।

لَا يَرِثُنِيْ اِلَّا اِبْنَةٌ لِيْ ঃ এটি দশম হিজরীর ঘটনা। তখন পর্যন্ত হযরত সা'দ রাযি. এর মাত্র একজন সাহেবজাদী ছিলেন। কিন্তু পরে বহু সন্তানের জনক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

بَابُ ما يُنْهي مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ
৮২২. মুসীবতে মাথা মুড়ানো নিষেধ।

وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوْسي حَدَّثَنَا يَحْيي بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ جَابِرٍ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخيمرةَ حَدَّثه قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ بُرْدَةَ بْنَ ابي مُوسي رضي الله عنه قَالَ وَجِعَ اَبُوْ مُوسي وَجَعًا

فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُه فِيْ حُجْرِ اِمْرَأَةٍ مِنْ اَهْلِه فَلَم يَسْتَطِعْ اَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَنَا بَرِئٌ مِمَّنْ بَرِئ مِنْه رَسُوْلُ الله صلي الله عليه وسلم برئ مِنَ الصَّالِقَة وَالحَالِقَة وَالشَّاقَّة

সরল অনুবাদ ঃ হাকাম ইবনে মূসা রহ. আবূ বুরদা ইবনে আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মূসা আশআরী রাযি. কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। এমনকি তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর মাথা তাঁর পরিবারস্থ কোন এক মহিলার কোলে ছিল। তিনি তাকে কোন জওয়াব দিতে পারছিলেন না। চেতনা ফিরে পেলে তিনি বললেন, সে সব লোকের সঙ্গে আমি সম্পর্ক রাখি না যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সব নারীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা প্রকাশ করেছেন-যারা চিৎকার করে কাঁদে, যারা মাথা মুড়ায় এবং যারা জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে।

ব্যাখ্যা ঃ হাকাম ইবনে মূসা ইমাম বুখারী রহ. এর শেখদের একজন নয়। হাফেয আসকালানী রহ. বলেন-
وَوَقَعَ فِيْ رِوَايَةِ اَبِي الْوَقْتِ حَدَّثَنَا الحكمُ : وَهُوَ وَهْمٌ -
জমহুর মুহাদ্দিসদের মতে, এটি تعليق। তবে ইমাম মুসলিম রহ. প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ وصل করেছেন। কেননা, তিনি ইমাম মুসলিমের উস্তাদ।

بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ

৮২৩. পরিচ্ছেদ ঃ যারা গাল চাপড়ায় তারা আমাদের তরীকাভূক্ত নয়।

١٢٢٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা শোকে গালে চাপড়ায়, জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে ও জাহিলীয়াত যুগের মতো চিৎকার দেয়, তারা আমাদের তরীকাভূক্ত নয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৩, পেছনে ঃ ১৭২, সামনে ঃ ১৭৩, ৪৯৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হল, হাদীসে উল্লেখিত প্রতিটি বস্তু হতে বেঁচে থাকতে হবে। তাই প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা বাব কায়েম করে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। ৮১৯ নং বাব দ্রষ্টব্য।

بَابُ مَا يُنْهِي مِنَ الْوَيْلِ وَدَعوي الْجَاهِلِيَّة عِنْدَ الْمُصِيْبَة

৮২৪. পরিচ্ছেদ ঃ বিপদকালে হায় ধ্বংস বলা ও জাহিলীয়াত যুগের মতো চিৎকার করা নিষেধ।

১২২৭ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفصٍ قال حَدَّثَنَا أَبِي قال حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

সরল অনুবাদ : উমর ইবনে হাফস রহ. .....আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা (শোকে) গালে চাপড়ায়, জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে ও জাহিলী যুগের মতো চিৎকার দেয় তারা আমাদের তরীকাভূক্ত নয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ বাবের সাথে "قوله وَدَعَا بِدَعْوَي الجَاهِلِيَّةِ" হাদীসাংশ দ্বারা মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৩, পেছনে ঃ ১৭৩, সামনে ঃ ৪৯৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ আগে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হাদীসে আলোচিত প্রতিটি বস্তু থেকে বেঁচে থাকা।

প্রশ্ন ঃ হাদীসে ويل এর তো কোন উল্লেখ নেই।

জবাব ঃ ১. ইমাম বুখারী রহ. এর দ্বারা ইবনে মাজাহ এর রেওয়ায়তের দিকে ইশারা করেছেন যাতে 'ويل' শব্দটি রয়েছে।

২. বুখারী রহ. 'دعوي الجاهلية' এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। এর দ্বারা সে সব কথা বার্তা উদ্দেশ্য যা شرعا নাজায়েয।

بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ

৮২৫. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মুসীবতকালে এমনভাবে বসে পড়ে যে, তার মধ্যে দুঃখবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

১২২৮ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ

الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ انْهَهُنَّ فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ وَاللَّهِ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. .....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (মুতার যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে (যায়িদ) ইবনে হারিসা, জাফর ও ইবনে রাওয়াহা রাযি. এর শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি (এমনভাবে) বসে পড়লেন যে, তাঁর মধ্যে দুঃখ এর চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। আমি (আয়িশা রাযি.) দরওয়াযার ফাঁক দিয়ে তা দেখছিলাম। এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে জাফর রাযি এর পরিবারের মহিলাদের কান্নাকাটির কথা উল্লেখ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁদেরকে (কাঁদতে) নিষেধ করেন, লোকটি চলে গেল এবং দ্বিতীয়বার এসে (বলল) তারা তাঁর কথা মানেনি। তিনি ইরশাদ করলেন, তাদেরকে নিষেধ করো। ঐ ব্যক্তি তৃতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁরা আমাদেরকে হার মানিয়েছে। আয়িশা রাযি. বলেন, আমার মনে হয়, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিরক্তির সাথে) বললেন, তাহলে তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর। আয়িশা রাযি. বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ তোমার নাকে ধূলি মিলিয়ে দিন। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ পালন করতে পারনি। অথচ তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিরক্ত করতেও কসূর করনি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : "جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ" قوله হাদীসাংশ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১৭৩, সামনে : ১৭৪-১৭৫, মাগাযী : ৬১১, ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন।

١٢٢٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا حِينَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ

সরল অনুবাদ : আমর ইবনে আলী রহ. .....আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বীর-ই-মাউনার ঘটনায়) ক্বারী (সাহাবীগণের) শাহাদাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফজরের নামাযে) একমাস যাবত কুনুত-ই-নাযেলা পড়েছিলেন। (রাবী বলেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমি আর কখনো এর চাইতে অধিক শোকাভিভূত হতে দেখিনি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : "فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنَ حُزْنًا الخ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যায়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৩, পেছনে ঃ ১৩৬, সামনে ঃ ৩৯৩, ৩৯৫, ৪৩১, ৪৪৯, ৫৮৬, মাগাযী ঃ ৫৮৭, ৯৪৬, ১০৯০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, মুসীবতের সময় অনুরূপ চিন্তিত হয়ে বসে থাকাতেই কোন দোষ নেই। বিপদকালীন সময়ে দু'ধরনের মানুষ প্রত্যক্ষ করা যায়- ১. কেউ কেউ বিপদগ্রস্ত হলে দুঃখ দুর্দশা প্রকাশ করতে লাগে। কেননা, তা কোমল অন্তরের অধিকারী হওয়া এবং অন্যান্য বিপদগ্রস্ত লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীলতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ২. কারো কারো দৃষ্টিভঙ্গি হলো যা কিছু হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তাহলে দুঃখ দুর্দশা বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর মানে কি? বরং তাঁর ফায়সালার উপর সদা সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং দুঃখ বেদনার পরিচয় চেহারায় ফুটে না উঠা চাই। আমাদের আকাবিররাও এ দু'ভাগে বিভক্ত ছিলেন। ইমাম বুখারী রহ. দুটি বাব কায়েম করে উপরোক্ত দুটি অবস্থাকে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

বাহ্যত ইমাম বুখারী রহ. এর অভিমত বুঝা যাচ্ছে যে, দুঃখ বেদনা প্রকাশ করা উত্তম। কেননা, দুঃখ বেদনা প্রকাশ সম্পর্কীয় যে রেওয়ায়ত এনেছেন এর দ্বারা স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখ প্রকাশ করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। আর আল্লাহর ফায়সালায় রাযী থাকা সম্পর্কে যে রেওয়ায়ত উল্লেখ করেছেন তা একজন সাহাবীর আমল বৈ কিছু নয়।

بَابُ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ حُزْنَه عِنْد الْمُصِيْبَة وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ الْجَزَعُ اَلْقَوْلُ السَّيِّئُ والظن السيئ وقَالَ يَعْقُوْبُ النبي عَلَيْهِ السَّلام — { إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّه }

৮২৬. পরিচ্ছেদ ঃ মুসীবতের সময় দুঃখ প্রকাশ না করা। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব রহ. বলেন, অস্থিরতা হচ্ছে, মন্দ বাক্য উচ্চারণ করা, কুধারণা পোষণ করা। ইয়াকূব আলাইহিস সালাম বলেছেন, "আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর কাছে নিবেদন করছি।

١٢٣٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قال أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ اشْتَكَى ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ فَلَمَّا رَأَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا وَنَحَّتْهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ كَيْفَ الْغُلَامُ قَالَتْ قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ قَالَ فَبَاتَ فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

সরল অনুবাদ : বিশর ইবনে হাকাম রহ. .....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহা রাযি. এর এক পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়ল। রাবী বলেন, সে মারা গেল। তখন আবূ তালহা রাযি. বাড়ির বাইরে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী যখন দেখলেন যে, ছেলেটি মারা গেছে, তখন তিনি কিছু প্রস্তুতি নিলেন। এবং ছেলেটিকে ঘরের এক কোনে রেখে দিলেন। আবূ তালহা রাযি. বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলের অবস্থা কেমন? স্ত্রী জওয়াব দিলেন, তার আত্মা শান্ত হয়েছে এবং আশা করি সে এখন আরাম পাচ্ছে। আবূ তালহা রাযি. ভাবলেন, তাঁর স্ত্রী সত্য বলেছেন। রাবী বলেন, তিনি রাত যাপন করলেন এবং ভোরে গোসল করলেন। তিনি বাইরে যেতে উদ্যত হলে স্ত্রী তাঁকে জানালেন, ছেলেটি মারা গেছে। এরপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে (ফজরের) নামায আদায় করলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাঁদের রাতের ঘটনা জানালেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আশা করা যায়, আল্লাহ পাক তোমাদের এ রাতে বরকত দিবেন। সুফিয়ান রাযি. বলেন, এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, আমি (আবূ তালহা রাযি.) দম্পতির নয়জন সন্তান দেখেছি, তাঁরা সবাই কুরআন সম্পর্কে দক্ষ ছিলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসটির মিল " وَهِيَ اَنَّ اِمْرَأَةَ اَبِي طَلْحَةَ لَمَّا مَاتَ اِبْنُهَا لَمْ تَظْهَرِ الْحُزْنَ بَلْ اَظْهَرَتِ الْفَرَحَ وَالسُّرُوْرَ حَتَّي جَامَعَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ الخ قوله" তে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৩-১৭৪, সামনে ঃ ৮২২।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ পরস্পর বিপরীতমুখী বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তো একেবারে স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে যে, উভয় সূরত জায়েয।

بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَي وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه نِعْمَ الْعِدْلَانِ وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ { اَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ } وَقَوْلُهُ تَعَالَى { وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ }

৮২৭. পরিচ্ছেদ ঃ বিপদের প্রথম অবস্থায়ই প্রকৃত সবর। উমর রাযি. বলেন, কতই না উত্তম দুই ইদুল এবং কতই না উত্তম ইলাওয়াহ। (আল্লাহর বাণী) "যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। এরাই তাঁরা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে করুণা, রাহমত বর্ষিত হয়, আর এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। (সূরা বাকারা-১৫৬-১৫৭) আর আল্লাহর বাণী-"তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও, আর নিশ্চিতভাবে এ কাজ বিনীতদের ব্যতীত অন্য সকলের জন্য সুকঠিন। (সূরা বাকারা-৪৫)

١٢٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِت قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. .....আনাস রাযি. সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিপদের প্রথম অবস্থায়ই প্রকৃত সবর।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ " يعني الترجمة هي عين الحديث قوله "الأولي" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১৭৪, পেছনে : ১৬৭, ১৭১, সামনে : ১০৫৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, যে সবরে আল্লাহ প্রদত্ত রহমতের সুসংবাদ এসেছে তা হল এমন সবর যা প্রথম অবস্থায়ই হয়ে থাকে। নতুবা ধীরে ধীরে তো এমনিতেই ধৈর্যধারণ ক্ষমতা এসে যাবে।

হাদীসের ব্যাখ্যা : نِعْمَ الْعِدْلَانِ : অর্থ: বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমর রাযি. বলেন, আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদেরকে কতই না উত্তম দুই ইদুল এবং কতই না উত্তম ইলাওয়াহ দান করেছেন। এখানে 'عدلان ' দ্বারা উদ্দেশ্য صلوات ও رحمة তথা করুণা। আর علاوة দ্বারা اولئك هم المهتدون উদ্দেশ্য।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ انَّا بِكَ لَمَحْزُونَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عن النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيه وَسَلم تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزُنُ الْقَلْبُ

৮২৮. পরিচ্ছেদ : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী-'তোমার কারণে আমরা অবশ্যই শোকাভিভূত। ইবনে উমর রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, (বিপদে) চোখ অশ্রুসজল হয়, হৃদয় হয় ব্যথিত।

মতলব হল, মুসীবতের সময় চোখ থেকে অশ্রু বর্ষণ ও অন্তর বিরহ ব্যাথায় ব্যথিত হওয়া মানবীয় বৈশিষ্ট হতে একটি। এ কারণে আযাব দেয়া হবে না।

١٢٣٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا

إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ رَوَاهُ مُوسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সরল অনুবাদ : হাসান ইবন আব্দুল আযীয রহ. .....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আবূ সায়ফ কর্মকারের কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন (নবী-তনয়) ইবরাহীম রাযি. এর দুধ সম্পর্কীয় পিতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং তাকে নাকে-মুখে লাগালেন। এরপর (আর একদিন) আমরা তার (আবূ সায়েফ এর) বাড়ীতে গেলাম। তখন ইবরাহীম রাযি. মুমূর্ষ অবস্থায়। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উভয় চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর আপনিও? (কাঁদছেন) তখন তিনি বললেন, ইবনে আওফ, এ হচ্ছে মায়া-মমতা। এরপর পনুরায় অশ্রু ঝরতে থাকল, এরপর তিনি বললেন, অশ্রু প্রবাহিত হয় আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি যা আমাদের রব পছন্দ করেন। আর হে ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকাভিভূত। মূসা রহ. ......আনাস রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : قوله "اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১৭৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, انا بك لمحزون বলা অথবা অশ্রু বর্ষণের বৈধতা প্রমাণ করা। অশ্রু বর্ষন নিষিদ্ধ কোন আমল নয়। নিষিদ্ধ তো জাহিলী যুগের মানুষদের ন্যায় চিল্লা চিৎকার করে বিলাপ করা। জমহুর উলামাদের মতে, বিনা আওয়াজে কাঁদা জায়েয। - والله اعلم

হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত ইবরাহীম নবী তনয় ছিলেন মারিয়ায়ে কিবতিয়ার গর্ভজাত সন্তান। তাঁর দুগ্ধপানকারিণী আবূ সায়ফ কর্মকারের স্ত্রী ছিলেন। হযরত ইবরাহীম তাঁর কুলে লালিত পালিত হয়েছেন। দুধ পানকারিণী মহিলাকে ظئر অর্থাৎ انا (অন্না) বলে। ইবরাহীম রাযি. দশম হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জানাযার নামায স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ান। জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন। - والله اعلم

بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيْضِ

৮২৯. পরিচ্ছেদ : পীড়িত ব্যক্তির কাছে কান্নাকাটি করা।

١٢٣٣ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَضَى قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا فَقَالَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ

সরল অনুবাদ : আসবাগ রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে উবাদাহ রাযি. রোগাক্রান্ত হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কে সাথে নিয়ে তাঁকে দেখতে আসলেন। তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে পরিজন-বেষ্টিত দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তার কি মৃত্যু হয়েছে! তাঁরা বললেন, না। ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কান্না দেখে উপস্থিত লোকেরা কাঁদতে লাগলেন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, শুনে রাখ! নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক চোখের পানি ও অন্তরের শোক-ব্যথার কারণে আযাব দিবেন না। তিনি আযাব দিবেন এর কারণে (এ বলে) জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন। অথবা এর কারণেই তিনি রহম করে থাকেন। আর নিশ্চয় মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিজনের বিলাপের কারণে তাকে আযাব দেয়া হয়। উমর রাযি. এ (ধরণের কান্নার) কারণে লাঠি দ্বারা প্রহার করতেন, কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন বা মাটি ছুড়ে মারতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : শিরোণামের সাথে মিল " فبكي النبي صلي الله عليه وسلم اي عند سعد بن عباده رضـــ " قوله বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১৭৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : বাহ্যত অসুস্থ ব্যক্তির কাছে ক্রন্দন করলে তার দুঃখ বেদনা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হচ্ছে তাই তা মাকরূহ হওয়ার কথা। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. বলে দিলেন, না এরকম কাঁদা জায়েয আছে এবং নবী করীম থেকে প্রমাণিত।

بَابُ مَا يُنْهِي عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذلِكَ

৮৩০. পরিচ্ছেদ : কান্না ও বিলাপ নিষিদ্ধ হওয়া ও তাতে বাধা প্রদান করা।

١٢٣٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قال حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اي رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ

فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنِي أَوْ غَلَبْنَنَا الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ فَزَعَمَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ

সরল অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাওশাব রহ. .....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মুতার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) যায়েদ ইবনে হারিসা, জা'ফর এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. এর শাহাদাত লাভের খবর পৌছলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে পড়লেন, তাঁর মধ্যে শোকের চিহ্ন প্রকাশ পেল। আমি (আয়িশা রাযি.) দরওয়াযার ফাঁক দিয়ে তা দেখছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে সম্বোধন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জা'ফর রাযি. এর (পরিবারের) মহিলাগণের কান্নাকাটির কথা উল্লেখ করলেন। তিনি তাঁদের নিষেধ করার জন্য তাকে আদেশ করলেন। সেই ব্যক্তি চলে গেলেন। পরে এসে বললেন, আমি তাদের নিষেধ করেছি। তিনি উল্লেখ করলেন, তারা তাঁকে মানেনি। তিনি তাঁদের নিষেধ করার জন্য দ্বিতীয়বার তাকে নির্দেশ দিলেন। তিনি চলে গেলেন এবং আবার এসে বললেন, আল্লাহর কসম! অবশ্যই তাঁরা আমাকে (বা বলেছেন আমাদেরকে) হার মানিয়েছে। আয়িশা রাযি. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তাদের মুখে মাটি ছুঁড়ে মারো। (আয়িশা রাযি. বলেন) আমি বললাম, আল্লাহ তোমার নাক ধুলি মিশ্রিত করুন। আল্লাহর কসম! তোমাকে যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা করতে পারছ না আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিরক্ত করতেও কসূর করো নি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "فامره ان يَنْهَاهُنَّ" হাদীসাংশ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল খুজে পাওয়া যাচ্ছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৪, পেছনে ঃ ১৭৩, সামনে ঃ ৬১১।

١٢٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ أُمِّ سُلَيْمٍ وَأُمِّ الْعَلَاءِ وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. .....উম্মে আতিয়্যাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইআত গ্রহণকালে আমাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমরা (কোন মৃতের জন্য) বিলাপ করব না। ......আমাদের মধ্য হতে পাঁচজন মহিলা উম্মু সুলাইম, উম্মুল আলা, আবূ সাবরাহর কন্যা মুআযের স্ত্রী, আরো দুজন মহিলা বা আবূ সাবরাহর কন্যা ও মুআযের স্ত্রী ও আরেকজন মহিলা ব্যতীত কোন নারীই সে অঙ্গীকার রক্ষা করে নি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "اخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" দ্বারা বাবের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৪-১৭৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বিলাপ থেকে বাধা দেয়ার কথা বর্ণনা করতে চাচ্ছেন। এর প্রমাণ-'فَاحْثُ فِيْ اَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ'।

ব্যাখ্যা ঃ এটি মূতা যুদ্ধের ঘটনা। যা অষ্টম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। বিশদ বিবরণের জন্য নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী অর্থাৎ অষ্টম খন্ড ৩২০-৩২৫ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

৮৩১. পরিচ্ছেদ ঃ জানাযার জন্য দাঁড়ানো।

١٢٣٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُم الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ

সরল অনুবাদ : আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. .....আমির ইবনে রাবীআ রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা জানাযা (যেতে) দেখলে তা তোমাদের পিছনে ফেলে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। হুমায়দী আরও উল্লেখ করেছেন, তা তোমাদের পিছনে ফেলে যাওয়া বা মাটিতে নামিয়ে রাখা পর্যন্ত।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "اِذَا رَأيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৫, সামনে ঃ ১৭৫, তাছাড়া মুসলিম প্রথম খন্ড ঃ ৩১০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ জানাযা দেখে দাঁড়ানো সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়ত বর্ণিত হওয়ায় আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীনের মাঝেও মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। একটি রেওয়ায়তে আছে-' عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رضـ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ (মুসলিম প্রথম খন্ড-৩১০)

ইমাম নববী রহ. বলেন,

قَالَ الْقَاضِيْ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ فَقَالَ مَالِكٌ وَاَبُوْحَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِي الْقِيَامُ مَنْسُوْخٌ وَقَالَ اَحْمَدُ وَاِسْحَاقُ اِبْنُ حَبِيْبٍ وَابْنُ الْمَاجِشُوْنَ الْمَالِكِيَان هُوَ مُخَيَّرٌ (شرح مسلم - ٣١٠)

ইমাম বুখারী রহ. ইমাম আহমদ ও ইসহাকের মতামতকে সমর্থন করে বলছেন, জানাযার জন্য দাঁড়ানো উচিত। ইমাম বুখারী রহ. হাম্বলীদের অভিমতের দিকে ধাবিত হওয়ার কারণেই 'الْقِيَامُ لِلْجَنَازَةِ ' বলে তরজমাতুল বাব কায়েম করে এর অধীনে দাঁড়ানো সম্পর্কীয় হাদীসই উল্লেখ করেছেন। জমহুর ইমামদের মতে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে জানাযা দেখে দাঁড়াতেন ঠিকই কিন্তু পরে তা রহিত হয়ে গেছে। আর নাসিখ হল-'ثم قعد '। والله اعلم -

بَابُ مَتي يَقْعُدُ اذا قَامَ لِلْجَنَازَة

৮৩২. পরিচ্ছেদ ঃ জানাযার জন্য দাঁড়ানো হলে কখন বসবে।

١٢٣٧ــ حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد قال حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ

সরল অনুবাদ : কুতাইবা ইবনে সায়ীদ রহ. .....আমর ইবনে রাবীআ রাযি. সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ জানাযা (যেতে) দেখলে যদি সে তার সহযাত্রী না হয়, তবে ততক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি জানাযা পিছনে ফেলে, বা জানাযা তাকে পিছনে ফেলে যায়, অথবা পিছনে ফেলে যাওয়ার আগে তা (মাটিতে) নামিয়ে রাখা হয়।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "أو تُوضَعَ" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে। কেননা, যখন জানাযা নামিয়ে রাখা হবে তখন বসবে। (উমদাতুল কারী)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৫, তাছাড়া আবূ দাউদ ছানী ঃ ৪৫২।

١٢٣٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قال حَدَّثَنَا هِشَامٌ قال حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ

সরল অনুবাদ : মুসলিম ইবনে ইবরাহীম রহ. .....আবূ সায়ীদ খুদরী রাযি. সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা জানাযা (যেতে) দেখলে দাঁড়িয়ে পড়বে, এরপর যারা তার অনুগামী হবে, তারা তা নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত বসবে না।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমার সাথে হাদীসটির সম্পর্ক "فلا يَقْعُدْ حَتي تُوضَعَ" قوله এ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৫, সামনে ঃ ১৭৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ سقط هذا البَابُ وَالتَّرْجَمَة عَنْ رِوَايَةِ الْمُسْتَمِلِي الخ (ফাতহুল বারী) আল্লামা আইনী রহ. প্রায় অনুরূপই বলে থাকেন। (উমদাতুল কারী) বুঝা গেল, কোন নুসখায় বাব ও তরজমা কোনটিই নেই। বাব ধরে নিলে ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হবে কত সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে তা বর্ণনা করা যে, জানাযা চক্ষুর আড়ালে চলে যাওয়ার পর বসতে পারবে অথবা জানাযা একটু সামনে অগ্রসর হলে বসে যাবে।

بَابُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدْ حَتي تُوْضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ فَانْ قَعَدَ امِرَ بِالْقِيَامِ

৮৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জানাযার অনুগমণ করবে, সে লোকদের কাঁধ থেকে তা নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত বসবে না আর বসে পড়লে তাকে দাঁড়াবার আদেশ করা হবে।

١٢٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ قُمْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَدَقَ

সরল অনুবাদ : আহমদ ইবনে ইউনুস রহ. .....সায়ীদ মাকবুরী রহ. এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি জানাযায় শরীক হলাম। (সেখানে) আবূ হুরায়রা রাযি. মারওয়ানের হাত ধরলেন এবং তাঁরা জানাযা নামিয়ে রাখার আগেই বসে পড়লেন। তখন আবূ সায়ীদ রাযি. এগিয়ে এসে মারওয়ানের হাত ধরে বললেন, দাঁড়িয়ে পড়ুন। আল্লাহর কসম! ইনি (আবূ হুরায়রা রাযি.) তো জানেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কাজ করতে (জানাযা নামিয়ে রাখার আগে বসতে) নিষেধ করেছেন। তখন আবূ হুরায়রা রাযি. বললেন, তিনি ঠিকই বলেছেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ مُطَابَقَةُ الْحَدِيْثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ اَنَّ اَبَا سَعِيدٍ اَمرَ بِالْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ بَعْدَ ان جَلَسَ هُوَ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ(عمده) ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৫।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ এটি দ্বিতীয় মাসআলা, জানাযার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত অনুগমণকারীরা কখন বসবে? প্রথম মাসআলা তো আলোচিত হয়েছে যে, জানাযা দেখে দাঁড়ানো। এর বিধান রহিত হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে এখতেলাফ রয়েছে। ১. ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, যখন জানাযা কাঁধ থেকে যমীনে রাখা হবে তখন বসবে। তরজমা দ্বারা এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। জমহুর উলামাদের মসলক এটিই। অতএব বলা যায় ইমাম বুখারী রহ. জমহুরের অভিমতের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করছেন।

২. হয়তো ইমাম বুখারী রহ. পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি হাদীস হতে একটিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। উভয় হাদীস আবূ দাউদ দ্বিতীয় খন্ড ৪৫২ নং পৃষ্টায় উল্লেখিত হয়েছে। ১. 'حَتَي تُوْضَعَ بِالْاَرض ' । ২. حَتَي تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِ । বুখারী রহ. প্রথমটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যা তাঁর বক্তব্য 'تُوْضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ ' দ্বারা প্রতীয়মান হয়। ইমাম আবূ দাউদ রহ.ও স্বীয় 'قال ابوداود ' এর মধ্যে "سفيان احفظ من ابي معاوية " দ্বারা ইশারা করেছেন। - والله اعلم

فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ صَدَقَ ঃ প্রশ্ন হচ্ছে, এরপরও হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. কেন বসলেন?

উত্তর ঃ মারওয়ান ও তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের মতপার্থক্য থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে বসে গিয়েছিলেন।

بَابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ

৮৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইয়াহুদীর জানাযা দেখে দাঁড়ায়।

١٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قال حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمِ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا

সরল অনুবাদ : মুয়ায ইবনে ফুযালা রহ. .....জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো এক ইয়াহুদীর জানাযা। তিনি বললেন, তোমরা যে কোন জানাযা দেখলে দাঁড়িয়ে পড়বে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ مُطَابَقَةُ الْحَدِيْثِ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْقِيَامِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْجَنَازَةِ وَلَوْ كَانَتْ جَنَازَةَ غَيْرِ مُسْلِمٍ (عمده)।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৫।

١٢٤١ - حَدَّثَنَا آدَمُ قال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قال حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ مَعَ سَهْلٍ وَ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَيْسٌ يَقُومَانِ لِلْجَنَازَةِ

সরল অনুবাদ : আদম রহ. .....আব্দুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবনে হুনাইফ ও কায়েস ইবনে সা'দ রাযি. কাদেসিয়াতে বসা ছিলেন, তখন লোকেরা তাঁদের সামনে দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাচ্ছিল। (তা দেখে) তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁদের বলা হল, এটাতো এ দেশীয় জিম্মী ব্যক্তির (অমুসলিম সংখ্যালঘু) এর জানাযা। তখন তাঁরা বললেন, (একবার) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামন দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলে তাঁকে বলা হল, এটা তো এক ইয়াহুদীর জানাযা। তিনি ইরশাদ করলেন, সে কি মানুষ নয়? আবূ হামযা রহ. ....ইবনে আবূ লায়লা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহল এবং কায়েস রাযি. এর সাথে ছিলাম। তখন তাঁরা দুজন বললেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। যাকারিয়া রহ. সূত্রে ইবনে আবূ লায়লা রহ. থেকে বর্ণনা করেন, আবূ মাসউদ ও কায়েস রাযি. জানাযা যেতে দেখলে দাঁড়িয়ে যেতেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ শিরোণামের সাথে হাদীসটির সামঞ্জস্যতা " انّ النّبيّ صلى الله عَلَيْهِ وسَلّم مَرّتْ جَنازةٌ فقام قوله " বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৫, এছাড়া মুসলিম প্রথম খণ্ড ঃ ৩১০।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এখানেও কোন সুরাহা পেশ করেন নি। যদিও হাদীস দ্বারা দাঁড়ানো প্রমাণিত আছে। কিন্তু কতেক বাব আগে ৮৩০ নং বাব ১২৩৬ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে দাঁড়ানো মনসূখ হয়ে গেছে। তবে সালাফে সালেহীনদের মাঝে এ নিয়ে মতানৈক্য ছিল। কারো কারো মতে, তা মুসলমানদের সাথে নির্দিষ্ট। আবার কেউ কেউ নির্দিষ্ট হওয়াকে অস্বীকার করেন। তাই দাঁড়ানোর কারণ বর্ণনার্থে বিভিন্ন হাদীস এসেছে। কোন কোন হাদীসে রয়েছে-ফিরিশ্‌তাদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়েছেন। কোন হাদীসে আছে-' قام لِئلا تَعْلو جنازةٌ كافر '। - والله اعلم

بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجَنَازَةَ دُوْنَ النِّسَاءِ

৮৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষরা জানাযা বহন করবে মহিলারা নয়।

১٢٤٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قال حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ

সরল অনুবাদ : আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. .....আবূ সায়ীদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন জানাযা খাটে রাখা হয় এবং পুরুষরা তা কাঁধে বহন করে নেয়, তখন সে নেককার হলে বলতে থাকে, আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও। আর নেককার না হলে সে বলতে থাকে, হায় আফসুস! তোমরা এটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? মানব জাতি ব্যতীত সবাই তার চিৎকার শুনতে পায়। মানুষেরা তা শুনলে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলত।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "واحتملها الرّجال" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৫, সামনে ঃ ১৭৬, ১৮৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হল, মহিলারা জানাযা বহন করবে না। কেননা, তারা দূর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে। দ্রুত চলতে পারে না। তাছাড়া এতে পুরুষ ও মহিলাদের মাঝে সংমিশ্রণের আশংকা রয়েছে। এ কারণগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন মহিলারা জানাযা বহন করবে না। এটি পুরুষদের দায়িত্ব। এটাই ইমামদের সর্বসম্মত মাসআলা।

قال الحافظ ونقل النووي في شرح المهذب انه لا خلاف في هذه المسئلة بين العلماء (الابواب والتراجم)

بَابُ السُّرْعَة بِالْجَنَازَة ـــ وَقَالَ اَنَسٌ رَضِيَ الله عَنْهُ اَنْتُمْ مُشَيِّعُوْنَ فَامْشُوْا بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِيْنِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا وَقَالَ غَيْرُه قَرِيْبًا مِنْهَا

৮৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ জানাযার কাজ দ্রুত সম্পাদন করা। আনাস রাযি. বলেন, তোমরা (জানাযাকে) বিদায় দানকারী। অতএব, তোমরা তার সামনে, পিছনে এবং ডানে বামে চলবে। অন্যান্যরা বলেছেন, তার কাছে কাছে (চলবে)

١٢٤٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰه قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَة فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

সরল অনুবাদ : আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুতগতিতে চলবে। কেননা, সে যদি পূণ্যবান হয়, তবে এটা উত্তম, যার দিকে তোমরা তাকে এগিয়ে দিচ্ছ আর যদি সে অন্য কিছু হয়, তবে সে একটি অকল্যাণ, যাকে তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে দ্রুত নামিয়ে ফেলছো।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "اسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ" قوله দ্বারা শিরোণামের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৬।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত বাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জানাযাকে যত দ্রুত সম্ভব কবরে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে।

بَابُ قَوْلِ الْمَيِّت وَهُوَ عَلَي الْجَنَازَة قَدِّمُوْنِي

৮৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ খাটিয়ায় থাকাকালে মৃত ব্যক্তির উক্তি-আমাকে নিয়ে এগিয়ে চল।

١٢٤٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰه بْنُ يُوسُفَ قال حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قال حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِيه أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ واحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَة قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .....আবূ সায়ীদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, যখন জানাযা (খাটিয়ায়) রাখা হয় এবং পুরুষ লোকেরা তা তাদের কাঁধে তুলে নেয়, সে নেককার হলে, তখন বলতে থাকে আমাকে সামনে এগিয়ে দাও। আর নেককার না হলে সে আপন পরিজনকে বলতে থাকে, হায় আফসূস! এটা নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? মানুষ জাতি ব্যতীত সবাই তার চিৎকার শুনতে পায়। মানুষ যদি তা শুনতে পেত তবে অবশ্য সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলত।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : قوله "قَالَتْ قَدِّمُوْنِي" হাদীসাংশ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১৭৬, পেছনে : ১৭৫, ১৮৪।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : উক্ত বাবের সারাংশ হল, মাইয়েত নিজেই বলতে থাকে আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল। সামনে এগিয়ে যাও। তো ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য জানাযা দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলার কারণ বর্ণনা করা যে, মাইয়েত খোদ বলতে থাকে-'قدموني'।

আর সামনে ১৮৪ নং পৃষ্টায় একই হাদীস আসতেছে। সে বাবের উদ্দেশ্য মাইয়েতের কথা বার্তা বর্ণনা করা। তাই এ থেকে তাকরারে আবওয়াবের সন্দেহ করা সহীহ নয়। কেননা, উভয়টির উদ্দেশ্য এক নয়। বরং আলাদা আলাদা। والله اعلم -

بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً عَلَي الْجَنَازَةِ خَلْفَ الْاَمَامِ

৮৩৮. পরিচ্ছেদ : জানাযার নামাযে ইমামের পিছনে দু' বা তিন কাতারে দাঁড়ানো।

١٢٤٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. .....জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) নাজাশীর জানাযা আদায় করেন। আমি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় কাতারে ছিলাম।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : قوله "كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِيْ اَو الثَّالِثِ" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১৭৬, সামনে : ১৭৬, ১৭৮, ৫৪৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য ১. নামাযে জানাযায় দু' বা তিন কাতারে দাঁড়ানো জায়েয। تثليث অর্থাৎ তিন কাতারে দাঁড়ানো ওয়াজিব ও ফরয কোন কিছু নয়। তবে এর দ্বারা 'বেজোড় কাতারে দাঁড়ানো মুস্তাহাব' এর নফী প্রমাণিত হয় না। والله اعلم -

২. আবূ দাউদ কিতাবুল জানায়েযের একটি রেওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, নামাযে জানাযায় তিন কাতার হওয়া চাই। এমনকি মুসল্লী সংখ্যায় কম হলে প্রথম সফ ও দ্বিতীয় সফ থেকে একজন বা দুজনকে নিয়ে তিন নং কাতার বানাতেন। (বাবুম মিনাস সুফূফ আলাল জানায়িয-৪৫১)

ইমাম বুখারী রহ. একে খন্ডন করে বলেন, তিন কাতারে দাঁড়ানো ওয়াজিব ও ফরয মনে করা সহীহ নয়। দু'কাতারও দুরুস্ত আছে। যা বাবের হাদীসাংশ 'في الصف الثاني او الثالث' দ্বারা বুঝা যাচ্ছে।

بَابُ الصُّفُوْفِ عَلَي الْجَنَازَةِ

৮৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযের কাতার।

١٢٤٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قال حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহবীগণকে নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ শোনালেন, পরে তিনি সামনে অগ্রসর হলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে কাতারবদ্ধ হলে তিনি চার তাকবীরে (জানাযার নামায) আদায় করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فصفُّوا خلفه" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৬, পেছনে ঃ ১৬৭, সামনে ঃ ১৭৭, ১৭৮, ৫৪৮।

١٢٤٧ – حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَفَّهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

সরল অনুবাদ : মুসলিম রহ. .....শা'বী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন এক সাহাবী যিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পৃথক কবরের কাছে গমণ করলেন এবং লোকদের কাতারবদ্ধ করে চার তাকবীরের সাথে (জানাযার নামায) আদায় করলেন। (শায়বানী রহ. বলেন) আমি শা'বী রহ. কে জিজ্ঞেস করলাম, এ হাদীস আপনাকে কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, ইবনে আব্বাস রাযি.।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فصفّهم" قوله হাদীসাংশ দ্বারা বাবের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৬, পেছনে ঃ ১১৮, ১৬৭, ১৭৬, সামনে ঃ ১৭৭, ১৭৮।

١٢٤٨ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قال أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمُّوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ صُفُوفٌ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي

সরল অনুবাদ : ইবরাহীম ইবনে মূসা রহ. .....জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আজ হাবশা দেশের (আবিসিনিয়ার) একজন নেককার লোকের ওফাত হয়েছে, তোমরা এসো তাঁর জন্য (জানাযার) নামায আদায় কর। রাবী বলেন, আমরা তখন কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জানাযার) নামায আদায় করলেন, আমরা ছিলাম কয়েক কাতার। আবু যুবাইর রহ. জাবির রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, জাবির রাযি. বলেছেন, আমি দ্বিতীয় কাতারে ছিলাম।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ قوله "وصففنا" وفي قوله ونحن صفوف عليه দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৬, ১১৮, ১৬৭, ১৭৭, ১৭৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ১. ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাবে 'باب الصفوف' এর মধ্যে 'الصفوف' শব্দটি জমার সীগাহ এনে সে সব লোকদের মত খন্ডন করেছেন যারা বলে থাকে, নামাযে জানাযায় এক কাতারে দাঁড়ানো উচিত। চাই যতই লম্বা কাতার হোক না কেন। মালেকীদের এক রেওয়ায়ত এর পক্ষেই।

২. যদিও পূর্ববর্তী তরজমায় একাধিক কাতারে দাঁড়ানোর কথা বুঝে আসে। কিন্তু ওখানে এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ রয়েছিল। তো ইমাম বুখারী রহ. উক্ত বাব দ্বারা এ সন্দেহের অবসান করেছেন। অতএব বাবের হাদীসত্রয় দ্বারা এটাই প্রতিভাত হচ্ছে।

بَابُ صُفُوْفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ عَلَي الْجَنَائِزِ

৮৪০. পরিচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযে পুরুষদের সাথে বালকদের কাতার।

অর্থাৎ পাঞ্জেগানা নামাযের জামাআতে বাচ্চারা আলাদা কাতারে দাঁড়াবে। কিন্তু নামাযে জানাযায় পুরুষদের সাথে বালকদের কাতার হবে।

١٢٤٩ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد قال حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ مَتَى دُفِنَ هَذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ أَفَلَا آذَنْتُمُونِي قَالُوا دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَة اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقظَكَ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْه

সরল অনুবাদ : মূসা ইবনে ইসমায়ীল রহ. .....ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক (ব্যক্তির) কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাকে রাতের বেলা দাফন করা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একে কখন দাফন করা হল? সাহাবীগণ বললেন, গত রাতে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে অবহিত করলে না কেন? তাঁরা বললেন, আমরা তাঁকে রাতের আঁধারে দাফন করছিলাম, তাই আপনাকে জাগানো পছন্দ করিনি। তখন তিনি (সেখানে) দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও তাঁর পিছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম। তিনি তাঁর (জানাযার) নামায আদায় করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ مُطابقةُ الحَدِيْثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ أنَّ ابْنَ عَبَّاس رَضِي الله تعالي عنهما كَانَ فِيْ وَقْت ما صلي مَعَهُمْ صَغِيْرًا ۔ (عمده)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৬, পেছনে ঃ ১১৮, ১৬৭, সামনে ঃ ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উপরোক্ত বাব দ্বারা জানাযার নামাযে বালকদের দাঁড়ানোর পদ্ধতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। নামাযে জানাযায় বাচ্চারা কিভাবে কাতারবন্দী হবে? প্রকাশ থাকে যে, ইবনে আব্বাস রাযি. হুজ্জাতুল বিদা' পর্যন্ত নাবালিগ ছিলেন। তো ইমাম বুখারী রহ. বাতলে দিলেন, নামাযে জানাযায় তারা পুরুষদের সাথে দাঁড়াবে। কেননা, ইবনে আব্বাস রাযি. নিজেই বলেন-'وانا فيهم'। জানা কথা ইবনে আব্বাস রাযি. তখন যুবক ছিলেন না। তবে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযে তাদের কাতারবন্দীর বিধান ভিন্ন। যেরূপ বাবের অধীনে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَي الْجَنَائِزِ

৮৪১. পরিচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযের নিয়ম।

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلي اللهُ عَلَيْه وسلَّمَ مَنْ صَلي عَلي الْجَنَازَة وَقَال صَلُّوْا عَلي صَاحِبِكُمْ وَقَال صَلُّوْا عَلي النَّجَاشِيْ سَمَّاهَا صَلَاةً لَيس فِيهَا رُكُوْع وَلاَ سُجُوْدٌ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيْهَا وَفِيْهَا تَكْبِيْرٌ وَتَسْلِيْمٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي الَّا طَاهِرًا وَلَا يصَلِّيْ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبِهَا وَيرْفَعُ يَدَيْه وقَال الحَسَنُ اَدْرَكْتُ النَّاسَ وَاَحقُّهُمْ عَلي جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوْهُ لِفَرَائِضِهِمْ وَاِذَا اَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيْد اَوْ عِنْدَ الْجَنَازَة يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلَايَتَيَمَّمُ واِذَا انْتَهي اِلَي الْجَنَازَة وَهُمْ يُصَلُّوْنَ يَدْخُلُ معهُمْ بِتَكْبِيْرَة وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ اَرْبَعًا وَقَالَ اَنَسٌ رَضِي اللهُ عنه تَكْبِيْرَةُ الْوَاحِدَة اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاة وقَالَ عز وجل وَلَاتُصَلِّ عَلي اَحَد مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَفِيْه صُفُوْفٌ وَاِمَامٌ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার নামায আদায় করবে.....। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জন্য (জানাযার) নামায আদায় কর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে নামায বলেছেন, (অথচ) এর মধ্যে রুকূ' ও সিজদা নেই এবং এতে কথা বলা যায় না, এতে রয়েছে তাকবীর ও তাসলীম। ইবনে উমর রাযি. পবিত্রতা ছাড়া (জানাযার) নামায আদায় করতেন না। এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কালে এ নামায আদায় করতেন না। (তাকবীর কালে) দুহাত উঠাতেন। হাসান (বসরী) রহ. বলেন, আমি সাহাবীগণকে এ অবস্থায় পেয়েছি যে, তাঁদের জানাযার নামাযের (ইমামতের) জন্য তাঁকেই অধিকতর যোগ্য মনে করা হতো, যাকে তাঁদের ফরয নামাযসমূহে (ইমামতের) জন্য তাঁরা পছন্দ করতেন। ঈদের দিন (নামায কালে) বা জানাযার নামায আদায় কালে কারো অযূ নষ্ট হয়ে গেলে, তিনি পানি তালাশ করতেন, তায়াম্মুম করতেন না। কেউ জানাযার কাছে পৌঁছে লোকদের নামায রত দেখলে তাকবীর বলে তাতে শামিল হয়ে যেতেন। ইবনে মুসায়্যাব রহ. বলেছেন, দিনে হোক বা রাতে, বিদেশে হোক বা দেশে (জানাযার নামাযে) চার তাকবীরই বলবে। আনাস রাযি. বলেছেন, (প্রথম) এক তাকবীর হল নামায এর উদ্বোধন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে কখনও তার জন্য নামায (জানাযা) আদায় করবে না। (সূরা তাওবা) এ ছাড়াও জানাযার নামাযে রয়েছে একাধিক কাতার ও ইমাম (থাকার বিধান)

١٢٥٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فصلينا فَقُلْنَا يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

সরল অনুবাদ : সুলাইমান ইবনে হারব রহ. .....শা'বী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন এক সাহাবী আমাকে খবর দিয়েছেন, যিনি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে একটি পৃথক কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইমামতি করলেন, আমরা তাঁর পিছনে কাতার করলাম এবং নামায আদায় করলাম। (শায়বানী রহ. বলেন) আমরা (শা'বীকে) জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ আমর! আপনাকে এ হাদীস কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, ইবনে আব্বাস রাযি.।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ لِاَنَّ الْاِمَامَةَ وَتَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ سُنَّةِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ "فَأَمَّنَا فصففنا" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৬, পেছনে ঃ ১১৮, ১৬৭, ১৭৬, ১৭৮-১৭৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, সালাতে জানাযা এক প্রকারের নামায। তিনি সে সকল লোকদের মত খন্ডন করেছেন যারা সালাতে জানাযাকে নামায বলেন না। তো বুখারী রহ. বলে দিলেন, নামাযে জানাযা নামায বলে ধর্তব্য হবে। কেননা, ১. কুরআন শরীফ ও আহাদীসে নববীতে একে নামায বলা হয়েছে। কুরআন শরীফে আছে-'ولا تصل علي احد منهم' (সূরায়ে তাওবা)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-'من صلي علي الجنازة' ইত্যাদি। ২. এতে তাহরীম, তাসলীম ও কিয়াম রয়েছে। এ নামাযে কথা বার্তা বলা বৈধ নয়।

৩. এতে নামাযের বৈশিষ্টাবলী পাওয়া যাচ্ছে যে, নিষিদ্ধ ওয়াক্তসমূহ সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তে তা আদায় করা নাজায়েয। মোদ্দাকথা নামাযে জানাযা নামায বলে গণ্য হবে। ইমাম সাহেব থাকা এবং মুসল্লীদের কাতারবন্দী হওয়াও নামায হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

بَابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْه اِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِيْ عَلَيْكَ وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ مَا عَلِمْنَا عَلَي الْجَنَازَةِ اِذْنًا وَلٰكِنْ مَنْ صَلي ثُمَّ رَجَعَ فَلَه قِيْرَاطٌ

৮৪২. পরিচ্ছেদ ঃ জানাযার অনুগমণ করার ফযীলত। যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. বলেন, জানাযার নামায আদায় করলে তুমি তোমার কর্তব্য পালন করলে। হুমাইদ ইবনে হিলাল রহ. বলেন, জানাযার নামাযের পর (চলে যাওয়ার ব্যাপারে) অনুমতি গ্রহণের কথা আমার জানা নেই, তবে যে ব্যক্তি নামায আদায় করে চলে যায়, সে এক কীরাত (সাওয়াবের) অধিকারী হয়।

١٢٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قال حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ فَقَالَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا فَصَدَّقَتْ يَعْنِي عَائِشَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ { فَرَّطْتُ } ضَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

সরল অনুবাদ : আবূ নুমান রহ. .....নাফি' রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর রাযি. এর নিকট বর্ণনা করা হল, আবূ হুরায়রা রাযি. বলে থাকেন, যিনি জানাযার অনুগমণ করবেন তিনি এক কীরাত (পরিমাণ) সাওয়াবের অধিকারী হবেন। তিনি বললেন, আবূ হুরায়রা রাযি. আমাদের বেশী বেশী হাদীস শোনান। তবে আয়িশা রাযি. এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা রাযি. কে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ হাদীস বলতে শুনেছি। ইবনে উমর রাযি. বললেন, তাহলে তো আমরা অনেক কীরাত (সওয়াব) হারিয়ে ফেলেছি। 'فرطت' এর অর্থ আল্লাহর আদেশ আমি খুইয়ে ফেলেছি।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য : বাবের সাথে হাদীসটির মিল "قوله "مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فله قِيرَاط বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী : ১৭৭, পেছনে : ১২, সামনে : ১৭৭।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. বলেন, হাদীসসমূহে কোন ধরনের অনুগমণ বুঝানো হয়েছে? হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. এর বক্তব্য উল্লেখ করে বাতলে দিলেন, নামায আদায় পর্যন্ত অনুগমণ জরুরী।

হাদীসের ব্যাখ্যা : مَا عَلِمْنَا عَلَي الْجَنَازَةِ اذنا : মালেকীদের মতে, কেউ জানাযার নামাযে শরীক হলে নামায আদায়ের পর ওলীর অনুমতি ছাড়া ওখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে না। ইমাম বুখারী রহ. তাঁদের অভিমতকেই খন্ডন করতে গিয়ে বলেন, দাফনের আগে ফিরে আসতে পারবে। তবে পূর্ণ ছওয়াব প্রাপ্ত হবে না। - والله اعلم

فَقَالَ اَكْثَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا : 'আবূ হুরায়রা আমাদেরকে বেশী বেশী হাদীস শোনান' এর দ্বারা ইবনে উমর রাযি. এর উদ্দেশ্য তা নয় যে, তিনি মিথ্যা বলতেছেন। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, বেশী বেশী হাদীস বলাতে কোন সময় মনের অজান্তে ভুলও তো হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যখন হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর সত্যায়ন করলেন তখন ইবনে উমর রাযি. আফসূস করে বলে উঠলেন, তাহলে তো আমরা অনেক কীরাত হারিয়ে ফেলেছি। যেহেতু তিনি দাফনে শরীক না হয়ে বরং নামায পড়ে চলে আসতেন তাই তিনি আফসূস প্রকাশ করে বললেন, তাহলে তো আমরা অনেক সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম।

قِيْرَاط : মূলত: قِرَّاط ছিল। راء হরফটিকে কিয়াসের বিপরীত ياء দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। যেমন دينار শব্দটিতে এক নূনকে ইয়া দ্বারা বদলানো হয়েছে। কেননা, دينار মূলত: دنّار ছিল। কারণ তার জমা دنانير ও قيراط এর জমা قراريط আসে।

فَرَّطْتُ ضَيَّعْتُ : ইমাম বুখারী রহ. এর চিরাচরিত নিয়ম হল, কুরআন শরীফের আয়াতে যে শব্দ বর্ণিত হয় ঐ শব্দ হাদীস শরীফে আসলে তখন তিনি কুরআন শরীফের শব্দেরও ব্যাখ্যা করে দেন।

এখানে ইবনে উমরের কথায় 'فرطنا' শব্দ এবং আয়াতে '(سوره زمر) فَرَّطْتُ عَلَي جَنْبِ' রয়েছে। তো ইমাম বুখারী রহ. এর ব্যাখ্যা করে দিলেন। অর্থাৎ আমি আল্লাহ তাআলার কিছু হুকুম খুইয়ে ফেলেছি।

بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّي يدْفَنَ

৮৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

١٢٥٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيه أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنِي عبدالله بن محمد قَالَ حَدَّثَنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم ح وحدثنا احمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أَبِي قال حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَاب وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَان قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَان قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা, আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ও আহমাদ ইবনে শাবীব ইবনে সায়ীদ রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃতের জন্য নামায আদায় করা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক কীরাত (সাওয়াব), আর যে ব্যক্তি মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার জন্য দু'কীরাত (সাওয়াব)। জিজ্ঞেস করা হল দু'কীরাত কি? তিনি বললেন, দু'টি বিশাল পর্বত সমতুল্য।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমার সাথে হাদীসটির মিল "قوله "مَنْ شَهِدَ حَتَّي يدْفَنَ থেকে গৃহীত।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৭, পেছনে ঃ ১২।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলেন, কেবল জানাযার নামায পড়ে চলে আসার চেষ্টা করবে না। বরং মৃতের দাফন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অতঃপর যখন দাফন শেষে ফিরবে। এতে অনেক অনেক ফযীলত রয়েছে যে, দুটি বিশাল পাহাড় সমতুল্য সাওয়াবের অধিকারী হবে।

ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী প্রথম খন্ড ৩২১ নং পৃষ্টা মোতালাআ করলে উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

بَابُ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَي الْجَنَائِزِ

৮৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযে বয়স্কদের সাথে বালকদেরও শরীক হওয়া।

١٢٥٣ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قال حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قال حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرًا فَقَالُوا هَذَا دُفِنَ أَوْ دُفِنَتْ الْبَارِحَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا

সরল অনুবাদ : ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম রহ. .....ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরের কাছে তাশরীফ আনেন। সাহাবাগণ বললেন, একে গতরাতে দাফন করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে কাতার করে দাঁড়ালাম। এরপর তিনি তার জানাযার নামায আদায় করলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله فصففنا خلفه" দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে। কেননা, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. তখন বালক ছিলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৭, পেছনে ঃ ১১৮, ১৬৭, ১৭৬, সামনে ঃ ১৭৮।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ১. আল্লামা আইনী রহ. বলেন-

افادَ بِهذَا البَابِ مَشْرُوْعِيَّةَ صَلوةِ الصِّبْيَان عَلَي المَوْتي (عمده)

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. আলোচ্য বাব দ্বারা বালকদের জানাযার নামাযে শরীক হওয়ার বৈধতা বর্ণনা করতেছেন।

২. তিনি একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার দিকে ইশারা করতে চাচ্ছেন। জ্ঞাতব্য বিষয় হল, নামাযে জানাযা ফরযে কিফায়াহ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেবল বাচ্চারা কোন জানাযার নামায পড়লে ফরযিয়্যাত আদায় হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে কি না? ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে, ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের নিকট আদায় হবে না। ইমাম বুখারী রহ. তাঁর মতামতের দিকে ধাবিত বলে তরজমা 'صلوة الصبيان مع الناس' দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ বালকরা পুরুষদের সাথে জানাযার নামায আদায় করবে। কেবল বালকদের নামাযে যথেষ্টকরণ দুরুস্ত নয়।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা তাকরারে তরজমার সন্দেহের অবসান হয়ে গেল। কেননা, চারটি বাব আগে صفوف صبيان এর বর্ণনা হয়েছে যে, আলাদা কাতারের কোন প্রয়োজন নেই। বরং জানাযার নামাযে বালকদের কাতার পুরুষদের সাথে হবে। যেমন ৮৩৯ নং বাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এই বাবে صلوة صبيان এর কথা উল্লেখিত হয়েছে। - والله اعلم

بَابُ صَلَاةِ عَلَي الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّي وَالْمَسْجِدِ

৮৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ মুসল্লা (ঈদগাহ বা জানাযার জন্য নির্ধারিত স্থানে) এবং মসজিদে জানাযার নামায আদায় করা।

١٢٥٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قال حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

সরল অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) নাজাশীর মৃত্যুর দিনই আমাদের তাঁর সংবাদ জানান এবং ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের ভাই এর (নাজাশীর) জন্য ইসতিগফার কর। আর ইবনে শিহাব সায়ীদ ইবনে মুসায়্যাব রহ. সূত্রে আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের নিয়ে মুসাল্লায় কাতার করলেন, এরপর চার তাকবীর আদায় করেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "قوله "صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلِّي الخ দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৭, পেছনে ঃ ১৬৭, ১৭৬, সামনে ঃ ১৭৮, ৫৪৮।

١٢٥٥ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الحزامي قال حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قال حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

সরল অনুবাদ : ইবরাহীম ইবন মুনযির রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে (খায়বারের) ইয়াহূদীরা তাদের এক পুরুষ ও এক স্ত্রীলোককে হাযির করল, যারা যিনা করেছিল। তখন তিনি তাদের উভয়কে (রজম করার) নির্দেশ দেন। মসজিদের পাশে জানাযার স্থানের কাছে তাদের দু'জনকে রজম (প্রস্থরাঘাত) করা হল।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমার সাথে হাদীসটির সম্পর্ক "قوله "عِنْدَ الْمَسْجِدِ তে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৭, সামনে ঃ ৫১৩, ৬৫৪, ১০০৭, ১০১১, ১০৯০, তাওহীদ ঃ ১১২৫, ইমাম মুসলিম ও আবূ দাউদও বর্ণনা করেছেন।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. বলতে চাচ্ছেন, ইদগাহ এবং মসজিদের ভিতর জানাযার নামায পড়া জায়েয আছে। মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ। শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে, মসজিদের ভিতর নামাযে জানাযা পড়া বৈধ। যদিও বাহিরে পড়া উত্তম। দাউদে যাহিরী, ইসহাক ও আবূছাওরের অভিমত এটিই।

২. হানাফী ও মালেকীদের নিকট মসজিদে আদায় করা মাকরূহ।

দলীল-প্রমাণ ঃ ১. উপরোক্ত বাবের দ্বিতীয় হাদীস। যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. কর্তৃক বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ হাদীস। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যমানায় জানাযার নামাযের জন্য মসজিদের বাহিরে একটি জায়গা নির্দিষ্ট ছিল। যদি মসজিদে জানাযার নামায জায়েয হতো তাহলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী ছেড়ে বাহিরে তাশরীফ নিতেন না। কেননা, এই মসজিদের ফযীলত তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

২. হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে-' قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّي عَلَي جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فلاشَيَ له (ابوداود جلد ثاني ٤٥٤)। আরো বিশদ বিবরণের জন্য ফেকহী কিতাবাদী দেখা যেতে পারে।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَي الْقُبُوْرِ وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي رضِيَ اللهُ عَنْهُم ضَرَبَتْ امْرَأَتُه الْقُبَّةَ عَلي قَبْرِه سُنَّةً ثُمَّ رفعتْ فَسَمِعُوْا صَائِحًا يَقُوْلُ اَلَا هَلْ وَجَدُوْا مَا فَقَدُوْا فَاَجابَه الْاٰخَر بَلْ يَئِسُوْا فَانْقَلَبُوْا

৮৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ কবরের উপরে মসজিদ বানানো অপছন্দনীয়। হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী রাযি. এর ওফাত হলে তাঁর স্ত্রী এক বছর যাবৎ তাঁর কবরের উপর একটি কুব্বা (তাঁবু) স্থাপন করে রাখেন, পরে তিনি সেটা উঠিয়ে নেন। তখন লোকেরা (অদৃশ্য) আওয়াজ দাতাকে বলতে শুনলেন, ওহে! তারা কি হারানো বস্তু ফিরে পেয়েছে? অপর একজন জবাব দিল না, বরং নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে?

١٢٥٦ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ هِلَالٍ هُوَ الْوَزَّانُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَساجِدًا قَالَتْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا

সরল অনুবাদ : উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা রহ. .....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে ইন্তিকাল করেছিলেন, সে রোগাবস্থায় তিনি বলেছিলেন, ইয়াহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর লানত, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছেন। আয়িশা রাযি. বলেন, সে আশংকা না থাকলে তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর) কবরকে উন্মুক্ত রাখা হতো, কিন্তু আমার আশংকা যে, (খুলে দেয়া হলে) একে মসজিদে পরিণত করা হবে।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমার সাথে قوله "اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" হাদীসাংশ দ্বারা মিল ঘটেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৭, পেছনে ঃ ৬২, সামনে ঃ ১৮৬, মাগাযী ঃ ৬৩৯।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হল, কবরের উপর মসজিদ বানানো সঠিক নয় অথবা কবরকে সেজদাগাহ বানাবে না। কেননা, এরকম কার্যকলাপ মূর্তি পুজারীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। - والله اعلم

بَابُ الصَّلَاة علَي النُّفَسَاء اذَا مَاتَتْ فِي نفَاسهَا

৮৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ নিফাস অবস্থায় মারা গেলে তার জানাযার নামায।

١٢٥٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قال حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قال حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلى امْرَأَة مَاتَتْ فِي نفَاسهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا

সরল অনুবাদ : মুসাদ্দাদ রহ. .....সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে আমি এমন এক মহিলার জানাযার নামায আদায় করেছিলাম, যে নিফাস অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তিনি তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল একেবারে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৭, পেছনে ঃ ৪৭, ১৭৭, অবশিষ্টাংশের জন্য নাসরুল বারী দ্বিতীয় খন্ড ৩১৪ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হল, যদি মহিলা নেফাস অবস্থায় মারা যায় তাহলে যদিও সে নামায পড়তে পারে না কিন্তু তার উপর জানাযার নামায পড়তে হবে। যেরুপ হাদীসে বাব দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে কা'ব এর উপর নামাযে জানাযা আদায় করেছেন।

قام عليها وسطها ঃ নাসরুল বারী দ্বিতীয় খন্ড ৩১৫ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

بَابُ اَيْنَ يَقُوْمُ منَ الْمَرْأَة وَالرَّجُل

৮৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ নারী ও পুরুষের (জানাযার নামাযে) ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন?

(নাসরুল বারী দ্বিতীয় খন্ড ৩১৪ ও ৩১৫ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য)

١٢٥٨ – حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قال حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ قال حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَة مَاتَتْ فِي نفَاسهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا

সরল অনুবাদ : ইমরান ইবনে মায়সারা রহ. .....সামুরা ইবনে জুনদাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে আমি এমন এক মহিলার জানাযার নামায আদায় করেছিলাম, যে নিফাস অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তিনি তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য ঃ "فقام عليها وسطها" قوله দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭৭, অবশিষ্টাংশের জন্য ১২৫৭ নং হাদীস দেখা যেতে পারে।

তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য তরজমা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, নামাযে জানাযায় ইমাম সাহেব কোথায় দাঁড়াবেন? তাঁর দাঁড়ানোর স্থান সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাচ্ছেন। এ ব্যাপারে বুখারী রহ. এর তরজমাতুল বাব দ্বারা বোধগম্য হয়, মাইয়েত পুরুষ বা মহিলা যেই হোক তাদের জানাযার নামায আদায়কালে ইমাম সাহেবের দাঁড়ানোর স্থান একই। ১. ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়ত অনুযায়ী ইমাম সাহেব মাইয়েতের বুক বরাবর দাঁড়াবেন। চাই মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক বা মহিলা।

হাদীসুল বাব মোটেই হানাফীদের মতামতের বিপরীত দলীল নয়। কেননা, বুকের এক দিকে তো মাথা ও হাত এবং অপরদিকে পেট ও পা রয়েছে। আর বুক উভয় দিকের ঠিক মধ্যখানে।

২. শাফেয়ীদের মতে, ইমাম সাহেব পুরুষের জানাযা আদায়ের সময় তার মাথা বরাবর ও মহিলার জানাযায় ঠিক মধ্যখানে দাঁড়াবে। - والله اعلم

وَقَدْ تَمَّ بِعَوْنِ اللهِ تَعَالَي الْجُزْءُ الرَّابِعُ مِنْ نَصْرِ الْبَارِي وَيَلِيْهِ الْخَامِسُ اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَي فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَي رَسُوْلِه وَعَلَي اٰلِه وَصَحْبِه بِدَايَةً وَ نِهَايَةً -

*** সমাপ্ত ***

নাসরুল বারী চতুর্থ খন্ডের সূচিপত্র

সূচি সমাপ্ত